INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House Agartala on the 20th March, 1986, Thursday, at 3-00 P.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 Ministers, theDeputy Speaker and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বের উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রী খগেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মহকুমা ভিত্তিতে খাসল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটিগুলি কিভাবে এবং কাদের নিয়ে গঠন করা হয়ে থাকে, এবং

২। উক্ত কমিটি দ্বারা ১৯৮৪—৮৫ এবং ৮৫—৮৬ সালে অমরপুরের বীরগঞ্জ রাঙ্গামাটি রামপুর, রাজরাং উত্তর এবং দক্ষিণ চেলাগাং-এ কতটি ভূমিহীন পরিবারেকে খাসভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) প্রশাসনিক আদেশ বলে মহকুমা এলটমেন্ট কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে :—

১) মহকুমা শাসক—চেয়ারম্যান, ২) এস, ডি, ও, (পি, ডব্লিউ, ডি) নিজ নিজ মহকুমা—

সদস্য, ৩) ডি, এফ, ও, অথবা ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার (সাব ডিভিশান হেড কোয়ার্টার)—সদস্য, ৪) ডেপুটি কালেকটার (রেভিনিউ)—সদস্য ৫) সহকারী জরীপ অফিসার—সদস্য সচিব ৬) স্থানীয় বিধানসভার সদস্য—সদস্য (যে এলাকার এম, এল, এ, মন্ত্রী বা ডেপুটি স্পীকার সে, এলাকার গাঁও প্রধান বা নোটিফাইড এরিয়ার চেয়ারম্যানকে নানান হিসাবে নেওয়া হয়ে থাকে)। ৭) সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসার—আহ্বায়ক।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি, অমরপুর মহকুমার যে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটি আছে, এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ওখানকার স্থানীয় বিধায়ককে বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে কিনা ?

শ্রী খগেন দাস :— না, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী জওহর সাহা :— রাজ্যের কোন্ কোন্ সাবডিভিশনে স্থানীয় এম, এল, এ, দের এই কমিটিতে রাখা হয় নাই ?

শ্রী খগেন দাস :— প্রশাসনিক আদেশ নির্বিশেষে সব সাব-ডিভিশনেই আছে। কোথায় নেই আমার জানা নেই।

শ্রী জওহর সাহা :— অমরপুরে বর্তমানে এলটমেন্ট কমিটিটা কাঁদের কাদের নিয়ে করা হয়েছে ?

শ্রী খগেন দাস :— কাদের নিয়ে করা হয় সেটা তো বলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :— আমি বলছি যে কাদের কাদের নিয়ে অমরপুর সাবডিভিশন-এর ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটিটা করা হয়েছে ?

শ্রী খগেন দাস : - কাদের নিয়ে করা হয় বলে দিয়েছি। অমরপুরেও যাদের নিয়ে করার কথা তাদের নিয়েই করা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, অমরপুর মহকুমাতে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটিতে কোন বিধায়ককেই রাখা হয়নি এবং এর কারণ কি ?

শ্রী খগেন দাস :— এটা তো আমার জানা নেই বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটেনডেন্ট কোয়েশচান নাম্বার ৩১।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশচান নাম্বার ৩১।

প্রশ্ন

১) আগরতলা হইতে ছৈলেংটা এবং ছৈলেংটা হইতে আগরতলা পর্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় :

৩) না থাকিলে কারণ ?

QUESTIONS & ANSWERS

উত্তর

১) টি, আর, টি, সি, বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে।

২) ও (৩) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—টি, আর, টি, সি, গাড়ীর সংখ্যা প্রতি বৎসরে বৃদ্ধি করা হয় এবং এবারও কয়েকটি নুতন গাড়ী আনা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি দেখবেন কিনা? ১৯৮৩—৮৪ সনে বাজেট ভাষণ দিতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বাস চালাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশ্য আগেও এখানে বাস সার্ভিস ছিল। কিন্তু এটা প্রত্যাহার হয়ে যায়। কারণ কৈলাশহর থেকে সাধারণত টিকিট পাওয়া যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রয়েছে। এটা আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—এটেনডেন্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩।

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর বিভাগের দামছড়া ও খেদাছড়া তহশীল এলাকার কোন রেভিনিউ মৌজায় মোট কতজন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ১৯৮৪—৮৫ ও ১৯৮৫—৮৬ইং আর্থিক বছরে খাস ভূমি ও বাস্তুভিটা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

২) এর মধ্যে তপশীল জাতি, তপশীল উপজাতির সংখ্যা কতজন?

উত্তর

১) ১৯৮৪—৮৫ সালের ভূমি বন্দোবস্তের খতিয়ান—দামছড়া তহশীল।

মৌজার নাম	ভূমিহীন	গৃহহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
পিপলা ছড়া	৩৩	—	২৩
বংসাল	১৬	—	১
রাইমুছড়া	৩	—	১

১৯৮৫—৮৬ সালের ভূমি বন্দোবস্তের খতিয়ান

মৌজার নাম	ভূমিহীন	গৃহহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
কাছাড়ীছড়া	৬০	—	—
পিপলাছড়া	৬	—	২৮
পেকুছড়া	—	—	৬
বংসাল	—	৬	২৮

খোদাছড়া তহশীলাধীন ১৯৮৪—৮৫ এবং ১৯৮৫—৮৬ সালে কোন ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই।

২) যাহারা ভূমি বন্দোবস্ত পাইয়াছেন তাহারা সকলই উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রী খগেন দাস—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১) কাপতলী বগাচতল পুনর্বাসন কলোনীতে এপর্য্যন্ত মোট কত সংখ্যক পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

২) উক্ত কলোনীর মধ্যে কত সংখ্যক পরিবার এখনও খাস জমি দখল করে থাকা সত্বেও ঐ জমিতে এলটমেন্ট বা পুনর্বাসনের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পান নি ?

৩) যে-সমস্ত পরিবার ঐ কলোনীতে দখলীকৃত খাস ভূমিতে এলটমেন্ট পান নি তাদের ঐ জমিতে এলটমেন্ট দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১) মোট ৪৯টি পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসনের জন্য রাজস্ব দপ্তরের কোন পরিকল্পনা নাই। উপজাতি, তপশীলি জাতি ও অন্যান্যদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য অন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে।

২) ভূমিহীন ৮২টি পরিবার। পুনর্বাসন আমার রাজস্ব দপ্তর দেন না।

৩) যদি ঐ সমস্ত পরিবার আইন অনুযায়ী ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তবে তাদেরকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন, তাতে দেখছি সেখানে এখনও ৮২টি ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন পান নি। তাই যদি হয়, তাহলে ঐ কলোনীটা কবে স্থাপিত হয়েছিল এবং বাকীদের কেন পুনর্বাসন দেওয়া হল না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :—রাজস্ব দপ্তর থেকে পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নাই, আমরা শুধু ভূমি বন্দোবস্ত দিয়ে থাকি !

মিঃ স্পীকার :— শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫.

QUESTIONS & ANSWERS

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত রাজ্যে অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাস্তায় চলাচলের জন্য সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত যাত্রীবাহী সরকারী ও বে-সরকারী বাস গাড়ীর সংখ্যা কত ছিল ?

২) বর্ত্তমানে ১৯৮৬ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত উক্ত সরকারী ও বে—সরকারী বাস গাড়ীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) বাম ফ্রন্ট সরকার আসার আগে রাজ্যে মোট ৩৮৩টি সরকারী ও বে—সরকারী বাস গাড়ী ছিল।

২) বর্ত্তমানে জানুয়ারী ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত মোট সরকারী ও বে - সরকারী বাস গাড়ীর সংখ্যা ৬৩৫টি।

শ্রীজওহর সাহাঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে ৬৩৫ টি বাস গাড়ীর কথা বললেন তার মধ্যে কয়টি সচল আছে জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার-—বে—সরকারী বাস গাড়ীর কয়টি সচল বা অচল আছে তার তথ্য আমার কাছে নাই। তবে টি, আর, টি, সির ১৩৫ টি বাস গাড়ীর মধ্যে ৮৬টি চালু অবস্থায় আছে।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রীভানু লাল সাহা।

শ্রীভানু লাল সাহাঃ— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯।

শ্রীখগেন দাসঃ—স্যার ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯,

প্রশ্ন

১) রাজ্যে মোট কয়টি সিনেমাহল আছে (স্থায়ী ও অস্থায়ী আলাদা আলাদা হিসাব) ?

২) সিনেমা হলগুলি জনসবাস্থ্য বিধি মেনে চলে কিনা ?

৩) না চললে সরকার এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিনা ? এবং

৪) করে থাকলে, তা কিরূপ।

উত্তর

১) সারা রাজ্যে মোট ৪২টি সিনামা হল আছে, তার মধ্যে ৮টি স্থায়ী এবং ৩৪টি অস্থায়ী।

২) সিনামা হলের লাইসেন্স প্রদান করার জন্য নিয়মাবলী চলিত

৩) আছে। যদি কোন সিনামা হলের মালিক সেই সমস্ত নিয়ম—

৪) কানুন ও সংস্থ্যা বিধি মানিয়া না চলে, তবে প্রথমে তাদের কারণ দর্শাবার নোটিশ দেওয়া হয়ে থাকে, তারপর সিনামা হলের লাইসেন্স সাময়িক ভাবে বাতিল করা হয়ে থাকে এবং যত দিন হলের উন্নতি না করা হয় তত দিন হলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শ্রীভানু লাল সাহাঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সমস্ত নিয়ম বিধি না মানার জন্য এই পর্যান্ত

কতটি হল মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীখগেন দাসঃ—আমরা সদর সাব ডিভিশনের দুইটি সিনেমা হল নতুননগর এবং পঞ্চবটী, যারা নিয়ম বিধি মানেন নাই কৈলাসশহরের একটি পার্মেনান্ট হল রাজনগরী, এগুলিকে সাময়িক ভাবে সাসপেনশন করা হয়েছে এবং এগুলির লাইসেন্স রিনিউ করা হয় নাই। তারপর আগরতলা শহরের "চিত্রকথা" হলের মালিককে স্বাস্থ্য বিধি না মানার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং "রূপছায়া" ও "সুর্য্যঘর" হলগুলির অবস্থা আন হাইজিনিক হওয়ায় তাদেরও কারণ দর্শাবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তারা অবশ্য কিছু ইম্প্রুভমেন্ট করায়, নোটিশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকারঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সিনামা হল চালু করার জন্য যে রকম পার্মিট দেওয়া হয়, সেই রকম ভি, ডি, ও ফিলিম দেখাবার জন্য এখানে সেখানে যে প্রচেষ্টা চলছে তাদেরও পার্মিট দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রীখগেন দাসঃ—আমাদের নতুন আইন অনুযায়ী, তাদেরও পার্মিট দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে, তবে তাদেরও সিনামা হলের মতো ঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যে আগরতলায় একজন উদযোগী ট্রাইবেল যুবক ভি, ডি, ও, ফিলম দেখাবার জন্য লাইসেন্সের প্রার্থনা করেছে কিন্তু তিনি এখন পর্যন্ত ঘর তৈরী করতে পারেননি বলে, তাকে লাইসেন্স দেওয়া হয় নি। তবে সিনেমা হলের মতো হাইজিনিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারলে, তাদেরকেও পার্মিট দেওয়ার প্রভিশন আইনে আছে।

শ্রীমানিক সরকারঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে, লাইসেন্স না নিয়েই এই আগরতলা শহরের ১০ থেকে ১২টি জায়গায় ভি, ডি, ও ফিল্ম দেখানো হচ্ছে অথচ এর বিরুদ্ধে কেন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, এটা সত্য।

আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় যুবকদের মেরুদণ্ডহীন করে দেওয়ার জন্য যে সব ব্লুফিল্ম দেখানো হচ্ছে, সেই ভি, ডি, ও, কেন সিনামা গুলিতেও বিশেষ করে দক্ষিন ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে, তাতে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এতে গোটা ভারতের যুব সমাজকে মেরুদণ্ডহীন করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের এই রাজ্যেও সেই প্রচেষ্টা চলছে, এই খবর আমাদের সরকারের কাছে আছে। আমি নিজে বিভিন্ন জেলার ডি, এম, এবং এস, পিদের নিয়ে এই বিষয়ে মিটিং করেছি, যাতে এগুলির বিরুদ্ধে ডিসট্রিকট এডমিনিষ্ট্রেশন ও পুলিশের সহযোগীতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় এগুলি দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, আমরা এই ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগীতা চেয়েছি, জনসাধারণ যদি নিকটবর্ত্তী থানা বা আউটপোষ্টে খবর দেয়, তাহলে

QUESTIONS & ANSWERS

আমাদের এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কিছুটা সুবিধা হবে । অবশ্য এর মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে দুটো কেইস ধরা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখলঃ—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫ ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—স্যার ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার আমবাসা নোটিফাইড এরিয়ার জন্য সার্ভে করা হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয় থাকে, তাহলে উক্ত নোটিফাইড এরিয়ার জন্য কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতের কোন কোন অংশকে নিয়ে সার্ভে করা হয়েছে ?

উত্তর

১) না ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমবাসা —কাঞ্চনপুর গাঁওসভার প্রপোজড এরিয়ার জন্য সার্ভে হয়েছে এবং আমবাসায় ডি,সি,র সংগে আমি দেখা করে রিপোর্টটি দেখেছি। সেখানে আমি দেখেছি যে পপোলেশানের ভিত্তিতে কিছু কিছু গাঁওসভা বাদ দেওয়া হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—স্যার আমরা ৯টি সাবডিভিশনাল টাউনগুলিতে আমরা নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি । আপাততঃ কমলপুর তেলিয়ামুড়া, মেলাঘর এলাকায় হচ্ছে পরে অন্যান্য জায়গাগুলি পর্য্যায়ক্রমে নেওয়া হবে ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—কোয়েশ্চান নং ১২৮

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১২৮

প্রশ্ন	উত্তর
১, ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমা হতে রাজ্যের রাজধানী আগরতলা সহ উত্তর জেলা হেডকোয়ার্টার কৈলাসহরের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ সম্পূর্ণ অচল হয়ে আছে ?	হ্যাঁ, ইহা আংশিক সত্য

২, সত্য হইলে উক্ত লাইন সচল করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় টেলিফোন দপ্তরের সঙ্গে কোন প্রকারের যোগা—যোগ করেছেন কি ?	হ্যাঁ, যোগাযোগ করা হয়েছে।
৩, করে থাকলে তার ফলাফল ?	গত ১ (এক) সপ্তাহ নাগাদ আগরতলা—কৈলাসহর U,H,E, system পরীক্ষা মূলক ভাবে চালু হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।
৪, না করে থাকলে তার কারণ ?	৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,—এর কাছে এই তথ্য আছে কি না, প্রধান মন্ত্রী বা অন্য কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় আসলে বা যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন উত্তর ত্রিপুরা থেকে রাজধানী আগরতলার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যায় না এবং সাবডিভি—শানগুলির সঙ্গে টেলিফোন লাইন থাকে না, এই তথ্য আছে কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, প্রধান মন্ত্রী ত্রিপুরায় আসলে বা ইলেকশ্যনের সময় উত্তর ত্রিপুরার সঙ্গে টেলিফোন লাইনের কোন যোগাযোগ থাকে না. এই তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কমলপুরের সঙ্গে আগরতলার যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, এছাড়া সাবডিভিশন্যাল হেডকোয়ার্টারগুলির সঙ্গেও সব সময় লাইন পাওয়া যায় না এই কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার বিশেষ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, সমগ্র ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে '৮৩—৮৪ সালের বন্যার সময় থেকেই যোগাযোগ করে আসছি এবং কিছুটা কাজও হয়েছে, তবে কমলপুরের ব্যাপারে আমরা নজর দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী কালীকুমার দেববর্মা

শ্রী কালীকুমার দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ১৩৫

শ্রী খগেন দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৩৫

প্রশ্ন	উত্তর
১, ১৯৮৫—৮৬ আর্থিক বছরে বিভিন্ন মহকুমা অফিসের মাধ্যমে কি পরিমান খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?	মোট ১১, ৯৯, ৮৭০ টাকা (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত)
২, এই খয়রাতি সাহায্যের জন্য	দুস্থ ব্যক্তিদের খয়রাতি

QUESTIONS & ANSWERS

উপযুক্ত ব্যক্তিকে কিভাবে বাছাই করা হয়ে থাকে ?	সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ও, কে দেওয়া হয়েছে। তারা কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলেই সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রী নকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই খয়রাতি সাহায্য কোন বিভাগে কত টাকা এবং কোন বিভাগে কতজনকে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী খগেন দাস :—স্যার আমরা ১৯৮৫—৮৬ সালে কোন বিভাগে কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার হিসাবটা আমি দিচ্ছি—সদর ২, ৩৮, ৪০০, টাকা, খোয়াই ৮৭, ২০০ টাকা, সোনামুড়া ৭৫ হাজার টাকা, উদয়পুর ২, ৫৭, ৫৩০, টাকা, অমরপুর ৯০ হাজার টাকা, বিলোনীয়া ৩৫ হাজার টাকা, সাব্রুম ১ লক্ষ টাকা, ধর্মনগর ১, ১৭, ৪৯৫ টাকা, কৈলাসহর ১, ৫৯, ২৪৫ টাকা, কমলপুর ৫০ হাজার টাকা, এবং কোন বিভাগে কত জনকে দেওয়া হয়েছে সেই সংখ্যাটা এখন আমার কাছে নাই।

শ্রী মতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে মহকুমার এস, ডি, ও অফি-সের মাধ্যমেই তদন্ত করে এই খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং টাকা বি, ডি, ও র মারফত বিলি হয়ে তাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বেশীর ভাগ টাকাটাই মহকুমার অফিসের মাধ্যমে বিলি হয়ে থাকে এবং যোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত ব্যক্তিরা পাচ্ছেন না, খুব কম লোকই বি, ডি, ও, অফিসের মাধ্যমে পাচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী খগেন দাস :— স্যার, অধিকাংশ ব্যাক্তিরাই এস, ডি, ও অফিসের তদন্তের ভিত্তিতে পেয়ে থাকেন আর বি, ডি, ও,রা টাকা চাইলে এস, ডি,ও, অফিস থেকে বি, ডি, ও,র কাছে টাকাটা প্লেস করে দেন।

শ্রী মতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করার বিষয়টি পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রী খগেন দাস : মাননীয় স্পীকার স্যার, ৫/১০/১৫ টাকা এটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ইনকো-য়ারী করে দিতে গেলে লোকগুলির আরও দুর্ভোগ বাড়বে এবং তারা যদি এটা এস, ডি, ওর মারফতে পায়, আমার মনে হয় ভাল হবে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দিতে গেলে কিছু পদ্ধতি আছে। সেটা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তাই যত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় তারই চেষ্টা হচ্ছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, খয়রাতি সাহায্য

আগে একটা সময় যেভাবে দেওয়া হত, এখন সেইভাবে দেওয়া হয় না। যেমন অমরপুরে খয়রাতি সাহায্য সবচেয়ে কম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে কাজ বেশী দেওয়া হয়েছে। খয়রাতি সাহায্য ইমেডিয়েটলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া যায় না। দুঃস্থদের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। এস, ডি, ও, তদন্ত করতে পারেন, প্রধানের সংগে কনসালট করতে পারেন বা পঞ্চায়েতের সেক্রেটারীর সংগে কনসালট করতে পারেন। বি, ডি, ওরা ওদের সবচেয়ে কাছের লোক। বি, ডি, ও, দিতে পারেন। যাতে তারা সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা পায় তারও ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, অম্পি থেকে তৈদু এলাকার লোকেরা খয়রাতি পান নি। কারণ ডাইরেক্ট খয়রাতি গ্রহণ করার মত ট্রেন্সপোর্ট বা কম্যুনিকেশন নেই। রেভেনিউ ইন্সপেকটারের মাধ্যমে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। কাজেই ৯০ হাজার টাকা কোথায় কিভাবে দেওয়া হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীখগেন দাস :—বি, ডি, ওদের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। কতজনকে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত হিসাব আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২২২, ট্রেনসপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবেন্ডনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২২২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে আগরতলা সিমনা রুটে বাসে যাতায়াতকারী জনসাধারণের তুলনায় যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা খুবই কম?	১) হ্যাঁ ইহা সত্য
২) যদি সত্য হয় তবে উক্ত রুটে বাসে যাতায়াতকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে বাসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কি?	১) হ্যাঁ, আছে।
৩) আগরতলা সিমনা রুটে বাস চালানোর জন্য বেসরকারী বাসের মালিক বা সংস্থা হইতে পার্মিট পাওয়ার জন্য আবেদন পত্র পাওয়া গিয়েছে কি?	৩) উক্ত রুটে বাসের পার্মিটের জন্য এখনও দরখাস্ত আহবান করা হয় নাই।
৪), পেলে তার সংখ্যা কত?	৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না। একটা সংস্থা দরখাস্ত দিয়েছে। তবে উল্লেখ করাদরকার যে, যে আইন আছে সেই আইন অনুসারে প্রথমে অবজেকশন

QUESTIONS & ANSWERS

ইনভাইট করতে হয় বাস চালানোর জন্য এবং অবজেকশন ডিসপোজ অফ করার পর দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। যারা প্রার্থী সেই সময়ে তারা দরখাস্ত করতে পারে। ছোট গাড়ী ৮০৭ সিমনা রুটে দেওয়ার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। প্রচুর দরখাস্ত জমা পড়েছে। দরখাস্তগুলি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না যে, সিমনা রুটে বর্ত্তমানে যে যাত্রীবাহী বাস চলাচল করছে সেটাতে মাত্র ২০/৩০টা সীট আছে। অথচ গাড়ীতে একশো দেড়শো যাত্রী প্রতিদিন যাওয়া আসা করে এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?অফিসে যারা প্রতিদিন আসে তাদের দুর্ভোগ বেশী। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটাও জানেন কি যে, মোহনপুরে টি, আর, টি, সি- ষ্ট্যাণ্ড করার জন্য দুই কাণি জায়গা লওয়া হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা হয় নাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমরা আগরতলা থেকে বামুটিয়া হয়ে সিমনা রোড সার্ভে করছি কিন্তু এখনও রিপোর্ট পাইনি রিপোর্ট পেলে বুঝতে পারব কতটা বাস লাগবে। মোহনপুর থেকে পেসেনজারের ভীড় হয় এটা ঠিক। আমরা চেষ্টা করব সার্ভিস আরও বাড়ানো যায় কি না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে টি, আর, টি, সির ষ্ট্যাণ্ড করার জন্য যে জায়গা কেনা হয়ে ছিল তার মূল্য কত ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই প্রশ্নে জায়গার কথা কিছু নেই। কাজেই এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপলিমেনটারী স্যার, কিছু দিন আগে ঐ রোডে একটা শিশু গাড়ীর ভিতরে ভীরের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিতে হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, কিছু বাস গাড়ীর মালিক হাইকোর্টে মামলা করেছেন। যার ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি এই হাউস থেকে জানাতে চাই যে, অনেক সময় আমরা অপেক্ষা করেছি, পেসেনজারদের ভীষণ দুর্ভোগ হচ্ছে, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না। তারা যদি ইমেডিয়েটলি রাস্তায় গাড়ী না নামান তাহলে আমরা রাস্তাটি ন্যাশনেলাইজ করার ব্যবস্থা করব। মালিকদের খুশীমত এটা চলতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী হরিচরণ সরকার।

শ্রী হরিচরণ সরকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ১৬৭, ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় মৎস দপ্তরের মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের মৎসজীবি সমবায় সমিতি গঠিত হওয়ার পর মোট কয়টি সমিতির নির্বাচন কত বার সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং কয়টির নির্বাচন একবারও হয়নি,

২। যে সমস্ত সমবায় সমিতিতে একবার নির্বাচন করা হয়নি কবে নাগাদ উক্ত কেন্দ্র গুলিতে নির্বাচন করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না হলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। স্যার প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এটা মৎস দপ্তরের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এটা সমবায় দপ্তরের পক্ষেই বলা সম্ভব হইতে পারে যে, কয়টিতে নির্বাচন হয়েছে এবং কয়টিতে হয়নি। তবে, যতটুকু তথ্য আমরা সংগ্রহণ করতে পেরেছি, তার মধ্যে ১২০টি মৎসজীবি সমবায় সমিতির মধ্যে ৫৪টিতে নিবাচন হয়েছে এবং বাকী ৬৬টির নির্বাচন হয়নি। এই সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানতে হলে সমবায় দপ্তরের প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে।

২। ২ এবং ৩ এর ব্যাপারে বলতে পারি, নির্বাচন যাতে অদূর ভবিষ্যতে হতে এবং

৩। পারে তার জন্য চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে হবে। তবে, কি কি কারণে নির্বাচন হতে পারেনি সমবায় দপ্তর তার কারণগুলি জানতে পারেন। এর জন্য সমবায় দপ্তরে প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যেতে পারে।

শ্রী হরিচরণ সরকার :—আমরা জানি যে, মৎসজীবি সমবায় সমিতিগুলি কো-অপারেটিভ থেকে শেয়ার ক্যাপিটাল পেয়ে থাকে। কিন্তু দেখা যায়, ঐ সমিতিগুলির প্রতি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের একটা বিরাট অনীহা। কেন তাদেরকে এই শেয়ার ক্যাপিটাল নিয়মিত দেওয়া হয় না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এ টা ঠিক না। যে সমস্ত ফ্যাংকশন্যাল কো-অপারেটিভস আছে সে গুলির আগে একট অসুবিধা ছিল। ফ্যাংকশন্যালস একটা দপ্তর দেখত, আর পরিচালনা কো-অপারেটিভ দপ্তর দেখত। এটা আমরা চেঞ্জ করেছি। ফ্যাংকশানস দপ্তরগুলি দেখে। কিন্তু নির্বাচন ও অন্যান্য কাজগুলি সমবায় আইন অনুসারে করতে হয় সেগুলি সমবায় দপ্তর দেখেন। এইভাবে কাজ ভাগ করা হয়েছে। যার ফলে ফ্যাংকশ্যালস যে সমস্ত কাজকর্ম অর্থাৎ, যেসমস্ত পাওনা ইত্যাদি রয়েছে তাদের দপ্তরকে দিয়ে দেওয়া হয়।

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ও শ্রী জওহর সাহা ।

শ্রী জওহর সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৮৫ !

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৮৫ ।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার' ১৮৫ ।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চলাচল কবে নাগাদ শুরু করা হবে এ রকম কোন তথ্য রাজ্য সরকারের নিকট আছে কি,

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্তরেল যোগাযোগ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। ১৯৮৬-৮৭ ইং সনের আর্থিক বৎসরের মধ্যে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারনের কাজ শেষ করার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পেয়েছেন কি ?

উত্তর

১। আগামী ২৬শে মার্চ ধর্মনগর থেকে পেঁচারথল পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চলাচল শুরু করবে ।

উত্তর

২। স্যার, জবাব দিয়ে দিয়েছি ।

৩। এইরকম কোন প্রতিশ্রুতি আমরা পাইনি । স্যার, এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে পেঁচারথল টু কুমারঘাট এই অংশের কাজ ১৯৮৮ইং সনেচালু করতে পারা যাবে বলে আশা করা যায় ।

শ্রী জওহর সাহা :—ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের ব্যাপারে সেখানে কোন সার্ভের কাজ হয়েছে কিনা, এবং হয়ে থাকলে বর্ত্তমানে সেটা কোন পর্য্যায়ে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভে কমপ্লিট হয়ে গেছে । ইকনমিক সার্ভে এখনও কমপ্লিট হয় নি । তাঁরা বলেছেন, শীঘ্রই কমপ্লিট করতে পারবেন ।

শ্রী জওহর সাহা :—ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের জন্য যে সার্ভের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানালেন, এটা কোন রাস্তায় ঠিক করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটা প্রথমতঃ, এ-এ রোডে আসবে বলে ঠিক হয়েছিল । মাঝখানে নির্দেশক বললেন' ফটিকরায়ের কাছ দিয়ে' মানিকভাণ্ডারের কাছ দিয়ে আনলে ভাল হবে । রাজ্য সরকার মত দিলেন । পরবর্ত্তী সময়ে জানালেন' সিকিউরিটির দিক থেকে অসুবিধা আছে বলে আগের রাস্তাই হবে । অর্থাৎ, এ-এ রোড দিয়েই আসবে । প্যারালাল আসবে এবং সে অনুযায়ী সার্ভে হচ্ছে ।

শ্রী মকুল দাস :—এই কি সত্য, এই সার্ভের কাজ যা সম্পন্ন হয়েছে সেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জায়গা দেওয়া বা জায়গার জন্য কমপেনসেশানের অসুবিধার জন্য কাজে বিঘ্ন হচ্ছে, এই সমস্ত তথ্য সঠিক কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—আপ টু কুমারঘাট পর্যন্ত যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সমস্ত জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ওদের কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

এই সমস্ত কথা ঠিক নয়। এইখানে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত কোন স্কীমই মঞ্জুর হয়নি, কার্য্যকরী ব্যবস্থা কিছুই হয়নি, আগেতো সার্ভে শেষ হবে, তারপরে টাকার ব্যবস্থা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৯৯।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৯৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৯৯ ?

প্রশ্ন

১। খোয়াই হইতে কমলপুর (ভায়া বেহালাবাড়ী) পর্যন্ত এবং হাতকাটা হইতে খোয়াই (ভায়া চেবরী) পর্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। খোয়াই হইতে কমলপুর (ভায়া বেহালা বাড়ী) এবং হাতকাটা হইতে খোয়াই (ভায়া চেবরী রাস্তায় টি, আর, টি, সি, সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না। স্যার, আমি এইটুকু বলি যে, আমরা এন, এ, সি, রোড যা করছি ফটিকরায় থেকে মানিক ভাণ্ডার পর্য্যন্ত এবং মানিক ভাণ্ডার থেকে খোয়াই রাস্তা পর্যন্ত সে রাস্তা হয়ে গেলে তখন আমরা ঐখানে বাস দেওয়ার কথা ভাবব। কাজ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।

শ্রী সমীর দেব সরকার :—এই রাস্তার কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে এবং টি, আর, টি, সি, চালু করা হবে কি রাস্তা ঠিক হয়ে গেলে ? কিংবা, অন্য কোন ধরনের বাস দেওয়া হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটা যদিও রাস্তার ব্যাপার, তাহলেও আমি বলছি, মানিক-ভাণ্ডার টু ফটিকরায় এই ৩৬ কি, মি, রাস্তার মধ্যে ১৬ কি, মি, রাস্তার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। বাকী অংশের কাজের ইট সোলিং কিছুটা বাকী আছে। আমরা আশা

QUESTIONS & ANSWERS

করছি, আগামী বছরে এই রাস্তা চালু করা যাবে। রাস্তা চালু হয়ে গেলে ছোট বাস দেওয়া যাবে। মানিকভাণ্ডার থেকে খোয়াই পর্য্যন্ত ১৮মুড়া টুটলিং কমপ্লিট হয় নি। কিন্তু খোয়াই-দিয়ে ষ্ট্রেইট রোড আছে সেখান দিয়ে আমরা করতে পারব।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই আগরতলা কালাছড়া রাস্তাটিতে দীর্ঘদিন যাবত টি,আর,টি,সি, বাস চালু নেই এমন কি বেসরকারী বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে আছে। সুতরাং হাতাকাটা থেকে চেবরী পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা বা বেসরকারী বাস চালু করা হবে কিনা, কারন ঐ এলাকায় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অফিসের কর্মচারীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার। টি, আর, টি, সি, বাস এক্ষুনিই দেওয়া সম্ভব নয়। তবে হাতকাটা থেকে বাস দেওয়া যায় কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। সিমনা রোডটির সঙ্গে খোয়াই রোডটিকে কানেকট করার চেষ্টা করছি। এই রাস্তাটি করে নিতে পারলে সুবিধা হবে। যাইহোক হাতকাটা থেকে বাস দেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই রোডে ১৯৮৪ইং সাল পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু ছিল। কিন্তু কি কারনে উক্ত রোডে টি, আর, টি, সি, বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং কবে নাগাদ এই রোডের শেষ পর্য্যন্ত বন বাজার পর্য্যন্ত চালু করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী তরণীমোহন সিনহা।

শ্রী তরণীমোহন সিনহা :— কোয়েশ্চান নং ২৪৭ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ২৪৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বাইরে পাঠানোর জন্য বর্ত্তমানে ধর্মনগর ও চোরাই বাড়ীতে মোট কত পরিমান মাল ওয়াগনের অভাবে আটকা পড়ে আছে; এবং

২। ওয়াগণের অভাব মেটাবার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের বাইরের মাল পাঠাবার জন্য ধর্মনগর ও চোরাইবাড়ীতে কোন ওয়াগনের অভাবে আটকা পড়িয়া নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী তরণীমোহন সিন্হা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি নিজে গিয়ে দেখেছি যে লাইনের বাইরে অনেক মাল আটকা পড়ে আছে এবং শ্রী সুকুমার সাংমা নামে এক ভদ্রলোক আমার কাছে গিয়ে বলেছেন যে, ওয়াগানের অভাবে মাল নেওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য এখানে দিয়েছেন তা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, ১৯৮৫ইং সালের মাঝামাঝি এমন একটা অবস্থা হয়েছিল, তারপর এই অবস্থাটির অনেক ইম্প্রুভ হয় এবং আমার এখন যে খবর আছে তাতে কোন মাল আটকা পড়ে নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নং ২০৯ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ২০৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত (ভায়া টাকার জলা, জম্পুইজলা, আঠারবল্লা) পুনরায় টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, এক সময়ে উক্ত রুটে বাস চালু ছিল। রাস্তা খারাপের জন্য আপাততঃ বন্ধ আছে

২। জম্পুইজলা হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাস্তার মেরামতির কাজ শেষ হইলেই উক্ত রাস্তায় পুনরায় টি, আর, টি, সি, বাস যাতায়াত শুরু করিবে।

৩। ১নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জম্পুইজলা হইতে আটারবল্লা এবং আঠারবল্লা থেকে ৩ কি,মি, দূরে উদয়পুরে যাওয়ার এই রাস্তাটির জন্য টেণ্ডার ডিকল করা হয়েছে এবং ৮৪-৮৫ইং সন থেকেই এই রাস্তাটির কাজ করার কথা, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত রাস্তাটির কাজ আরম্ভ করা হয় নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এটা ঠিক না যে রাস্তাটির কাজ হচ্ছে না। ২০ কি,মি, জম্পুই থেকে এবং উদয়পুরের মধ্যে ৭ কি,মি, ব্ল্যাক টপিং হয়ে গেছে এবং বাকী ৭ থেকে ১৩ কিমি, পর্য্যন্ত মেটেলিং হয়ে গেছে। এই জায়গাতে কিছু কনট্রাকটর ঠিক মত কাজ করছে না এবং গত বারের আগের বারের বন্যায়ও রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা তাড়াতাড়ি সারাই করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তবে আগামী শীতের আগে রাস্তাটি পুরোপুরি হবে এ রকম

QUESTIONS & ANSWERS

আশা করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ২২৮ স্যার্

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : – কোয়েশ্চান নং ২২৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুরে টি আর, টি সি,র নূতন সাবষ্টেশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। খোয়াই হইতে তেলিয়ামুড়া রুটে বর্ত্তমানে যে কয়টি বাস ও জীপ চালু আছে জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে তাহার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১) এইরূপ কোন পরিকল্পনাবর্ত্তমানে নাই।

২) টি, আর, টি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ঐ রুটে আরও বাস দেবার বিষয় যথাসময় বিবেচনা করা হইবে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্যার কল্যান পুর একটি জনবহুল এলাকা, এখানে টি, আর, টি, সির কোন সাবষ্টেশন নেই। সুতরাং আগরতলা যাওয়ার জন্য টি, আর, টি, সিতে রিজার্ভেশানের কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে টি, আর, টি, সির একটি ষ্টেশন খোলার জন্য কল্যানপুর মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী এবং আমি বিধানসভায়ও বারবার বলেছি। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঐ এলাকায় টি, আর, টি, সির, একটি ষ্টেশন খোলার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এটা আমি পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মেন্টারী স্যার, পরিবহনের ভীষণ অসুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলে জনসাধারণের প্রচণ্ড দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। তার জন্য তেলিয়ামুড়- খোয়াই রুটে বাস চলাচলের ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই ৩টা বাস চলছে, আর এখান থেকে ৮টা বাস প্রতিদিন যাওয়া- আসা করছে এবং ৪টা প্রাইভেট বাস যা কালাছড়ি দিয়ে যেতো সেগুলিকে ডাইভার্ট করা হয়েছে। তারপরও সেখানে সমস্যা রয়েছে। আমরা দেখব এ সম্পর্কে কি করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES

,"A" & "B")

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে, আকাশবানী, আগরতলা থেকে গতকাল শুনছিলাম মাননীয় বনমন্ত্রী শ্রী আরবের রহমান এই বলেছেন সেই বলেছেন এই উত্তর দিয়েছেন। এটা প্রায়ই আমরা শুনতে পাই সেই সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারন গতকাল তো বনমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা আপনাদের কৃতিত্ব।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আর একটা পয়েন্ট আছে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে রুলস লে করেছেন ১৮ তারিখে এটা সম্পর্কে আমি কয়েকটি পয়েন্টের উপর আলোচনা করতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—আপনি নোটিশ দিতে পারেন নিয়ম অনুযায়ী।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—হাঁ, নোটিশ দিতে পারি, যদি আপনি বলেন।

REFERENCE PERIOD.

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়ের নিকট থেকে রেফারেন্স পিরিয়ডের একটি নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়কে আহ্বান করছি তিনি দাড়িয়ে তাঁর বিষয় তিনি যেন উল্লেখ করেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া অনুপস্থিত, তাই এটা পষ্টপোণ্ড করলাম।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহাশয়ের নিকট থেকে "রেফারেন্স পিরিয়ডের" একটি নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহাশয়কে আহ্বান করছি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয় যেন উল্লেখ করেন।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—আমরা রেফারেন্স পিরিয়ডের বিষয়বস্তু হলো :—

"১৮. ৩. ৮৬, ইং দামছড়া থেকে ধর্মনগর গামী টি, আর, এল- ৯৫১ নং গাড়ীর উপর দুস্কৃতকারীদের গুলিচালনা, লুটপাট এবং ড্রাইভার সজল দেবের গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, ২৪শে মার্চ আমি এই হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— । গত ১৮, ৩, ৮৬ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য ।

"গত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮৬ ইং অম্পি মজুমদার পাড়ায় নিরঞ্জন দেব খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে" ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—বিগত ২৮, ১, ৮৬ইং অম্পি থানাধীন মাতব্বর টিলা গ্রামের মৃত মনমোহন দেবের ছেলে শ্রী সুনীল চন্দ্র দেব তার নিজের জন্য এইচাং হতে ৬০ কে, জি ধান ক্রয় করে বেলা অনুমান ৫টার সময় সাইকেলে করে মজুমদার পাড়ায় পৌছেন ।

সেখানে বেশ্যমনি খামার বাড়ী গ্রামের মনীন্দ্র কলই—এর ছেলে শ্রীরবীন্দ্র কলই এবং বৈশ্যমনি পাড়ার শ্রীমহেশ কলই-এর বাড়ীর মজুর শ্রীসুবল দেববর্মাকে দেখতে পেয়ে সেখানে আসার কারন জিজ্ঞাসা করতে উত্তরে তারা বলে যে, তাদের একটি গরু হারিয়ে গেছে এবং গরুর খোজে সেখানে এসেছে । ঐ সময় অম্পি গ্রামের অর্পনাদেবের ছেলে শ্রী নিরঞ্জন দেব তার জমিতের কাজ শেষে নিকটবর্ত্তী ছনগাঙ্গে স্নান সেরে জমির পাশে বসে বিড়ি খাচ্ছিলেন । শ্রীরবীন্দ্র কলই ও শ্রীসুবল দেববর্মা শ্রী নিরঞ্জন দেবের নিকট থেকে বিড়ি চেয়ে নিয়ে খাচ্ছিলেন এবং কথাবার্ত্তা বলছিলেন । শ্রীসুনীল দেব তখন সেখান থেকে বাড়ী ফিরছিলেন । সামান্য পথ যাওয়ার পর শ্রীসুনীল দেব শ্রী নিরঞ্জন দেবের চিৎকার শুনতে পান এবং পুনরায় সেখানে ফিরে আসেন । এই সময় তার ভাই শ্রী নারায়ন দেবও এই দিকে আসিতেছিলেন । ঘটনাস্থলে পৌছে তারা শ্রী নিরঞ্জন দেবের মৃতদেহ রক্তাক্ত কাটা অবস্থায় পড়ে আছে দেখতে পান এবং শ্রীরবীন্দ্র কলই ও শ্রী সুবল দেববর্মাকে হাতে দুটি দা সহ দৌড়ে নদী পার হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দেখতে পান তাহারা বুঝতে পারেন যে শ্রীরবীন্দ্র কলই এবং শ্রীসুবল দেববর্মাই নিরঞ্জন দেববর্মাকে দা দ্বারা কুপিয়ে হত্যা করেছে ।

উক্ত ঘটনাটি শ্রী সুনীল চন্দ্র দেবের অভিযোগমূলে অম্পি থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ | ৩৪ ধারায় যে কদ্দমা নং ৪ (১) ৮৬ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন ।

মৃত নিরঞ্জন দেবের মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর তার আত্মীয়স্বজনদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয় ।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রঃ দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন । ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু তারা তখন পলাতক বিধায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই ।

মৃত নিরঞ্জন দেব ছিলেন গরীব অংশের মানুষ এবং সাধারন কৃষক । মৃত দেব সি. পি. আই

(এম) দলের একজন সমর্থক বলিয়া জানিতে পারা যায়। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কি কি কারণগুলি রয়েছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, পুলিশ অনুসন্ধান করছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে এই পরিবারকে আর্থিক সাহার্য্য বা চাকুরীর কোন সংস্থান করে দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত সাহায্য দিয়েছি এখানেও সেই সব সাহায্য দেওয়া হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কিনা যে, ঐ অঞ্চলে ছেছুয়াতে প্রধান শিক্ষক খুন হওয়ার পর তার কিছু দিন পরেই ঐ অঞ্চলে নিরঞ্জন দেব ও দেবকুমার জমাতিয়া পর পর বেশ কয়েকটি খুনের ঘটে এবং যখন সেখানে একটা শান্তি কমিটির মিটিং চলছিল, তখন পার্শ্ববর্ত্তী আর একটা অঞ্চলের মধ্যে সেখানে আর একটা মিটিং চলছিল সেই মিটিংএ এই কথাগুলি বলা হচ্ছিল যে টি, এন, ভির বা এই সমস্ত যারা খুন-খারাপি করছে তাদের সম্বন্ধে পুলিশকে কোন খবর দেওয়া চলবে না। কারন পুলিশকে খবর দিয়ে সেখানে টি, এন, ভিদের ধরিয়ে দেওয়া চলবে না এবং সেই মিটিং-এ আমাদের উপজাতি যুব সমিতির নেতারা বক্তৃতা করছিলেন আর যারা খুন হচ্ছিলেন সেখানে পর পর সবগুলি লোক বামফ্রন্টের সমর্থক, সেখানে একটা সাম্প্রদায়িক উস্কানি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য সেখানে পরিকল্পিতভাবে টি, এন. ভি এবং টি, ইউ, জি, এদের সহায়তায় খুনগুলি করেছিল এটা জানেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই অম্পি এবং তৈদু সম্পর্কে সদস্যদের একটু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কারন এই এলাকাটা ১৯৮০ সালের দাঙ্গাতেও বিধ্বস্ত হয়েছিল। ট্রাইবেল-বাঙ্গালী উভয় অংশের মানুষ সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এবারও একটা প্রচণ্ড উস্কানি এবং উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এই সমস্ত খুন-খারাপি করা হয়, কিন্তু এটা সৌভাগ্যজনক যে অম্পি এবং তৈদুর জনসাধারন এই সব উসকানিতে তাঁরা সাড়া দেন নি এবং তারা এলাকাটা শান্তিপূর্ণ রেখেছেন। এই এলাকার প্রতিক্রিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাগুলি কি ট্রাইবেল এলাকায় এবং কি বাঙ্গালী এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য কিছু লোক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা সফল হয় নি।

বাইরের থেকে লোক এসেও উত্তেজনার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। এবং তারা সফল হননি। আমি আশা করব যে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলি ঘটার পরও আমরা এলাকায় দুটো অংশের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে, যেহেতু এইখানে অউপজাতির সংখ্যা কম, তাদের আশ্বাস দিতে পারি

REFERENCE PERIOD

সেখানে উপজাতি জনগণ যারা আছেন তারা তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের মধ্যে যে আতংক সৃষ্টি হয়েছিল এই আতঙ্কের আমরা অনেকখানি কমাতে পেরেছি এবং আমরা আশা করব, এখানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক আমরা বজায় রাখতে পারব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন, সেখান থেকে মাস সিগনেচার দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান দেওয়া হয়েছিল যে কতগুলি এখনও তাদের সম্পদ রয়ে গেছে সেগুলি তুলতে পারেননি, এইগুলি গ্রামের মধ্যে খুবই আইসোলেইটেড জায়গা। সেই কারনে সাময়িকভাবে হলেও সেই ফসল তোলার জন্য তাদের পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলেন সেই ব্যবস্থা করবেনা কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, পুলিশ দিয়ে ফসল কেটে আনা হবে তার উপর সমস্ত শান্তি নির্ভর করবে এইটা আমি মনে করিনা। সেই এলাকার লোকদের আস্থা নিয়ে সেখানে চাষ বাস করতে হবে, যেতে হবে, ফসল কেটে নিয়ে আসতে হবে। মাননীয় সদস্যের কাছে আমি অনুরোধ করব, তার এলাকা সেখানে তার যথেষ্ট প্রভাব আছে, তার প্রভাব সেখানে খাটাবেন, যাতে এইসমস্ত জমি যারা দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা ছেড়ে চলে এসেছেন, তারা যাতে তাদের জমির ফসল নির্ভয়ে কেটে নিয়ে আসতে পারেন। আমি আশা করব তিনি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে, একটা খুনের ঘটনা ঘটলে পরে আতংকের সৃষ্টি হয়, সেখানে কোন বিধায়কের পক্ষেও সঙ্গে সঙ্গে সামলানো সম্ভব না। সেই কারনে আমি মনে করি এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—এটা পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান হতে পারেনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— না, আমি বলছি সেখানে সাময়িকভাবে পুলিশের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইটার জবাব আমি দিয়েছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—গত ১৮, ৩, ৮৬ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক উংথাপিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়বস্তুটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য। বিষয়বস্তু :— "গত ২৯শে জানুয়ারী ১৯৮৬ইং অম্পির ছনখলা গ্রামের অধিবাসী দেবকুমার জমাতিয়া কতিপয় দুস্কৃতকারী কর্ত্তৃক খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, গত ২৯-১-৮৬ইং তারিখ অম্পি থানাধীন ছনখলা গ্রাম নিবাসী গৌর গোপাল জমাতিয়ার ছেলে শ্রী নিজহরি জমাতিয়া এবং শ্রী ধনেশ্বর জমাতিয়ার ছেলে শ্রী দেবকুমার জমাতিয়া অম্পি বাজারে জ্বালানী কাঠ বিক্রি করে বাড়ী ফিরছিলেন। বাড়ী

ফিরার পথে রাত্রি অনুমান ৭টার সময় যখন তারা ছনখলা রাস্তায় হরিপুর নামক একট জায়গায় পৌছেন তখন অনুমান ৭ | ৮জনের একটি অপরিচিত দুস্কৃতিকারী দল দা ও লাঠি সহযোগে শ্রী দেবকুমার জমাতিয়াকে আক্রমন করে। শ্রী দেবকুমার জমাতিয়াকে দুস্কৃতকারীর আক্রমন করলে তার সঙ্গী শ্রী নিজহরি জমাতিয়া ভীত হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই গ্রামের কতিপয় লোকজন সহ ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন। ঘটনাস্থলে ফিরে এসে শ্রী নিজহরি জমাতিয়া ও গ্রামের অন্যান্য লোকজন শ্রীদেবকুমার জমাতিয়াকে 'রক্তাক্ত কাঁটা জখম অবস্থায় মৃত দেখতে পান। মৃত দেবকুমার জমাতিয়ার শরীরে বিভিন্ন অংশে ও মাথায় দায়ের চিহ্ন দেখতে পান। আক্রমনকারী দলটি জমাতিয়াকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে বলেই প্রতিয়মান হয়। শ্রী নিজহরি জমাতিয়া অন্ধকার বিধায় দুস্কৃতকারীদের কাউকেও চিনতে পারেনি।

উক্ত ঘটনায় শ্রীনিজহরি জমাতিয়ার অভিযোগমূলে অম্পি থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ | ৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (১) ৮৬ নথীভুক্ত করে তদন্তকার্য্য গ্রহণ করা হয়।

মৃত দেবকুমার জমাতিয়ার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর তার আত্মীয়স্বজনদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়

উক্ত ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই দক্ষিন ত্রিপুরার পুলিশ সুপার এবং পুলিশের সদর দপ্তর থেকে ডি-আই-জি (রেঞ্জ) দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং ঘটনাটির তদন্তের সব রকম ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

পুলিশ দেবকুমার জমাতিয়াকে খুন করায় কারন ও দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মৃত দেবকুমার জমাতিয়া ত্রিপুরা হিলস পিপলস পার্টিরে সমর্থক বলিয়া জানা যায়। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানেন কিনা যে, দেব কুমার জমাতিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল সেই মৃতদেহের পাশে লোহার রড ছিল এবং স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস এই লোহার রড দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কারন তার সঙ্গী সেই বলেছে তাকে লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়েছে। আর একজন পালিয়ে গিয়েছিল, এর সঙ্গে কারা জড়িত তাদের নাম পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে, তারা কাছাকাছি গ্রামেই আছে। তা সত্বেও কেন গ্রেপ্তার করা হলনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—পুলিশের কাছে নাম দিয়েছে, এই তথ্য আমরা কাছে নাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন নিরঞ্জন দেব খুন হওয়ার পর অম্পিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার পরেও আরও এই

REFERENCE PERIOD

ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তার জন্য কোন প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যার ফলে অম্পি বাজারের পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাতে দেবকুমার জমাতিয়া সন্ধ্যা বেলায় খুন হল। দেবকুমার জমাতিয়া খুন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। ঘটনার পরের দিন আমি যখন গিয়ে পৌছি তখন বৈষ্যমুনি পাড়াতে প্রচার হয়েছে যে এদের আরও ১জন খুন হয়েছে, তেমনি করে অম্পি বাজারে একজন নতুন সি, পি, এম, আগে কংগ্রেস ছিল সে বলেছে এখানে তৈদুতে আর ১জন বাঙ্গালী খুন করা হয়েছে। এইভাবে উপজাতি এবং অ-উপজাতির মধ্যে একটা বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশকে বলা সত্ত্বেও সেখানে কোন অ্যাকশান নেওয়া হয়নি। এইটা মাননীয় মন্ত্রী জনেন কিনা-?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইখানে দেখা যাচ্ছে পিপল্‌স পার্টির একজন খুন হয়েছে, তারা কেন এইসব করবে এত ধারনার অতীত। সেখানে পুলিশের অভাব ছিলনা। অম্পিতে পুলিশ আছে, তৈদুতে পুলিশের অভাব ছিলনা। পুলিশের জন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। এইটা পরিকল্পিতভাবে হত্যার ঘটনা। এলাকার উত্তেজনা সৃষ্টি করানোর জন্য, যারা বাম-ফ্রন্ট সরকারের সমর্থক আছেন তাদের সেখান উৎখাত করার জন্যই এইসমস্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছে, আতংকর সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে নাম দেওয়া হয়েছে এইরকম তথ্য আমার কাছে নাই। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি নাম থাকে তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে ইনভা-ইট করব সেগুলি পুলিশের কাছে দেওয়ার জন্য। আমরা দেখব সেগুলি সত্যিই আসামী কিনা?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি আগেই বলেছি সেখানে পুলিশের সি, আই এবং ডি, এস, পির কাছে নাম দিয়েছি। এখনও আমি সভায় বলতে পারি সুভাষ দাস, শরৎ দেব, রঞ্জিত দাস তারা ঘটনায় জড়িত ছিল আরও ৬-৭ জন-এর নাম দেওয়া হচ্ছে, তাদের নাম ঐখানকার তারাই বলেছেন, তারপরেও পুলিশ তাদের অ্যারেষ্ট করেনি। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন সেটা অত্যন্ত ভুল। ১নং হচ্ছে তাকে দা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলা হয়েছে, তাকে দা দিয়ে হত্যা করা হয়নি লোহার রড দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং রড ঘটনাস্থলেই পাওয়া গিয়েছিল দ্বিতীয়তঃ দেবকুমার জমাতিয়া টি, এইচ, পি, পি, ও কোন লোক ছিলনা টি,ইউজে, এসের লোক, এইসব ভুল তথ্য, এইটা ঠিক নয় মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—এইটা পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান হতে পারেনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারিনা মাননীয় সদস্য প্রত্যক্ষদর্শী না। প্রত্যক্ষ দর্শীরা তার কাছে নাম দিয়ে পুলিশকে দিলেন কেন, তার মাধ্যমে যেতে হবে কেন+; সেখানে পুলিশের যারা অফিসার আছেন তার কাছে নাম দিতে পারতেন। আর

মাননীয় সদস্য যেকোন নাম দিলেই তাকেই গ্রেপ্তার করতে হবে, এটা কি ধরনের যুক্তি এইটা ত তদন্ত চলছে। তিনি বলেছেন রড দিয়ে খুন করেছে, সেটা নিশ্চয়ই পুলিশ দেখবে আমি বলেছি দা দিয়ে খুন করেছে, আর তিনি বলেছেন যে না রড দিয়ে খুন করা হয়েছে, তা তার তো পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট আছে এবং তাতে দা এবং রডের যে পার্থক্য সেটা পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তার রয়েছে, সেটা মাননীয় সদস্যর কাছে শিখতে হবে না। কাজেই পোষ্টমর্টম রিপোর্ট দেখে পুলিশ যদি একটা রিপোর্ট আমাকে এখানে দিয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বিশ্বাস না করে মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সেটাকে বিশ্বাস করতে হবে, এর কোন কারণ আমি খুজে পাচ্ছি না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, যে নামগুলি দেওয়া হয়েছে এইগুলি পুলিশকে শ্রী দেবের বাবাই দিয়েছিলেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— পুলিশকে যদি নাম দেওয়া হয় তাহলে পুলিশ নিশ্চয়ই সেগুলি তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— নাম দেওয়ার পরেও দেখা গেছে যে পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করছে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রকম সরকারতো এখানে নাই যে নাম দিলেই তাকে এরেষ্ট করতে হবে। নাম দিলেই এরেষ্ট করা যায় না, যদি তথ্য না থাকে। একটা প্রাইমাফেসী কেইস যদি না তাহলে ইচ্ছামত যাকে খুশী এরেষ্ট করা যায় না।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানেন কি না যে, এই হত্যাকাণ্ডকে একটা রাইষ্টারেইশন হিসাবে দেখানোর জন্য নিরঞ্জন দাসের খুন হওয়ার পরের দিন শ্রী দেবকুমার জমাতিয়াকে খুন করা হয়েছে এবং উপজাতি যুব সমিতি ও বামফ্রন্ট বিরোধী সেখানকার শক্তি গুলি আছে তারা এই সমস্ত কাজগুলি সুপরিকল্পিতভাবে করছেন। কারণ তারপর আমরা দেখেছি যে, সেখানে একটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে একজন জেলা পরিষদের সদস্য উপজাতি যুব সমিতির এবং একজন বিধায়ক উপজাতি যুব সমিতির সেখানে এই গ্রামের মধ্যে মিটিং করে সেখানে যে ধরনের বক্তব্য রেখেছেন তা হল যে, সেখানে তারা এই সমস্ত কাজ করেন তাদেরকে সেলটার দিতে হবে এবং যাদের নাম পুলিশের কাছে দেওয়া যাবে না। যারা বামফ্রন্টের সমর্থক তাদের নাম সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশের কাছে দিয়ে হয়রানী করানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বামফ্রন্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হবে। এইভাবে তারা একটা সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিচ্ছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

REFERENCE PERIOD

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি বলেছি সবটাই পুলিশ তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, ২৬ তারিখ থেকেই এই ঘটনাগুলি শুরু হয়ে যায়, অথচ তাতে সেখানে রাজ্যের কোন মন্ত্রী বা দলের লিডার যান নি, এইটা খুবই উদ্‌বেগ জনক ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা একেবারেই অসত্য কথা, তিনি কি করে এইটা দিলেন আমি জানি না, আশ্চার্য্যজনক ব্যাপার এবং এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে উসক্বানীমূলক কাজে তাদের হাত আছে। কারণ সেখানেতো মাননীয় শিল্প মন্ত্রী গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— তিনি প্রায় ২০ দিন পরে গিয়েছিলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— গত ১৯,৩,৮৬ইং তারিখ এ মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুট হলো :— "১৭ই মার্চ রাতে বড়দোয়ালীতে অবস্থিত বিশালগড় প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে কর্তব্যরত নাইটগার্ড সি,আই,টি,ইউ, কর্মী রামদেও যাদব দুর্বৃত্তের হাতে ছুরিকাহত হয়ে নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— বিগত ১৭-১৮-৩, ৮৬ইং রাত ৩,৩০ মিঃ এর সময় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ টেলিফোনে খবর পান যে বড়দোয়ালীস্থিত বিশালগড় কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির দোকানে কর্তব্যরত নাইটগার্ড শ্রী রামদেও প্রসাদ যাদবকে, পিতা মৃত যজ্ঞেশ্বর প্রসাদ যাদব, সাং অরুন্ধুতিনগর কে বা কাহারা ধারালো অস্ত্রের দ্বারা গুরুতরভাবে আহত করে ফেলে যায়। উক্ত সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আহত শ্রী রামদেও প্রসাদকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় দেখতে পায়। পুলিশ তৎক্ষনাৎ চিকিৎসার জন্য শ্রী প্রসাদকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করেন। আহত শ্রী রামদেও প্রসাদ যাদব ৪-৫০ মিঃ—এর সময় জি, বি, হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উক্ত ঘটনাটি সরকারী ছাপাখানায় কর্মরত শ্রী অনিল চন্দ্র দেবের অভিযোগমূলে গত ১৮,৩,৮৬ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩২৬/৩০২ ধারায় পশ্চিম আগরতলা থানায় ২১(৩)৮৬ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

পুলিশ তদন্তকালীন বনকুমারী গ্রামের শ্রী কুলক দাসের পুত্র শ্রী বিন্দু দাসকে উক্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গত ১৮,৩,৮৬ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে ১৯,৩,৮৬ইং তারিখ আদালতে প্রেরন করে এবং তাহাকে পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাননীয় আদালতের নিকট প্রার্থনা জানায়। ধৃত ব্যক্তি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে আছে এবং ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

নিহত শ্রী যাদব সি,আই,টি,ইউর সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। মোকদ্দমাটির তদন্তটি চলছে।

শ্রী মতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে, এই যে প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে যে শাখাটি বড়দোয়ালীতে আছে তাতে এর আগেও ডাকাতি হয়, চুরি হয় এবং কয়েকবার হামলা করার চেষ্টা হয়েছিল এবং এই নাইট গার্ড শ্রী রামদেও যাদব এই দুর্বৃত্ত দলের অনেককেই সেদিন চিনতে পেরেছিলেন। এবং তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন বলেই খুন করা হয়েছিল, এর প্রতিশোধের জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঠিত করা হয়েছিল এই তথ্যটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইটা ঠিক যে শ্রী যাদব অত্যন্ত সৎ স্বভাবের ছিলেন এবং এর আগে যেসমস্ত চেষ্টা হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিছু লোকের বিরুদ্ধে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, হতে পারে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই হত্যাকাণ্ডটি হয়েছে. পুলিশ সব বিষয়ে তদন্ত করবেন এবং এর আগে এই সব দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িতদের পুলিশ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন।

শ্রী যাদব মজুমদার :— স্যার, যখন এই খুনটা করা হয় তাকে মারপিট করা হয়. তখন সরকারী প্রেসের সামনে কোন পুলিশ কর্মরত ছিল কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এইটা আমার জানা নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — গত ১৯,৩,৮৬ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ১৮,৩,৮৬ইং মধ্যরাত্রে আগরতলা শহরের জহর-ব্রীজ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, গত ১৮,১৯,৩,৮৬ইং তারিখ রাত অনুমান ১২,৩০ মিঃ— এর সময় জহর ব্রীজের দক্ষিণ পার্শ্বে (বিশালগড়-আগরতলা রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে) অবস্থিত শ্রী লক্ষন ঘোষের চায়ের দোকানে প্রথমে আগুন লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আগুন পার্শ্ববর্তী দোকান ঘর ও বসত বাড়ীতে বিস্তৃতি লাভ করে। আগুনের লেলিহান শিখা আগরতলা অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের কর্মীদের গোচরে আসা মাত্র তারা সঙ্গে সঙ্গে দমকল সহযোগে ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পশ্চিম আগরতলা থানা হতেও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। অগ্নি নির্বাপক কর্মী, পুলিশ এবং স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আগুন আয়ত্বে আসে।

REFERENCE PERIOD

উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৬টি দোকান ঘর ও ৫টি বসতবাড়ী এবং ২টি গুদামঘর আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং তাতে ২৭টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০০ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ১৮টি পরিবারকে তৎকালীন সাহায্য বাবত ৪,১০০ টাকা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ৫টি পরিবারের প্রত্যেককে ৩০০ টাকা এবং ১৩টি পরিবারের প্রত্যেককে ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়। বাকী ৯টি পরিবারকে ২০-৩-৮৬ইং তারিখের মধ্যে সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ৫টি বাড়ীর মালিকদের পরিবার এবং একজন ভাড়াটিয়া বর্ত্তমানে তাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। উক্ত ঘটনাটি পশ্চিম আগরতলা থানায় গত ১১-৩-৮৬ইং তারিখে ৯৬৪ ও ৯৬৮ নং দৈনিক ভুক্ত করা হয়। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ঘটনার পরে এস, পি, কে বলেছি একটি এসেসমেন্ট করে দিতে যাতে যেসমস্ত সাহায্য আমরা দিয়ে থাকি আগুনে ক্ষতি গ্রস্তদের সে সাহায্য দিতে পারি। ব্যাংকে লেখা হয়েছে, যারা আগে ব্যাংক অনুদান নিয়েছেন তাদেরকে আবার হিসাব করে যেন টাকা দেওয়া হয় যাতে তারা আবার কাজ শুরু করতে পারেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এসব ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী ভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, যেদিন আগুন লাগে সেদিন আমরা শহরে দাঁড়িয়ে দেখেছি যে ফায়ার ব্রিগেড গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন আয়ত্বে এনে নিবিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরে একটা বিকট শব্দ আমরা শুনতে পাই এবং আবার আগুন জ্বলে উঠে। এটা নাকি ওখানকার দোকানে পেট্রোলের ড্রাম থাকার ফলে হয়েছে। তাই শহরের মধ্যে এরকম বে-আইনিভাবে দাহ্য পদার্থ রাখার জন্য সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?
শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম হওয়া অসম্ভব না। নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখা হবে।

CALLING ATTENTION.

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"সম্প্রতি মিজোরাম থেকে একদল রিয়াং

ত্রিপুরার দামছড়া অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে''।

মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় যেহেতু উপস্থিত আছেন সেহেতু আমি নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিলাম। এখন আমি মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী, নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি ২৪শে মার্চ এই হাউজের সামনে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় ২৪শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "সম্প্রতি অমরপুর মহকুমার ডম্বুরনগর ব্লক এলাকা থেকে কিছু রিয়াং পরিবার আসামে জায়গা নিতে যাওয়া সম্পর্কে''। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় যেহেতু অনুপস্থিত সেহেতু এটা ফলস্ থ্রু হয়ে গেল।

মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় থেকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ১৬-২-৮৬ ইং গভীর রাতে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী ও ত যুব সমিতির দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা খোয়াই মহকুমার ব্রহ্মছড়ার কান্তি কলই ও কৃষ্ণমুড়ার কবির জমাতিয়ার অপহৃত হওয়া সম্পর্কে''। মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় যেহেতু উপস্থিত আছেন সেহেতু নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিলাম। এখন আমি মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কেও আমি ২৪শে মার্চ এই হাউজের সামনে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় ২৪শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

Assent ot Bill

মিঃ স্পীকার :— একটি ঘোষণা, সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলটিতে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলটির নামের পার্শ্বেই মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
The Tripura Board of Secondary Education(Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 12 of 1985).	2.3.1986

DISCUSSION NO THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT FOR 1985—86.

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কার্য্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। তবে যে সমস্ত সদস্য ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন এবং সভায় উপস্থিত আছেন তাদের ছাটাই প্রস্তাবগুলো উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলা কালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর একটি একটি করে ভোটে দেব। আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কাট-মোশনের লিষ্ট-ত আমরা এখনও পাই নাই। আমাদেরকে এখনও দেওয়া হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—দেওয়া ত হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—না স্যার, দেওয়া হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আলোচনা শুরু করতে পারেন। যাদের কাট-মোশন আছে তারা হলেন মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ন দাস, শ্রী রসিকলাল রায়, শ্রী বাসিত আলী, শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল, শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, শ্রী কাশীরাম রিয়াং, শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ও শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার। ওনাদের কাট-মোশন আমি পেয়েছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—স্যার, যেহেতু আমরা এখনও লিষ্ট পাই নাই সেহেতু কি করে আমরা আলোচনা করব।

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, লিষ্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখুন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, লিষ্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত সভা সাসপেণ্ড থাকুক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ আলোচনা আরম্ভ করতে পারেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, ছাটাই প্রস্তাবের লিষ্ট যদি না আসে তাহলে কি করে আলোচনা হবে।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, ১০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন যাতে লিষ্ট সকলের হাতে পৌঁছে যায় এবং তারপরে আলোচনা শুরু করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, কাট-মোশনের লিষ্ট দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, একই রকম জিনিষের রিপিট হচ্ছে। গতকাল প্রিভিলেইজ নিয়ে হয়েছে। কাজেই এসব এডমিনিস্ট্রেটিভ প্রব্লেমগুলি রিমোভ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখনই আমার অফিস থেকে খবর পেলাম যে এই কাট মোশানের কপিগুলি আজকে সকাল ১০ টায় আপনাদের অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—কিন্তু স্যার, আমরা সে কপিগুলি পাইনি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, যারা সই করে রেখেছেন তাদের সই দেখিয়ে দিলেই ত হয়।

মিঃ স্পীকার : আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়কে অনুরোধ করছি উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : মিঃ স্পীকার স্যার, যদিও আমি কাট মোশানগুলি ভালভাবে পড়তে পারিনি তবু আমি আপনার সম্মান রক্ষার্থে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আজকে মার্চ মাসের ২০ তারিখ, আর মাত্র ১০ দিন বাকি আছে এই ফাইন্যানসিয়াল ইয়ার শেষ হয়ে যাবে, এই দশ দিন আগে আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আলোচনা করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করে ২৮৯- ২৫ কোটি টাকা এবং গত জানুয়ারী মাসে ৬কোটি ১২ লক্ষ টাকা, মোট ২৯৫ কোটি ৩৭ লক্ষ হাজার টাকার মত খরচ করেছি। এখন আবার ১৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, বাজেটের বহর দিন দিন বেড়েই চলেছে এইটা নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দের কথা। আমরা আনন্দ বোধ করি এই জন্য যে, এত এত টাকা আমাদের রাজ্যের জন্য রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ক্রমশ টাকার পরিমান বাড়ছে। এতে করে রাজ্যের

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT FOR 1985—86.

উন্নয়নের পথ সুগম হবে। কিন্তু বছরের পর বছর এই বাজেটের টাকার বহর বেড়ে গেছে সত্য, কিন্তু আমাদের রাজ্যের বাস্তব অবস্থা দেখলে এত টাকা যে ব্যয় হচ্ছে তা বুঝা যায় না। এই বছরও আমাদের বাজেটে ৩০৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের চতুর্দিকে দেখলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে উপজাতি এলাকায় দেখলে দেখা যায় সেখানে কোন উন্নতি করা হয়নি। এখনো বহু লোক অনাহারে মরছে। এই রকম বিপদজনক পরিস্থিতিতে আমরা বলতে পারিনা যে আমাদের উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। উপজাতি জুমিয়াদের কোন উন্নতি হয়নি। ফলে তারা আজকে বাধ্য হয়ে অভাবের তাড়নায় রাজ্যান্তরী হচ্ছেন। কাজেই বাজেটের সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে দেখলে পরে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। আমরা বুঝতে পারিনা যে এই যে বাজেট এত বাড়ছে, এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে সে অর্থ কোথায় খরচ করা হচ্ছে? সে অর্থ যায় কোথায়? সেটা ভেবে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বাজেটের যে পরিমান অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। আজকে আমরা কি দেখি, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এই সমস্যার কোন সমাধান করা হয়নি আজ পর্যন্ত। সেখানের বুরো ধান জলের অভাবে শুকিয়ে গেছে। এখন সেগুলি আগুনে পুড়াবার অবস্থা হয়েছে। জল সেচের অভাবে কৃষকদের যে কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না। কাজেই বাজেটর এই বহর দেখে আর বাস্তব অবস্থা দেখলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়।

আজকে এ, ডি, সি, গঠিত করা হয়েছে উপজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য। কিন্তু এই এ, ডি, সি, মূলতঃ কোন ক্ষমতা নেই। প্রতি বৎসর দেখা যায় যে, এদের বাজেট থেকে অর্থ ফেরত যাচ্ছে।

এইখানে পুলিশের খাতে অর্থ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ খাতে অর্থের পরিমান বেড়ে গেলেও রাজ্যের আইন শৃংখলা রক্ষা করা যাচ্ছেনা। উগ্রপন্থী এবং সমাজদ্রোহীদের কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। কাজেই এই যে, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এইটা যদি সত্যি সত্যি রাজ্যবাসীর উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হতো তাহলে রাজ্যের এমন অবস্থা হতোনা। এইখানে বিভিন্ন ডিপার্ট মেন্ট-ওয়াইজ যে অর্থ ধরা হয়েছে সে অর্থ সত্যি সত্যি যদি কাজে লাগত তবে রাজ্যের অবস্থা অন্য রকমহত। এটা আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি। আজকে রাজ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে সে সংকট হ্রাস পাওয়া তো দূরে থাকুক বরং সেটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। এর কারন কি? এত টাকা প্রতি বৎসর বাজেটে ধরা হয় অথচ সে অর্থ রাজ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় হয় না। তাহলে সে অর্থ যায় কোথায়? আজকে আমরা দেখি সে অর্থ রাজ্যের উন্নয়েনে ব্যয় না হয়ে

সেটা বামফ্রন্টের গ্রাম প্রধানদের পকেটে যায় এর এবং তাদের ক্যাডারদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়। সেই অর্থ রাজ্যের উন্নয়নে ব্যয় হয়না, সে অর্থ আজকে ক্যাডাররা, গ্রাম পঞ্চায়েত বা এর প্রধান এবং সদস্যরা এবং কিছু কিছু কর্মচারীরা ঐঅর্থ গায়েব করছেন। আজকে আমরা দেখি অমরপুরের বি, ডি, ও, উনার একজন এসিষ্টেন্টকে দিয়ে যেখানে একটি কাজ ৩০ হাজার টাকায় হবার কথা ছিল সেখানে সেট ১০ হাজার টাকার করা হয়েছে।

এই সমস্ত দুর্নীতির মধ্যে এই অর্থ গায়েব হয়ে যাচ্ছে। ক্যাডারদের জন্য এটা করা হচ্ছে। সেই কারনে আমাদের রাজ্যে সাধন সৃষ্টি হয়না। আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করতে চাই যে, এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে আনা হয়েছে তার প্রতিটি পাই পয়সা যেন জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উন্নতি হতে পারবে। কিন্তু আমার সন্দেহ রয়েছে যে, এই মাত্র ১০ দিনের মধ্যে এই অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না। এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য হলো ক্যাডারদের কিছু পাইয়ে দেওয়া।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মনে করি এইভাবে কেবল মাত্র বাজেটের বহর বাড়িয়ে জনগণের কল্যাণমূলক কাজ করা যায়না। বরং আরো কম টাকা ব্যয় করে জনগণের কল্যান যে পথে হবে সে পথে গেলে রাজ্যবাসীর অনেক উন্নতি হবে।

প্রকৃতপক্ষে যারা দুঃস্থ এবং নীডি, তাদের কাছে পৌছে দেওয়ার মত যদি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা না হয় তাহলে আরও বড় বাজেট করলেও কোনরকম এচিভমেন্ট থাকবে না। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস এর উপর যে সমস্ত ডিমান্ড এনেছেন এইগুলিকে আমি বিরোধিতা করছি এবং বিরোধীদের যে সমস্ত কাট-মোশন আছে সেগুলোকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আমার সাধারণ বক্তব্যে বলেছি যে এই যে বাজেটে যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এখানে, এর সমস্তটাই খরচ হয়ে গেছে এবং এটাকে রেগুলেরাইজড করার জন্যই এই হাউসে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস আনা হয়েছে। তা না হলে সামনে যে কয়টা দিন আছে এই বৎসরের তাতে এত টাকা খরচ করার সুযোগ নেই। মুখে যত কথাই বলুন না কেন-বামফ্রন্ট সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এত টাকা খরচ করার ক্ষমতা এই কয়দিনে তাঁদের নেই। আমরা দেখছি, প্রতিটি অফিসেই, মাঠে কাজ না হোক, বা কৃষিক্ষেত্রে এখন যে একটা খরা চলছে, বরো ফসল মার খাচ্ছে এবং বহু জায়গায় ফসল একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, কৃষকদের মধ্যে হাহাকার, সেই ব্যাপারে টাকা খরচ হয়নি। পানীয় জলের সংকট চলছে

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

সেটা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু শুধু আলোচনাই হয়, পানীয় জল দেওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ যে জল কষ্ট ভোগ করছে, যেটা আমরা গ্রাম থেকে অভিযোগ শুনছি যে রাত থেকে গ্রামের লোক জলের জন্য লাইন ধরে থাকে, এমন কি জল চুরির ঘটনাও বিরল নয়, এই সমস্ত অভিযোগ আমরা সরকারের কাছে করতে পারি, কিন্তু সেগুলি ওঁদের কানে যাবে না। আসল কথা হল, সমস্ত টাকাটাই গায়েব হয়ে গেছে। সারা বছর অফিসগুলিতে কাজ করতে দেখা যায় না. কাজ হয় না, এই সরকার কাজ চায়ও না। কিন্তু এখন বিল বানানোর কাজ চলছে। তাদের দলের লোক কন্ট্রাকটরদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই সমস্ত ডিমাণ্ড আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৩ মেজর হেড ২৮৭ এর উপর আমার কাটমোশন ছিল। দপ্তরটা হচ্ছে লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট। এই দপ্তরের শ্রমিকদের জন্য যে দরদ এবং কর্ম কর্মতৎপরতা, সেটা আমরা দেখছি না। বিশেষ করে কেটেল ফার্ম-এর ব্যাপারে একটা কমিটি হয়েছিল। এম, এল, এ, দের নিয়ে এবং গ্রাম প্রধানদের নিয়ে একটা নির্বাচিত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আজকে সেই সমস্ত এম, এল, এরা, প্রধানেরা ক্ষমতায় নেই। সেই জায়গায় বিরোধী দলের এম, এল, এ এবং প্রধানেরা এসেছেন। কমিটি করার একটা লক্ষ্য ছিল যে নির্বাচিত প্রধানদের দ্বারা এস, আর, ই, পি. এল, আর, ই, পি,তে এমপ্লয়মেন্ট দেবার জন্য এই কমিটি করা হয়েছিল। আজও সেই কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং পুরনো কমিটিকেই জিইয়ে রাখা হয়েছে। নির্বাচিত প্রধানদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী উঠেছে কিছু লোক সেখানে কাজ করত এবং সেখানে একটা আন্দোলনও হয়েছিল। সেখান থেকে ৩ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে। মাননীয় শ্রম মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই এই শ্রমিকদের কর্মহীন করা হয়েছে। এই হচ্ছে তাঁদের শ্রমিক দরদের নমুনা। আমি এই অভিযোগ দায়িত্ব নিয়েই করছি। তাছাড়া বিভিন্ন চা বাগান ইত্যাদিতে শ্রমিকদের জন্য যে কল্যাণমূলক কিছু কাজ করা দরকার, যেমন তাদের হাউসিং সিষ্টেম এবং মজুরী ইত্যাদি সেই ব্যাপারে একটা বক্তৃতা দিয়েই মন্ত্রীর কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তারা আরও সংকটের মধ্যে পড়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এটা তো এস, আর, ই, পি, এর কাজ।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— এস, আর, ই, পি, এর কাজ বটে। কিন্তু তারা শ্রমিক ছিল। সেখানে তাদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে মাননীয় শ্রম মন্ত্রীর উদ্যোগে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি রিসেসের পরে বলতে পারবেন। এই সভা আজ বেলা ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 5—30 P.M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— স্যার, আমার ক'টি কথা ছিল অফিসের কাজকর্ম যে কিভাবে চলছে কাটমোশানগুলিতে যেখানে ফেলিউর টু, কন্ট্রোল লিখা থাকার কথা ছিল সেখানে শুধু টু কন্ট্রোল লিখা আছে অফিসটা আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এই ভাবে একটার পর একটা ভুল করে চলছে, ওদের একটু সংশোধন হওয়ার জন্য নির্দেশ দিন। কাটমোশান টু কন্ট্রোল ওয়েষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচার আমারটা ঠিক আছে, কিন্তু বাকীগুলি ঠিক নেই। এই রকম হলে কি ভাবে চলবে, ওদের একটু সতর্ক হওয়ার জন্য আপনি নির্দেশ দিন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রম দপ্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে, এই রাজ্যের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার উদাসীন এবং ওরা বলেন যে ওরা শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধি। সেটা কতটুকু সত্য, শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে সেটা ওদের কার্য্যকলাপে দেখলে মনে হয় না। আমরা দেখছি বিশেষ করে যে শ্রমিক সংস্থা বিরোধী দলের আদর্শকে সমর্থন করে তাদের দাবী দাওয়াগুলি যতই ন্যায় সংগত হউক না কেন, ওদের প্রতি এই বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন থাকছেন। শুধু তাই নয় সেই সব সংস্থার শ্রমজীবি মানুষের ন্যায় সংগত আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য নানা রকম কৌশল আমি বলব অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। এই জিনিষটাই আমরা দেখে আসছি। এবং সেই সব সংস্থাগুলিকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার সক্রিয় কর্মীদের নানা ভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছেন এবং বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করছেন। সেজন্য আজকে আমরা দেখছি সমগ্র শ্রমজীবি মানুষের মনে একটা হতাশা বিরাজ করছে। এমপ্লয়-মেন্ট—এই এমপ্লয়মেন্টও এই শ্রম দপ্তরের আর একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সেখানে আমরা দেখছি, সেই দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুসারেই দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারের সংখ্যা সোয়া লাখের মত। তাদের চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে আমরা স্পষ্ট একটা দলবাজী দেখছি। দেখা যাচ্ছে বেকাররা দিনে পর দিন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে গিয়ে চাকুরীর জন্য নাম পাঠাতে অনুরোধ করে তখন সেই অফিস থেকে তাদের সাহায্যের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া না বা কোন সহানুভূতি দেখান হয় না, এটাই আমরা লক্ষ্য করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— তার উপর তাদের বলা হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা মন্ত্রী মহো-

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT FOR 1985—86.

দয়দের কোন রিকমাণ্ডেশান না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নাম পাঠাতে পারব না সেটাই আমরা দেখছি সেই সেই ক্ষেত্রে তাদের মেরিট যাই থাকুক না কেন তাদের নাম পাঠান হয় না। স্যার, আপনারা হয়ত বলতে পারেন যে এটা আমি বিরোধীতা করার জন্যই বলছি, এটা ঠিক নয়। আপনারা এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখুন এটা কোন অসত্য নয়। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এবং মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয়দের জানাচ্ছি বর্তমানে এই অবস্থা চলছে এবং বেকারদের মনেও হতাশা দেখা দিয়েছে এবং এই ভাবে আজকে শ্রমজীবি মানুষ এবং বেকাররা হতাশায় ভোগছে। সেজন্য এইগুলির প্রতিকার হওয়া দরকার, এইগুলির তদন্ত হওয়া দরকার এবং এইগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে বেকার ও শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগ সুবিধাগুলি রক্ষার জন্য সরকার সতর্ক দৃষ্টি দেবেন এই বলে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার এখানে আজকে এই সাপ্লিমেনটারী ডিমাণ্ডের আমার দুইটা কাটমোশান আছে। একটা হল ডিমাণ্ড নং ৫ মেজর হেড ৩০৪ আর একটা হল ডিমাণ্ড নং ১৯ মেজর হেড ৫৩৩। মেজর হেড ৫৩৩—ডিমাণ্ড নং ১৯, আমি লক্ষ্য করেছি পূর্বেও ইরিগেশান এণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল এর জন্য প্রায় ১৬, ৪৫ লাখের উপর টাকা ছিল এখন আরও ৪৭ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। টাকা যেহেতু চেয়েছেন সেহেতু টাকার দরকার আছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই ইরিগেশান স্কীমগুলি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের এই হাউসে যতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন ঠিক ততটুকু গুরুত্ব আমার জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন না। স্কীমের জন্য যে টাকা স্কীমের জন্য সেই টাকা ব্যয় করা হচ্ছে না। এর কারন কি? এর কারন হচ্ছে দলবাজী। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি উদাহরন দিয়ে বলতে চাই, যে গত তিন বছর আগে এই ইরিগেশান স্কীমের জন্য গাবতলীতে একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কিন্তু এখন দেখা গেল যে সেখানে দলবাজী করার জন্য সেই স্কীমটা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা হয় নি।

তার জন্য আমরা দেখছি এই স্কীমগুলি করতে গিয়ে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। সাইট সিলেকশন করতে হবে। মার্কসবাদী কেডারদের অনুমোদন না থাকলে স্পট ইনকোয়ারী রিপোর্ট কার্য্যকরী হচ্ছে না। অফিসারকে সার্ভে রিপোর্ট দিয়ে বসে থাকতে হয়। স্কীম যাচ্ছে না। কি করে ইরিগেশনের সমস্যার সমাধান হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম ভাবে ইরিগেশনের দুরাবস্থা চলছে। বামফ্রন্ট সরকার এই হাউসে বলছেন যে

ত্রিপুরা রাজ্যে ইরিগেশনের উন্ননি করতে হবে, আমরাও চাই উন্নতি হোক। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু পাইপ লাইন ডিস্ট্রিবিউশন কৃষকদের মধ্যে হচ্ছে না। একটা স্কীম আছে কেপাসিটি আছে কিন্তু পাইপ লাইন ডিস্ট্রি বিউশন হচ্ছে না। সোনামুড়া

মধুবনে সেখানে একটা পরিবারকে বেনিফিট দেওয়ার জন্য পাইপ লাইন দেওয়া হয়েছে। পাইপ লাইন বিক্রী করা হয়, অপব্যবহার করা হয়। এই স্কীমে শ্রীমন্তপুরে এটা গত ১৯৮৪ সাল থেকে বহু দরবার, বহু চেষ্টা করে আসছি ইরিগেশনের জন্য। এই সরকার বলছেন যে, করব। এর আগে ১৫ ঘোড়ার একটি মেশিন একটা পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল। আর কোন লোকের থেকে বেনিফিট পায় নি। শ্যালো টিউবওয়েলগুলি বসানো হয় কিন্তু সেগুলি বাংলাদেশে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। এই সরকার তদন্ত করে দেখেন না কেন? সেই জন্যই বলছি যে এই যে সাপলিমেন্টারীর টাকা সেই অপব্যয় করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা বলছে যে এস, সি এবং এস, টি, এদের উন্নতির কথা। মাননীয় মুখ্য-

মন্ত্রী এই হাউসে বলেছেন যে, যারা ১৯৭১—৭২ সালে পাশ করেছে তাদেরকে নাকি অগ্রাধিকার দেওয়া হয় চাকুরীর ক্ষেত্রে। আমি এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বলছি যে, বাসপুরের সুভাষ সূত্রধর, সে এস, সি,। ১৯৭০ সাল থেকে বেকার বসে আছে। ওদের পরিবারের অন্নের সংস্থান সেই। তার চাকুরী হচ্ছে না। মহেশপুরের বাবুল দে। সেও অনেকদিন ধরে বেকার। চাকুরী হচ্ছে না। চাকুরীর ক্ষেত্রে এই যে দলবাজী, এই যে বৈষম্য চলছে সেটা সাধারণ মানুষকে বিভাজন করা হচ্ছে। কেডার পোষা হচ্ছে। মানুষকে পদাঘাত করা হচ্ছে মানুষের পেটে লাথি মারা হচ্ছে। বাসপুরের সুভাষ সূত্রধর ১৯৭৬ সালে বি, এ পাশ করেছে, ১৯৭১ এ মাধ্যমিক। আজকে আট বছর যাবত সে মন্ত্রীদের

পেছনে ঘুরছে। তার চাকুরী হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন এসেছে আমি সেগুলির সমর্থন করছি এবং এখানে যে স্যাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। কারণ এই বাজেট হাউসের অনুমোদন ছাড়াই এই বাজেটের টাকা খরচ করা হয়েছে। কাজেই এটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে তার বিরোধীতা করে এবং এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985-86.

করেছেন এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই সরকার মাসে একটি করে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করছেন। মূল বাজেটের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এই বাজেট এই হাউসে আনা হয়। রাজ্যের এই সমস্ত বাজেট কার্য্যকরী হবে, ব্যয় হবে। বরাদ্দ হবে বলে যা ধরা হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। বামফ্রন্ট আসার পর শুরু থেকেই আমরা দেখে আসছি, ১ বছর পূর্ত্তি উৎসব, ২ বছর পূর্ত্তি উৎসব, ৩ বছর পূর্ত্তি উৎসব, ৪ বছর পূর্ত্তি উৎসব ৫ বছর পূর্ত্তি উৎসব, ৬ বছর পূর্ত্তি উৎসব, ৭ বছর পূর্ত্তি উৎসব। এই পূর্ত্তি, পূর্ত্তি, পূর্ত্তি উৎসব দিয়েই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট চলছে। যতদিন পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে থাকবে পূর্ত্তি উৎসব এবং সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট উভয়ই থাকবে। দেখা যায়, ব্লক—ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ট্রাইবেল কনফারেন্স কাষ্টস্ কনফারেন্স। হয়ত, এমন দিনও আসবে, বামফ্রন্ট সরকার উগ্রপন্থী কনফারেন্স করবেন। অবশ্য করতে কোন অসুবিধাই নেই। কাজেই এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনা হয়েছে তা আমরা সমর্থন করতে পারছি না। তাছাড়া, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে উপজাতি কল্যাণের নামে যা ধরা হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তবের যদি একটুও মিল খুঁজে পাওয়া যেত, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের এস, আর, ই, পি, কিংবা এন, আর, ই, পি,র মাধ্যমে। সে টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে বুঝতে পারছি না। কেন না, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, উপজাতি জুমিয়া কিংবা দারিদ্র সীমার নীচের অংশের মানুষ সে ট্রাইবেলই হউক কিংবা নন-ট্রাইবেলই হউক এই সমস্ত লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা দিয়ে তাদের দারিদ্র সীমার থেকে একটুও উপরে তোলা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা পাওয়া সত্বেও রাজ্যে দরিদ্রের সংখ্যা কমে নি। আমরা রেডিও "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে হাজার হাজার টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু সে টাকা কিভাবে খরচ হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না। অবশ্য ডেইলি দেশের কথা মিছা কথা নামেই পরিচিত। সত্যের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যে-সমস্ত প্রোগ্রাম নেওয়া হয়, তা কোনটাই কার্য্যকরী হয় না। অবশ্য মাঝে মাঝে রাজ্য সরকার থেকে বলা হয়ে থাকে, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না। এইতো চলছে রাজনৈতিক খেলা। কমরেডদের খুশী করার জন্য এই চলছে। সবাই জানেন, কমরেডদের ২০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকার অধিক ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে।

এই সব কারনেই বামফ্রন্ট সরকারকে আজকে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনতে হচ্ছে। কম-রেডদের যে ভাতা দেওয়া হয়, সেই টাকার হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকার দিতে পারেন না বলেই আজকে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনতে হচ্ছে। কাজে কাজেই, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, পঞ্চায়েত নিয়েও রাজনৈতিক খেলা চলছে। বি, ডি, সি,-এর নাম দিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। গ্রামে পঞ্চায়েত অফিস-গুলিতে বই সাপ্লাই দেওয়া হয় সরকারী খরচে। সে সব বই হচ্ছে, মার্কসবাদের বই, লেনিনবাদের বই। এছাড়া, অন্য কোন বই দেওয়া হয় না। কাজেই, পঞ্চায়েত খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে তা বাস্তবের পরিপন্থী। খাদ্যের ব্যাপারেও বাজেটে লাখ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র রাইমাভ্যালিই নয়, কমলপুর সাব-ডিভিশনেও খাদ্যাভাবের একই অবস্থা। প্রায় দেড় শতাধিক পরিবার আসাম- মিজোরামে যেতে বাধ্য হয়েছে অনা-হার সহ্য করতে না পেরে। বনের আলু খেয়ে কতদিন বাঁচবে? কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার স্বীকার করবেন না। স্বাস্থ্য দপ্তরেও একই চিত্র। ঔষধ থাকলে ডাক্তার থাকেন না, ডাক্তার থাকলে ঔষধ থাকে না। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও তা স্বীকার করেছেন। গ্রামে গঞ্জে ডি,ডি টি, স্প্রে করতে গেলে ২ / ১ টি গ্রামে স্প্রে করে যদি কোন মোরগ পায়, তাহলে, মোরগের বিনিময়ে ডি, ডি, টি, দিয়ে আসে। বামফ্রন্ট সরকারের এই সব কার্য্য—কলাপের দিকে নজর দেবার সময় নেই। সময় আছে কেবল সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনার। কাজে কাজেই, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধীতা করছি, এবং আমার কাটমোশান-সহ বিরোধী দল থেকে যে-সমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে সমস্ত কাটমোশানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রদেব নাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আবার একটি সাপ্লিমেন্টারী বাজেট হাউসে এনেছেন। জানুয়ারীতে আমরা একটি সাপ্লিমেন্টারী পেয়েছি। জানুয়ারী মাসে আনার পর এই দুই মাসে কিভাবে এই টাকা খরচ হয়ে গেল তা বুঝতে পারছি না। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে, ১২,৯৫,০৬,০০০ টাকা। এখানে আমার ২টি কাটমোশান আছে। একটি হচ্ছে, ডিমাণ্ড নং ৩২, মেজর হেড ৩২১, এবং ডিমাণ্ড নং ৩৫, মেজর হেড ৩০৫। স্যার, এর মধ্যে একটি হচ্ছে, ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্ট-মেন্টের উপর। মাননীয় ইণ্ডাষ্ট্রি মন্ত্রী জুট মিল সম্পর্কে একটা বিল এনেছেন, কিন্তু আজকে এই জুটমিলে সাড়ে ছয় কোটি টাকার মত ঘাটতি। তার উপর আবার একটা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনে ছেন। এই টাকাগুলি কোথায় যাচ্ছে? বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর অনেক কাজ করেছেন, কিন্তু

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT FOR 1985—86.

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী নিজেই বলতে পারছেন না তার দপ্তরের কতটুকু উন্নতি হয়েছে। আজকে শিল্প ক্ষেত্রে যাদের কাজ করার যোগ্যতা নেই তাদেরকে লোন দেওয়া হচ্ছে। এমন অনেক লোককে তাঁত শিল্প করার জন্য লোন দেওয়া হয়েছে যারা আদৌ তাঁত সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অথচ প্রকৃত তাঁতী যারা তাদের ঋণের কোন ব্যবস্থা নেই। দলীয় স্বার্থন্বেষীদেরকেই আজকে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে যারা সত্যিকারে কাজ করবে তাদেরকে লোনের ব্যবস্থা না করে দলীয় কাডারদের লোন দেওয়া হচ্ছে। অপরটা হচ্ছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। স্যার, আজকে আমাদের কৃষি মন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই। আজকে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের কি দুরবস্থা? ভি, এল, ডবলিউ, কর্মীরা ঔষধের সঙ্গে কেরোসিন মিশাইয়া বিক্রি করছে। সমস্ত ঔষধগুলি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। গাঁওসভাগুলিতে ২০০ কে, জি, বীজ ধান পাঠানো হয়েছে কৃষকদের মধ্যে বিলি করবার জন্য। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের গাঁও প্রধানরা সেই বীজ ধান ২০০ জন চাষীকে ১ কে, জি, করে বিলি করে দিয়েছে খাবার জন্য। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের ডেভেলাপমেন্টের নমুনা। আজকে মোহনপুরে যান সেখানে কালাছড়া গাঁওসভায় হাজার হাজার কানি জমি পতিত পড়ে আছে। স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা যে-সমস্ত কাটমোশানগুলি এনেছেন সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর অনেক কাজ করেছেন বলে তারা বলছেন। ঠিকই তারা অনেক কাজ করেছেন, যেমন ৮০ জুনের দাঙ্গা ঘটিয়েছেন, তারপর দারিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। আজকে ৮০ জুনের দাঙ্গার পর হাজার হাজার লোককে গৃহ হারা করছেন, তারপর কলোনী করে ৫ গণ্ডা করে জায়গা দিয়েছেন। কিন্তু আজকে সেখানে তাদের কর্ম—সংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই। কংগ্রেস আমলে দারিদ্র-সীমা যেখানে ছিল ৬৩ পার্সেণ্ট, সেখানে এই সীমা আজকে বেড়ে হয়েছে ৮৩ পার্সেণ্ট। এই সংখ্যা বামফ্রন্ট সরকার অনেক কাজ করেছেন বলেই বেড়ে গেছে। বাজেটের অর্থগুলি যাচ্ছে কোথায়? আজকে আপনারা ২২ লক্ষ লোকের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। অথচ এখানে এসে বলছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী অর্থ দেন নি, এখন রাজীব গান্ধীও অর্থ দিচ্ছেন না। এইগুলি বলে আপনারা চীৎকার করছেন এবং চিৎকার করে ত্রিপুরাবাসীকে ভোলাতে চাইছেন। ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসী শাসনে কতটা খুন হয়েছিল, কত নারী নির্যাতন হয়েছিল, কত ডাকাতি হয়েছিল? আর বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আইন শৃংখলার এত অবনতি হয়েছে যে ত্রিপুরাবাসীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। স্যার, আজকে আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে স্বীকার করে নিতে পারতাম, যদি এই টাকাগুলি জনকল্যান-মুলক কাজে ব্যয় করা হত। কিন্তু এই অর্থ ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের উন্নতিকল্পে খরচ করা হয় নি, সৃষ্টি করা হয় নি কোন সম্পদ। তাই আমি এই ডিমাণ্ড

গুলির বিরোধীতা করে এবং আমার কাটমোশানকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ স্পীকার :—সৈয়দ বাসীত আলী ।

সৈয়দ বাসীত আলী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নং ৩৭, মেজর হেড ৩০৭ এর উপর আমি একটা কাটমোশন এনেছি এবং সেই কাটমোশানের সমর্থনে বক্তব্য রাখছি । স্যার, পাহাড়ে—জঙ্গলে আমি অনেক ঘুরেছি এবং কিছুদিন আগেও পি, ইউ, সির সদস্য হিসাবে কয়েকটি রাবার প্ল্যান্টেশান পরিদর্শন করেছি এবং বাগানগুলির যে অবস্থা তাতে আমার এটাই মনে হয়েছে যে বামফ্রন্ট সরকার বাজেটের টাকাগুলি বাগানের উন্নতিকল্পে নিশ্চয়ই খরচ করছেন না, করছেন দপ্তরের কর্মচারীদের স্বার্থে । কারন, কর্মচারী দরদী সরকার তো স্যার, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এবং মাননীয় পূর্ব মন্ত্রীও সেখানে গেছেন যে কৈলাশহর কনষ্টিটিউন্সীতে সমরুর গাঁও সভায় একটা প্লেন্টেশান আছে । সেই প্ল্যান্টে-শানটি আজকে অশুভ শক্তি নষ্ট করে ফেলেছে । ফরেষ্টাররা শহরে বসে থাকে, সেখানে যান না । ফলে প্ল্যান্টেশানটি অশুভ শক্তির হাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । বলা যায় সেই প্ল্যান্টেশানটি দিনের বেলায় থাকে দপ্তরের মন্ত্রীর হাতে আর রাত্রি বেলায় থাকে অশুভ শক্তির হাতে । মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেও বলেছি ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান এই প্ল্যানটেশনে শাল থেকে সেগুন ভাল ভাল গাছগুলি নির্দ্বিধায় ৬৫ টকা থেকে ৭০ টকায় বাজারে বিক্রি করছে, কোন এ্যাকশান নেওয়া হচ্ছে না । কিছু কিছু কর্মচারী এর সঙ্গে জড়িত আছে । এতে যতই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না । তাই আমি জোর হাতে অনুরোধ করছি এই সকল অশুভ শক্তি যাতে আর শক্তিশালী হতে না পারে, কিন্তু এটা তারা শুনেন নি । তার ফলে মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে হয় আজকে যে আশার পদক্ষেপ সরকার গ্রহন করেছেন সেটা দুরাশায় পরিনত হচ্ছে । পি, ইউ, সি, কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান রিপোর্ট দিয়েছেন সেখান থেকেও জানতে পারি । দ্বিতীয়ত এই ছাটাই প্রস্তাব সম্পর্কে আমার তো বলতে হয় মিঃ স্পীকার স্যার, সরকার যে-সব উদ্যোগ গ্রহন করেছেন বা যেভাবে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান বর্তমানে তুলা গাছের, সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যে-ভাবে উন্নতি হচ্ছে তা যদি সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় সেটার উপযুক্ত গাছ হতো তাহলে এতদিনে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উন্নতি হতো । এই সম্পর্কে যে বাজেট ধরা হয়েছে এই বাজেটের টাকা চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রের কাছ থেকে, কিন্তু সে টাকাগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না । ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র উজ্জল ভবিষ্যৎ এই যে বনায়ন তার উন্নতি আমরা দেখছি না । মিঃ স্পীকার স্যার, আমি নিজে দেখেছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ অংশ বাংলাদেশ সীমান্তে পরিবেষ্টিত । আমার সামনে ৩০ | ৩৫ | ১০ জন এমন করে বহুলোক সচরাচর বাংলাদেশ থেকে তারা বাঁশ,

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

হন, কাঠ নির্দ্বিধায় নিয়ে যাচ্ছেন সেটা দেখেও জনসাধারন ভয়ে কিছু বলতে পারেন না। কারন তাঁরা যদি কিছু বলেন তাহলে রাত্রে এসে তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন।

যদি বন দপ্তরের কেউ এই সম্পর্কে সেখানকার জনসাধারনকে জিজ্ঞাসা করেন তখন তারা বলেন, ওরা এই এলাকার লোক, বাংলাদেশের নয়। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফরেষ্ট দপ্তর থেকে জনসাধারনের স্বার্থে এর উজ্জল সম্ভাবনার নিদর্শন আমরা দেখতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করেন।

সৈয়দ বসিত আলী :— স্যার, আমাকে আরও দু মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, দু মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

সৈয়দ বসিত আলী :— তাই বন দপ্তরের উন্নতিকল্পে আমি বন দপ্তরের মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন গ্রামগঞ্জে গিয়ে দেখে জনসাধারনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যাতে জনসাধারন নিজেদের দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে আরও সচেতন হতে পারেন, সে জন্য সরকারের তরফ থেকে আরও ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অনুরোধ রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে সামাজিক বন উন্নয়ন আমি উদ্যমের সহিত বলছি, ডাক বাংলা থেকে তিপ্রা প্রায় তিন হাজার শতাধিক গাছ রোপন করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, প্রায় ৭৫ পারসেন্ট ভেসে গেছে এবং বেশ ভাল ৩।৪ ফুট কাঠ হয়েছিল কিন্তু রক্ষনাবেক্ষনের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ফলে পচে গেছে। বর্ত্তমানে এমন অবস্থা হয়েছে বর্ত্তমানে ওয়ান পারসেন্ট গাছ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এই দপ্তরের ডি, এফ, ও-কে এই দপ্তরের মন্ত্রীকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি এবং জোর হাতে অনুরোধ করেছি যাতে আরও উন্নত ব্যবস্থা নিয়ে যাতে গাছগুলি বাঁচাতে পারে এবং তার জন্য সুন্দর এবং সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষন করেছি এবং গভীর ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। সুতরাং আজকে এখানে এই যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, কিন্তু না এনে পারছি না, কারন এই টাকাগুলি যারা স্বার্থান্বেষী তাদের স্বার্থে ব্যয়িত হচ্ছে। জনসাধারনের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। তাই আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মন্ত্রীদের রিপ্লাইয়ের সময়। আমাদের আর এক ঘন্টা ৪০ মিনিট সময় আছে। মাননীয় ৯ জন মন্ত্রী আছেন, আপনারা নিজেরা এডজাষ্ট করে নেবেন

সময়।‥মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালকে যে কথা বলেছেন, একটা গতিশীল সরকারের কাজকর্মের জন্য টাকার প্রয়োজন আমি সেটার পুনরাবৃত্তি করে বলছি, এই যে সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য, যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি জনসাধারনের কাছে সেই দায়িত্ব পালনের দিক থেকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি অন্য আলোচনায় যাচ্ছি না, আমার ডিমাণ্ডের মধ্যে, কাট মোশানের মধ্যে থাকছি আমার ৫টা ডিমাণ্ড এখানে আছে। আমি ৫টা ডিমাণ্ড সমর্থন করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলি এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন সবটাই আমি সমর্থন করছি। এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে ২টি কাটমোশান এসেছে ডিমাণ্ড নং ১৯এর উপরে। সেটা হল যে মাননীয় সদস্য রসিকবাবু তিনি এই ডিমাণ্ডের উপরে একটা কাট মোশান এনেছেন। এখানে টাকা কেন ধরা হয়েছে তার ধারে কাছে নেই। এই টাকাটা আমরা এই বছরের শেষের দিকে পেয়েছি। এইটা বলব মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, বিলোনীয়াতে মুহুরী চরের যে সমস্যাটা সেই মুহুরী চরের যে সিদ্ধান্ত হয়েছে ভারত সরকারও সেই সিদ্ধান্তে অংশ গ্রহণ করেছেন। এবং এই টাকাটা আমাদের দিয়েছেন। মুহুরী চরের ওপারে বাংলাদেশ যেভাবে তার বাঁধ উঁচু করছে এবং শক্তিশালী করছে আমাদের চরকে গ্রাস করার জন্য তার ফলে বিলোনীয়া শহরের নিরাপত্তা বন্যার সময়ে সেটা বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেটাকে প্রটেক্ট করার জন্যই এই টাকাটা রাখা হয়েছে। বিশেষ জরুরী কাজ হিসাবে এই কাজটা হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রশ্ন এখানে দাঁড়ায় যে ২জন কাট মোশান এনেছেন। মাননীয় সদস্য রসিকবাবু এবং দিবাচন্দ্র রাংখল, তাহলে তারা এইটা চাননা। ভারতবর্ষের সামগ্রিক যে ভূখণ্ড রক্ষার যে প্রশ্ন সেই প্রশ্ন এইটার সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ বেশী টাকা রাখা হয়েছে যেখানে ডিমাণ্ড নং ১৬ যেটা আছে তার মধ্যে আমি ৬৪ লক্ষ ৫০ হজার টাকা চেয়েছি। আপনারা জানেন যারা পুলিশে রয়েছেন আরক্ষা দপ্তরের কর্মী যারা রয়েছেন তাদের বাসস্থান তাদের জন্য অফিস ইত্যাদি হাসপাতাল ইত্যাদি করার দীর্ঘদিনের একটা প্রস্তাব রয়েছে। ৮ম অর্থ কমিশন আমাদের কাছে টাকা দিয়েছেন। আমরা জেলা সদর সাবডিভিশানগুলিতে আমরা তাদের জন্য বাসস্থান অন্যান্য সুবিধার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। ৬০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। তাদের জন্য আমরা কনস্ট্রাক্শান করছি। এইটা আমি অত্যন্ত যুক্তি সংগত মনে করি। বিরোধী সদস্যরা কর্মচারীদের কথা বলেন, কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন। তার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা আছে তা বুঝতে পারা যায়। স্যার, আমরা এইখানে আরবান ডেভেলাপমেন্ট, আমরা সরকারে যখন আসি তখন বলেছিলাম যে আমরা ক্ষমতায় আসার পরে ডিসেন্ট্রালাইজ করব এবং গত ৩০ বৎসরে কিছুই হয়নি। আমরা আসার

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

পরে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে কোটি কোটি টাকা দিয়েছি যাতে নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা করা যায়। তার জন্য আমাদের ডিমাণ্ড রাখার ব্যবস্থা করেছি। তার জন্য আমরা যাতে নোটিফাইড এরিয়া যেগুলি আছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ টাকা দিতে পারি। আগে এই সমস্ত কিছুই ছিলনা। আমরা এসে সেটা চালু করেছি। এই বৎসরের শেষের দিকে প্রত্যেকটা নোটিফাইড এরিয়ার অথরিটির কাছ থেকে অনেক টাকার দাবী এসেছে। আমরা ডিমাণ্ড নং ৪১ এ তাদের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা রেখেছি, কাজেই, এইগুলি সবই জরুরী কাজ। তারপর যেমন শিক্ষার ব্যাপার সেই সম্বন্ধে গতকাল মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষা সম্প্রসারিত করতে গেলে এইটা আমাদের কমিটমেন্ট আমরা করছি। বাস্তবে এইটা প্রমানিত। শিক্ষা সম্প্রসারন করার জন্য ঘর চাই, তার জন্য খরচ করতে হবে। আজকে তারা বিরোধীতা করছে আমপোরা খোঁয়াইতে যারা ডেসট্রেড চিলড্রেন যারা যাদের পিতামাতা নেই কেউ নেই, তাদের জন্য হোম করছি, তার জন্য শিশুভবন করছি। তারা শিশুভবন চাননা। আজকে আমরা তারানগরে যারা পতিতা মহিলা আছেন তাদের জন্য ক্যাম্প করে তাদের বাড়ীঘর করে তারা যাতে নতুনভাবে বাস করতে পারে তার জন্য খরচ করছি। তারা কি এইটাও চাননা? জেনারেল কেন? স্পেশিফিকেলি বলুন। স্পেশিফিকেলি বলুন আমরা এইগুলি চাইনা। আপনারা কি চান? আমরা বাধারঘাটে অন্ধ শিশু যারা আছে তাদের জন্য একটা স্কুল করতে চাই। তারা বলুন এইটা চাননা। এই যে কাজগুলি আমরা হাতে নিয়েছি সেই কাজগুলি জনসাধারনের পক্ষে কিনা তারা বলুন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা যেসমস্ত টাকা পয়সা খরচ করছি, কোন জায়গায় হয়ত দুর্বলতা থাকতে পারে, কারন বিশেষ একটা প্রকল্প রূপায়ন করতে গেলে তার মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাজের দৃষ্টিভঙ্গী এইগুলি যদি বিচার করা যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখেছে বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য কি করেছে। মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাঙ্খল বলেছেন বিদ্যুতায়নের কথা। আমি উল্লেখ করতে চাই ৩০ বৎসরে কংগ্রেসের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৬২টা গ্রামে বিদ্যুতায়ন হয়েছে তার মধ্যে ২৯টা গ্রাম মাত্র ট্রাইবেল ভিলেজ। যারা এইখানে ট্রাইবেলদের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন তারা, তখন মাত্র ২৯টা ভিলেজে বিদ্যুতায়ন হয়েছিল। আমরা এখন প্রায় সাড়ে পাঁচশ গ্রামে ইলেকট্রিফাইড করেছি। এই বৎসর ৬০০তে পৌঁছতে পারে। ওরা দেখতে পাননা সেটা। ওদের দেখার কথাও না। কারন ওরাত সেখান থেকে আসেনা। মাননীয়, সদস্য রসিকবাবু যেটা উল্লেখ করেছেন আমি বলতে চাই ৩০ বৎসরে ১,৫ ভাগ জমি কালটিভেশন ল্যাণ্ড আণ্ডার ইরিগেশানে এসেছিল। আমরা কিছুটা বাড়িয়েছি। এখনও অনেক বাকী আছে। ইরিগেশানের প্রচুর কাজ বাকী। এইজন্য আমরা উদ্বিগ্ন এবং আমরা

কাজ চালাচ্ছি। কমপেয়ার করে দেখুন এখন যে কাজ হচ্ছে আপনাদের আমলে যে কাজ হয়েছিল। আর পলিটিকেল মোটিভিকেশানের কথা যেটা বলেছেন সেটার কোন যুক্তি নাই। অসত্য ভাষন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাচাই করে নিয়েছে, পরীক্ষা করেছে সেই পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ। আমি সব সদস্যের কাছে অনুরোধ রাখব সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পূর্ণ ডিমাণ্ড এবং আমার দপ্তরের যে ডিমাণ্ডগুলি এইগুলিকে সমর্থন করবেন এই বিশ্বাস করে, এই আবেদন সকলের কাছে রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় দীনেশ দেববর্মা।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে কংগ্রেসের এম, এল, এ, এবং টি, ইউ, জে, এসের এম, এল, এ, যে বক্তব্য রেখেছেন এইটা খুবই পরিস্কার। কারন ভারতবর্ষে শ্রেনী শাসন এবং শ্রেনী শোষনকে বাদ দিয়ে দেশ রচনা হয়না, বাজেট রচনা হয়না। কাজেই যেখানে ২টি সমাজব্যবস্থা বর্ত্তমান একটা শোষক গোষ্ঠী, আর একটা শোষিত গোষ্ঠী। এইখানে কাটমোশানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী সদস্যরা বলেছেন, কেবল সরকারী ব্যর্থতা, সরকারী ব্যর্থতা। এই ধরনের বক্তব্য নতুন কিছু বলার থাকেনা। কাজেই আমি আগেই বলেছি শ্রেনী শোষন করে, যে শ্রেনী শোষন করে তৈরী হচ্ছে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, একচেটিয়া কোটি কোটি টাকার মালিক যারা মুষ্টিমেয় কিছু লোক তারাই সমস্ত ভারতবর্ষ নিয়ন্ত্রন করছে। কাজেই ভারতবর্ষের পার্লামেন্টেও বাজেট অধিবেশন চলছে। সেখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট চলছে। বিভিন্ন রাজ্যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট চলছে। পশ্চিমবংগে ও ত্রিপুরায়ও বাজেট অধিবেশন চলছে। কাজেই সেখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া এইটা কোন অন্যায় না। বামফ্রন্ট সরকার গত ৮বৎসর ক্ষমতায় আসার পরে দেখা যায় এই ত্রিপুরা রাজ্যে ২২ লক্ষ মানুষের দারিদ্র্যতা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে বিভিন্ন অসুবিধা এইগুলি দূরীকরনের জন্য যে টাকাপয়সা খরচ করে থাকেন বিভিন্ন দপ্তর এইটা তারা পছন্দ করতে পারছেন না।

কারণ অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তো পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাজেট ও নিয়ম—নীতি সেটা এক হতে পারে না। কারণ এই রাজ্য সরকারগুলি রাজ্যের শোষিত বঞ্চিত অবহেলিত ও নীপিড়িত মানুষের জন্য টাকা খরচ করে থাকেন। এখানে দেখবেন আমি পরে কয়েকটা উদাহরন দেব, কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট কি করেছেন, পঞ্চায়েত কি করেছেন এবং অন্যান্য দপ্তরগুলি কি করেছেন, সেটা অবশ্য অন্যান্য মন্ত্রীদের বক্তব্যের মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। আজকে কংগ্রেস দল থেকে যে সমস্ত বক্তব্য উঠেছে তা হচ্ছে কেন্দ্র যে বাজেট করেছে তাকে সমর্থন করতে হবে, তা সেই রাজ্যের মানুষ অনাহারে মরুক বা যে ভাবেই

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

মরুক সেটাতো কেন্দ্রের দেখার ব্যাপার নয়। আমরা দেখেছি কেন্দ্রের এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কয়েকদিন আগে সারা ভারতবর্ষে বন্ধ হয়ে গেল, তা এইটা কি শুধু কমিউনিষ্ট সরকারগুলিই করেছে? সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে একদিকে, আর অন্যদিকে তখন পার্লামেন্টে অধিবেশন বসেছে। এইটাই প্রমান করে যে আজ সারা ভারতবর্ষের মানুষ এই ব্যাপারে সচেতন হয়েছে যে, আজ তাদের মাথার উপর শোষনের খর্গ বিস্তারিত হয়েছে এবং তা থেকে তারামুক্তি পাওয়ার জন্যই আজ তারা আন্দোলন ও সংগ্রাম সংগঠিত করছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা, এখানে কোন বড় শিল্প নাই, কোন মাঝারি শিল্প নাই, রেল নাই, এখানে শুধু কতগুলি সরকারী চাকুরী ছাড়া, এবং এন, আর, ই, পির—সাহায্য ছাড়া আর কি কাজ আছে? কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার অগ্রিম টাকা খরচ করে একটা গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিধানসভার মাধ্যমে যে একটা মতামত গ্রহন করতে হয় সেই মতামত চাইতে এখানে এসেছেন। তা এই ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে টি,ইউ,জে,এস কেন বিরোধীতা করছে আমি জানি না। এইটা অবশ্য তাদের পলিটিক্যাল ব্যাপার। কিন্তু এতে তাদের যাওয়া উচিৎ নয় এই কারনে যে শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের মধ্যে তারাও একজন। কাজেই লক্ষ পতিদের জন্য তৈরী যে বাজেট বা টাকা খরচ হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে, তাকে সমর্থন করতে যাওয়া খুব মারাত্মক ব্যাপার।

কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট সম্পর্কে এখানে একটা ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, পঞ্চায়েতের উপরও একটা ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, অথচ কমিউনিটি ডেভলাপমেন্টের পানীয় জল সম্পর্কে গত পরশু এখানে আলোচনা হয়ে গেল। এইটা সম্পর্কে আমি বলব যে, তিনটা রিগমেশিন দুইশত বা আড়াইশত টাকায় পাওয়া যায় না, তার জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ টাকা, কাজেই এই টাকা বিধানসভায় গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাওয়া তো অন্যায় নয়। কাজেই জল সরবরাহের জন্য ডিপ টিউব-ওয়েল করাতো খুব সোজা ব্যাপার নয়, তা মাটির নীচে কোথায় জল আছে তার অনুসন্ধান চালিয়ে তবে এইটা করা হয়। যাদের সার্ভিস ওয়াটার আছে, রিং ওয়াটার আছে, তাকে কালেকশান করে ট্যাক করা, এই সব কাজের জন্যতো টাকা লাগে, আর এই টাকা চাওয়া কি অন্যায়? আজকে পঞ্চায়েত ও বি, ডি, সি, সম্পর্কে বিরোধী সদস্যরা বিষোদগার করছেন, মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল কমলপুর বি, ডি, সি, সম্পর্কে বলেছেন, অথচ সেখানে বি ডি সি মিটিংগুলিতে যতবার আমি গিয়েছি, একবারও তাকে আমি সেখানে পাই নি। সেখানে কি করা হয়? সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধানদের

মতামত চাওয়া হয়, তাদের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করা হয়, মানে সব কিছু জেনে তাদের সুবিধামত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমলপুরের দুর্ভাগ্য যে সেখানকার ৫০টা পঞ্চায়েতের মধ্যে টি, ইউ, জে, এস, এর পঞ্চায়েত মাত্র দুই একটা, আর কংগ্রেসের পঞ্চায়েত দুই তিন টা। আর তারা না কি বঞ্চিত হয়, তাদের জন্য আমরা দলবাজী করছি, তাই যদি হয় তাহলে তো সেখানে টাকা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না, এস আর ই পি, এন আর ই পি, আই, আর, ডি, পি, তারপর জল, রাস্তা ও স্কুল দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এমন কি কিছু দিন আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী থলবাড়ী স্কুলে গিয়েছিলেন সেখানে টি, এন, ভি, সচরাচর আসে, এবং সেখানকার জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক করা হয়েছে, দলবাজী যদি করা হত তাহলেতো সেই স্কুলকে সিনিয়র বেসিক না করে তুলে আনার কথা এবং তুলে আনা হত। কাজেই আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কথা বলতে চাই যে, কয়েকদিন আগে আগরতলায় যে বই মেলা হয়ে গিয়েছে, তা থেকে ১২ হাজার টাকার বই কিনা হয়েছে এবং কেবিনেটে বসে সিদ্ধান্ত করেছি যে, এই বই গুলিকে যাতে যত্ন সহকারে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারে তার জন্য একটি ষ্টিলের আলমারি কিনে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের নিকট দেওয়া হবে এবং আগামী বছর ১০৪ টা আলমারী পুরন করে দেওয়া হবে। তা এই সব বই পড়ে মানুষ যে সচেতন হয়ে উঠবে সেটাকে তারা কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না। পঞ্চায়েতকে বই কিনে দেওয়া, লাইব্রেরী করা, আলমারী কিনে দেওয়া এইটা তারা পছন্দ করেন না বলেই তার বিরুদ্ধে তারা একটা কাট মোশান আনতে হবে অর্থের অপচয় হচ্ছে বলে। তাই আমি বলতে চাই যে, বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের স্বার্থে যে পরিকল্পনাগুলি করেছেন তার মধ্যে আর একটা হচ্ছে হাউজিং লোনস-এর মাধ্যমে, এর মাধ্যমে পাহাড় অঞ্চলে প্রায় ৬০০ টি টিনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে গরীব ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেলের জন্য করা হয়েছে এবং এই টিনের ঘরের সঙ্গে একটা রান্না ঘর, একটা সেনিটারী লেট্রিন ইত্যাদি ইত্যাদি দরকার, এইগুলি কি দুইশ আড়াইশ টাকায় করা সম্ভব? কাজেই এই বামফ্রন্ট সরকার যে টিনের ঘর করে দিয়েছেন সেই টিনের ঘর ভারতবর্ষের এই অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে বৎসরের পর বৎসর চলে গেলেও করতে পারবে না সেখানে দিনের পর দিন মানুষ গরীব হতে হতে ৮২ ভাগই নীচে চলে গেল। সেই মানুষের জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রুফ হাউজিং-এর মাধ্যমে এই টিনের ঘর করে দিয়েছে সেটাকে তারা সমর্থন করতে পারছেন না। হাউজিং লোন হিসাবে গ্রামে গ্রামে মাটির ওয়াল তৈরী করার জন্য যাকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে এইটাও তাদের সমালোচনার বিষয় হয়েছে।

তাহলে তারা কি চাননা যে ত্রিপুরার অবহেলিত উপজাতিরা ভালভাবে থাকুক তাদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক? কাজেই যে কাট-মোশন এখানে আনা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরো-

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

ধিতা করে আমার ডিপার্টমেন্ট সহ যেসব দাবি এখানে উত্থাপন করা হয়েছে সেসকল ডিমাণ্ডের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সমবায় মন্ত্রী

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিপার্টমেন্টের উপর বিরোধী পার্টি থেকে ১টি কাট-মোশন আনা হয়েছে যে, কেন আমি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি এটাই হচ্ছে তাদের মূল বক্তব্য। সমবায় দপ্তরের জন্য ৩৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তার কারণ হল ত্রিপুরাতে যে সমস্ত প্যাকস ও ল্যাম্পস রয়েছে তাদের যারা কর্মচারী তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে এইজন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমরা সারা রাজ্যে শষ্য বীমা চালু করেছি কৃষকদের স্বার্থে। এই শষ্য বীমার জন্য এখানে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এগ্রিকালচার ও সমবায় দপ্তর সমানভাবে এই কাজগুলি করবেন। যেসব শষ্য এর আওতায় আছে সেগুলি হল গম, যব, তৈল বীজ, ডাল প্রভৃতি। যব আমাদের এখানে হয়না তাই ভারত সরকারের কাছে আমরা সুপারিশ করেছি পাট ও আলুকে এই শষ্য বীমার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। কৃষকদের সার বিলি করতে চাই, তারজন্যও এখানে টাকা রাখা হয়েছে। ১৫টি সমবায় সমিতিকে এই সার ব্যবসায় করার জন্য ১ লক্ষ ৬০ টাকা চাওয়া হয়েছে, এই সমিতিগুলিকে দেবার জন্য যাতে তারা ঠিক সময়ে সার কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করতে পারে। সমবায় ব্যাংকের নন-ওভার ডিউ কাভার করার জন্য এখানে ৪৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তারমধ্যে ২৩ ল টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন আর ২৩ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার দেবেন। এরমধ্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটু দেরীতে সেংশান পাওয়ার ধরুন এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ আবার ধরতে হয়েছে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তারপর এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ ২ হাজার মেট্রিকটনের একটি হিমঘর তৈরী করেছে এবং সেটা আগামী পরশুদিন উদ্বোধন হবে, সেটার জন্য একটি জেনারেটর কিনতে হবে তাই ৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আমরা জানিনা এতে কি করে ওয়েষ্টফুল একসপেণ্ডিচার হতে পারে। অতএব এ প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই যেটা গতকাল মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় বলেছেন যে, রবীন্দ্র নগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি নাকি সরকার জবর দখল করছেন। এই রবীন্দ্রনগর সমবায় সমিতি সম্পর্কে একটি ইতিহাস আছে। সেটা রেজিষ্ট্রেশন পায় ১৭-৮-৫৬ সালে এবং সেটার রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে ১৬১ এবং তখন সদস্য সংখ্যা ছিল ২০১। তার শেয়ার ক্যাপিটাল ছিল ২৪৪৩ টাকা এবং সরকার থেকে ঋণ নিয়েছিল ৫২,২২২ টাকা। ব্যবসায়

প্রভৃতি করতে গিয়ে ১৯৭১-৭২ সালে ৪১,৩৭,০১৭ টাকা তারা লস দিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে কংগ্রেস আমলে সেটা লিক্যুইডিশানে চলে যায়। কংগ্রেস আমলে সেটার জন্ম আর কংগ্রেস আমলে সেটা চলে যায়। তার একটা সম্পত্তি আছে তার পরিমাণ হল ২,৬৫ একর, তার মধ্যে ০,৬৫ একর নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যে পড়েছে এবং সেটা ভাড়াটিয়ারা দখল করে আছে। বাকী দুই একর নদীর ওপারে যেটা প্রাক্তন সম্পাদক চন্দ্রমোহন দাস দখল করে আছে। সেখানে একটা এস, বি, স্কুল আছে যেটাকে এখন আপ গ্রেইড করে হাইস্কুলে পরিণত করা হয়েছে। সেখানকার জন সাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সমিতির সেই ২ একর জমি খেলার মাঠ ইত্যাদির জন্য স্কুলকে দিয়ে দেওয়া হবে। জন সাধারণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় রসিকবাবুর এত গাত্রদাহ। তার জন্যই উনি বলছেন যে, সেটা লুটেপুটে নেওয়া হচ্ছে, এই হল কথা। কাজেই এটার জবাব যদি না দিই তাহলে পরে হাউজকে মিস-গাইড করা হবে। তারপরে উনি বলেছেন রুদ্রসাগরের কথা এবং সে সম্পর্কে উনি বিষোদগার করেছেন যে, সেটার নাকি এখনও চার্জ হ্যাণ্ড-ওভার করা হয়নি। কিন্তু গত ১৯-২-৮৬ চার্জ হ্যাণ্ড-ওভার করা হয়েছে এবং ইলেকশন হয়েছে ২৭-১-৮৬তে। তিনি আর বলেছেন যে, সেখানে নাকি ৯ লক্ষ টাকার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই। আমি জানি ১৯৭৯-৮০ সালের অডিট হয়েছে এবং সে অডিটে কোন ডিফল্টার দেখান হয় নাই, তাহলে কি করে বললেন আমি জানিনা। অতএব মাননীয় সদস্য কি করে জানলেন যে ৯ লক্ষ টাকা ডিফালকেশান হয়েছে। কাজেই আমরা দেখছি ওনাদের বাস্তবের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নাই তাই ওনাদের পক্ষে সম্ভব এসব বক্তব্য বলা। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁরা যেসব অভিযোগ এনেছেন সেগুলি অবাস্তব।

কাজেই যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে আমি তার সবগুলির বিরোধীতা করছি এবং এখানে যে সমস্ত সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এসেছে আমি সে সমস্তগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার দুটি ডিমাণ্ডের মধ্যে একটির নং- ২২-এর উপর কাট মোশান এসেছে-সেটা হেলথ ডিপার্টমেন্টের উপর। এই ডিমাণ্ডে ৬ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। কাটমোশানে এই অর্থ ছাঁটাই করার জন্য বলা হয়েছে। আরেকটা ডিমাণ্ড হচ্ছে ৪৩- শ্রম দপ্তরের—এটার উপর কোন কাট মোশান আনা হয়নি।

স্যার, ১৯৬০ দশক এবং ১৯৭০ দশকে রাজ্য সরকার তখনকার যে মন্ত্রীসভা ছিল তারা

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985-86.

কিছু যন্ত্রপাতি কিনেছিলেন জি, বি, হাসপাতালের জন্য যাতে উক্ত হাসপাতলটিকে আধুনিকরন করা যায়, তার জন্য সফিস্টিকেটেড যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। কিন্তু সেই যন্ত্রগুলি কেনার পর থেকেই প্রায় অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। সেগুলি আর চালু করা যায়নি। এখন বর্তমানে যে ধরনের রোগ দেখা দিয়েছে সে রোগের চিকিৎসা করতে হলে কিছু যন্ত্রপাতি কেনার প্রয়োজন যেমন আলট্রাসোনিক ডায়গোনিসটিক equipment (ইকুইপমেন্ট) যন্ত্র এবং ফাইবার এফটিক এনডোসেকোফা যন্ত্র এই দুটি যন্ত্র কেনার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে।

স্যার, যেহেতু লেবার দপ্তরের উপর কোন কাটমোশান আসেনি তার উপর আমি বেশী আলোচনা করতে চাইনা। তবে যে কয়েকটি কথা প্রসঙ্গক্রমে মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করেছেন সেগুলি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন রয়েছে। আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, রাজ্য সরকারের কোন জায়গা থেকে কাউকে কখনো ছাঁটাই করা হয়নি। এটা আমাদের নীতি নয়। বরং এই ছাঁটাই রোধ করবার জন্য আমরা আমাদের রাজ্যে যে আট দশ টা চা বাগান রয়েছে প্রাইভেট মালিকানাধীন সে বাগানের মালিকরা থাকে কলকাতায়—তারা শ্রমিকদের বেতন বা পাওনা টাকা ঠিক সময়ে দেন না, ফলে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার চা শ্রমিক মাসের পর মাস অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, চালু করে সেখানে শ্রামকদের কাজের ব্যবস্থা করেছেন এবং এ জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, বাগানের মালিকরা তাদের উৎপাদিত চা বিক্রি করে উপযুক্ত দাম পায় না। এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করে আইতরমা বা রেশন সপ মারফত সেটা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন।

সুতরাং ছাঁটাই! সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মিল, ফ্যাক্টরী, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছেন, কই তাদের জন্য তো মাননীয় সুধীরবাবুরা একটি কথাও বলেন নি। শুধু তাই নয় ১৯৬৭-৬৮, এবং ১৯৭০-৭২ এই সময়ে শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে তাদের প্রাপ্য টাকা জমা পড়েনি। আমি নিজে এই ৮—১০টি বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাদের শ্রমিকদের শেয়ার বা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে মালিকরা টাকা জমা করেনি। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার থেকে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু সে কেসগুলি তো করা যাচ্ছে না। তারপর আমি এখানে আর, কে,

নগর ফার্মের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আপনারা জানেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি এনিমেল ফার্মে লেবার রুলস্ চালু করা হয়েছে। সেই রুলস্ অনুযায়ী কোন শ্রমিককে ছাটাই করা যাবে না, শ্রমিকদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আজকে সে ফার্মে শ্রমিকরা ফার্মের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মিলে এক সঙ্গে ফার্মের পরিচালনায় অংশ নিচ্ছেন। এই আর, কে, নগরে এস, আর, ই, পি,র মাধ্যমে কিছু কাজ হয়। সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যে সকল নাম গ্রাম প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হবে তাদের দিয়ে কাজ করানো হবে। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীরবাবু বলেছেন যে, এখানে নাকি শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। এটা ঠিক নয়। কিন্তু উনি কাদের কথা বলছেন ? এই ফার্মের লেক থেকে কিছু লোক মাছ চুরি করে নিয়ে ধরে নিয়ে যায়। দা, বোম, লাঠি ইত্যাদি দিয়ে সেখানকার শ্রমিকদের ভয় দেখায়। শ্রমিকরা যারা তাদের বাঁধা দিতে যায় তাদের উপর অত্যাচার করা হয়, তাদের মারধোর করা হয়। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কেইস করে প্রায় ১০ থেকে ১২টি। পুলিশ যখন এই দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করতে যায় তখন মাননীয় সুধীর বাবু সেখানে এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং সত্যাগ্রহ অনশন করেন। আর সেই সুধীর বাবু যে, বলছেন, শ্রমিকদের ছাটাই করা হয়েছে। একটি শ্রমিকও ছাঁটাই হননি। বাইরে থেকে গুণ্ডা দিয়ে এই ফার্মকে ধ্বংস করবার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। আজকে গুণ্ডা দিয়ে সেখানকার গরু মহিষ চুরি করা হচ্ছে। এই সকল গুণ্ডাদের হাত থেকে এই ফার্মটকে রক্ষা করবার জন্য শ্রমিকরা চেষ্টা করছেন, সরকার চেষ্টা করছেন। আর মাননীয় সুধীরবাবুরা এখানে চিৎকার করছেন যে, এই ফার্মে নাকি এই ধরকের গুণ্ডাদের সমাজদ্রোহীদের ঢুকিয়ে দিতে হবে। আমি তাদের কাছে আবেদন রাখব যে, এই ধরনের গুণ্ডাদের, খুনীদের সমাজ দ্রোহীদের মদত দিয়ে এই ফার্মটকে আপনারা ধ্বংস করবেন না। যারা সত্যি সত্যি কাজ করতে চায় তাদের কাজ করবার সুযোগ দিন।

আর, এই ডিমাণ্ডের মধ্যে বিড়ি শ্রমিকদের সম্পর্কেও আমাদের দু একটি কথা বলতে হয়। আমাদের রাজ্যে যে শিখা বিড়ি চালু রয়েছে এই বিড়ি ফ্যাক্টরীর সমস্ত শ্রমিকদের ছাটাই করে দেওয়া হল। পরে সরকার এই বিড়ি শ্রমিকদের রক্ষা করবার জন্য তাদের প্রত্যককে ৩০০ টাকা করে দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ গড়ে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয় তাদের গো-ডাউনের জন্য কিছু জমিও এই কো-অপারেটিভকে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সরকার শ্রমিকদের কাজের সংস্থান করে দিতে ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। আর, এই কাজের জন্য টাকার দরকার। কাজেই এখানে আমার যে দুটি ডিমাণ্ড আনা হয়েছে আশাকরি, মাননীয় সদস্যরা এই দুটি ডিমাণ্ডকে সর্ব্বসম্মতিভাবে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী খগেন দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১১ই মার্চ সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর্ গ্র্যাণ্ট এই বিধানসভায় পেশ করেছেন আমি সেটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি এবং যে সমস্ত কাট মোশান বিরোধী দলের সদস্যরা এনেছেন আমি এইগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আমরা গরীব জনগণের কল্যানের কাজে এবং সাহায্যের জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট চেয়েছি। যারা এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করছে তারা গরীব জনগণের, দুস্থ্যনের সামিল, গরীব জনগণের মঙ্গল তারা চায় না। অত্যন্ত দুভার্গ্য-জনক যে কাটমোশন তারা দিয়েছে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে, স্বাধী-নতার ৩৮ বছর পরেও গরীব মানুষের মাথা গুজবার মত ঘর দিতে পারেন নি, রাস্তায় তাদের ঘুমাতে হয়। কিন্তু আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। আমাদের যে টারগেট দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সেই টারগেট আমরা ইতিমধ্যেই এক্সিড করেছি এবং গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৬-৮৭ সনে যাদের জমি দেব তাদের আমরা পাট্টা দেব, এটা বিধানসভায় আমি ঘোষণা করছি। যারা ভূমিহীন, গৃহহীন, এই কাজটাকে স্ট্রেনদেন করার জন্য, তাদের ভূমি এবং গৃহ দেওয়ার জন্য আমি এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড চেয়েছি। এটার তারা বিরোধিতা করছেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন বাবু এখানে বলেছেন নারী নির্যাতনের কথা গোটা ভারতবর্ষের সেই হিসাব আমরা বিধানসভায় দেব। কিন্তু মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী এরোপ্লেনে যাওয়ার সময় মদমত্ত অবস্থায় বিমান সেবিকাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। নাগাল্যাণ্ডের একজন মন্ত্রী ডাকবাংলোতে বসে মদ খাচ্ছিলেন। সিনেমা হল থেকে বেরোবার পর একজন মহিলার উপর তিনি ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। তারপর দিল্লীতে তো একজন মহিলা এই ব্যাপারে খুনই হয়ে গেল। কংগ্রেসের মন্ত্রী এবং এম, এল, এরা, কিভাবে-নারী নির্যাতন করেছেন তার একট হিসাব দিলাম।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কাটমোশনের উপর এটার কি রিলেভেন্স আছে আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :– মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কাটমোশনের উপর বলুন।

শ্রী খগেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বলেছি যে গরীব মানুষকে আমরা

বরভে দেব না। যত টাকাই লাগুক আমরা দেব। আমি আশা করব যে, যে ডিমাণ্ড মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উত্থাপন করেছেন সেটা সকলেই সমর্থন করবেন এবং কাটমোশনের বিরোধীতা করবেন। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় বন মন্ত্রী।

শ্রী আরবের রহমান :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১১ই মার্চ মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন। এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১. মেজর হেড ৩০৭। এটার উপর একটা কাটমোশন বিরোধী দলের সদস্য বসত আলী এনেছেন। এটা উনি জেনেও জানেন না। যদি আর্থিক বৎসরের মাঝখানে আমাদের কিছু পাওনা টাকা আসে তাহলে বিধানসভাতে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড হিসাবে সেটাকে আনতে হয়। এই যে ১ লক্ষ টাকা এই ডিমাণ্ডের মধ্যে এসেছে — অয়েল অ্যাণ্ড ওয়াটার কনজারভেশান স্কীমে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা স্পনসর্ড স্কীম। এর জন্য পরবর্তী সময়ে ১ লক্ষ টাকা এসেছে। এটা সকলকে জানিয়ে খাতাতে উঠাতে হবে। এটা তো পকেটে রেখে দিলে চলবে না। খাতাতে উঠাতে গেলেই সাপ্লামেন্টারী বাজেট আনতে হবে। কাজেই জনসাধারণের জন্য এটা জানা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮১ সন থেকেই এই প্রকল্পটি হয়ে আসছে। আপনারা জানেন যে, এই যে মেজর হেডটা, এই হেডের মধ্যে আরও অনেকগুলি কাজ আছে। আগের টাকা যা পাওয়া গিয়েছিল এ' টাকা থেকে যেমন " সয়েল কনজারভেশান ইনদি ক্যাচমেন্ট অব গোমতী রিভার ভ্যালী প্রজেক্ট, এটার কাজ করতে হয়। আপনারা জানেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বিদ্যুত প্রকল্প আছে। এই বিদ্যুত কেন্দ্র থেকে গণ্ডাছড়া নারিকেল বাগান পর্য্যন্ত যে জলাধার আছে তার গভীরতা টাকে ঠিক রাখার জন্য মাটি যাতে হয়ে প্রাপ্ত না হয়, সব যাতে না নামে, এই জন্য ৩০৭ হেডের টাকাটা খরচ করতে হয়। আজকে যেখানে বলছেন যে অশুভ শক্তী কর্মচারীরা যারা আছেন তাদেরই বলা হচ্ছে অশুভ শক্তী। যে বাগানগুলি লাগানো হচ্ছে সেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থেই লাগানো হচ্ছে। এইগুলি রক্ষা করতে হলে ত্রিপুরা রাজ্যে ২২ লক্ষ মানুষের সহযোগিতা দরকার। আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট দপ্তর এমন জায়গায় কাজ দেয়—ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় এবং সমতলে ট্রাইবেল এবং নন্ট্রাইবেলদের কিছু গরীব দেশের মানুষ সেখানে কাজ পায়। এই বন দপ্তরের কর্মচারীরা ৩।৪ বছর ধরে উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত এবং আহত হয়ে আসছে। কেন তারা আহত হচ্ছে ? কারণ, অনেক গরীব অংশের মানুষের কাছে তারা কাজ নিয়ে যায়। জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য কৃষি দপ্তর থেকে তারা নারিকেলের চারা, লেবুর

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

চারা ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশন অর্থহীন এবং যুক্তিহীন। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পটির আওতায় ৬ হাজার হেকটারের উপর বনায়ন করা হয়েছে যদিও নার্সারীতে চারা উৎপাদন এবং ছোটখাট অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি খাতে খরচের জন্যও এই টাকা রাখা হয়েছে। তথাপি এই পরিকল্পনা ত্রিপুরাতে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য বনায়ন এবং নার্সারীর চারা উৎপাদনের জন্য এই সব টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এবং এই ব্যয়গুলি গত বছরের খরচের ভিত্তিতেই করা হচ্ছে। এবং এই পরিকল্পনার জন্য ৩৭.৭০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল এবং এই পরিকল্পনার জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে থেকে এক লক্ষ টাকা পেয়েছি। এইযে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের টাকা এই টাকাগুলি আমরা বনায়নের জন্য এবং নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্যই ব্যয় করা হবে (ইন্টারাপশান —বসে পড়ুন--হাস্যধ্বনি) কাজেই এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে আমি সবগুলি ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে এবং সমস্ত কাটমোশনগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দপ্তরের উপর মাত্র তিনটি কাটমোশান এসেছে। ডিমাণ্ড নং ২১এর উপর একটি কাটমোশান এসেছে সেটি এনেছেন মাননীয় সদস্য নারায়ন দাস মহোদয়। সেই ডিমাণ্ডের জন্য ৫০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমরা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে আরও সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করছি এখন আমাদের ১,৪৭৫টি সেন্টার আছে। আমরা আরও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সম্প্রসারিত করতে চাই সেজন্য আমরা এই টাকা চেয়েছি এবং এর যৌক্তিকতা হাউস স্বীকার করে নেবেন আমি আশা করি হাউস। এটাকে, অনুমোদন দিয়ে দেবেন। আর ডিমাণ্ড নং ২৬এর উপর আর একটি কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন বাবু। সেখানে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের জানা আছে এই স্কীম ১৯৫৩—৫৪ সাল থেকেই চালু আছে। এটা জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য আগে এই স্কীমের জন্য বরাদ্দের টাকা কম ছিল। এখন আমরা জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি রিভাইটেলাইজ করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। সেজন্যই আমাদের এই অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। আমরা তাদের জন্য হর্টিকালচার, ফিসিকালচার ইত্যাদি বিভিন্ন পরিক-

প্ল্যনার মাধ্যমে জুমিয়াদের আমরা ফলের চারা, মাছের চারা, মুরগী পালনের জন্য পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। সেজন্য আমার এই অতিরিক্ত টাকা চাইতে হয়েছে। আমি আশা করব যে হাউস এই টাকাগুলি মঞ্জুর করে দেবেন।

ডিমাণ্ড নং ২৬র উপর আমি আরও একটি স্কীমের জন্য ২০ লাখ টাকা চেয়েছি। সেখানে আরও একটি কাট মোশান আনা হয়েছে। আমরা এই টাকাটা কেন্দ্র থেকে পেয়েছি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য। এই টাকাটা এ, ডি, সি,—র কাছে হেণ্ডওভার করে দেব। এই টাকাগুলি দিয়ে আমরা ৫০০ টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করব। এই টাকাগুলি ট্রাইবেলের স্বার্থেই খরচ করা হবে। এটা অপব্যয় নয় এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়। কাজেই আমি আশা করব আমার ডিমাণ্ডগুলির উপর যতগুলি ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে সেগুলিকে তাঁরা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং আমার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে হাউস অনুমোদন দিয়ে দেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ডগুলির উপর যে-সব ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করছি। ডিমাণ্ড নং ২—এটা হলত এক এপ্রপ্রেশিয়নের জন্য। মাননীয় সদস্যেরা নিশ্চয় জানেন যে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যায় এই সব কারণে মানুষকে আমার দপ্তর থেকে সাহায্য করতে হয় এবং সেই টাকার পরিমানটা আগে থেকে জানা যায় না। এই ধরনের ক্ষেত্রেতে আমাদের একসপ্রেশিয় দিয়ে সাহায্য করতে হয় বলে আমাকে এই টাকাগুলি চাইতে হয়েছে। আর ডিমাণ্ড নং ৪৪এর উপর একটা কাট মোশান এসেছে-সেখানে আমরা কয়েকটি পোষ্ট সৃষ্টি করেছি সেজন্য আমাকে টাকাগুলি চাইতে-হয়েছে। তারপর ডিমাণ্ড নং ৪২—তার উপরও একটা কাটমোশান আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে এডভান্স দিতে হয়। সেখানে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আমরা যে এডভান্স সেটা বর্তমানে জিনিষ পত্রের দামের তুলনায় খুবই কম, তাদের সেই টাকার পরিমানটা বাড়ানো দরকার। সেজন্য আমার অতিরিক্ত টাকা চাইতে হয়েছে। কাজেই আমার এই ৩ টা ডিমাণ্ডের টাকাগুলি ন্যায়সংগত হয়েছে। আর কৃষি খাতে ডিমাণ্ড নং ৩৫এর উপর একটা কাটমোশান আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, ফ্লাডের জন্য আমাদের কৃষির ক্ষতি হয় সেজন্য আমাদের ফ্লাডের কবল থেকে কৃষকদের ফসল রক্ষার জন্য আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিতে হচ্ছে, আর হিসপার আক্রমন থেকে ফসল রক্ষার জন্য আমাদের নুতন ভাবে পরিকল্পনা নিতে-হচ্ছে। সেজন্য আমাকে এই টাকাগুলি চাইতে হয়েছে। আমি আশা

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86.

করব যে, টাকাগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলি হাউস অনুমোদন দেবেন। আর সর্বশেষে আমি আর একটি কথা বলতে চাই; যেটা মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু এম্প্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ সম্পর্কে বলেছেন। এই দপ্তর সম্পর্কে তিনি যে অভিযোগ তুলেছেন সেগুলি ঠিক নয়। আমাদের এম্প্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ থেকে নাম না এনে কাউকে চাকরী দেওয়া হয় না। আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে, আমাদের সেখানে অফিসার পর্যায়ে একটা কমিটি আছে সেই কমিটির নিকট ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত আমাদের এম্প্লয়মেন্ট একসচেঞ্জের অফিস আছে, সেখান থেকে তাদের কাছে নাম আসে। তারা পোষ্টের সংখ্যা অনুসারে ১: ২০ এই রেশিওতে অর্থাৎ একটি পোষ্টের জন্য ২০টা নাম পাঠান হয়। এবং সেখানে কোন রিপিট করা হয় না, পর্যায়ক্রমে নাম পাঠান হয়। সেজন্য তাদের ইন্টারভিও পেতে দেরী হয়। এবং মাননীয় সদস্যদের আরও জানান হচ্ছে যে, আমরা যে চাকুরীর ডিষ্ট্রিবিউশান করি সেটা ৩টা ডিষ্ট্রিকের মধ্যে অনুপাত রেখেই চাকুরীগুলি ডিষ্ট্রিবিউশান করি। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী মজুমদার যে কথা বলেছেন যে এম্প্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে দুর্নীতি হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। কাজেই আমি আশা করব যে, ছাটাই প্রস্তাবগুলি তাঁরা তুলে নেবেন এবং সবগুলি ডিমাণ্ড তারা সমর্থন করবেন। এই বলে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985 - 86

Mr. Speaker : Discussion is over. Now. I am putting the demands to vote. There is no cut motion on the demand. No - 2. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs, 1,35,000 (excluding charged amount of Rs. 22.000) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No.2 under the following major Head 213-Council of Ministers Rs.1,35,000.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker .— Demand No. 11. There is no cut motion. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,28,000 be granted to defray the charges which will come in course of paymenent during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 11 under the following Major Head-265-Other Administrative Services. 10.28,000

(Then the Demand was put to vote and passed).

Mr. Speaker :— Demand No. 46, there is no cut motion.

Now, the question before the House is that a further sum not exceeding Rs, 10,44,000 begranted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1986 in respect of Demand No. 46 under the following Major Heads :—

766-Loans to Government Servants Rs. 10,44,000/—

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 20. There is no cut motion. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,09,63,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads-277-Education Rs. 2,84,88,000/309-Food and Nutrition Rs. 24,75/000.

(Then the demand was put to voice vote and passed)

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT FOR 1985 86 NO—2

Mr Speaker :- Demand No. 21. There is one cut motion moved by Shri Narayan Das,Demand No. 21. Major Head 277 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz, failure to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses"

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand to vote. Now the puestion before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,68,26,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986, in respect of Demand No, 21. under the following Major Heads :—

277—Education	Rs.	4,01 000
278—Art and Culture	Rs.	55 000
288—Social Security and Welfare		1,58,70,000

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Demand No. 26. There are two cut motions. The cut motion moved by Shri Shyama Charan Tripura, Demand No. 26. Major Head 288 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the Particular matter viz, failure to control and eliminate wasteful expenditure on grant in Aid/contribution"

(Then the cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : - The Cut motion moved by Shri Kashiram Reang, Demand No.26, Major Head-288, "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz, failure to control and eliminate the wasteful expenditure on grant in-aid/contribution."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 84,66,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of demand No. 26 under the following Major Heads :—

288-Social Security and welfare Rs. 84,66,000

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Demand No. 14, There is no cut motion. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 4,80,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Denand No. 14 under the following Major Heads :—

259-Public works	Rs. 40,000
277-Education	Rs. 30,000
283-Housing	Rs, 75,000

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985--86

321-Village and Small Industries   Rs. 3,35,000

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :-- demand No. 15. There is no cut motion. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20.00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st march, 1986 respect of demand No. 15 under the following Major Heads :—

459-Capital outlay on Public works   Rs. 4,00,000

488-Capital outlay on Social Security and welfare.   Rs. 16,00,000

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Demand No. 14. Tere is no motion. Now the Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs, 4.80,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1986 in resqect of Demand No, 14 under the following Major Heads :—

259-Public works   Rs. 40,000

277-Education   Rs. 30,000

283-Housing   Rs. 75,000

321-Village and Small Industries   Rs. 3,35,000

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Demand No. 15, There is no cut motion. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1986 in respect of demand No. 15 under the following Major Heads :—

459-Capital outlay on Public works. Rs. 4,00,000
488-Capital outlay on Social Security and welfare. Rs. 16,00,000

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— demand No. 16. Now the question before the House is that a further sum not exceedin Rs.64,55,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1986 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

483 Capital outlay on Housing Rs. 64,55,000

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speakre :— Demand No. 19. Tthere are two cut motion. The cut motion moved by Shri Diba chandra Hrangkhawl, Demand No. 19, Major Head-533 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/— to respsent the economy that can be effected on the particular matter viz, failure to control. andeliminate wasteful expenditure on protective works in general. "

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985–86

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speake :— The cut motion moved by Shri Rasik Lal Roy, Demand No. 19, Major Head-533 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz, failure to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 47,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of demand No. 19 under the following Major Heads :—

533-Capital outlay on Irrigation Navigntion, Drainage and Flood Control Projects. Rs. 47,00,000

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Demand No. 41. There is no cut motion. Now the question before the house is that a further sum not exceeding Rs. 28,62,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads :—

284 Urban Development Rs. 28,62,000

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 1. There is no cut motion on this Demand. Now, the question before the House is that the Demand for grant No. 1 moved by the Hon'ble Minister-in charge is that a further sum not exceeding Rs. 1,23,000/—be granted to defray the chargn which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No 1 under the following Major Heads :—

211 - Parliament/State Union Territory
Legislatures. Rs. 1,23,000

(Then demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is one cut motion on the Demand No.27. Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Narayan Das Demand No. 27, Major Head 288 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : -

To control & eliminate the wasteful expenditure
on grant-in-Aid/Contribution.

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Demand for No. 27. moved by the Hon' bie Minister in-charge

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985—86

is that a further sum not exceeding Rs. 47,17,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads : –

288-Social Security and Welfare Rs. 47,17,000

(Then Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is on cutmotion on this Demand No.33 Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 39 moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a further sum not exceeding Rs. 10,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respeet of Demand No. 33. under the following Major Heads :—

459-Capital outlay on Co-Operation Rs. 10,00,000

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is one Cut Motion on this Demand No. 32, Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Dhirendra Deb Nath Demand No, 32, Major Head 321 "That the amount of the Demand be reduced by Rs.1 /-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : —

To control & eliminate the wasteful expenditure on other charges."

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speakre :– Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 32 moved by the Hon'ble Minister-in charge is that a further sum not exceeding Rs. 77,40,000 be granted to defray the charges which will come in conrse of payment during the year ending on the 31st, March 1986 in respect of Demand Rs. 32. under the following Major Heads :–

299 – Special and Backward. Areas Rs. 5.40,,000

321—Village and Small Industries. Rs. 72 00,000

(The demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is one cut Motion on the Demand No.34. Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 34 moved by the Hon'ble Minister-in charge is that a further sum not exceeding Rs. 50,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1986 in respect of Demand No, 34. under the following Major Heads :—

526-Capital outlay on Consumer Industries.

Rs. 50,00,00

(The demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is one Cut Motion on this Demand No.31

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985–86

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Kashiram Reang, Demand No. 31. Major Head-314

"That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :–

To control & eliminate the wasteful expenditure on other charges"

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 31 moved by the Hon'ble Minister in-charge is that a further sum not exceeding Rs 6,10 000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1986 in respect of Demand No 31 under the following Major Heads :–

314 Community Development Rs, 6,10,000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :– There is No Cut Motion on this Demand. Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 38 moved by the Hon'ble Minister-in charge is that a further sum not exceeding Rs 2,37,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respeet of Demand No. 38.

under the following Major Heads :—

314—Community Development	Rs. 2,13,02,000
683—Loans for Housing	Rs. 20.00,000

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is one Cut Motion on this Demand No. 13. Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Shyamacharan Tripura, Demand No. 13 Major Head 498

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Investment in tribal sub-plan."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now. the question before the House is that the Demand for Grant No. 13 moved by the Hon'ble Minister-in charge is that a further sum not exceeding Rs. 36,65,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 13. under the following Major Heads :

298—Co-Operation.	Rs. 14,55,0
498—Capital outlay on Co-operation.	Rs. 1,60,000

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985-86

698—Loans to Co-operative Socities. Rs. 20,50,000

(The demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is one cut Motion on this Demand No.22. Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Diba Chandra Hrangkhwal, Demand No, 22 MajorHeads :—280

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to repersent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

Eailure to control & eliminate the expenditure on machinery & equipments."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speakre :- Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 22 moved by the Hon'ble Minister-in charge is that a further sum not exceeding Rs. 6,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March 1986 in respect of Demand No. 22. under the following Major Heads :—

280—Medical. Rs. 6,00,000

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—There is one Cut Motion on this Demand No. 43

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder, Demand No. 43 Major Head—287

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :

To control & eliminate the wasteful expenditure on grant-in-Aid/Contribution."

(The cut motion was put to voice vote and lost.).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Demand for Grant No 43 moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a further sum not exceeding Rs. 1,44 000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1986 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

287—Labour & Employment. Rs. 1,44,000

(The demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— There is one Cut Motion on this Demand No. 35. Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Dhirendra Deb Nath & Shri Rasiklal Roy, Demand No. 35, Major Head—305

"that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985-86

To control & eliminate the wasteful expenditure on subsidy,"

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker : - Now the question before the House is that the Demand for Grant No 35 moved by the Hon'ble Minister in charge is that a sum not exceeding Rs. 1,50,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 35. under the following Major Heads :—

305—Agriculture. Rs. 1,50,00,000

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a further sum not exceeding Rs. 1,27,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1986 in respect of Demand No. 4 under the following Major Head :-

229 Land Revenue Rs. 1,27,000

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 5 to vote. There is one Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Rasiklal Roy Demad No. 5, Major Head 304

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

To control and eliminate the wastful expenditure on other charges"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a further sum not exceeding Rs. 12 93 000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No 5 under the following Major Heads :—

288– Social Security and Welfare	Rs.	2,98,000
304—Other General Economic Services	Rs.	9,95,000

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 6 to vote. Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 4,08 000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st march, 1986 in respect of Demand No. 6 under the following major Head :-

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1985–86

253—District Administration Rs, 4,08,000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker: — Now I am putting the Demand No. 10 to vote. Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a further sum not exceeding Rs. 15,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No.10 under the following Major Heads :—

304—Other General Economic Services Rs 15,000

(The demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No 37 to vote. There is one Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motion to vote.
Now the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Syed Basit Ali, Demand No. 37 Major Head-307
"That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

To control & eliminate the wasteful expenditure on other charges"

(The Cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Motion moved by the Moved Hon'ble Minister-in charge that a further sum not exceeding Rs. 12,26,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respeet of Demand No. 37 under the following Major Heads :—

307—Soil and Water Conservation.	Rs. 6,66,000
313 - Forest.	Rs. 5,60,000

(The Demand was put to voice vote and passed).

GOVERNMENT BILL

Mr. Speaker :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Appropriation (No.3) Bill, 1986 (Tripura Bill No 4 of 1 86;" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce—"The Tripura Appropriation (No.3) Bill, 1986 (Tripura Bill No.4 of 1986)" in this House.

Mr. Speaker :— এখন মাননীয়, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো:—

"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1986 [Tripura Bill No. 4 of 1986]" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভায় উৎথাপিত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায়

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

যে বিলটি উৎথাপিত হয়েছে, তার প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২১শে মার্চ্চ, ১৯৮৬ইং, শুক্রবার বেলা ১১টা ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No —24

Name of the Member :— Shri Jawhar Sahr

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে টি, ভি, কেন্দ্র চালু করার:— কাজ এ পর্য্যন্ত কোন পর্যায়ে আছে তৎ সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কিনা;	হ্যাঁ।
২। অবগত থাকিলে কবে নাগাদ:— আগরতলা টি, ভি কেন্দ্রটি চালু করা হবে বলে আশা করা যায়,	টি, ভি, কেন্দ্রটি কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যানুযায়ী এই বৎসরই চালু হবে বলে আশা করা যায়।
৩। রাজ্যের জেলা শহরগুলিতেও:— টিভি কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে কিনা তাহা রাজ্য সরকার জানেন কিনা,	না
৪। জানা থাকিলে কবে নাগাদ উহা:— কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।	প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 48

Name of MLA :— Shri Sunil Kr. Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tran-

sport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ ইং সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত—শিলাছড়িতে TRTC বাস নিয়মিত যাতায়াত করিয়াছে কি ?

২। যদি, যাতায়াত না করে থাকে তবে তাহার কারণ;

৩। উক্ত এলাকায় টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু না হওয়ার ফলে জন জীবনে যে ক্ষতি গ্রস্থ হইতেছে তাহার প্রতিকারের জন্য—সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভার প্রাপ্তমন্ত্রীঃ— পরিবহনমন্ত্রী।

১। ১৯৮৫ ইং সনের ১৯শে নভেম্বর হইতে ১৯৮৬ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত TRTC বাস শিলাছড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করিতে পারে নাই, কিন্তু ৩নং ব্রিজের কাছ পর্যন্ত গিয়েছে তবে ১৯৮৬ সনের জানুয়ারীর ১৬ তারিখ হইতে সার্ভিসটি নিয়মিত ভাবে চলাচল করিতেছে।

২। রতনবাড়ী শিলাছড়ি রাস্তায় ৩নং কাঠের ব্রিজটির মেরামতির জন্য TRTC বাস উক্ত সময়ে শিলাছড়ি পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করিতে পারে নাই।

৩। ৩নং ব্রীজটির মেরামতের জন্য শিলাছড়ি পর্যন্ত বাস গাড়ী যেতে পারে নি। সাময়িক ভাবে জনসাধারনের কিছু অসুবিধা হয়েছে। বর্তমানে শিলাছড়ি পর্যন্ত বাস চালু আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION. 72

Name of Member :— Shri Rabindra Deb Barma.

With the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state

১। ১৯৮০ইং সন হইতে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয়ে মৎস উৎপাদনের পরিমান কত. (বৎসর ভিত্তিক হিসাব),

২। উপরি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত জলাশয়ে কত পরিমান মাছের পোনা ছাড়া হয়েছিল ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

ANSWER

১। কোন বড় জলাধারের উৎপাদনের পরিমান নির্ণয় করা সম্ভব নয়, অত এব এখানে

PAPERS LAID ON THE TABIE

(Questions & Answers)

উৎপাদিত বলিতে কত মাছ বিভিন্ন উপায়ে ধরায় হয় তাহাই উৎপাদনের পরিমান হিসাবে ধরিতে হবে সেইমতে ১৯৮০ ৮১ইং সন থেকে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয় থেকে বৎসর ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমান এইরূপঃ—

বৎসর	মৎস্য উৎপাদনের পরিমান (কিলোগ্রাম)
১৯৮০ ৮১	১, ৯৩, ৪০১
১৯ ৮১—৮২	২, ৪৬, ৬৪০
১৯৮২—৮৩	৯০, ৮৭৩
৮৩৯—৮৪	১, ২৪, ৫৬৩
১৯৮৪—৮৫	৪১, ১২২
১৯ ৮৫—৮৬ (৩০শে] ডিসেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত)	৪৮, ১৭১
	মোট ৭, ৪৪, ৭৭০

২। ১৯৮০ –৮১ইংসন থেকে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয়ে মাছের পোনা ছ ড়ার বৎসর ভিত্তিক হিসাব এইরূপেঃ—

বৎসর	মাছের পোনার সংখ্যা
১৯৮০ ৮১	৪৫,০০০
১৯৮১—৮২	২,৫০,০০০
১৯৮২—৮৩	১৫,০০০
১৯৮৩—৮৪	৫,০০,০০০
বৎসর	মাছের পোনার সংখ্যা
১৯ ৮—৮৫	৭,০৪,০০০
১৯৮৫—৮৬(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ পর্যান্ত)	৩,০৫,১৭০
	মোট :- ১৮,১৯,১৭০

প্রশ্ন

১। ক) কৈলাশহর শহরে যে পাকা drain নির্মাণের কাজ শুরু হইয়াছে তাহা কবে শেষ হইবে, বলিয়া আশা করা যায়।

খ) এই কাজের জন্য মোট বরাদ্দ কত টাকা ধরা হইয়াছিল এবং ১৯৮৫ইং ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

Admitted Starred Question No. 100

Name of M.L.A. Syed Basit Ali.

Name of Minister Minister-in charge of

L.S.G.Department.

উত্তর

১। ক) কৈলাশহর নোটিফায়েড এলাকায় যে পাকা ড্রেইন নির্মাণের কাজ শুরু হইয়াছে তাহার মধ্যে ২টির কাজ শেষ হইয়াছে এবং অপর ৩টির কাজ অগ্রগতির পথে। এতদ্ব্যতীত পাণিচৌকি বাজার এলাকায় পাকা ড্রেইন নির্মাণের কাজও শেষ হইয়াছে।

খ) এই কাজের জন্য মোট বরাদ্দ ৪,৬৭,৫০৬ টাকা এবং ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ৪,৬৭,৫০৬ টাকা খরচ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 101

Name of M.L.A. : Syed Basit Ali.

Name of Minister : Minister-In-Charge

of L S.G. Department.

প্রশ্ন

১। ক) : আগরতলা পৌর এলাকায় cycle Rickshaw এর সংখ্যা কত ?

খ) : ১৯৮৩ইং হইতে ৩১।১।৮৬ইং পর্যন্ত কতজন রিক্সা Driving Licence এর জন্য আবেদন করেছেন এবং

গ) : তার মধ্যে এ পর্যন্ত কতজনকে Driving Licence দেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। ক) : আগরতলা পৌর এলাকায় লাইসেন্সভুক্ত সাইকেল রিক্সার সংখ্যা মোট ৩,৪৪৪টি।

খ) : ১৯৮৩ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

মোট ১৮০৬ জন রিক্সা শ্রমিক Driving Licence এর জন্য আবেদন পত্র আগরতলা পৌরসভা জমা দিয়েছেন।

গ) : ৩১।১।৮৬ইং পর্য্যন্ত মোট ১,৬৫১ জন রিক্সা শ্রমিককে Driving লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. III.

Name of the Member :– Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১। রাজ্যে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি কি ?

২। যে সকল কৃষকের জমি সাড়ে সাত কানির বেশী তাদের কাছ থেকে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হচ্ছে কিনা ?

ANSWER

Minister in Charge of Revenue Department Revenue Minister

১। ভূমি রাজস্ব আদায়ের সরকারী নীতি ১৯৬১ সালের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার নিয়মাবলীতে বিধিবদ্ধ আছে।

২। সাড়ে সাত কানির উপরে যাদের জমি আছে নিয়মিত রাজস্ব দেওয়া আইন অনুসারে তাদেরই দায়িত্ব।

Admitted Starred Question No. 149

Name of the Member : Shri Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :–

১। আগরতলা সাব-রেজিষ্টারী অফিসে যে সকল লোক (দলিল দাতা এবং গ্রহিতা) বিভিন্ন কাজে আসেন তাদের জন্য পায়খানা এবং প্রসাবাগার তৈরী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্যন্ত হবে বলে আশা করা যায়?
৩। যদি না থাকে তার কারন কি?

ANSWER

Minister-in-Charge of Revenue Department Revenue Mimiiter.

১। এ ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।
২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 184.

Name of M.L.A : Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। দামছড়া কাঞ্চনপুর ভায়া জয়শ্রী ও লালজুড়ি রোডে ১৯৮৬—৮৭ ইং আর্থিক বছরে নতুন বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীঃ—পরিবহনমন্ত্রী

১। দামছড়া—কাঞ্চনপুর ভায়া জয়শ্রী ও লালজুড়ি রোডে ১৯৮৬—৮৭ইং আর্থিক বছরে বাস সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহন করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 207

Name of ML.A :— Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন রুটে যে সমস্ত যাত্রীবাহী বাস যাতায়াত করিতেছে ১৯৮৬ইং

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

সনে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করে আরো নূতন কোন রুটে যাত্রীবাহী বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

২। থাকিলে নূতন কোন কোন রুটে বাস চালু করা হবে বলে আশা করা যায়?

৩। ১৯৮৬ইং সনে ধুমাছড়া হইতে ফটিকরায়, ফটিকরায় হইতে কৈলাশহর এবং কমলপুর হইতে কৈলাশহর রুটে যাত্রীবাহী বাস্ চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীঃ—পরিবহনমন্ত্রী

১। হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

২। উদয়পুর—করবুক রাস্তায় T.R.T.C বাস এবং আগরতলা মির্জা আগরতলা—মহারানী—এবং উদয়পুর—সাব্রুম রুটে প্রাইভেট বাস চালু করার প্রস্তাব আছে, সম্প্রতি ৩০টী—রুটে TATA—807 মডেল গাড়ী চালু করার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে।

৩। ছনতলি হইতে মনুঘাট ভায়া ফটিকরায়, ধুমাছড়া রুটে TATA/807 মডেল গাড়ী দিয়া কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ সার্ভিস চালাইবার জন্য কৈলাশহর পরিবহন কর্মী সমিতিকে ১টি পারমিটের অফার দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে আরও ১টি পারমিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত এস. টি, এ, গ্রহন করিয়াছে এবং তাহা শীঘ্রই ইস্যু হইবে।

Admitted Starred Question No. 231

Name of M.L.A. : Sri Mono Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

ক। যাত্রী চলাচলের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করিয়া বিলোনীয়া শহর হইতে আগরতলাগামী বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

খ। বর্তমানে মোট কতটি টি, আর, টি, সি, ও প্রাইভেট বাস উক্ত রাস্তায় চলাচল করিতেছে?

গ। ওভারলোড নিয়ন্ত্রন আইন কার্যকরী না থাকায় উক্ত বাস যাত্রীদের চলাচলের দুর্ভোগ সম্বন্ধে সরকার অবহিত আছেন কিনা?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীঃ—পরিবহনমন্ত্রী

ক। হ্যাঁ, TRTC বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কিন্তু বর্তমানে যথেষ্ট বাসের অভাব হেতু কার্য্যকর করা যাইতেছেনা।

খ। বর্তমানে TRTC বাস উক্ত রাস্তায় ২ (দুইটি) ও প্রাইভেট বাস ৪ (চারটি) যাতায়াত করিতেছে,

গ। ওভারলোড সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No.252

Name of MLA :— Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister- in-charge of the Transport

Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জেলা সদর উদয়পুর শহর ও শহরতলীতে ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির স্বার্থে টাউন বাস চালু করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নেবেন কি না ? এবং

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে এ ব্যাপারে কোনরূপ সার্ভে করা হবে কি ? এবং

৩। উদয়পুর শহর ও শহরতলীতে কবে নাগাদ টাউনবাস চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীঃ—পরিবহনমন্ত্রী

১। উদয়পুর শহর ও শহরতলীতে টাউন বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা এস, ডি, এ, এখনও গ্রহন করেন নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 255.

Name of Member :— Samir Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Department be pleased to state

১। National Fish Seed corporation ত্রিপুরা রাজ্যে কোন প্রকল্প রূপায়নের উদ্যোগ নিয়েছে কিনা ?

২। নিয়ে থাকলে উক্ত প্রকল্প রাজ্যের কোথায় কোথায় চালু করা হবে এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে কি পরিমান মাছের পোনা উৎপাদন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। ন্যাশনেল ফিশসীড কর্পোরেশন নামে কোন সংস্থা কর্তৃক ত্রিপুরায় কোন প্রকল্প রূপায়নের প্রস্তাব নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 256.

NAME OF THE MEMBER :—SHRI RUDRESWAR DAS,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to state. :—

১। রাজ্যে মৎস্যজীবি কল্যান কর্মসূচী গুলি কিকি;

২। ঐ সব কর্মসূচী রূপায়নে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কি কি ভূমিকা পালন করছেন ?

and

৩। এ তে কতজন মৎস্যজীবি উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

১। ক) সরকার মৎস্যজীবিদের জন্য যে আর্থিক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী নিয়েছেন তা এইরূপ:—

ক) তপশীলি জাতী ও উপজাতী ভুক্তগরীব মৎস্য জীবিগনকে জাল তৈয়ারীর জন্য বিনামূল্যে নাইলন সূতা দেওয়ার ব্যবস্থা।

খ) মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে পতিত জলাশয় সংস্কার ক্রমে মাছ চাষের উপযোগী করার জন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভর্তুকি সহ ঋনের ব্যবস্থা। তপঃশীলি জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৫০%ও অউপজাতিদের ২৫% ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা।

গ) গরীব মৎস্যজীবিদের সংগঠিত করে সমবায় সমিতির আওতায় আনা। সংগঠিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে মৎস্যদপ্তরের ও সরকারের জলাশয়গুলি স্বল্পহারে ৫ বছরের মেয়াদে ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থ।

ঘ) মৎস্যজীবি সমবায়গুলিকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য অংশীদারি মূলধন সাহায্য। পরিচালন ভর্তুকি এবং জাল, নৌকা ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম ও মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্পে সমবায় গুলিকে ভর্তুকিসহ সহজ ঋনের ব্যবস্থা।

ঙ) তম্বুর অঞ্চলের মৎস্য জীবি সমবায় সমিতির সদস্যদের নাম মাত্র হারে তম্বুর জলাধারে মাছ ধরার ছাড় পত্র দেওয়া হয়। তাছাড়া বিনামূল্যে ফাঁসজাল, নৌকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ধৃত মাছ উৎসাহ ব্যঞ্জক দরে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক ক্রয়ের ব্যবস্থা।

চ) ন্যূনতম এক একর পতিত জলা ভূমির অধিকারী গরীব মৎস্য জীবিদের স্বয়ংভরতার জন্য বহুমুখি প্রকল্প যথা জলাশয় সৃষ্টি, হাসপালন, ফলোদ্যান সৃষ্টি ইত্যাদি ব্যবস্থা।

২। উপরোক্ত আর্থিক কর্মসূচীগুলির কেবল মাত্র নাইলন সুতার জন্য সম্পূর্ণ ভর্তুকি এবং জলাশয় সংস্কার ও মাছ চাষের জন্য ২৫% আর্থিক ভর্তুকি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন। বাকী সব আর্থিক সাহায্য ও কর্মসূচী রূপায়নের দায়িত্ব রাজ্য সরকার পালন করছে।

৩। বর্তমানে বছরে উপরোক্ত আর্থিক কর্মসূচীতে ৩,৮১২ জন মৎস্যজীবি উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

উপকৃত কিসারী কো-অপারেটিভ————১২
জাল বুননের নাইলন সুতা দেওয়া হচ্ছে————৩,০০০
উপকৃত জলাশয় সংস্কার ও
মাছ চাষেরঋন গ্রহিতার সংখ্যা————৮০০

মোট:—৩,৮১২

Admitted Starred Question No 271

Name of the member :—Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৪ ইং সাল হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১ ইং জানুয়ারী পর্যন্ত বিশালগড় ব্লকে মোট কতটি মিনি ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে, উক্ত মিনি ব্যারেজ তৈরী করতে সরকার মোট কত টাকা খরচ করেছেন, এবং

২। বর্ত্তমানে কতটি মিনি ব্যারেজের অস্তিত্ব আছে।

ANSWER

১। উত্তর :— ১৯৮৪ ইং সাল থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ ইং সাল পর্যন্ত বিশালগড় ব্লকে মোট ২৮টি মিনি ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত মিনি ব্যারেজগুলি তৈরী করতে মোট একলক্ষ সত্তর হাজার তিনশত সাতচল্লিশ টাকা (১,৭০,৩৪৭) খরচ করা হয়েছে।

২। উত্তর :— উক্ত সময়ে তৈরী ২৮টি মিনি ব্যারেজেরই অস্তিত্ব আছে।

Admitted Starred Question No. 272

Name of the Member :—Shri Mati Lal Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮৪ ইং সন্ হইতে ১৯৮৬ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত বিশালগড় ব্লকের জলাশয়-গুলিতে মাছের রেণু উৎপাদনের জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ?

২। উদ্যোগ নেওয়া হলে উক্ত সময়ে বিশালগড় ব্লকে কি পরিমাণ মাছের রেণু উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে,

৩। উদ্যোগ না নেওয়া হলে, তাহার কারণ ?

ANSWER

উত্তর ১। হ্যাঁ।

উত্তর ২। ১৬,০০০,০০ সংখ্যক রেণু উৎপাদন করা হয়েছে।

উত্তর ৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 291

Name of M. L. A. :—Shri Diba Chandra Hrangkhwal

Name of Minister :— Minister-in-charge of L. S. G Departmant.

—: প্রশ্ন :—

১। উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহর নোটিফায়েড এরিয়া গঠন হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত নোটিফায়েড এরিয়ার উন্নয়নমূলক কি কি কাজ করা হয়েছে, এবং

২। উক্ত কাজে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

—: উত্তর :—

১। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর নোটিফায়েড এরিয়া গঠন হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি সরকার প্রদত্ত অনুদানের সাহায্যে শহরের রাস্তাঘাট এবং নর্দমা নির্মাণ ও সংস্কার, বাজার উন্নয়ন ও নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট বৈদ্যুতিকরণ, টাউন হল নির্মাণ, শ্মশানঘাট নির্মাণ, বিকলাঙ্গদের শেড নির্মাণ, চর্মকারদের জন্য শেড নির্মাণ, অনাথ শিশু নিকেতন নির্মাণ ও পরিচালনা, রিক্সাষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ, ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক

কাজ সম্পন্ন করিয়াছে ও করিতেছে। ইহাছাড়া ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণের সাহাযো একটি হকার্স কর্ণার নির্মাণের কাজ শুরু করা হইয়াছে।

২। উক্ত কাজের জন্য ১৯৭৭-৭৮ ইং সন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মোট ৪২,৯৭,১৫৫'২০ টাকা খরচ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 296

Name of the Member :—Shri Bidhu Bhusan Malakar

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Deptt. be pleased to state :—

১। সারা রাজ্যে চা-বাগানগুলির Agricultural Income Tax কত, এবং

২। চলতি আর্থিক বৎসরে উক্ত বাগানগুলির মোট কত টাকার Tax বকেয়া আছে, এবং

৩। বকেয়া আদায় করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

৪। কৈলাশহর বিভাগের নটিংছড়া চা-বাগান এবং সোনামুখী চা-বাগানের Income Tax বকেয়া আছে কিনা.

A N S W E R

Minister-in-charge of Revenue Depertment :- Revenue Minister

১। চা-বাগানগুলির বাৎসরিক লাভ ক্ষতির উপর ভিত্তি করে Agricultural Income Tax নির্দ্ধারিত করা হয়। কাজেই চা-বাগানগুলির জন্য কোন নির্দ্ধারিত Agri-Income Tax নাই।

২। প্রাথমিক হিসাবে মোট ১৬,২৬,০৮০ টাকা।

৩। বকেয়া আদায়ের জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

৪। হ্যাঁ

Admitted Starred Question No. 299
Name of the Member :—Shri Mati Lal Sarkar,
Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fishery Department be pleased to state :—

১। রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৫ ইং সনে রাজ্যে মাছের চাহিদার পরিমাণ কত ছিল

২। চাহিদা মেটানোর জন্য বর্তমানে রাজ্যে কি পরিমাণ মাছ উৎপন্ন করা হইতেছে এবং

৩। বাজারে মাছের দর নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ;

ANSWER

১ ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে মাছের চাহিদা আনুমানিক ১৬,৮০০ মেঃ টন।

২। আনুমানিক মোট ১১,০০০ মেঃ টন মাছ উৎপন্ন করা হইবে।

৩ রাজ্যে মাছের দর নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য সরকার যে সব উদ্যোগ নিয়েছেন তাহা এইরূপ :—

ক) মৎস্য প্রজনন খামার ও মৎস্য চারা উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ছাড়া মৎস্য দপ্তরের পরিচালনাধীন জলাশয়গুলি সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত হারে মাছ চাষের জন্য

মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে ইজারা দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যে বিভিন্নস্থানে খাস পতিত জলাশয়গুলিকে সংস্কার করে ইজারা দেওয়া হচ্ছে। ইহা ছাড়াও পঞ্চায়েতের, বন, শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের আওতাধীন জলাশয়গুলিও যাহাতে নির্দ্ধারিত হারে ইজারা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা।

খ) ইজারাকৃত জলাশয়ের মাছ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করা হয় তার জন্য সরকার বিক্রয় মূল্য ধার্য্য করে দিয়েছেন।

গ) মৎস্য দপ্তরের অধীনের প্রজনন খামার জলাশয়গুলি হইতে উদ্বৃত্ত মাছ নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

ঘ) ডম্বুর জলাধারের মাছ স্থানীয়ভাবে এবং আগরতলা ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে বিপননের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 332
Name of Member :—Shri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Caste Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে এ পর্যন্ত তপশীলিজাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনে মোট কত টাকা ঋণ দিয়েছেন ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)	১। ত্রিপুরা তপশীলিজাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভিন্ন ব্যাংকের সহায়তায় ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছেন তার ব্লক ওয়ারী হিসেব নিম্নরূপ :—

	প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা	২৫.২৬০ লক্ষ টাকা

১।	বিশালগড় ব্লক	৮·৩৪৫ লক্ষ টাকা
৩।	জম্পূইজলা-টাকারজলা সাব-ব্লক	৮·৭২৮ ,, ,,
৪।	মোহনপুর ব্লক	৮·৫১৬ ,, ,,
৫।	জিরানীয়া ,,	০·৯৩০ ,, ,,
৬।	মেলাঘর ,,	৫·৬৪১ ,, ,,
৭।	তেলিয়ামুড়া ,,	৪·২০৩ ,, ,,
৮।	খোয়াই ,,	৭·২৮০ ,, ,,
৯।	মাতারবাড়ী ,,	১০·৩০৬ ,, ,,
১০।	বগাফা ,,	—
১১।	রাজনগর ,,	১·৯৫৩ ,, ,,
১২।	সাতচাঁন্দ ,,	২·৯৫৬ ,, ,,
১৩।	অমরপুর ,,	২·৮৬৮ ,, ,,
১৪।	ডম্বুরনগর ,,	—
১৫।	কমলপুর ব্লক (সালেমা)	১·৬৩১ ,, ,,
১৬।	ছামনু ,,	—
১৭।	কাঞ্চনপুর ,,	০·২৫৬ ,, ,,
১৮।	কুমারঘাট ,,	৪·০৯৩ ,, ,,
১৯।	পানিসাগর ব্লক	১·৯০৮ ,, ,,
		মোট—৯৪·৯০৪ লক্ষ টাকা

প্রশ্ন

২। যে সব জায়গায় এখনও ঋণ দেননি সে সব জায়গায় ঋণ দেওয়ার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

২। প্রধানতঃ ব্যাঙ্কগুলির শাখাসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী না থাকায় এবং ষ্টেট ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া উক্ত প্রকল্প রূপায়নে অংশ গ্রহণ না করায় সব জায়গায় ঋণ দান সম্ভব হয়নি।

ষ্টেট ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া যাতে অবিলম্বে উক্ত প্রকল্প রূপায়নে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রকল্প রূপায়নে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য ব্যাংক সমূহের শাখাগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কসমূহের উপরে প্রতিনিয়ত চাপ দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Q. No 333
Name of the Member :—Sri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism, Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের কবি সাহিত্যিকদের নিজস্ব রচনা সামগ্রী প্রকাশের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি না ?	হাঁ।
২। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখন পর্যন্ত রাজ্যের কয়জন কবি সাহিত্যিককে তাদের রচনা প্রকাশের জন্য কত টাকা সাহায্য করা হয়েছে।	এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সরাসরি কোন অর্থ সাহায্য করা হয় নাই।
৩। সরকারী সহায়তায় কি কি পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে ?	এখন পর্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 338
Name of M.L.A.—Shri Gopal Chandra Das

Name of Minister—Minister-in-charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১। রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন নোটিফায়েড শহরগুলিকে পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার কোন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করেছেন কিনা;

২। না/করে থাকলে বর্ত্তমানে সরকার কিসের উপর ভিত্তি করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ন করছেন ;

৩। নোটিফায়েড শহর এলাকাগুলিতে বিনা অনুমতিতে বেআইনী বাড়ী ঘর, দোকান কারখানা ইত্যাদি গড়ে উঠার প্রতিরোধে সরকার কিরূপ ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। রাজধানী আগরতলা এবং ৪টি নোটিফায়েড শহর যথা ধর্মনগর, কৈলাশহর খোয়াই, উদয়পুরের মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হইয়াছে। তদুপরি বিলোনীয়া ও সোনামুড়া শহরের মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর কাজ চলিতেছে।

২। রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া নোটিফায়েড এরিয়ার উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি রূপায়ন করা হয়।

৩। জনসাধারণের সুবিধার্থে বেআইনী দখলদার ব্যক্তিগণকে পর্যায়ক্রমে নোটিফায়েড এলাকা হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 1
Name of the member :—Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কোন প্রকারের অনুদান পেয়ে থাকেন কিনা ;	না
২। পেয়ে থাকলে গত ৮ (আট) বৎসরে কত টাকা অনুদান পেয়েছেন তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব এবং তা রাজ্য সরকারের চাহিদার কত শতাংশ ;	প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Unstarred Question No. 2
Name of Member :—Shri Subodh Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরায় মোট কতটি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে ? (সমিতির নাম সহ)

২। ঐ সমস্ত সমবায় সমিতিগুলিকে আরও উন্নত করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

ANSWERS

১। মোট ১২৫টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে তন্মধ্যে একটি শীর্ষ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি। (সমিতির নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ সংযোজিত হল)

২। ১) পতিত জলাশয় সংস্কার করে এলাকাস্থিত মৎস্যজীবি সমবায়ের হাতে সরকারি নির্দ্ধারিত হারে মাছ চাষের জন্য লীজ দেওয়া

২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যবীজ উৎপাদনের জন্য মৎস্য প্রজননের প্রশিক্ষণ দেওয়া যে সকল সমিতির নিজস্ব বা লীজকৃত জলাশয় আছে। ইহা ছাড়া মৎস্য চাষেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩) যে সমস্ত সমবায় সমিতি প্রজনন করে মাছের চারা উৎপাদন করে সেই সকল সমিতির কাছ থেকে নির্দ্ধারিত হারে মাছের চারা পোনা ক্রয় করার ব্যবস্থা যদি বাজারদর নিম্নমুখী থাকে এবং যাহাতে সমিতি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ না হন।

৪) সমিতিগুলির resource অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য Share-capital contribution, managerial Subsidy এবং জাল/নৌকা ক্রয় করার জন্য দেওয়া হয়।

৫। ইহা ছাড়াও সমিতির resource অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প তৈয়ারী করে N. C. D. C.-র মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য ঋণ ও ভর্তুকি সহ দেবার ব্যবস্থা করা।

৬ ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ অফিসার ও Fishery Asstt-দের মাধ্যমে নানা স্তরে কারিগরিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা

৭ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলি যাতে ন্যায্য মূল্যে মাছ চাষের জন্য চুন, সঃ খৈল ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং ব্যবসা করার জন্য সিদল ও শুটকী মাছের সরবরাহ T. A. F. C. S.-এর মাধ্যমে ব্যবস্থা করা

পরিশিষ্ট—'ক'

মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি সমুহের নাম :—

জিলার নাম	ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	রেজিঃ নং	তারিখ	শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	১।	মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ আগরতলা, কলেজ টিলা	২৪৯	১৮-৮-৫৭	—
	২।	রাধামাধব পোল্‌ট্রি ও ফিসারী কোঃ সোসাইটি লিঃ	২৭০	১৪-৯-৫৭	—
	৩।	বিশালগড় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৮০	১৬-৬-৭৬	৩২ জন
	৪।	পঞ্চবটী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ পঞ্চবটী ঈশানপুর	৭৮৩	৫-২-৭৩	১০৪ জন
	৫।	আগরতলা মৎস্যজীবি বিক্রয় সমবায় সমিতি লিঃ মহারাজগঞ্জ বাজার	৩৯	২১-৭-৮৪	—
	৬।	পশ্চিম নারায়ণপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪৫১	২৩-৮-৮৫	১৪৭
	৭।	রাণীরবাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ রাণীরবাজার	৯০৪	২-৫-৭৭	২৫৮
	৮।	আগরতলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৯৯	২-১২-৭৮	১৩৪
	৯।	কুমারী টিলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ অভয়নগর	১০২১	৩০-৭-৭৯	৯০
	১০।	পূর্ব বরজলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৩৭	৩০-৮-৭৯	৮৫

১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	১১ ।	চম্পকনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৩৮	৩১-৮-৭৯	৩৮
	১২ ।	কামালঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৪০	৭-৯-৭৯	—
	১৩ ।	গান্ধীগ্রাম মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৪৮	৭-৯-৭৯	১২৭
	১৪ ।	চেছুরিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৬৭	২৬-১২-৭৯	৩৩
	১৫ ।	সদর পূর্বাঞ্চল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ খয়েরপুর	১০৬৭	৩-১-৮০	৪৩
	১৬ ।	রতননগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৭৮	২৬-২-৮০	৩৩
	১৭ ।	ঈশানপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৭৭	১৩-৩-৮১	২১
	১৮ ।	লঙ্কামুড়া কলোনী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৯৮	৫-৫-৮১	৬১
	১৯ ।	কলকলিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২০৬	১০-৬-৮১	৫৪ জন
	২০ ।	বিশালগড় নূতন বাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯২	১৯-৩-৮০	৪০ ”
	২১ ।	বিক্রমনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯৪	১৯-৩-৮০	২৬ ”
	২২ ।	জনকল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ বিশ্রামগঞ্জ	১০৯৫	২৯-৩-৮০	৪৭ ”
	২৩ ।	পাণ্ডবপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯৮	৭-৪-৮০	৬০ ”
	২৪ ।	কমলাসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১০১	২১-৪-৮০	২২ ”

১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	২৫ ।	ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কোপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	১১০৬	১৭-৫-৮০	—
	২৬ ।	যোগেন্দ্রনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১১৯	২০-৮-৮০	৩৯ "
	২৭ ।	চড়িলাম মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৩৪	১৪-১০-৮০	৩০ "
	২৮ ।	তারানগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৩৯	২১-১১-৮০	৪৬ "
	২৯ ।	তোলাবাগান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৪২	৫-১২-৮০	৩২ "
	৩০ ।	শান্তিনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৩৫ (ক)	২০-১১-৮৩	৩১ "
	৩১ ।	সুকান্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ রেশম বাগান	১১৭৪	১৯-১-৮১	৩২ "
	৩২ ।	সূর্যমনি নগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি' হাতিলেটা	১১৫৫	২৯-১-৮২	৭১ "
	৩৩ ।	কালাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৪৬	৬-১-৮২	২৬ "
	৩৪ ।	কাঞ্চনমালা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৭৬	৬-৩-৮২	৫২ "
	৩৫ ।	বিবেকানন্দ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ চাম্পামুড়া	১২৮৫	১৭-৩-৮২	১৬ "
	৩৬ ।	কহুয়াডেপা গাঁওসভা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩০০	১৩-৪-৮২	১১ "
	৩৭ ।	দরিদ্র কল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ (গজারিয়া)	১৩১১	১৪-৫-৮২	১৬০ "
	৩৮ ।	দক্ষিণ বাধারঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩১৪	২১-৫-৮২	১১ "

১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	৩৯।	জম্পুইজলা কলোনী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৪২	১৩-৩-৮৪	৬০ জন
	৪০।	কালিকাপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৫৭	৩১-৫-৮৪	১৫ ,,
	৪১।	রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০	১২-১১-৫১	১০০০ ,,
	৪২।	সোনামুড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৩১	১১-৭-৭৮	১৭১ ,,
	৪৩।	জাগ্রত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ কলমছড়া	৪৫০(ত্রী)	১০-২-৮১	১০১ ,,
	৪৪।	গ্রামীন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ কলসীমুড়া	১১৬৩	১৭-২-৮১	৮৭ ,,
	৪৫।	মেলাঘর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১২৭	১৫-৯-৮০	৫৮ ,,
	৪৬।	সমবায় মৎস্য উৎপাদন সমিতি চেবরী	২৫৭	৩০-৭-৫৭	—
	৪৭।	খোয়াই মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭৮৪	১৬-২-৭৩	১১৪ ,,
	৪৮।	তেলিয়ামুড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০১৮	২৩-৭-৭০	১১১ ,,
	৪৯।	সর্বমঙ্গল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ মোহরছড়া	১০৫২	১৪-১০-৭৯	১০৬ ,,
	৫০।	চেবরী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯৭	৭-৪-৮০	৪৪ ,,
	৫১।	পাথালিয়াঘাট উদিয়মান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৮৪	২৯-৫-৮৫	—
	৫২।	কাজল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ ঊর্মি, সোনামুড়া	১৫১৬	১৭-২-৮৬	—

১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	৫৩।	পল্লীমঙ্গল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৮৫১	১৯৭৫	১৪৭ জন
	৫৪।	বামুটিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৭৭	৯-৪-৮৫	৩৩ ,,
দক্ষিণ ত্রিপুরা					
	৫৫।	উদয়পুর সমাজকল্যাণ মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৪৩	২০-১২-৭৮	২৮২ জন
	৫৬।	উদয়পুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪৪	৬-১১-৫৪	২৮৫ ,,
	৫৭।	তপশীল উন্নয়ন মৎসাজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭৯১	৬-৪-৭৩	২১২ ,,
	৫৮।	জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৮০৮	১৭-৯-৭৩	৩৯৫ ,,
	৫৯।	হরিজলা মৎসাজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯০৮	১৮-৬-৭৭	১০২ ,,
	৬০।	উত্তর মহারাণী মৎসাজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৯৮	২১-২-৭৯	১১৩ ,,
	৬১।	মুড়াপাড়া মৎসাজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৩২	৪-৮-৭৯	৭২ ,,
	৬২।	ইছাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০২২	২০-৮-৭৯	১৩৯ ,,
	৬৩।	ত্রিপুরা সুন্দরী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১০৯	১৭-৫-৮০	৭৬ ,,
	৬৪।	পালাটানা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২১১	১৯-৬-৮১	৭২ ,,
	৬৫।	জামঝুড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২১৮	২৪-৭-৮১	৩২

১	২	৩	৪	৫	৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬৬।	বাগমা সমাজকল্যাণ মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২২৩	১৩-৮-৮১	৬০ জন
	৬৭।	খিলপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৩৬	১৯-১২-৮১	৭২ ,,
	৬৮।	রাণীরাসমনী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩১৩	১৪-৫-৮২	৭৬ ,,
	৬৯।	দক্ষিণ শ্রীরামপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০০৪	৯-৬-৭৯	৮৩ ,,
	৭০।	রাধানগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৩৯	৭-৯-৭৯	৩৫ ,,
	৭১।	কমলপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ আনন্দপুর	১০৪৩	৭-৯-৭৯	৩৭ ,,
	৭২।	মা গঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৩	২৪-১০-৭৯	৭৬ ,,
	৭৩।	রাজনগর মৎস্যজীবি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ	১৬৭ (খ)	২৬-১২-৭৯	৯০ ,,
	৭৪।	উত্তর শ্রীরামপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৭১	১৮-১-৮০	৭১ ,,
	৭৫।	কলাবাড়ীয়া মৎস্যজীবি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ	১১২৩	১১-৯-৮০	১৪৮ ,,
	৭৬।	মৎস্যজীবি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ	১১২৪	ঐ	২১১ ,,
	৭৭।	মা অভয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৪০	৮-৩-৮৪	৬৫ ,,
	৭৮।	মির্জাপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৪১	৮-৩-৮৪	১১ ,,
	৭৯।	রাঙ্গামুড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি	১৪৪৩	২৬-৮-৮৪	৪৫ ,,
	৮০।	মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ (বিলোনীয়া)	৬৮৪	২৮-৬-৬৮	১১৬ ,,

১	২	৩	৪	৫	৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৮১।	শান্তির বাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭৭৫	৪-১২-৭২	৯৪ জন
	৮২।	মৎস্যজীবি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ জুলাইবাড়ী	৯৪৬	২৬-১২-৭৮	১৪০ ,,
	৮৩।	সুকান্ত (চরকবাই) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	—	—	—
	৮৪।	ফুলছড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০০০	৬-১২-৭৯	২৯ ,,
	৮৫।	দাসপল্লী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৬১	৬-১২-৭৯	৬৩ ,,
	৮৬।	পার্বতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ রাজনগর	১০৬২	৬-১২-৭৯	৫২ ,,
	৮৭।	গঙ্গাবতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ আমলীঘাট	১০৬৬	২৬-১২-৭৯	৩৪ ,,
	৮৮।	পদ্মাবতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ সাক্রম	১১৩০	২০-৯-৮০	১৪ ,,
	৮৯।	দূর্গানগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৬৮	২৬-৯-৮৪	৩৬ ,,
	৯০।	নূতনবাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৯.(ক)	৪-২-৭১	৩৭১ ,,
	৯১।	অমরপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯২১	১৬-১২-৭৭	১৯১ ,,
	৯২।	গণ্ডাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯২২	১৯-১২-৭৭	৭১৬ ,,
	৯৩।	বৈতুরবাড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯২৩	২৪-১২-৭৭	৮০ ,,
	৯৪।	অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৬৫	২১-১২-৭৭	৫০১ ,,

১	২	৩	৪	৫	৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৯৫।	খড়ইছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৭১	১৮-১-৮০	৬৫ জন
	৯৬।	অম্পিনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১০৪	৬-৫-৮০	৫৭ "
	৯৭।	তৈদুবাড়ী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১১৪৯	৭-১-৮০	—
	৯৮।	গোমতীবাড়ী উপজাতি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২০৭	১০-৬-৮১	১৫২ "
	৯৯।	মালবাসা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৪৮	১৩-১-৮২	৬৩ "
	১০০।	চেলাগাঙ্গ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৮৬	১১-৩-৮৩	১৩২ "
	১০১।	রইশ্যাবাড়ী (অমরপুর) মৎস্য-জীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৮৬	২১-৬-৮৫	৭৭ "
উত্তর ত্রিপুরা	১০২।	সাধক মহারাণী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪৮১	১৬-২-৬০	৪০৮ "
	১০৩।	সালেমা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৪	৭-১১-৭৯	৭৯ "
	১০৪।	কলাছরী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৫৮	৭-১১-৭৯	—
	১০৫।	গঙ্গাদেবী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এবং	১১২৯	২০-৯-৮০	৯৬ "
	১০৬।	দেবীছড়া ও ছানকাপ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২২০	৮-১-৮১	৫৫ "
	১০৭।	কছুছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩১২	১৪-৫-৭৯	—
	১০৮।	কৈলাশহর বিভাগীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৬০	৪-৮-৬৫	—

১	২	৩	৪	৫	৬
উত্তর ত্রিপুরা	১০৯।	পেছার ডহর প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১০০৩	১৮-৫-৭৯	১৬৩ জন
	১১০।	মনুঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১০৫৫	৩১-১০-৭৯	৮৭ „
	১১১।	কাওরাবিল প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১০৫৬	৭-১১-৭৯	১০৯ „
	১১২।	যুবরাজনগর প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১১৫৭	৭-১১-৭৯	১৮৫ „
	১১৩।	ছৈলেংটা আদর্শ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১০৫৯	১৫-১১-৭৯	৬১ „
	১১৪।	মৎস্যজীবি কল্যাণ সমবায় সমিতি লি: কুমারঘাট	১০৮১	৫-৩-৮০	৬৫ „
	১১৫।	প্রগতি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: পূর্ব মাছলী	১১২১	১১-৯-৮০	৩০ „
	১১৬।	পশ্চিম মাছলী নবোদয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১১২২	১১-৯-৮০	৭৮ „
	১১৭।	নবজাগরণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: করমছড়া	৭১০ (এ)	২৬-১২-৮০	২৮ „
	১১৮।	সুনাইমুড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১১৫৪	২৬-১২-৮০	৩৩ „
	১১৯।	ফুলপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১১৪৬	২৬-১২-৮০	৬১ „
	১২০।	জলাই প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১২৩২	৮-১২-৮১	৭৫ „
	১২১।	ধর্মনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি:	১১০০	১১-৪-৮০	১০০ „

১	২	৩	৪	৫	৬
	১২২।	জুরীব্যালী আদিবাসী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২২১	১-৩-৮১	৬৩ জন
	১২৩।	জনকল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ সাতনালা	১২৪২	২-১-৮১	৭৩ ,,
	১২৪।	চাইলতাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৭৪	২৯-১-৮২	৭৭ ,,
	১২৫।	পানিসাগর প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৩৯	৬-৩-৮৪	১০১ ,,

Admitted Un-Starred Question No. 5

Name of the Member :—Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state : —

১) ১৯৮৬ ইং সালের আগষ্ট মাসের প্রবল বন্যায় রাজ্যের কোন মহকুমায় কতটি গবাদি পশু মারা গিয়াছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী উক্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কত পরিবারকে ৩১-১-৮৬ ইং তারিখ পর্যান্ত কত টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) ইহা কি সত্য অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ, রাঙ্গামাটি, অমরপুর টাউন সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার কতগুলি পরিবার উক্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্বেও এখনও কোন ঋণ পাইতেছে না,

৪) সত্য হলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of Revenue Department :- Revenue Minister

১। ক) সদর — ১১৭ টি

খ) খোয়াই — ১০৬ ,,

গ) সোনামুড়া — ৫ টি
ঘ) কৈলাশহর — ৩২৯ "
ঙ) ধর্মনগর — —
চ) কমলপুর — —
ছ) উদয়পুর — ২২০০ টি
জ) অমরপুর — ৮৩১ "
ঝ) বিলোনীয়া — ২৫০ "
ঞ) সাব্রুম — ৪৫০ "

২। কৈলাশহর— ২৪৭টি পরিবারকে ২৭,৭২১ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে,

উদয়পুর— মোট ৭৩টি পরিবারকে ব্যাঙ্ক ও ডি, আর, ডি, এ হইতে ৭৭,৯০৬ টাকা এবং ৩৮,৯৫৩ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

অমরপুর— ৮৯টি পরিবারকে ব্যাঙ্ক ও ডি, আর, ডি, হইতে এ হইতে ১,১৯,৪০০ টাকা এবং ৫৯,৭০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

বিলোনীয়া— ৩টি পরিবারকে ব্যাঙ্ক ও ডি, আর, ডি এ হইতে ২,৫০০ টাকা এবং ১২৫০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩। হাঁা

৪। যারা এখনও ঋণের টাকা পান নাই তাহারা যাতে তাড়াতাড়ি টাকা পান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 7

Name of the member :—Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state :—.

১। রাজ্যে এ পর্য্যন্ত ভূমিহীনের সংখ্যা কত ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব).

২। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে কতটি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। ১৯৮৬-৮৭ সালে কতটি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department—Revenue Minister

১। ১৯৭৮ সনে রেজিষ্ট্রীকৃত উপযুক্ত ভূমিহীন, ভূমিহীন ও গৃহহীনের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

মহকুমা	সংখ্যা	
	ভূমিহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সদর	৭,১৪৪	১০,৭৩৮
খোয়াই	৪,৮২২	৯,১৫৮
সোনামুড়া	২,৭৪৩	৩,২০৯
কৈলাসহর	৪,৪৬৪	৪,৩১৩
কমলপুর	১,৮৫৩	৫,০৪১
ধর্মনগর	৩,৬৬৫	৪,৬৮১
উদয়পুর	২,৩৭০	৪,৭৮৭
অমরপুর	১,১২২	৮,৫৮২
বিলোনীয়া	১,১০২	৪,১১৬
সাব্রুম	৯৪০	৩,৩৬৪

২। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সনে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

মহকুমা	বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	
	ভূমিহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সদর	১,৬৬৬	১,২০৩

মহকুমা	বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	
	ভূমিহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
খোয়াই	৯২৫	১,৩৩২
সোনামুড়া	৫১১	৩০৮
কৈলাসহর	২,৫২৫	১,৪৫৪
কমলপুর	৭৫৩	৭২১
ধর্মনগর	৮৮৪	৮০৮
উদয়পুর	২৫৭	৫২৮
অমরপুর	২৫	২০৩
বিলোনীয়া	৭৩৩	১,৩৪৮
সাব্রুম	১৬৮	—

৩। লক্ষ্যমাত্রা এখনও ধার্য্য হয় নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 9
Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য, কৈলাশহর মহকুমার ছৈলেংটা তহশীলাধীন গয়নামা মৌজার শুদ্ধধন চাকমা ও সুকুমার চাকমার (পিতা সুধীর চাকমা) ১৮৭ ধারার বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাওয়ার আদেশ থাকা সত্বেও (order No. RES/63/KL3779 dated 13.11.1979) অদ্যবধি সম্পূর্ণ জমি ফেরৎ দেওয়া হয় নাই, এবং

২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত হস্তান্তরিত জমির কিছু অংশ মালিকদের অজ্ঞাতসারে বে-আইনী দখল করে জিতেন্দ্র চৌধুরী গংদের নামে নামজারী হয়েছে এবং তা মূল ১০৬ খতিয়ান থেকে কেটে নূতন ৩৭৫ নং খতিয়ান তৈরী করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :— Revenue Minister

১। ইহা সত্য নহে যে শুদ্ধধন চাকমা ও সুকুমার চাকমার সম্পূর্ণ জমি Restoration case-এর আদেশ অনুসারে ফেরৎ দেওয়া হয় নাই।

২। ইহাও সত্য নহে।

Admitted Un-Starred Question No. 13

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। ১৯৭৬ ইং সন হইতে ১৯৭৮ ইং এবং ১৯৭৯ ইং হইতে ১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইনের ১৮৭ ধারা ক্রমে বে-আইনী হস্তান্তরিত কতজন উপজাতির জমি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :—Revenue Minister

১। ১৯৭৬ ইং সন হইতে ১৯৭৮ সন এবং ১৯৭৯ সন হইতে ১৯৮৫ সন পর্য্যন্ত উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়ার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :-

মহকুমা	কেইসের সংখ্যা	
	১৯৭৬ হইতে ১৯৭৮ সন পর্য্যন্ত	১৯৭৯ হইতে ১৯৮৫ পর্য্যন্ত
সদর	১৪৬	৪৪৪
খোয়াই	৩৩৩	৪০৫

মহকুমা	কেইসের সংখ্যা	
	১৯৭৬ হইতে ১৯৭৮ সন পর্যন্ত	১৯৭৯ হইতে ১৯৮৫ পর্যন্ত
সোনামুড়া	১৫	৪
কৈলাশহর	১৮	১৭০
কমলপুর	১১৮	০৭২
ধর্মনগর	৬৯	১১৪
উদয়পুর	৫৯	১০০
অমরপুর	১৭৭	১০৬
বিলোনীয়া	১৮৬	৬১
সাব্রুম	৭৫	৭৭

Admitted Un-Starred Question No 15

Name of the Member :—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state : –

১। ১৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত পানিসাগর ব্লকের প্রত্যেকরায় গাঁও সভায় ফ্লাড রিলিফ বাবত কত পরিবারকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে নাম সহ টাকার পরিমাণ ; এবং

২। উক্ত টাকা বণ্টন করার জন্য কাহার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল তাহার নাম ও ঠিকানা।

ANSWER

Minister-In-Charge of the Revenue Department :— Revenue Minister

১। মোট ২০২ পরিবারকে ৪০,৪০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

২। বি, সি, রায় রেভিনিউ পরিদর্শক, ধর্মনগর সার্কেল।
শ্রীপ্রফুল্ল শর্মা, তহশিলদার, ইছাই লালছড়া তহশিল।
প্রধান, প্রত্যেকরায় গাঁও পঞ্চায়েত।

Flood relief extended to following flood victims of Pratyekroy Gaon during 1984—85 @ Rs. 200/- each

Sl. No.	Name of the beneficiary	Father's name	No. of Family
1	2	3	4
1.	Makadai Ali	s/o. Md. Machum	1
2.	Ayub Ali	s/o. Nouh Ali	1
3.	Dhirendra Das	s/o. Lt. Kamini	1
4	Birendra Das	s/o. Lt. Digendra	1
5.	Abdul Matin	s/o. Lt. Chaifar	1
6	Dhirendra Nath	s/o. Jagendra	1
7.	Sunil Das	s/o Lt. Sonamani	1
8.	Hira Mia	s/o Lt. Chaifat Ulla	1
9.	Narendra Mallik	s/o. Lt Ratan	1
10.	Sonachand Das	s/o. Gurucharan	1
11.	Nur Mia	s/o. Arjad Ali	1
12.	Ramesh Das	s/o. Lt. Bharat	1
13.	Nalini Deb	s/o. Narayan Deb	1
14.	Kasik Das	s/o. Lt. Kumad	1
15.	Upendra Das	s/o Lt. Gunamani	1
16.	Sudhir Das	s/o. Sudhamay	1
17.	Abika Nath	s/o. Abhinath	1
18	Radha Gobinda Nath	s/o. Sona Chand	1
19.	Girendra Nath	s/o. Mohendra	1
20.	Chitta Chanda	s/o. Digendra	1
21.	Rajendra Nath	s/o. Rash Nath	1
22	Benode Nath	s/o. Subid Nath	1

1	2	3	4
23.	Nandalal Nath	s/o. Lt. Dayal Nath	1
24.	Sri Dilip Das	s/o. Lt. Dhirenda	1
25	„ Umesh Nath	s/o. Padmalochan	1
26.	„ Upendra Nath	s/o. Prakash	1
27.	„ Anurupa Nath	s/o. Surendra	1
28.	„ Bodhu Chakraborty	s/o. Lt Rajani	1
29.	„ Nikhil Namo	s/o. Lt. Kamini	1
30.	„ Chitta Das	s/o. Lt. Kamini	1
31.	„ Samiran Deb	s/o Sailesh	1
32.	" Nipendra Sarkar	s/o. Lt. Krishna Banik	1
33.	„ Lila Rani Das	d/o. Abani	1
34.	„ Gopendra Kr. Das	s/o. Sri Gajendra	1
35.	„ Parimal Chanda	s/o. Sri Sadhan	1
36.	„ Nagendra Nath	s/o. Hriday	1
37.	„ Niranjan Nath	s/o. Dulal	1
38.	„ Aswini Malakar	s/o Alakram	1
39.	„ Digesh Ch. Nath	s/o. Ramakanta	1
40.	„ Brajendra Kr. Nath	s/o. Milan	1
41.	„ Dhirendra Nath	s/o. Behari Nath	1

Payment at the @ Rs. 200/- each made by R. I. Sri B. C. Roy, Dharmanagar Circle on 20/5/1985.

(1) Sunil Nath member Pratekroy Gaon Sabha

(2) Bidyut Purkasthya Pradhan,

Sl. No.	Name beneficiary	Father's name	No of Family
1	2	3	4
1.	Sri Surendra Nath	s o Lt. Debendra Nath	1

1	2	3	4
2.	„ Pradip Dhar	s/o. Lt. Prabhash Dhar	1
3.	„ Ambika Nath	s/o. Ajudh Nath	1
4.	Sri Jatindra Roy	s/o. Lt. Jadunandan	1
5.	„ Akhal Namo	s/o. Lt. Ahllyad Namo	1
6.	„ Digendra Namo	s/o. Durja Ram	1
7.	„ Mani Namo	s/o. Lt Madhu Ram Namo	1
8	„ Jitendra Namo	s/o. Lt. Joyindra Namo	1
9.	„ Anurup Nath	s/o. Lt. Aswani Nath	1
10.	„ Ramani Nath	s/o Lt. Rajendra Nath	1
11.	Smti Lila Rani Nath	w/o. Lt. Gakul Nath	1
12.	„ Usha Rani Chanda	w/o Lt Pranesh Chanda	1
13.	Sri Chitta Chanda	s/o Lt Anukul Chanda	1
14.	„ Anil Nath	s/o. Lt Amarendra Nath	1
15.	Smti Manda Deb	w/o. Lt. Nalini Deb	1
16.	Sri Nagendra Nath	s/o Lt. Kripesh Nath	1
17	„ Kumud Das	s/o. Lt. Kamini Das	1
18.	„ Brajendra Das	s/o. Lt. Bangshi Das	1
19	„ Nibaran Mallik	s/o Lt Narayan Mallik	1
20.	„ Rashendra Malakar	s/o Lt Rajani Malakar	1
21.	Md. Jalil Miya	s/o. Lt Jamal Uddin	1
22.	Md. Latif Miya	s/o. Lt Raich Ali	1
23	Smti Hamamgani Das	w/o. Lt Ratan Das	1
24.	Sri Hriday Das	s/o. Lt. Harakanta Das	1
25.	„ Rakhal Das	s/o Lt Ratneswer Das	1
26	„ Mati Das	s/o. Jogendra Das	1
27.	„ Sripada Das	s/o. L. Surjyamani Das	1
28.	„ Satish Das	s/o. L. Kajal Das	1
29.	Md Gofur Miya	s/o. L. Maya Miya	1

1	2	3	4
30.	Sri Sunil Das	s/o L. Surendra Das	1
31.	,, Sunachand Das	s/o L. Sushendra Das	1
32.	Sri Narayan Das	s/o. Lt. Narendra Das	1
33.	Md Abdul Noor	s/o. Lt Arzad Ali	1
34	Md. Abdul Latif	s/o. L. Lutfur Rahaman	1
35.	Sri Rajendra Das	s/o. L. Ramakanta Das	1
36.	,, Birendra Sarkar	s/o. L. Bharat Sarkar	1
37.	,, Dhirendra Roy	s/o. L. Ramdhan Roy	1
38.	,, Ranjan Roy	s/o L. Ramdash Roy	1
39:	,, Narendra Sarkar	s/o. L. Nirode Sarker	1
40.	Smti. Sunuka Roy	w/o. L. Behari Roy	1
41.	Sri Sukhamoy Namo	s/o. L. Suresh Namo	1
42.	,, Promode Namo	s/o. L. Prahlad Namo	1
43.	,, Ramani Namo	s/o. L. Jamini ,,	1
44.	,, Satish Nath	s/o. L. Ram Nath	1
45.	,, Binode Nath	s/o L Subodh Nath	1
46	,, Rajkumar Nath	s/o L. Baikunta Nath	1
47.	,, Ramkrishna Nath	s/o. L. Ray Chandra	1
48.	Md. Jakub Ali	s/o. L Jairaio Ali	1
49.	,, Abdul Sabal	s/o L. Asman Ali	1
50.	,, Rakman Ali	s/o. L. Ram Miya	1
51.	,, Charag Ali	s/o. L. Abdul Matlif	1
52.	Chand Ali	s/o. L Abdul Matlib	1
53.	Sri Dwijendra Deb	s/o. L. Dharani Deb	1
54.	,, Sudhangshu Deb	s/o, L, Surendra Deb	1

1	2	3	4
55.	Sri Manindra Deb	s/o. L. Madhusudhan Deb	1
56.	„ Dhirendra Nath	s/o. L. Gogindra Nath	1
57.	„ Pramananda Nath	s/o. L. Prakash Ch. Nath	1
58.	„ Suresh Nath	s/o. L Sarat Nath	1
59.	„ Rajani Nath	s/o. L. Rajendra Nath	1
60.	„ Biresh Deb	s/o. L. Baisemdra Deb	1
61.	„ Jogendra Roy	s/o. L. Joydeb Roy	1
62.	„ Ramcharan Namo	s/o. L. Radhakanta Namo	1
63.	„ Satendra Das	s/o. L. Shdhan Das	1
64.	„ Manindra Das	s/o. L. Madhab Das	1
65.	„ Gagan Das	s/o. L. Gouranga Das	1
66.	„ Jatindra Das	s/o. L. Jamini Das	1
67.	„ Makhan Nath	s/o. L. Mathura Nath	1
68.	„ Upendra Nath	s/o. L. Gourmani Nath	1
69.	„ Harendra Nath	s/o. L. Behari Nath	1
70.	„ Adhir Nath	s/o. L Rajendra Nath	1

Sl No. 1 to 70 person identified by
(1) Sri Samir Kumar Nath, M. L. A.
(2) Sri Bidyut Purkyasta. Pradhan Pratakroy Goan Sabha.

Paid by
Sri Prafulla Sarkar
Tehsildar
Ichai Lalchera Tehsil
Kachari.

Sl. No.	Name of the beneficiary	Father's name	No. of Family
1	2	3	4
1.	Sri Dwijendra Kr. Deb	Surendra Kr. Deb	1
2.	„ Lokesh Das	Jadu Kanta Das	1

1	2	3	4
3.	Smt. Maniram Bibi	Inus Mohammad	1
4	Katu Miya	Chhipat Ullah	1
5.	Oatir Ali	Farjan Miya	1
6.	Farjan Miya	Rasid Ali	1
7.	Sona Miya	Rasid Ali	1
8	Rukmini Mallik	Ratan Mallik	1
9.	Abdul Malik	Amir Mohammod	1
10.	Mahendra Namo	Ratan Nama	1
11.	Smt. Kanak Lata Ghosh	w/o. Lt Brojendra Ghosh	1
12.	Pyari Nath	Lt Rakesh Ch. Nath	1
13.	Pramesh Nath	Ramoni Mohan Nath	1
14.	Abdul Rahim	Nazir Mohammod	1
15.	Sukhendu Nath	Sukhamay Nath	1
16	Amzad Ali	Afdul Ali	1
17	Yakub Ali	Katai Mohammod	1
18.	Naresh Das	Sarat Ch. Das	1
19.	Abdul Hakim	Salim Ullah	1
20.	Chand Ali	Ganu Miya	1
21.	Abdul Mahim Khan	Mohsar Khan	1
22	Ranga Mallik	Ramesh Mallik	1
23.	Gagan Chandra Das	Brajendra Kr. Das	1
24.	Pulin Chandra Das	Pyari Mohan Das	1
25.	Braja Behari Purkaystha	L. Benod Behari Purkaystha	1
26.	Gaur Mohan Mallik	L Gagan Mallik	1
27.	Sonamoni Das	L. Baikuntha Das	1
28.	Saday Das	Dasarath Das	1
29.	Harendra Nath	Prasanna Nath	1

1	2	3	4
30.	Nagendra Das	Bishnu Ch Das	1
31.	Bikash Nath	Barada Nath	1
32.	Mon Mohini Debnath	L Haradhan Debnath	1
33.	Rasamay Nath Sarkar	Ramesh Ch. Nath Sarkar	1
34.	Manindra Deb	Mono Ranjan Deb	1
35	Monoranjan Nath	Lt Kamini Ch Nath	1
36.	Sudhangsu Sekhar Nath	Sarada Kr. Nath	1
37.	Bejoy Kr. Nath	Bipin Chandra Nath	1
38.	Manirun Bibi	w/o Inus Mahammod	1
39.	Sudhangsu Deb	Surendra Deb	1
40.	Binanda Nath	Behari Nath	1
41.	Abdul Rahman	Dana Ullah	1
42.	Cherag Miya	Abdul Gafur	1
43.	Rajani Nath	Chandra Mohan Nath	1
44.	Digendra Nama	Nabin Ram Nama	1
45.	Surendra Nath	Lanka Nath	1
46.	Sunil Nath	Dulal Nath	1
47.	Suresh Chandra Nath	L Sashi Nath	1
48.	Sri Sudhan Malakar	Lt Sudhir Malakar	1
49.	Prajesh Chanda	Rajendra Chanda	1
50	Abdul Chhoban	Kedar Mohammod	1
51.	Chhanu Miya	Lt. Gafur Addadar	1
52.	Cherag Ali	Lt. Afzal Md	1
53.	Faizuruddin	Lt. Nazir Md	1
54.	Abdul Chhalam	Jayfar Md	1
55.	Elias Miya	Amir Mohammod	1
56.	Tarani Nath	L. Jora Chandra Nath	1
57.	Pran Krishna Nath	Bhagirath Nath	1

1	2	3	4
58.	Bidit Purkaystha	Benode Behari Purkaystha	1
59.	Bikash Purkaystha	Benode Behari Purkaystha	1
60.	Chhaya Rani Ghosh	w/o. Chandra Mani Ghosh	1
61.	Gopendra Mitra	L. Gopi Charan Mitra	1
62.	Saradindu Nandy	Brajendra Kr. Nandy.	1
63	Ambika Das	Hara Charan Das	1
64.	Anil Nath	L Rajendra Nath	1
65	Digesh Das	L Behari Das	1
66.	Biresh Das	L Behari Das	1
67.	Sri Ajoy Kumar Das	L. Lalit Das	1
68.	" Promode Ch Nath	L. Rajendra Nath	1
69	" Nibaran Mallik	L. Dharani Mallik	1
70.	" Sudarsan Deb	L Suresh Ch Deb	1
71.	" Pramananda Nath	L. Mahendra Nath	1
72	Satyapriya Baishnabi	w/o. L. Narendra Nath	1
73	Sri Dulal Nath	L. Dina Nath	1
74.	Nandalal Nath	L. Dina Nath	1
75.	Nalini Das	L. Dulal Chandra Das	1
76.	Uday Das	L. Gouri Prasad Das	1
77.	Gaura Chand Das	L. Guru Charan Das	1
78.	Makhan Nath	Nayan Nath	1
79.	Smt. Priyamoni Nath	w/o. L. Golak Nath	1
80	Jitendra Nath	Santamoni Nath	1
81.	Kumud Sharma	Kala chandra Sharma	1
82.	Digesh Chandra Nath	Ramoni Mohan Nath	1
83.	Smt. Pravashini Nath	w/o. L. Suresh Nath	1
84.	Sri Niranjan Das	L. Kamini Das	1

1	2	3	4
85.	Ranadhir Das	Pramesh Ch Das	1
86.	Dhirendra Das	Gunamani Das	1
87.	Smti Manada Deb	L. Jogesh Deb	1
88.	Sri Ranjit Das	L. Umesh Das	1
89.	Shyamananda Nath	L. Upendra Nath	1
90	Lakshman Mallik	L. Ratnamani Mallik	1
91	Smti. Hiranmayee Ghosh	w/o. L. Girindra Ghosh	1
			Total — 91 Nos.

Flood relief was paid by Sri Sukhamay Sinha, R. I. Kanchanpur (deputed at DMN during flood) in the year 1984-85.

Payment was made in presence of the Pradhan, Pratyokroy Goan Panchayat who also certified the benificiaries.

Admitted Un-Starred Question No. 16

Name of the Member :—Shri Bidya Ch. Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য খোয়াই মহকুমা অন্তর্গত পূর্বলক্ষীছড়া, গোপালনগর (পূর্ব বানাই) পূর্ব করাঙ্গী ও সুখিয়াবাড়ী রেভিনিউ মৌজার তহশীল অফিস ২০/২২ কিলোমিটার দূরে চাম্পাহাওরে ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত এলাকার জনসাধারণের সুবিধার্থে পূর্বলক্ষীছড়া মৌজার বেহালা বাড়ীতে একটি তহশীল অফিস খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department—Revenue Minister

১। ইহা সত্য নহে যে সবগুলি মৌজাই তহশীল অফিস হইতে ২০/২২ কিলোমিটার দূরে।

২। উল্লিখিত মৌজার উপজাতি সাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে 'বেহেলা বাড়ীতে একটি নূতন তহশীল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 19
Name of the Member :—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state —

—: প্রশ্ন :—

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে Sch. Castes Corporation এর মাধ্যমে কত তপশীল জাতিভুক্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য বা ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ?
(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

—: উত্তর :—

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সমবায় সনে কর্পোরেশন থেকে ঋণ দানের ব্লকওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছিল।

		১৯৮৪-৮৫ সমবায় সন	১৯৮৫-৮৬ সমবায় সন
১।	আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা	১৫০ পরিবার	১৫০ পরিবার

		১৯৮৪-৮৫ সমবায় সন	১৯৮৫-৮৬ সমবায় সন
২।	বিশালগড় ব্লক	২৮৫ পরিবার	২৫০ পরিবার
৩।	জম্পুইজলা টাকারজলা সাব-ব্লক	১৫০ „	১৫০ „
৪।	মোহনপুর ব্লক	২০০ „	২৫০ „
৫।	জিরানীয়া „	২০০ „	২৫০ „
৬।	মেলাঘর „	২০০ „	২৫০ „
৭।	তেলিয়ামুড়া „	২০০ „	২৫০ „
৮।	খোয়াই „	২০০ „	২৫০ „
৯।	মাতারবাড়ী „	২০০ „	১৫০ „
১০।	বগাফা „	২০০ „	২৫০ „
১১।	রাজনগর „	২০০ „	২৫০ „
১২।	সাতচাঁদ „	২০০ „	২৫০ „
১৩।	অমরপুর „	২০০ „	২৫০ „
১৪।	ডম্বুরনগর „	১৫০ „	১৫০ „
১৫।	কমলপুর „	২০০ „	২৫০ „
১৬।	ছামনু „	১৫০ „	১৫০ „
১৭।	কুমারঘাট „	২০০ „	২০০ „
১৮।	কাঞ্চনপুর „	১৫০ „	১৫০ „
১৯।	পানিসাগর „	২০০ „	২৫০ „
	মোট	৩৬৩৫ „	৪২০০ „

। এ পর্যন্ত কত পরিবারকে ঐ স্কীমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়েছে ? (বছর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এই প্রকল্পে কত পরিবারকে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার সমবায় সন ওয়ারী ও ব্লক ওয়ারী হিসেব নিম্নে দেওয়া হল :—

		১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	মোট
১।	আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা	—	৭০	৩৭১	৪৬৩	২৬৩	১১৬৭
২।	বিশালগড়	—	১১	১১৫	১৫৮	২০৭	৪৯১
৩।	জম্পুইজলা টাকারজলা সাব ব্লক	—	৮৭	৫৪	১৩৭	৬৭	৩৪৫
৪।	মোহনপুর ব্লক	—	—	---	২০৯	৫০	২৫৯
৫।	জিরানীয়া ব্লক	—	—	—	৪৬	—	৪৬
৬।	মেলাঘর "	—	৩	৫৪	১১৪	৬৭	২৩৮
৭।	তেলিয়ামুড়া "			৩০	১০৫	২৪	১৫৯
৮।	খোয়াই "	—	—	২৩	২৫৯	৮৩	৩৬৫
৯।	মাতারবাড়ী "	—	—	১১২	২৫০	১১৬	৪৭৮
১০।	বগাফা "	—	—	—	—	—	—
১১।	রাজনগর "	—	—	২০	২০	৪৮	৮৮
১২।	সাতচাঁন্দ "	—	—	১১৫	৪২	—	১৫৭
১৩।	অমরপুর "	—	—	১	১৫৩	—	১৫৪
১৪।	ডম্বুরনগর "	—	—	—	—	—	—
১৫।	কমলপুর " (সালেমা)	—	২	৬	৩৮	—	৪৫
১৬।	ছামনু "	—	--	---	—	—	—
১৭।	কাঞ্চনপুর "	—	—	১	১১	—	১২
১৮।	কুমারঘাট "	—	১৪৮	৬	৫১	৬৩	২৬৮
১৯।	পানিসাগর "	—	—	২১	৪৫	—	৬৬
	মোট —	—	৩২১	৯২৯	২১০১	৯৮৮	৪৩৩০

—: প্রশ্ন :—

৩। কোন পদ্ধতিতে এবং কিসের ভিত্তিতে ঐ সকল পরিবারকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ?

—: উত্তর :—

৩। উক্ত প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের শাখা-সমূহ কত পরিবারকে ঋণ দিতে এগিয়ে আসতে পারেন তা বিবেচনা করেই উক্ত ব্লকওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

৪। সর্ব্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কত টাকা করে ঐ সকল পরিবার বর্গকে ঋণ বা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

৪। প্রাপ্ত তথ্য-অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পে ব্যাংকের সহযোগীতায় কর্পোরেশন থেকে সর্ব্বোচ্চ ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা এবং সর্বনিম্ন ৬০০ (ছয়শত) টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 26
Name of the Member :—Shri Samir kr. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। রাজ্যে মোট কয়টি সম্প্রদায়কে অনুন্নত (Backward community) হিসাবে গণ্য করা হয়, এবং

২। তাদের জন্য সরকার কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকেন কিনা ;

৩। নট্ট, কপালী, শব্দকর ও বাদ্য-করদের তপশীলি জাতির অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বর্ত্তমানে কোন পর্যায়ে আছে ?

উত্তর :

১। ত্রিপুরা রাজ্যে অনুন্নত সম্প্রদায় (Backward community) হিসাবে চিহ্নিত কোন জাতি নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। নট্ট, কপালী, শব্দকর ও বাদ্যকর সম্প্রদায়কে তপশীলি জাতিভুক্ত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। বিষয়টি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 37
Name of the M. L A. :—Shri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

—: প্রশ্ন :—

১। ১৯৮৫ ইং সনের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারের কোন কোন দপ্তরের কতটি গাড়ী সরকারী ও বে-সরকারী মোটর ওয়ার্কসপগুলির মাধ্যমে মেরামত

(Repair) করা হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক সরকারী ও বে-সরকারী ওয়ার্কসপের গাড়ী মেরামতের হিসাব) এবং

২। উক্ত সময়ে সরকারী দপ্তরের গাড়ীগুলি মেরামতের বাবদ সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

: উত্তর :—

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১, ২ } তথ্য সংগ্রহনাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No 41
Name of the member :—Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in charge of Fisheries Deptt. be pleased to state :—

১। রাজ্যে ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কোপারেটিভ গঠিত হওয়ার পর হইতে ১৯৮৬ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী ডম্বুর জলাশয় থেকে কত কুইন্টল মাছ মৎস্য দপ্তর কর্তৃক উক্ত ফিসারী কো-অপারেটিভকে বিক্রির জন্য দেওয়া হইয়াছে (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। সরকার নির্ধারিত দর অনুসারে উক্ত মাছের মূল্য কত ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

৩। ত্রিপুরা এপেক্স কো-অপারেটিভ এ পর্য্যন্ত উক্ত মাছের মূল্য বাবদ মৎস্য দপ্তরে কত টাকা জমা দিয়েছেন (বছর ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতে বছর ভিত্তিক ডম্বুর জলাশয়ের মাছ চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহের পরিমাণ এইরূপ—

১৯৮২-৮৩ ইং	—	৯০,৮৭৩ কে, জি,
১৯৮৩-৮৪ ইং	—	১,১৮,১৭৮ কে, জি,
১৯৮৪-৮৫ ইং	—	১৫,৮৫১ কে জি,
১৯৮৫-৮৬ ইং	—	৩১,৩১৫ কে জি,
		মোট ২,৫৬,২১৭ কিলোগ্রাম

২। ১৯৮২-৮৩ ইং সন হইতে ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে সরবরাহকৃত মাছের মূল্য সরকার নির্ধারিত হারে এইরূপ :—

১৯৮২-৮৩ ইং	—	৫৭,২৪১:১৯ টাকা
১৯৮৩-৮৪ ইং	—	৬,৭৩,৭০৪·৪২ টাকা
১৯৮৪-৮৫ ইং	—	১,১৪,২৫৬·৮৩ টাকা
১৯৮৫-৮৬ ইং	—	৩,০৮,৩২০:৭০ টাকা
		১১,৫৩,৫২৭ ১৪ টাকা

৩। ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ কর্তৃক বছর ভিত্তিক মাছের মূল্য বাবদ টাকা জমা দেবার পরিমাণ এইরূপ :—

১৯৮২-৮৩ ইং	—	২,৯৪,৯৬৪·৫৯ টাকা
১৯৮৩ ৮৪ ইং	—	
১৯৮৪-৮৫ ইং	—	
১৯৮৫-৮৬ ইং	—	১ ৮৫,০৭৩ ৮৫ টাকা
		মোট ৪,৮০,০৩৭·৪৪ টাকা

Admitted Un-Starred Question No. 47
Name of the Member :—Shri Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১। ত্রিপুরায় যে সকল ভূমিহীন কৃষক খাসভূমিতে বসবাস করিয়া চাষাবাদ করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে ঐ ভূমিতে ভূমিহীন হিসাবে পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের ছিল কিনা ;

২। থাকিলে ১৯৮৩ সন হইতে এ পর্যান্ত ঐ রকম কয়টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :— Revenue Minister

১। হাঁা, যদি আইন অনুযায়ী উপযুক্ত হন তবে দখলী ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারেন। তবে পুনর্বাসনের জন্য রাজস্ব দপ্তরের কোন পরিকল্পনা নাই। তপশীল জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্যদের পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে।

২। ১৯৮৩ সন হইতে এ পর্য্যন্ত মোট বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	পরিবারের সংখ্যা	
	ভূমিহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সদর	৩৪২৫	২১২১
খোয়াই	১৮৬২	৮৮৭০

মহকুমার নাম	পরিবারের সংখ্যা	
	ভূমিহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সোনামুড়া	৬৯৪	৪২২
কৈলাশহর	৪০৭৭	২১৭৩
কমলপুর	১৮৫১	১৫৬৮
ধর্মনগর	১৩৭৭	১১৭৩
উদয়পুর	৬০৩	১০০৯
অমরপুর	১৩৬	১০৪৮
বিলোনীয়া	১৫৫৯	২৭৪৭
সাব্রুম	১৮৬	[illegible]
	১৫,৭৬৭	১৪,১৩১

Admitted Un-starred Question No. 58

Name of the Member :— Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism, Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ক) ত্রিপুরায় Tourist দের আকর্ষণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,	Tourist দের আকর্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। ১। রাজ্যে বর্তমান পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে দুইটি Travel circuit বিভক্ত করা হয়েছে। ২। সিপাহীজলা, মাতাবাড়ী ও কমলাসাগরের মত Tourist spotগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ৩। নীরমহলের সংস্কার এবং রুদ্রসাগরে নৌ বিহারের ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪ আগরতলায় একটি "টুষ্টার হোটেল" যাত্রিকা. মাতাবাড়ীতে একটি যাত্রী নিবাস উদয়পুরে ও মেলাঘরে পর্যটক নিবাস তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫। বর্তমানে আগরতলা, যতনবাড়ী ও তীর্থমুখে পর্যটক নিবাস আছে।

৬। বর্তমানে নিয়মিতভাবে Conducted Tour ও যাত্রীদেরকে আগ্রহী করে তোলার জন্য বিজ্ঞাপন, পুস্তক পুস্তিকা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭। ছাত্র ছাত্রীদের Coudncted tour এ ছাড়েরও ব্যবস্থা আছে।

১। খ) ১৯৮৩ সনে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কতজন Tourist ত্রিপুরায় ভ্রমণ করেছেন ?

ঐ সময়ে মোট ৩০৩৩ জন পর্যটক পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্যে সফর করেছেন।
এ ছাড়া বহু পর্যটক নিজ উদ্যোগেও ত্রিপুরায় ভ্রমণ করে থাকেন।

১। গ) ঐ ভ্রমণকারীদের দর্শনীয় ও আকর্ষনীয় (Place of Tourists Interest) স্থানগুলি কি কি এবং

আগরতলা মিউজিয়াম, বিধানসভা ভবন বুদ্ধ মন্দির, এম. বি. বি, কলেজ, দুর্গাবাড়ী, লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ী, জগন্নাথবাড়ী, চতুর্দশ দেবতারবাড়ী, কমলাসাগর, সিপাহীজলা, নীরমহল, উদয়পুর, মাতাবাড়ী, ভুবনেশ্বরী মন্দির, ছাড়া বহু সংখ্যক পর্যটক নিজ উদ্যোগে পিলাক তীর্থমুখ ও ঊনকোটি ভ্রমণ করে থাকেন।

১। ঘ) ভ্রমণকারীগণ ত্রিপুরা সরকার হইতে কি কি

স্বল্প খরচে দর্শনীয় স্থানগুলিতে Conducted Tour-এর সুযোগ পেয়ে থাকেন।

সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন ?	ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ Conducted tour-এর ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ও পেয়ে থাকেন। Forest Bonglow সহ বিভিন্ন দপ্তরের Bonglow গুলিতে ও পর্যটকগণ থাকার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

Admitted Un-Starred Question No. 61

Name of the Member:—Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত রাজ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা কত; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৭৯ সাল থেকে এ পর্যান্ত কতজন ভূমিহীনকে দখলীয় খাস ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে অমরপুর মহকুমার কতটি ভূমিহীন পরিবারকে দখলীয় খাস ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য Allotment proposal ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল ; (উপজাতি, তপশীল পরিবারের পৃথক হিসাব)

৪। এ পর্যান্ত এদের কতজনকে Allotment দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে ? (উপজাতি, তপশীল ও সাধারণ পরিবারের পৃথক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :—Revenue Minister

১, ২ } সঙ্গে তালিকা দেওয়া হইল।

৩, ৪ } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

(১) ১৯৭৮ সনে রেজিষ্ট্রীকৃত উপযুক্ত ভূমিহীন, ভূমিহীন ও গৃহহীনের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	পরিবারের সংখ্যা	
	ভূমিহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সদর	৭১৪৪	১০৭০৮
খোয়াই	৪৮২২	৯১৫৮
সোনামুড়া	২৭৪৩	৩২০৯
কৈলাসহর	৪৪৬৪	৪০১৩
কমলপুর	১৮৫৩	৫০৪১
ধর্মনগর	৩৬৬৫	৪৬৮১
উদয়পুর	২০৭০	৪৭৮৭
অমরপুর	১১২২	৮৫৮২
বিলোনীয়া	১১০২	৪১১৬
সাবরুম	৯৪০	৩৩৬৪

(২) ১৯৭৯ সন হইতে এ পর্যন্ত বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন, ভূমিহীন ও গৃহহীনের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	ভূমিহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সদর	৬৫৪১	৫২৪
খোয়াই	৩২২৯	০৫৭
সোনামুড়া	২০৯৫	১৯১
কৈলাসহর	৬৬১৮	৭১৭
কমলপুর	২৪১৮	২১০
ধর্মনগর	৭৬২০	৬২৫
উদয়পুর	১৭৭৭	৬৩৮
অমরপুর	৫৯৯	১৭০
বিলোনীয়া	৪১৫৭	৮০৮
সাবরুম	১১৭৫	৯৪১

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 21st March, 1986, Friday at 11–00 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 11 (Eleven) Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি, তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

(মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস অনুপস্থিত)।

মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। খোয়াই মহকুমা টি কে রোড-এ অবস্থিত খোয়াই মহকুমা হাসপাতাল থেকে সিনেমা হল পর্য্যন্ত রাস্তাটির সংস্কারের কাজ ১৯৮৬ সনের মার্চ্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কিনা।	১। ১৯৮৬ সনের মার্চ মাসের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে শেষ করা সম্ভব হইবে না।
২। উক্ত কাজটি সম্পন্ন করতে এত বিলম্বের কারন কি ?	২। এস. পি. টি. ব্রীজের ঠিকাদার কাজ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় সেই ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল করিতে হয় এবং পুনরায় দরপত্র আহ্বান করিয়া নুতন ঠিকাদার নিযুক্ত করিতে হয় বলিয়া কাজটি শেষ হইতে বিলম্ব হইতেছে।

শ্রী সমীর দেব সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াই মহকুমা টি কে রোডে এ অবস্থিত খোয়াই মহকুমা হাসপাতাল থেকে সিনেমা হল পর্যন্ত রাস্তার কাজ কবে হাতে নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটা স্যার, ১০/৩/৮৪ ইং তারিখে কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যাহাতে নিম্নে বর্ণিত কাজগুলি বিবেচনা করা হইয়াছে ১) দুইটি অস্থায়ী সেতু এবং স্পান পাইপ কালর্ভাটস নির্মান। ২) মাটি কাটার এবং ইট বিছানোর কাজ। রাস্তার এই অংশের দৈর্ঘ্য ৩৫০ মিটার রাস্তার এই অংশটিকে উচ্চ করিবার জন্য ৮০ ভাগ মাটি ভরাটের কাজ শেষ হইয়াছে অস্থায়ী সেতুগুলির কাজ শেষ হওয়া মাত্র বাকী মাটির কাজ করা হইবে। উক্ত রাস্তায় অস্থায়ী সেতু তৈরীর কাজ ঠিকাদার শ্রী পার্থ লোধকে প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু সে কাজটি সম্পূর্ণ করিতে ব্যর্থ হওয়াতে তার সাথে কাজের চুক্তি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

অস্থায়ী সেতু নির্মানের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছিল, এবং গত ১২/২/৮৬ ইং সনে অন্য আরেকজন ঠিকাদারকে এই কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে ১৯৮৪ ইং সনে একটা রাস্তা তৈরী করার কাজ আরম্ভ হয় মাত্র ১৫০ মিটার পরিমান কাজ, পূর্ত দপ্তর অনেক উন্নয়ণমূলক কাজ করেন এবং অনেক বড় বড় কাজও করেন, কিন্তু সামান্য একটা রাস্তার কাজ দুই বছর যাবৎ কেন সম্পূর্ণ হচ্ছে না এবং এই ক্ষেত্রে দপ্তরের দুর্বলতা আছে কিনা, থাকলে তা ক্ষতিয়ে দেখা হবে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, কতগুলি কনট্রাকট্ ক্লজ থাকে, সেই ক্লজ যদি কেউ ফেইল করে তখন কতগুলি ফরমালিটি আছে সেগুলি নূতন করে তৈরী করতে হয় এবং সেজন্য আবার টেণ্ডার কল করতে হয়। এই কতগুলি সমস্যা আছে এবং এই সমস্যাগুলি শুধু এই কাজের জন্য নয়, বলতে গেলে সমস্ত ত্রিপুরায় এই সমস্যা আমরা ফেইস করছি, তার জন্য ঠিক ঠিক সময় মতো কাজগুলি না করলে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হয়। এই কাজটা আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল। আমরা ইদানীং কালে যে সমস্ত কনট্রাকটার কাজ নিয়ে এই রকম কাজ ফেলে রাখেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেবার জন্য একটার রুলস্ ফ্রেইম করেছি। আমি দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি যারা এই রকম কনট্রাকটার আছেন তাদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে অন্যদের কানখাড়া থাকে।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কনট্রকটারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বুঝলাম, কিন্তু আমি যতটুকু জানি, সামান্য একটা রাস্তা না হওয়াতে সমস্ত অংশের মানুষকে এই জন্য দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কারন ১৫০ মিটার জায়গার জন্য ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে যেতে হয়, এর জন্য প্রতিদিন ৩/৪ টাকা অনেককে রিক্সা ভাড়া দিতে হয়। হাসপাতাল যেতে যদি রোগীদের প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে অনেক সময় চলে যায় সেই ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে কাজ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখনও কাজটি হয়নি তাই এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজটি বিলম্ব করার জন্য কোন কোন ব্যক্তি চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছেন কিনা, এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, দপ্তরের কোন লোক ইচ্ছা করে এটা করছে এই রকম ঘটনা নেই। স্যার, আমি বলছি যে এই রকম সমস্যা অনেক জায়গায় হয়, কারন পূর্ত্ত ডিপার্টমেন্টাই এই কাজগুলি করেন। ৩৫০ মিটার রাস্তার জন্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু তা সত্বেও এটা খুব জরুরী আমরা চেষ্টা করেছি নূতন কনট্রাকটার দিয়ে যাতে সময় মতো কাজটা করানো যায়, সে জন্য চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। অমরপুর সহর সংলগ্ন অমরপুর বাজার ফেরী ঘাট (বীরগঞ্জ ফেরী ঘাট) অথবা মৈলাক ফেরী ঘাটে গোমতী নদীর উপর সেতু নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,	১। না। এরূপ কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নেই।
২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত সেতু নির্মানের কাজ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং	২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।
৩। না থাকিলে তার কারণ ?	৩। গোমতী নদীর উপর রাঙ্গামাটি ঘাট এবং কাওয়ামারাঘাটে দুইটি ব্রীজ আছে। বর্ত্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে কাওয়ামারাঘাটে আর একটি ব্যয় বহুল সেতু নির্মান করা সম্ভব নয়।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গোমতী নদীর উপর রাঙ্গামাটি ঘাট এবং কাওয়ামারাঘাট এই দুইটি ব্রীজের কথা বলেছেন কিন্তু বিশেষ করে ৫ থেকে ৬ কিলোমিটার দূরত্ব এই দুইটা ব্রীজের মধ্যে এখনও ঐ বিচ্ছিন্ন এলাকার মানুষকে সেখানে বিশেষ করে জরুরী অবস্থাতে আমাদের নিরাপত্তার দিক থেকে কোন ঘটনা ঘটলে পুলিশ কিংবা আরক্ষা দপ্তর থেকে কোন কিছু যাতায়াতের জন্য এটা অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে উঠে তাই আগামী পরিকল্পনায় অমরপুর ফেরিঘাটে কিংবা গোমতী নদীর উপরে একটা ব্রীজ যেন করা হয়, কারণ সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপত্তার দিক থেকে এবং বিশেষ করে রোগীদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এটাকে বিবেচনা করে যাতে আগামী পরিকল্পনায় এখানে একটা ব্রীজ তৈরী করা হয় সে জন্য কোন চিন্তা নিয়েছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি বলেছি আমাদের এখন পরিকল্পনা নেই, তবে সমস্যা সব জায়গায় রয়েছে। ভবিষ্যতে কখনও যদি আমাদের অর্থ সঙ্গতি ভাল হয় তখন ভেবে দেখা যাবে।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই এলাকা বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। নদীগুলির দূরত্ব অর্থাৎ একটা ব্রীজ থেকে আর একাটা ব্রীজের দূরত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটারের মত। সেখানে কতগুলি বড় বড় ছড়া আছে। যেমন মৈলাকছড়া। ছড়াগুলি নদীর মত। এখান দিয়ে রোগী নিয়ে যাতায়াত করতে দুর্বিসহ অবস্থা। নিরাপত্তার দিক থেকে পুলিশ অনেক সময় ফেরীঘাট থেকে নৌকা করে ফিরে আসতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বর্তমান পরিকল্পনায় এইটা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, রাঙ্গামাটিঘাট দিয়ে এখান থেকে যে রাস্তাটা একদম পূর্ব সর্ব পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা রাস্তা নেই। কাজেই এইখানে কাওরারাঘাট দিয়ে ক্রস করে এই দিকে ক্রস করে রাঙ্গামাটিঘাট দিয়ে লিংক করা কিছু সমস্যা নয়।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, এইটা মাননীয় মন্ত্রী অমরপুরকে বঞ্চিত করবেন, সেখানে বৈষম্যমূলক আচরন করছেন। পূর্তদপ্তরের যে উন্নয়নমূলক কাজ এই বরাদ্দের মধ্যে ধরা হয়েছে। প্রায় ৭০-৮০ ভাগ। স্যার, তিনি সমস্ত ত্রিপুরার মন্ত্রী নয়, উনি, শুধু কৈলাশহরের মন্ত্রী। তাই প্রতিহিংসামূলক কাজ করছেন।

মিঃ স্পীকার :— এইটা ত সাপ্লিমেন্টারী নয়। এইটা আপনার অপিনিয়ন।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, আগামী পরিকল্পনায় এইটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে কিনা ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এইটার জবাব আমি দিয়ে দিয়েছি। ইমপোজ ত করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমতিয়া :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২০।

শ্রী অনিল সরকার :— অ্যাডমিটড কোয়েশ্চান নং ১২০।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ ইং সনে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে পর্য্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী মালিকানায় মোট ইট ভাটার সংখ্যা কত ছিল এবং

২। বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় আসার পর হইতে ১৯৮৫ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী মালিকানাধীন আরও কয়টি নতুন ইটের ভাটা খোলা হয়েছে ?

৩। এগুলির মধ্যে কতগুলি ইটের ভাটা চালু অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে সরকারী পরিচালনাধীন কোন ইট ভাটা ছিল না। বেসরকারী পরিচালনাধীন ইট ভাটার সংখ্যা ছিল ২৬টি।

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইট ভাঁটার সংখ্যা ছিল ১৫৭ টি। তন্মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ইট ভাঁটার সংখ্যা ১৪৩ টি এবং সরকারী পরিচালনাধীন ইট ভাঁটার সংখ্যা ১৪ টি।

৩ বর্ত্তমানে ৯৫ টি ইট ভাটা চালু আছে তন্মধ্যে ১০ টি সরকারী নিগম দ্বারা পরিচালিত।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, কিছু বেসরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত ইট ভাঁটা হয়েছে, ইট ভাঁটাগুলি প্রচুর পরিমানে লোন দেওয়া হয়েছে কোন পরীক্ষা নীরিক্ষা না করে। তৈদুতে মধুসূদন কলই ইট ভাঁটা কোনসময় করেনি করতে জানেনা। সেই সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে ইট ভাটা করতে পারেননি। বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সেই টাকাটা সে সুদ করতে পারে নি। ভবিষ্যতেও সুদ করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই পরীক্ষা নীরিক্ষা না করে এমনি করে তাকে টাকা দেওয়া হল কেন ?

শ্রী অনিল সরকার :— এইটা প্রাইভেট মালিক কে কোথায় ইট ভাটা করেছে ফিনান্স এইটার সংগে ইনভলভড। আমাদের সংগে যুক্ত নয়। কাজেই এই সম্পর্কে কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে কয়টা সরকারী ইট ভাটা কেন বন্ধ হয়ে গেল ? এইটার কারনগুলি জানাবেন কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, আমাদের ১৪টা ছিল, ৪টা বন্ধ হয়েছে। কিছু সময়েতে বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য সেখানে দুর্গম এলাকা সেখানে ইট সাপ্লাই দেওয়া খুব বেশী খরচ পড়ে তার জন্য সেইসব জায়গাতে ইট ভাটা করা হয়। নির্দিষ্ট একটা পিরিয়ডে ২-৪ বৎসরে শেষ হয়ে যায়। ন্যাচারেলি সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এমন কোন কারন নেই যেখানে বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ইট ভাটা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন যে, বর্ত্তমানে যে ইটের পরিমান দরকার তার তুলনায় ৬০ পারসেন্ট ইট উৎপাদন হয়। কাজেই সেখানে ইট ভাটা বন্ধ করা হল বেসরকারীভাবে বা সরকারীভাবে সেগুলি চালু করা হবে কিনা জানাবেন কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার :—স্যার, এইটা সরকারী ভাবে ইট ভাটা ভারতবর্ষে আজকে কয়টা আছে মাননীয় সদস্যরা জানেন কিনা জানিনা। আমরা এখানে করেছি যতটা সাধ্যের মধ্যে আছে আমরা করেছি যেমন গুলুয়া প্রজেক্ট ছিল তার জন্য ইট ভাটা করা হয়েছিল, আর ইটের এখন সেখানে প্রয়োজন নাই। মাননীয় সদস্যের কি সেখান থেকে ইট আনার প্রয়োজন আছে ? নিশ্চয়ই নেই। হবিনাতে সেখানে সয়েল ভাল নেই বন্ধ করেছি তার বদলে আমরা উদয়পুরে করেছি, কুমারঘাটে করেছি। যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে আমরা করেছি। আর ডিমাণ্ডটা আসে পি, ডাব্লিউডি থেকে তারা যেখানে কনষ্ট্রাক্‌শন করবে, রাস্তাঘাট করবে সেখানে ইট সাপ্লাই দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের সবখানেই শতকরা ৯৯ ভাগের ভাগ এই ধরনের ইট বেসরকারীভাবে সাপ্লাই দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭।

প্রশ্ন

১। ছাওমনু মানিকপুর রোডে ইট সলিং-এর কাজ কবে পর্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

QUESTIONS & ANSWERS

২। মানিকপুর থেকে রাজধর হয়ে মালিধর পর্যন্ত সড়ক নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন। এইটা পার্টলি পেয়েছি। কনফিউশান আছে। নেক্সট সেশানে সাবমিট করব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৭।

মি: স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৭।

প্রশ্ন

১। সাব্রুম থেকে শিলাছড়ি ও সাব্রুম থেকে আমলিঘাট রাস্তা দুইটির কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২। দীর্ঘ সময়েও এই রাস্তা দুইটির কাজ শেষ না হওয়ার কারন কি?

উত্তর

১। সাব্রুম থেকে বনকুল ও ঘোড়াকাপ্পা হইয়া শিলাছড়ি রাস্তার কাজ ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে এবং সাব্রুম থেকে আমলীঘাট রাস্তার কাজ ১৯৮৭-৮৮ ইং সনের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়

২। (ক) সাব্রুম থেকে শিলাছড়ি :— ঠিকাদারদের ব্যর্থতার জন্য এবং রাস্তাটি দুর্গম এলাকায় অবস্থিত, সে সব কারনে উক্ত রাস্তার কাজ সময় মত শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

(খ) সাব্রুম থেকে আমলীঘাট :— এই রাস্তাটিতে পর পর কতগুলি কাঠের সেতু মির্ম্মানের প্রয়োজন বশত: প্রত্যেকটি সেতুর কাজ এক সাথে হাতে নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় এবং দুর্গম এলাকা বশত: কাজটি সময় মত শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— সাব্রুম থেকে শিলাছড়ির যে রাস্তা, মানে যেটা ঠিকাদারদের ব্যর্থতার জন্য করা হয়নি বলা হচ্ছে, তা সেটা কি ধরনের ব্যর্থতা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, সাব্রুম হইতে শিলাছড়ি রাস্তা সম্পর্কে আমি বলছি
১) এই রাস্তাটি সাব্রুম হইতে হরিনা, বংকুল, ঘোরাকাপ্পা হইয়া শিলাছড়িতে শেষ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।
ক) সাব্রুম হইতে হরিনা রাস্তা (১০ কি: মি:) :— ইহা উদয়পুর সাব্রুম রাস্তার একটি অংশ।
খ) হরিনা হইতে বংকুল (১০ মি: মি:) : - রাস্তার মেটেলিং-এর জন্য খোয়া সংগ্রহের কাজ চলিতেছে। রাস্তাটি সোলিং করা আছে।
গ) বংকুল হইতে ঘোরাকাপ্পা রাস্তা (২২ ৮০ কি: মি:) :— উক্ত রাস্তার ১৯ কিঃ মি: পর্য্যন্ত সোলিং করা হইয়াছে। বাকী অংশের সোলিং-এর কাজ চলিতেছে।
ঘ) ঘোরাকাপ্পা হইতে শিলাছড়ি রাস্তা (১০ কি: মি:) :— রাস্তার জন্য ত্রিপুরা স্মল স্কেল ইনডাসট্রীজের সহিত ইট সরবরাহের চুক্তি আছে। উক্ত সংস্থা যে পরিমান ইট সরবরাহ করিয়াছে তাহা দ্বারা মাত্র ৫ কি: মি: রাস্তা সোলিং করা যায় নাই।

২) সাবরুম হইতে আমলীঘাট রাস্তা—১৯ কি: মি:

ক) সাবরুম হইতে মনুঘাট (৯ কি: মি:) :— ৫ কি: মি: পর্য্যন্ত রাস্তায় মেটেলিং এবং কারপেটিং এর কাজ চলিতেছে। বাকী ৫ কি মিঃ হইতে ৯ কিঃ মি পর্য্যন্ত রাস্তার মেটেলিং এবং কারপেটিং এর জন্য দরপত্র গ্রহন করা হইয়াছে। কাজের আদেশ শীঘ্রই দেওয়া হইবে
খ) মনুঘাট হইতে আমলীঘাট রাস্তা (১০ কি: মি:) :— রাস্তাটি কাঁচা রাস্তা এই রাস্তায় ৭টি বড় এস, পি, টি ব্রীজ তৈরী করা প্রয়োজন। তনমধ্যে ২ টি ব্রীজের কাজ শেষ হইয়াছে এবং মনু নদীর উপর একটি ব্রীজের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। বাকী ৩ টি ব্রীজের কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং একটি ব্রীজের দরপত্র গ্রহনে সম্মত ঠিকাদারকে জানান হইয়াছে। মনু নদীর উপর ব্রীজের কাজ শেষ না হওয়ায় অন্য তিনটি ব্রীজের কাজ ধরা সম্ভব হইতেছে না যাহা হউক শীঘ্রই হাতে নেওয়ার জন্য ঠিকাদারকে তাগাদা দেওয়া হইতেছে বাকী কাজ ১৯৮৭-৮৮ ইং সনের মধ্যেই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— এই যে সাবরুম হইতে শিলাছড়ি রাস্তা যেটাতে ইট সোলিং কাজ বাকী আছে এইটা হলে পরে সেখানে বাস সার্ভিস চালু করা যাবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি মাননীয় প্রশ্নকর্তা সদস্যকে নিয়ে বংকুল হইতে সাবরুম গিয়েছি এবং মাননীয় সদস্য দেখেছেন যে, সেখানে খুব হিলী পপুলেটেড, মাগ্রুম ছড়ার পারে যে পাহাড়টা আছে সেটা খুব উঁচু যে সেখানে আমার যে ইমপ্রেশান যেটা মাননীয় সদস্য একমত হবেন কিনা জানিনা, এই রাস্তায় কোন ভায়াবল বাস চালু করা সম্ভব নয়, জীপ ও প্রাইভেট গাড়ী চলতে পারবে।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী যে কথা বললেন তাতে শিলাছড়ি হইতে ঘোড়াকাপ্পা যে এই অংশের জনসাধারন যদি সাবরুমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে কিভাবে করবে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি বলেছি বাস ভয়াবল হবে না, তবে এমনি অন্য গাড়ী চলতে পারবে। প্রাইভেট গাড়ী চলতে পারবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া শহর সংলগ্ন মুহুরী নদীর উপর পাকা সেতুটির নির্ম্মান কার্য্য বর্তমানে বন্ধ হয়ে থাকার কারণ কি এবং

২) কবে নাগাদ উক্ত সেতুটির কার্য্যপুনরায় আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) যে ঠিকাদারী সংস্থা কাজটি আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সংস্থাটি কতগুলি দাবীর ভিত্তিতে কাজ বন্ধ করিয়া দেয় ঐ দাবীগুলির মিমাংসার জন্য আরবিট্রেটর নিয়োগ করা হয় এবং সেগুলি এখনও আরবিট্রেট-এর বিবেচনাধীন আছে। ইতিমধ্যে নতুন একজন ঠিকাদারকে এই ব্রীজের বাকী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং কাজটি আগামী দুই মাসের মধ্যেই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— এই যে সেতুটির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে কারণে বর্তমানে সেতুটি করা হবে তাতে ইনেশিয়েলী স্পেসিফিকেশান যেটা হয়েছিল তার সঙ্গে এইটা পৃথক কি না ? যদি পৃথক হয় তাহলে কি ধরনের পৃথক সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, যে ইনেশিয়েলী স্পেসিফিকেশানে ব্রীজটা আরম্ভ করা হয়েছিল এখন তার কিছু কিছু পালটিয়েছে, লোডিং ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়েছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— তার জন্য যে ঠিকাদারকে বর্তমানে নিযুক্ত করা হয়েছে তার এই ধরনের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে কি না? কারণ আগে যে ঠিকাদার ছিল এই কাজে আমি জানি, তাকে বাধ্য হয়েই এই কাজ ছাড়তে হয়েছিল, তাই বলছি বর্তমানের ঠিকাদার এই কাজে ওয়াকিবহাল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এইটাতো এখনই বলা কঠিন, তবে আমরা অনেক টাকা পয়সা দিয়ে এই সেতু যখন প্রথম শুরু হয় তখন প্রাথমিক এষ্টিমেইট কষ্ট ছিল ১৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৬ শত টাকা, এখন ব্যালেন্স যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৭১ টাকা। সব কিছু ধরে ধরেই আমরা এই টাকা দিয়েছি, এখন কাজ আরম্ভ হলে পরে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডেমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমায় উত্তর মাছমারা গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনে লালজুরী হইতে মাছমারা বাজারের মধ্যে দেও নদীর উপর একটি ফুটব্রীজ এবং বাচাইছড়া হইতে মাছমারা বাজারের মধ্যে দেও নদীর উপর আরও একটি ফুটব্রীজ ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরের মধ্যে তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২) থাকিলে কবে নাগাদ উহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১) বর্তমানে এই রকম কোনও পরিকল্পনা নাই।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটা উঠে না।

৩) দেও নদীর উপর ফুট ব্রীজ তৈরী করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। তাছাড়া প্রস্তাবিত স্থান পর্যন্ত পূর্ত বিভাগের রাস্তা তৈরী না হওয়ায় এইরূপ কোন প্রস্তাব পূর্ত দপ্তর কর্তৃক এখনও বিবেচিত হয় নি।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— উত্তর মাছমারা গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনে লালঝুরী হইতে মাছমারা. বাজাই ছড়া হইতে মাছমারা বাজারের মধ্যে এখানে ৪/৫ টা গাঁও সভা আছে এবং এই ৪/৫ টা গাঁও সভায় হাজার হাজার জাতি উপজাতি
একমাত্র কাছের বাজার হচ্ছে এই মাছমারা, কিন্তু পেঁচারথল থেকে কাঞ্চনপুর বাজারে তাদের যেতে হয় যেটা নাকি অনেক দূর। এই মাছমারা বাজারই হল তাদের সন্নিকট, তাই এলাকা বাসীর স্বার্থে এবং তাদের উপকারার্থে ভবিষ্যতে বা এক্ষুনি এই ১৯৮৬-৮৭ সালের মধ্যে, পাকা ব্রীজ তারা চান না, তাই অন্ততঃ ফুটব্রীজ করা হবে কিনা যাতে বর্ষাকালে তারা এই মাছমারা বাজারে যেতে পারেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাস্তা তৈরী না হলে কিছু করা যাবে না। রাস্তা তৈরী হলে পরে আমরা দেখব।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাছমারা থেকে লালঝুড়ির দূরত্ব ১০ কিলোমিটার, আবার কাঞ্চনপুব বাজার দিয়ে গেলে ৩০ কিলোমিটার এবং পানিসাগর দিয়ে গেলে ৪০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। বাগাইছড়া একটা বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা, কিন্তু এই বিরাট অংশের মানুষ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। তাই সেখানে অন্ততঃ একটা হেংগিং ব্রীজ দেওয়া যায় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি ত বলেছি যে রাস্তার ফরমেশান এখনও হয় নাই। কাজেই রাস্তা হলে আমরা দেখব। এরকম কিছু কিছু সারা ত্রিপুরায় রয়েছে। কাজেই রাস্তা তৈরী হলে পরে দেখা হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এখানে এস. আর. ই. পি, ও এন, আর, ই, পি. র মাধ্যমে গাঁও-সভাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে কিন্তু কেবলমাত্র এই এলাকাটা নদীর কারণে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হতে পারেনি সেইজন্য সেখানে হেংগিং ব্রীজ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ত বলেছি যে রাস্তা তৈরী না হলে পরে সেখানে হেংগিং ব্রীজ দেওয়া যাবে না। রাস্তা না হলে পরে ব্রীজ হতে পারে না, কারণ পি, ডাবলিও ডি, র ত কিছু নর্মস্ আছে। কাজেই রাস্তা হলে পরে হবে। এই অসুবিধার কথা আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু সব অসুবিধা ত আর একসঙ্গে দূর করা যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৫

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়শ্চান নাম্বার ৮৫

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত সিপাইজলা দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুলের সন্নিকটে উত্তর দিক বুড়িমা নদীর উপর ফুট ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত উহার কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। যদি না থাকে তার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। প্রয়োজনীয় মঞ্জুরী পাওয়া গেলে এবং আর্থিক বরাদ্দ হলে কাজটি ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বর্ষে আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই ধরণের আরও ফুট ব্রীজ,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের মধ্যে থাকতে হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— এই নদীর উপরে স্যার,

মিঃ স্পীকার :— যে জায়গার কথা বলা হয়েছে সেটা ত?

শ্রী ভানুলাল সাহা :— হ্যাঁ স্যার, এই বুড়িমা নদী ও তার নীচে লক্ষ্মীবিল এবং চন্দ্র নদীর কানেকশান করার জন্য একটি ফুট ব্রীজের আবেদন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ছিল, তাই সেটি এই আর্থিক বর্ষে করার জন্য চিন্তা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মি স্পীকার স্যার এটা ত আলাদা প্রশ্ন।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে যদি আর্থিক বরাদ্ধ হয় তাহলে হবে তাই. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, যে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে এই ফুট ব্রীজ করার জন্য আর্থিক বরাদ্ধ আছে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে স্পটে ওনারা চাইছেন তার ঠিক দেড় কিলোমিটার ডাউনে একটি ব্রীজ আছে। তাই প্রথম অবস্থায় আমরা বলেছি. যে এত কাছে আরেকটা ব্রীজ করা সম্ভব না. কিন্তু ওখানকার জনসাধারণ থেকে এত চাপ আসতে লাগল ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য যে শেষে আমরা এগ্রী করেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি এই বছরে কাজ আরম্ভ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা মহারাণী বিভু কুমারী দেবী। (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০।

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে আগরবাতি তৈরীর কারখানা স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা বামফ্রন্ট সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি না থাকে তবে ইহার কারণ কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় আগরবাতির (ধূপকাঠি) শলা তৈরী হচ্ছে ?

৪। যদি সত্য হয় তবে উক্ত দ্রব্য সামগ্রী সরকারী উদ্যোগে ক্রয় করে ত্রিপুরার বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করার কথা সরকার ভাবছেন কিনা ?

উত্তর

১। সরকারী উদ্যোগে আগরবাতির কারখানা খোলার পরিকল্পনা নাই।

২ এটা কুটির শিল্প পর্যায়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বে-সরকারী উদ্যোগকেই উৎসাহ দেওয়া সরকারী নীতি। বে-সরকারী উদ্যোগে কেহ ধূপ শিল্প গড়ার চেষ্টা করলে অথবা কোনও সমবায় সমিতি এই শিল্প স্থাপন করতে সরকার হতে সব রকম সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৩। হ্যাঁ। ৪। সরকার এ ব্যাপারে এখনও এই দ্রব্য সামগ্রী নিজে ক্রয় করে বাইরে বিক্রির কথা ভাবছেন না।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে তফসিলি অধ্যুষিত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে আগরবাতি শলা তৈরী হচ্ছে এবং সোনামুড়ায় সেখানকার কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে এই আগরবাতি তৈরী হচ্ছে এবং এই আগরবাতির শলা (কাঠি) তৈরী করে জীবন-জীবিকা অর্জনের সহায়ক ভূমিকা যাতে সমাজের এই মানুষেরা নিতে পারেন সে দিকে লক্ষ্য রেখে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ? আমরা জানি ব্যাঙ্গালোরে এই আগরবাতির কাঠি বিক্রি করা হয়। তাই শিল্প দপ্তর যদি না পারেন তাহলে সমবায় দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাঙ্গালোর গভার্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার এবং গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা সরকার নলছড় হস্ত শিল্প সমবায় সমিতির মাধ্যমে ধূপকাঠি সংগ্রহ এবং ধূপ-কাঠি ব্যাঙ্গালোর ও অন্যান্য স্থানে বিক্রির জন্য সাহায্য করছেন। সেজন্য খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের অধীনে কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত যতগুলি আগরবাতি উৎপাদন কেন্দ্র আছে ততগুলি যাতে ন্যায্য মূল্যে সরাসরি নলছড় হস্ত শিল্প সমবায় সমিতি থেকে নিয়মিতভাবে ক্রয় করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে সরকারী তরফ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেজন্য সরকারী তরফ থেকে নলছড় হস্তশিল্প সমবায় সমিতিকে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করে যাতে কাঠি বিক্রি করতে পারে তারজন্য শিল্প বিভাগ থেকে যাতায়াতের জন্য ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ ও ত্রিপুরা তফসিলি জাতিভুক্ত কর্পোরেশন উক্ত সংগঠনের জন্য নলছড় হস্তশিল্প সমবায় সমিতিকে সাহায্য দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার আমরা দেখি যে আমাদের রাজ্যের এস, সি যারা রয়েছেন তাদের একটা অংশ যারা এই সমস্ত জীবিকার কাজের উপর জীবিকা নির্বাহ করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রতি যে শিল্প মেলা হয়ে গেল সেখানে আমরা দেখলাম যে, এইখানেও ভাল আগরবাতি তৈরী করা যেতে পারে অথচ এই আগর বাইরে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে এইগুলিকে আবার আগরবাতি হিসাবে আনা হয়। কাজেই এইটা না করে আমাদের রাজ্যে যদি সরকারী ভাবে এই আগরবাতি তৈরী

QUESTIONS & ANSWERS

করার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এই শিল্প কার্য্যে অনেক শিল্পি কাজ পেতেন। এই শিল্পের বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, আমাদের রাজ্যে সরকারীভাবে এটা করা সম্ভব নয়। তবে যারা ব্যক্তিগত ভাবে অথবা সমবায়ের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যে এই আগর দিয়ে বা ত্রিপুরার বাঁশ দিয়ে ধূপকাঠি তৈরীর শিল্প গড়ে তুলতে চান তাদের সরকার থেকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরাতে যে পরিমান বাঁশ থেকে ধূপকাঠি তৈরী করা হয় সেটার সমস্ত এখানে কনজুম করা যাবে না। তাই সেগুলিকে দক্ষিণভারতে যেখানে ভারতের সবচেয়ে বেশী ধূপকাঠি তৈরী হয় সেখানে পাঠাতে হবে। তবে যারা ব্যক্তিগত ভাবে বা সমবায়ের মাধ্যমে ত্রিপুরায় ধূপকাঠির কুঠির শিল্প গড়ে তুলতে চান তাদের সরকার থেকে যথা সম্ভব আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, এই রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমানে কাঁচা মাল এখানে কনজুম করা সম্ভব হবে না তাই এইগুলিকে বাইরে পাঠাতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমার জিজ্ঞাসা, রাজ্যে তাঁত শিল্পিদের উৎপাদিত পণ্যাদি যেমন বিপনন করবার জন্য হ্যাণ্ডলুম করপোরেশন রয়েছে ঠিক সেইভাবে আমাদের রাজ্যে হ্যাণ্ডলুমে কাঁচামাল যারা উৎপাদন করেন তাদের পণ্যাদি বিপননের ব্যবস্থা এই রূপ খাদি বোর্ডের মাধ্যমে বা অন্যভাবে করা হবে কি না ? এখানে সরকার ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি দিচ্ছেন সেটা খুব ভাল কথা, কিন্তু তাদের পক্ষে সে সমস্ত কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে বাইরে বিক্রি করা অসুবিধাজনক। কাজেই তাঁতশিল্পিদের মত হস্তশিল্পিদের ক্ষেত্রেও এই ধরণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যের সমস্ত রুর‍্যাল আর্টিজ্যানদের প্রডাক্টস্‌গুলি সাধারনতঃ সামগ্রিকভাবে কন্ট্রোল করা যায়না। এখানকার বাঁশ দিয়ে যারা ব্যাম্বো প্রডাক্টস্‌ তৈরী করছেন তাদের একটা অংশ আমাদের বাজার জাত করবার জন্য ব্যবস্থা করছি। তাছাড়া প্রাইভেট মালিকানাধীন যারা রয়েছেন তারা সারা পৃথিবী ব্যাপী ব্যবসা করেন। কাজেই আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে টোট্যাল

মার্কেটিংকে কনট্রোল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেটি আমাদের কনট্রোলে রয়েছে যেমন তাঁত শিল্প সেটা আমাদের রাজ্যেও প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং সমস্ত অংশের মানুষই তাঁত বস্ত্র ব্যবহার করেন। তবে আমরা যতটুকু সম্ভব এই হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস্‌-এর প্রডাক্টস্‌ বিক্রয় করবার চেষ্টা করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২০৩।

শ্রী অনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২০৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বেসরকারী ও সরকারী মালিকানাধীন চা বাগানের সংখ্যা কত ?

২। এই বাগানগুলিতে নিযুক্ত নিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

৩। বিগত এক বৎসরে (১৯৮৫ ইং সনে) শ্রমিকদের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে কয়টি চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মোট চা বাগানের সংখ্যা হচ্ছে ৫৪ টি। এর মধ্যে ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন ৩২ টি, শ্রমিক সমবায় পরিচালিত ১০ টি, এবং ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম ২ টি।

২। মোট ৫, ৯৭৯ জন।

৩। মজুরীর প্রশ্নে ১৩ টি চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ-এর ঘটনা ঘটেছিল।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ৫,৯৭৯ জন শ্রমিক চা বাগানে কাজ করছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি না যে, বিভিন্ন চা বাগানে শ্রমিকদের যেখানে নিয়মিতকরন করার কথা সেখানে তাদের নিয়মিত করলে অনেক দায় দায়িত্ব এসে পড়বে, তাই বাগানের মালিকরা সেই সকল শ্রমিকদের নিয়মিত না করে তাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। কাজেই এই সকল শ্রমিকদের যাতে নিয়মিতকরন করা হয় তার জন্য বেসরকারী বাগানের মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, বে-সরকারী মালিকানাধীন যে সকল চা বাগান রয়েছে তারা আজকে অনেক অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন। যারা কাজ করতে চায় তারাও রীতিমত কাজ পাচ্ছেন না। এই রুগ্ন বাগানগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, শ্রমিকদের জীবিকা কিভাবে মেইনটেন করা যায়, সামগ্রিকভাবে এই চা শিল্প ত্রিপুরাতে যেভাবে দিন দিন রুগ্ন হয়ে পড়ছে তাতে এই রুগ্ন বাগানগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত কয়েক মাস ধরে বে-সরকারী চা বাগানগুলিতে মালিকরা শ্রমিকদের জন্য যে তাদের অনেক দায় দায়িত্ব রয়েছে সেগুলি পালন করছেন না, ফলে সরকার প্রচুর অর্থ খরচ করে সেখানে এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি,-এর কাজ চালু রেখেছেন। সেই ক্ষেত্রে মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এর মধ্যে এই চা বাগানগুলি অধিগ্রহন করবার জন্য বিল এনেছি এবং এই বিলটিকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে উনার অনুমোদনের জন্য। কাজেই আমরা চেষ্টা করছি কি করা যায় এই রুগ্ন বাগানগুলির জন্য।

সৈয়দ বসিত আলি :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এইখানে যে সকল বে-সরকারী চা বাগানের কথা বললেন সে বাগানগুলির মালিকরা সেই ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা যেমন শ্রমিকদের উপর শোষণ চালাত ঠিক তেমনি এই চা বাগানের মালিকরাও মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতি ত্রিপুরার ৪২ টি চা বাগানের শ্রমিকদের উপর শোষন চালিয়ে তারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। ত্রিপুরার জনগনের স্বার্থে এই চা বাগানগুলিকে অধিগ্রহন করে ত্রিপুরার নিজস্ব একটা আয়ের পথ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, আমি তো আগেও বলেছি যে, এই সব ব্যাপারে সরকার চিন্তা করছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা। (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৫৪।

ASSEMBLY HROCEEDING (21st March, 1986)

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান ১৫৪।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অধীন কলাগাছিয়া ও মধু চৌধুরী বাজারের শেড্ তৈরীর জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ তৈয়ারী করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারন ?

উত্তর

১। আপাতত নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা,

৩। সীমিত আর্থিক বরাদ্ধ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টরী, স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বা বিবেচনা করে দেখবেন কি না যে, এই যে মধু চৌধুরী বাজার এটা এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে পড়েছে। এখানে বাজারে শেড না থাকায় হঠাৎ করে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলে সেখানকার ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হন। কাজেই এই বাজারে শেড্ নির্মানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু বিবেচনা করে দেখবেন কি না ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মোহনপুর ব্লকের এলাকায় ১৫ টি বাজারের শেড নির্মানের জন্য আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম। এই ১৫ টি বাজারে শেড নির্মানের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এর পর আবার যখন পরিকল্পনা নেওয়া হবে তখন আমরা এই মধু চৌধুরী বাজারটিতেও শেড নির্মানের জন্য ব্যবস্থা নেব।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে যে কয়টি বাজারে শেড নির্মানের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেসব বাজারে শেড্ নির্মানের জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— এটা এখানে সাপ্লিমেণ্টারী হতে পারে না।

শ্রী হরিচরন সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই মোহনপুর ব্লকে যতগুলি বাজারে শেড নির্মানের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সে সবগুলিতে কতটিতে শেড নির্মান করা হয়েছে এবং কতটি বাকি আছে।

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— এটাও সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন হতে পারে না।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় মহোদয় জানাবেন কিনা যে, আমাদের ১৯৮৬-৮৭ সনের যে বাজেট, সেই বাজেট থেকে অন্ততঃ ট্রাইবেলদের রক্ষা করার জন্য এ অঞ্চলে একটা বাজারের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, মোহনপুর থেকে সেই বাজারের দূরত্ব হচ্ছে ১০ কিলোমিটার। যারা বাজারে আসে তাদের খুব দুর্গতি হয় এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও দুর্গতি হয় এবং তাদের মাল নষ্ট হয়ে যায়। পথের মধ্যে কোন বাড়ীঘরও নেই। কাজেই অন্ততঃ এ, ডি, সি, এর এরিয়াতে ট্রাইবেলদের রক্ষার জন্য সেই বাজারের কথা বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইচ্ছা করলেই এই ধরণের বাজারের উন্নয়নের কাজে আমরা হাত দিতে পারি না। প্রথমতঃ যে এলাকায় বাজারটা আছে সেটা জোত এলাকায় কিনা দেখতে হবে। জোত এলাকায় থাকলে আমরা সেটাকে সংগে সংগে নিতে পারি না। মাননীয় সদস্য যে বাজারের প্রস্তাব রেখেছেন সেটা যদি খাস এলাকায় হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেটা বিবেচনা করে দেখব।

মি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী। (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রী কাশীরাম রিয়াং (অনুপস্থিত)। মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪।

প্রশ্ন

১। পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত জোলাইবাড়ী, ফুলবাড়ী ও কুর্তি রাজনগর বাজারে শেড তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারে আছে কি না ?

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। কুর্তি বাজারে ইতিপূর্বে ১টি শেড তৈরী করা হইয়াছে। উপরোক্ত কুর্তি ও ফুলবাড়ী বাজার দুইটিতে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তায় উন্নয়নের জন্য চলতি আর্থিক বছরে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেল আগামী বৎসরে এই বাজার দুইটিতে শেড তৈরী করা যাইতে পারে।

জোলাইবাড়ী, প্রেমতলা, ও রাজনগর বাজারে শেড তৈরী করার পরিকল্পনা আপাতত নাই।

২। প্রেমতলা রাজনগর বাজার দুইটি জোত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন পর্য্যন্ত উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব নাই।

জুলাইবাড়ী নামে কোন বাজার কৃষি বিভাগের বাজার তালিকায় নাই। তবে এই বাজার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৪।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন; এবং

২। রাজ্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ উন্নত করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। থাকলে উক্ত ব্যাপারে কতজন বৈজ্ঞানিক অংশ গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

১। রাজ্যের বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান বিস্তারের জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে—

ক) রাজ্যের বিজ্ঞানী ও কারিগরীবিদ্ ও বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞান গবেষণার আর্থিক সাহায্য দান।

খ) বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের সর্বস্তরে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা।

গ) রাজ্যে একটি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন করা

ঘ) রাজ্যের পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা ও রূপায়ন করা।

ঙ) গ্রামীন প্রযুক্তির বিকাশ সাধন করা।

চ) রাজ্যে বিকল্প শক্তির ব্যাপক ব্যাবহার করা।

QUESTIONS & ANSWERS

২। হ্যাঁ।

৩। সরকারের এই উদ্যোগের সহিত রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫ জন বিজ্ঞানী ও কারিগরীবিদ্ জড়িত আছেন।

শ্রী নকুল দাস :— রাজ্যের কতজন বৈজ্ঞানিক এই পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন এবং কোন্ কোন্ কাজেয় জন্য এই আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে এবং পরিবেশ উন্নত করার জন্য এ পর্যন্ত কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—১৯৮৫-৮৬ সনে রাজ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ১৬টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো রাজ্যে কম খরচে বাসস্থান প্রকল্প এবং পরিচালক হচ্ছে রাজ্যের আবাসন পর্ষদ অর্থাৎ হাউসিং বোর্ড। ২ নং হচ্ছে রাজ্যে অত্যধিক হাঁপানি এবং শিশুরোগের-এর কারণ নির্ণয় এবং নিরাময় প্রকল্প। পরিচালক রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞগণ। ৩ নং—রাজ্যে কম খরচে বৈদ্যুতিক লাইন প্রকল্প। পরিচালক ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। ৪ নং—হচ্ছে রাজ্যের জন্য গ্রামীণ প্রযুক্তির বিকাশ, বাঁশের পাইপ কাজে লাগানো এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহ ইত্যাদি। পরিচালক ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরের বিজ্ঞাণীগণ। ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্যে মোটামুটি ভাবে এই ধরণের ১৬টি প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি যার সংগে রাজ্যের ২৫ জনের মত বিজ্ঞাণী এবং ইঞ্জিনিয়ার যুক্ত আছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭১।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট পান চাষীর সংখ্যা কত ?

২। রাজ্যের মোট কত পরিমাণ জায়গায় পান চাষ করা হয়ে থাকে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। পান চাষীদের জন্য রাজ্য সরকার কি কি সাহায্য করে থাকেন ?

উত্তর

১। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই রাজ্যে পানচাষীর সংখ্যা ১২৮৬ জন।

২। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের পান চাষের পরিমাণ ছিল ১৬৪.৮০ হেক্টার।

বিভাগ (কৃষি মহকুমা)	জমির পরিমাণ
পানিসাগর	২২.০০
কাঞ্চনপুর	২২.২০
কুমারঘাট	২৮.০০
ছাওমনু	৪.০০
সালেমা	৮.০০
খোয়াই	০.১০
তেলিয়ামুড়া	১০.২০
জিরানিয়া	৪.০০
মোহনপুর	৩.০০
বিশালগড়	৮.০০
মেলাঘর	৫.০০
মাতাবাড়ি	১০.০০
অমরপুর	২.০০
গণ্ডাছড়া	৩.০০
বগাফা	৫.৩০
রাজনগর	২৪.৫০
সাতচাঁদ	৬.৫০

মোট = ১৬৪.৮০ হেক্টার

QUESTIONS & ANSWERS

৩। মিনিকিট প্রোগ্রামের মারফৎ পান চাষীদের বিনা মূল্যে পানের চারা সরবরাহ করা হয়।

খ) প্রদর্শণী ক্ষেতের মাধ্যমে উন্নত প্রণালীর পান চাষ ব্যবস্থা প্রদর্শন করার মত পরিকল্পনা চালু আছে। .এই পরিকল্পনায় বিনামূল্যে পানের চারা, সার. ইত্যাদি ও বরোজ কাঠামোর জন্য অধিক ৫০০ টাকা দেওয়া হইয়া. থাকে (প্রতি প্রদর্শণীর জন্য)।

গ) ব্যাঙ্ক হইতে সহজ স্বর্তে পান চাষের জন্য ঋণদান এবং তৎসঙ্গে সরকারী ভর্তুকী দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এই ভর্তুকীর হার ক্ষুদ্রচাষী. প্রানতিক চাষী এবং ক্ষুদ্র উপজাতি চাষীদের জন্য যথাক্রমে ২৫, ৩৩'৭৫ ও ৫০ শতাংশ এই ভর্তুকীর পরিমাণ প্রতি চাষীর জন্য অনধিক ৩০০০ টাকা।

ঘ) পান চাষের জন্য গঠিত সমবায় সমিতিকে পরিচালন সংক্রান্ত খরচ ও শেয়ার ক্রয়ের জন্য অনুদান দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন ও উত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহিন প্রশ্নগুলির উত্তব পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদযদের অনুরোধ করছি (ANNEXUROS— "A" & "B")।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার. স্যার, আমি এই জিরো আওয়ারে একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— জিরো আওয়াবটাই তো রেফারিন্স পিরিয়ড. আপনার নোটিশ কোথায়? নোটিশ দিন।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— স্যাব, এটা তো একটা সামান্য বিষয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে. এ. ডি. সির হেড কোয়ার্টার এ, ডি. সি. এরিয়াতেই হবে, এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে. কিন্তু আমরা দেখছি যে সুভাষ মজুমদার বলে একজন কনক্টাটরকে আগরতলায় এ ডি. সির হেড-কোয়াটার কনষ্ট্রাকশনের জন্য ২/৩/৮৬ ইং তারিখে ৬৪ লক্ষ টাকারও বেশী একটা কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাই?

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য. এই ব্যাপারটা তো আপনি যখন বাজেট নিয়ে আলোচনা করবেন, তখনও উল্লেখ করতে পারেন?

ASSEMBLY PROCEEDING (21st March, 1986)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যদি এই সম্পর্কে নোটিশ দেন, তাহলে আমরা নিশ্চয় সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার :—আমি, আজকে মাননীয় সদস্য, শ্রী নকুল দাস মহোদয়ের কাছ থেকে উল্লেখ্য পূর্ব্বের একটি নোটিশ পেয়েছি। তাঁর নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুযায়ী নোটিশে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন, মাননীয় সদস্য, শ্রী নকুল দাস মহোদয়কে তাঁর নোটিশে উল্লেখিত বিষয়বস্তু সভার সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার নোটিশে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি হল-সম্প্রিত অমরপুর মহকুমার ডম্বুর নগর ব্লক এলাকা হতে কিছু রিয়াং পরিবার আসামে চলে যাওয়া সম্পর্কে।

মি: স্পীকার :— আমি, এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি বিবৃতি দিতে অপ্রস্তুত থাকেন তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন এবং কবে কখন তিনি তাঁর বিবৃতি দিবেন, আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অমি আগামী ২৭শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৭শে মার্চ তারিখে এই বিষয়ের তাঁর বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছেন।

এখন ১৯-৩-৮৬ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য, শ্রী ধীরেন্দ্র দেব নাথ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে বর্নিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুটি হল — ' সদর উত্তরাঞ্চল সিমনা হইতে আগরতলা এবং আগরতলা হইতে সিমনাগামী বাসের সংখ্যারস্বল্পতা হেতু বাসযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ সম্পর্কে।

আমি, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

CALLING ATTENTION

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার —মি: স্পীকার, স্যার, আগরতলা-সিমনা রোডে বর্তমানে ১৫টি বাসের মধ্যে ১৪টি বাস প্রতিদিন ২ বার করে যাতায়াত করে থাকে। একটি বাসের মেরামতি কাজ চলছে, এবং মেরামতি কাজ শেষ হয়ে গেলে, সেটিও এ রোডে যাতায়াত করবে। এছাড়া ৫টি সার্ভিস এস্‌রাই-ছেছুরিয়া ৫ বার যায়, ৫ বার আসে। আগরতলা হইতে সিমনা ডাইভর্শান রোড হয়ে সিমনা পর্যন্ত রোডে ৩টি টাটা ৮০৭ মডেলের বাস কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ হিসাবে চালাবার জন্য প্রার্থীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ বর্তমানে এস, টির বিবেচনাধীন আছে। একটি সার্ভে টীম, আগরতলা-সিমনা রুটের সার্ভের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া গেলে, উক্ত রুটে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিবেচনা করা করা হবে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে উক্ত রুটে আরও দুইটি অতিরিক্ত বাস পার্মিট দেওয়ার জন্য মোটর ভিহিকাল্‌স আইনের ৪৭ নং ধার অনুসারে প্রাপ্ত আপত্তি এস, টি, এ, কর্তৃক শুনানী হয়ে গেছে। এস, টি, এ, যদি আপত্তি অগ্রাহ্য করেন, তাহলে উক্ত রুটে অমনিবাসের পার্মিটএর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হবে।

এখানে আরও উল্লেখ থাকে যে মোহনপুরকে আগরতলা টাউন সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ৭ নং রুটকে মোহনপুর পর্যান্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদালতে মামলা করার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ নং রুটের বাস মোহনপুর পর্য্যন্ত যাতায়ত বন্ধ করে দিতে হয়। আগরতলা-সিমনা রুটেব বাস যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আইনগত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়া সরকার এ রুটে বাসেব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন।

শ্রী দীরেন্দ্র দেবনাথ :— অন এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। স্যাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বল্লেন যে এ রুটে বর্তমানে ১৪টি বাস চালু আছে যেগুলি সিমনা রুট দিয়ে যাতায়াত করে, কিন্তু বড় কাঠাল, চাচু ছেছুরিয়া ও কলকলিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকেও বহু দিন-মজুর প্রতিদিন কাজের জন্য আগরতলা শহরে যাতায়াত করে, এমন কি আগরতলা থেকে বহু কর্মচারিকে ঐ সিমনা মোহনপুরের দিকে এবং মোহনপুর থেকে বহু কর্মচারীকে প্রতিদিনই আগবতলায় যাতায়াত করতে হয়। এই অবস্থায় বাসের যে সংখ্যা তা যাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম অন্যদিকে পুরানো যে সব বাসেব মালিক রয়েছেন, তারা তাদের পুরানোগুলিকে ঐ রুটে রিপ্লেস করার

জন্য সরকারের কাছে অনেক অবেদন নিবেদন করেছেন। কাজেই যাত্রী সাধারনের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ঐ পুরানো বাস মালিকদের বাসগুলিকে এই রুটে চালানোর জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অনুমতি দিবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এসব ব্যাপারটাই এস. টি. দেখে থাকেন। পুরানো বাস মালিকদের বাসগুলি আবার রিপ্লেস করা যাবে কিনা অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা. তার সবটাই এস. টি. এ. বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রী হরিচরণ সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এক সময়ে আগরতলা থেকে মোহনপুর পর্যন্ত টি, আর, টি, সির সার্ভিস চালু ছিল এবং সেজন্য বেশ কিছু পরিমান জায়গাও মোহনপুর এলাকার বাসিন্দারা টি, আর, টি, সি.কে দিয়েছিল। কাজেই এই রুটে আবার টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার. টি, আর, টি, সির বাস সার্ভিস কোন কালে সেখানে চালু ছিল কিনা, তা আমার জানা নাই। ৭ নং রুটের বাসকে মোহনপুর পর্যন্ত এ্যাক্সটেণ্ড করা হয়েছিল. এটা আমার জানা আছে। এটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে মোহনপুরের বাসিন্দারা টি, আর, টি, সিকে যে জায়গাটা দিয়েছিল, সেটার বর্তমান দাম ২ থেকে ৩ লাখ টাকা। কাজেই যে কাজের জন্য এই জায়গাটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে যারা এই জায়গটা টি, আর, টি, সিকে দিয়েছিল, সেটা তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার. আমি বলেছি যে খবর নিয়ে দেখব।

মি: স্পীকার — আমি মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী মোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল "গত ১৪ই মার্চ ১৯৮৬ ইং ফটিকরায় থানা এলাকায় কাঞ্চনছড়া গ্রামে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিভাগীয় সদস্য গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য কমঃ গজেন্দ্র ত্রিপুরাকে খুন করার উদ্দেশ্যে কতিপয় দুষ্কৃতকারী বাড়ীতে হানা দেয়. কমঃ ত্রিপুরাকে না পেয়ে তার বাবা ও স্ত্রীকে মারধর করা এবং টাকা পয়সা নেওয়া ও গ্রামে অন্যান্যদেরও ভয়ভীতি প্রদান করা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সিংহ মহোদয় কর্তৃক আনীত

CALLING ATTENTION

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি আগামী ২৭শে মার্চ ১৯৮৬ ইং হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭শে মার্চ, ১৯৮৬ ইং এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"অম্পি এলাকার হালুয়াবাড়ীতে ৩১শে জানুয়ারী, শম্ভু মানিক রূপিনীকে হত্যা, তৈদুঢেপা গাঁওসভার বাসুরাই পাড়ায় ৭ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র কলইকে হত্যা এবং তৈদু গাঁও পঞ্চায়েতের রূপাংক্ষয়া গ্রামে সি পি আই (এম.) পঞ্চায়েত সদস্য ময়ালমুক্ত কাইপেং সহ তিনজনকে হত্যা ও অপর চারজনকে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরো করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই নোটিশের উপর আমি আগামী ২৭শে মার্চ ১৯৮৬ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এই নোটিশটির উপর আগামী ২৭শে মার্চ ১৯৮৬ ইং বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "গত ১৬-২-৮৬ ইং দুপুরে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে উদয়পুর মহকুমার গর্জি বাজার ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—গত ১৬-২-৮৬ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১-৩০ মিঃ এর সময় উদয়পুর মহকুমাস্থিত রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গর্জি বাজারে অবস্থিত একটি পাট গোদাম এবং শ্রী সমর বিশ্বাসের চালের কলে হঠাৎ কোন কারণে আগুন লাগে ফলে বাজারে অবস্থিত ২১১টি দোকানঘর, পার্শ্ববর্ত্তী ৩৪টি বসত বাড়ী, ১টি ল্যাম্পস্ অফিস, ৫টি কৃষি দপ্তর, পূর্ত্ত দপ্তর এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অফিস সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। গর্জি উদয়পুর হতে অনুমান ১৫ কিঃ মিঃ দূরে। আগুন লাগার সংবাদ উদয়পুর বিভাগীয় দমকল অফিসে পৌঁছিলে উদয়পুর হতে ২টি ফায়ার ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা আগুন নিভাতে থাকে। অপর দিকে শান্তির বাজার হতে আরও একটি ফায়ার ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিভাতে সাহায্য করে। অগ্নিকাণ্ড দুর্ঘটনাজনিত কারনেই ঘটিত হইয়াছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগুন আয়ত্বে আনতে দমকল বাহিনীর কর্মীরা এবং স্থানীয় জনসাধারনকে যথেষ্ট চেষ্টা চালাতে হয়। আগুন নিভাবার সময় এই অগ্নি-কাণ্ডজনিত কারনে দমকল বাহিনীর ১ জন এবং স্থানীয় জনসাধারনের মধ্যে ৭ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের গত ১৬/২/৮৬ ইং তারিখেই উদয়পুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঐ দিনই হাসপাতাল হতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং আরও একজনকে গত ১৮, ২ ৮৬ ইং তারিখে ছেড়ে দেওয়া হয়

এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ১৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদিগকে তাৎক্ষনিক সাহায্য হিসাবে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া তিন দিন লাগাতর শুকনো খাদ্য দেওয়া হয়। শুকনো খাবার জন্য ৬৬৬ টাকা এবং তাৎক্ষনিক সাহায্য হিসাবে ৫৫০ টাকা খরচ করা হয়। ১৬ রোল পলিথিন সীট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদিগকে অস্থায়ী বাসস্থান নির্মানের জন্য দেয়া হয়। তাছাড়া ৩৬টি ধুতি, ৩৫ শাড়ী, ৬৪টি কম্বল এবং ৬২টি গেঞ্জি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের মধ্যে বিতরন করা হয়। ৩৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে গৃহস্থালী বাসনপত্র ক্রয় করার জন্য ১,৬৭৫ টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের বই পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করা বাবদ ২'২৫০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। তাছাড়া তৎকালীন সাহায্য বাবত ১৪০টি দোকানের মালিক প্রত্যেককে ৩০০ টাকা করিয়া ও ২৭১টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া তাহাদের ব্যবসা পুনরায় চালু করার

CALLING ATTENTION

জন্য দেওয়া হয়। ইহাছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থ দোকান মালিকেরা তাদের ব্যবসা পুনরায় চালু করিতে পারে তার জন্য যাহাতে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া হতে স্বল্প মেয়াদী ঋণ পাইতে পারে তার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীর মালিকরাও যাহাতে তাদের বাড়ী ঘর পুনরনির্মান করতে পারে তার জন্য মাতাবাড়ী বি, ডি, ও র নিকট এস, আর; ই; পি; স্কীমে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রকৃত তথ্য জানার জন্য পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য রসিরাম দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনিত নিমনাক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপরবিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "গত ৭ই ফেব্রুয়ারী জিরানীয়া থানা অন্তর্গত নোয়াবাদী বাজারে উগ্রপন্থীর আক্রমনও শ্রী শংকর সাহা গুলিবিদ্ধ হইয়া পরে হাসপাতালে মারা যাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, গত ৭,২ ৮৬ ইং তারিখ রাত অনুমান ৮.৩০ মিঃ এর সময় ৭/৮ জন পাহাড়ী যুবক (বয়স অনুমান ২৫/৩০ বছর) খাকি পোষাক পরিহিত আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জিরানীয়া থানার অন্তর্গত নোয়াবাদী বাজারের ব্যবসায়ী শ্রী শংকর সাহা, শ্রী অধির ঘোষ, শ্রী কানু দেব এর দোকানে হামলা চালায় এবং বলপূর্বক লুঠ করে নগদ টাকা ও কাপড় নিয়ে যায় যাহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ হাজার টাকা। হামলাকারী দুষ্কৃতকারীগণ (১) শ্রী শংকর সাহা, পিতা শ্রী বিপিন সাহা (২) শ্রী সালিম মিঞা, পিতা হারুন মিঞাকে আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা মারাত্মক ভাবে রক্তাক্ত জখম করে এবং শ্রী অধীর ঘোষ পিতা শ্রী নরেশ ঘোষকে লাঠির দ্বারা আঘাত করে জখম করে। উপরোক্ত তিন জন আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য জিরানীয়া সরকারী হাসপাতালে আনা হলে সেখান থেকে শ্রী শংকর সাহা ও শ্রী সালিম মিঞা আঘাত গুরুতর বিধায় আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে গত ৭ ২, ৮৬ ইং তারিখেই প্রেরণ করা হয়। শ্রী অধীর ঘোষকেও গত ৮, ২, ৮৬ ইং তারিখে চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়

উক্ত ঘটনাটি জিরানীয়া থানা অন্তর্গত নোয়াবাদী সাকিনের মৃত প্রকাশ চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীরূপচান দাসের অভিযোগমূলে জিরাণীয়া থানায় গত ৭, ২. ৮৬ ইং তারিখ রাত ১০-৩০ মিঃ এর সময় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬/৩৯৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪ (২) ৮৬ নথিভুক্ত করা হয় তদন্তকালে জানা যায় যে উক্ত ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত শ্রীশংকর সাহা তাহার এই আঘাতজনিত কারণে গত ২১-৩ ৮৬ ইং তারিখ জি বি. হাসপাতালে মারা যান অপর আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় শ্রীসালিম মিঞা এবং অধীর শ্রী ঘোষ চিকিৎসান্তে বাড়ী ফিরে আসেন তদন্তকালে পুলিশ দুষ্কৃতকারীদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত কিছু কাপড় যার আনুমানিক মূল্য ৫০০ শত টাকা ঘটনাস্থলের নিকট হইতে উদ্ধার করে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ গত ৯-২ ৮৬ ইং তারিখে নিম্নলিখিত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং ১০-২ ৮৬ ইং তারিখ মাননীয় সদর আদালতে প্রেরণ করেন ১) শ্রীলালমানিক রূপিনী পিতা মৃত লক্ষী নারায়ণ রূপিনী সাং বেড়িয়াছড়া, শ্রীপানছি মানিক রূপিনী. পিতা শ্রীএনাএক রূপিনী, সাং বেড়িয়াছড়া থানা জিরাণীয়া। উপরোকত গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিগণ মাননীয় আদালত হইতে গত ১৪-৩ ৮৬ ইং তারিখ হইতে ২৫-৩-৮৬ ইং তারিখ পর্য্যন্ত অন্তবর্তী কালীন জামিনে মুক্ত আছে। বর্তমানে ঘটনাটির তদন্তের ভার রাজ্য সি আই, ডি, বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। নিহত শংকর সাহার পরিবারকে ৫০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য ও তাহার ভাইকে সরকারী চাকুরী প্রদান করা হয়েছে

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার এ দিন সন্ধ্যা অনুমান সাড়ে আটটার সময় নোয়াবাদীতে যখন উগ্রপন্থীদের আক্রমণ হয় যখন তখন আশপাশের গ্রামের সমস্ত বাংগালী একত্র হয়েছিল উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য। নোয়াবাদী গ্রামের পাশের যে ট্রাইবেল পাড়া আছে যারা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি করে তারা উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসেনি। এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এটা আমার জানা নেই।

GOVERNMENT BILL.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল. ১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮৬) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্য মহোদয়কে মনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No 3) Bill, 1986 (Tripura Bill o 4 of 1986) be taken into consideration

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল— "দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল, ১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮৬) বিবেচনা করা হউক।"

(তারপব বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(তারপর ধারাগুলি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার — আমি এখন বিলের অনুসূচিটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক"

(তারপর অনুসূচিটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং অনুসূচিটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল— দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল. ১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮৬) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

ASSEMBLY PROCEEDINGS (21 March, 1986)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মি: স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে— দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল, ১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮৬) পাশ করা হউক।
মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি হল— " দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩ বিল, ১৯৮৬ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮৬) পাশ করা হউক। "

(বিলটি ধ্বনি ভোটে দিলে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

GENEREL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদেব বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা সুরু হওয়ার আগে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। এই প্রসংগে জানাতে চাই যে বিজিনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই আলোচনা চলবে ২১/২২/২৪ তারিখ পর্য্যন্ত। মোট সময় আছে আমাদের হাতে ৫৯০ মিনিট। এর মধ্যে কংগ্রেস (ই) পাবে ১১২ মিঃ; টি; ইউ: জে; এস, পাবে ৬১ মিনিট; ইনডিপেনডেন্ট পাবে ৩১ মিনিট এবং সি; পি; আই (এম) পাবে ৩৮৪ মিনিট। আমি এখন মাননীয় সদস্য আশোকবাবুকে আলোচনা সুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মাননীর স্পীকার স্যার, ১৯৮৬ ৪৪ সনের যে বাজেট এই সভায় পেশ করা হযেছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য সুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন ৩৭১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে রাখতে চাই যে ত্রিপুরার প্রয়োজনে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নয়নে আজকে অর্থের দরকার, অর্থ আমাদের চাই কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থ দিয়েছেন। আমরা বিগত ৮ বছরে

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

বামফ্রন্ট সরকারের পারফরমেনস. কি করেছে সেই সম্পর্কে আমরা যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখি যে প্রতিটি বাজেট মানুষের মনে হতাশার সৃষ্টি করেছে। দরিদ্রকে করেছে আরও দরিদ্রতর। বামফ্রন্ট মন্ত্রীরা তো বলেন যে তারা ত্রিপুরাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বানিয়েছেন কিন্তু ১৯৭৭ সনে এই রাজ্যে যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করতো তাদের পার্চেন্টেজ হল ৬০ শতাংশ আর আজ বামফ্রন্ট সরকারের কল্যাণে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩ পার্চেন্ট। এবং অর্ডারের দিক থেকে ত্রিপুরাকে তারা এমন পর্য্যায়ে নিয়ে গেছেন যে বাইরের আর কোন রাজ্যের সংগে এর তুলনা হয় না। কালকে তো একজন মন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরা আর ওয়েষ্টবেংগলই একমাত্র সরকার যেখানে শান্তি শৃঙ্খলা আছে। সত্যি কথা? এখানে Crime এর রাজত্ব চলছে। এখানে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস চলছে, সন্ত্রাস-বাদ চলছে যা পাঞ্জাবকে ছাড়িয়ে গেছে। ষ্ট্যাটিসটিকস্ দিয়ে বলছি স্যার. আমার কাছে অফিসিয়াল ফাইল আছে। তাতে দেখা যায়, Criminal activities এ ত্রিপুরা এক নম্বর সারা ভারতে, মিঃ স্পীকার স্যার, আমি নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওনের কথা বলছি। এটা স্যার. সরকারী হিসাব। ১৯৮২ সনে ত্রিপুরায় চুরি হয়েছে. ১২৬৫ টি. ডাকাতি ১৯৮টি খুন ১৯২টি। অন্যান্য অপরাধের কথা আমি বাদ দিয়েছি স্যার. মনিপুরও একটি ডিষ্টার্বড এলাকা। একটা ক্রিমিন্যাল প্রেস। সেখানেও স্যার, একটি ভয়াবহ অবস্থা চলছে। কিন্তু তা সত্বেও সেখানকার সরকার আইন শৃঙ্খলাকে কি ভাবে কন্ট্রোলে রাখছে তার হিসাব দেখলেই বুঝতে পারবেন। ১৯৮১ সনে মনিপুরে ৬২৪টি চুরি হয়েছে. ৩১টি ডাকাতি হয়েছে ৮৩টি খুন হয়েছে। মেঘালয়ে ঘটেছে ৫২০টি চুরি. ৩৮টি ডাকাতি ৬৮টি খুন। স্যার ৩৭ থেকে ৪০ বছর ধরে সেখানকার একটি অরগানাইজেশান বিদেশী শক্তির সাহায্য পুষ্ট হয়ে নাগাল্যাণ্ডকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তা সত্বেও সেখানে ১৯৮১ সনে চুরি হয়েছে ৪২৯টি, ডাকাতি ১২টি. খুন ১৮টি, অরুনাচলে ১৯৮২ সনে চুরি হয়েছে ১০৪টি ডাকাতি ৯টি. খুন ২৯। সিকিমে চুরি হয়েছে সেই ১৯৮২ সনে ৮৪টি. ডাকাতি ৩টি. খুন ১৩টি স্যার যে পাঞ্জাব নিয়ে এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা অনেক কিছুই এখানে বলে থাকেন। ত্রিপুরার অপরাধমূলক কার্য্যকলাপের জবাব না দিয়ে বলেন পাঞ্জাবে কি হচ্ছে? আর ত্রিপুরায় কি হচ্ছে তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন। সেই পাঞ্জাবে যেখানে লোক সংখ্যা আড়াই কোটির উপর সেখানে ১৯৮২ সনে চুরি হয়েছে ১০৯৮টি,

ডাকাতি ১টি, আর ৩৫১টি খুন ১৯৮৩ সনে ত্রিপুরায় হয়েছে, ১৪০৬টি চুরি, ২২১টি ডাকাতি, খুন ১২৫টি। ১৯৮৪ সনে ত্রিপুরায় চুরি হয়েছে, ১৩৪০. ডাকাতি ২৮৩, খুন ১১৮টি সেই সময় মনিপুরে হয়েছে, ৫৪১টি চুরি ৩৪টি ডাকাতি, ৫৬টি খুন। ১৯৮৪ সালে মনিপুরে ৫২২টি চুরি, ৮টী ডাকাতি. ৬০টী খুন হয়েছে।

মেঘালয়ে ১৯৮৩ সনে ৪৬০টি চুরি, ৩১টি ডাকাতি, ৭টি খুন হয়েছে। আর ১৯৮৪ সনে চুরি হয়েছে, ৪৮১. ২৪টি ডাকাতি ও ৫৭টি খুন। অরুনাচলে ১৯৮৩ সালে ২৪৩টি চুরি, ৭টি ডাকাতি ও ৩৪টি খুন হয়েছে। ১৯৮৪ সনে সেই অরুনাচলেই হয়েছে চুরি-১৮৯টি, ১১টি ডাকাতি ও ২৭টি খুন। সিকিমে চুরি হয়েছে ১৯৮৩ সনে-৮৬টি; ডাকাতি ৩টি ও খুন ৭টি। ১৯৮৪ সনে সিকিমে চুরি হয়েছে ১১৩টি, ডাকাতি ১ টি ও খুন ৩ টি। স্যার, ১৯৮৩ সনে পাঞ্জাবে চুরি হয়েছে ১৬৯০ ডাকাতি ৬ ও খুন ৪৭০টি পাঞ্জাবেই ১৯৮৪ সনে চুরি হয়েছে ১২৪৭ টি, ৮ টি ডাকাতি এবং ৬২১টি খুন। এটা স্যার, আমি ষ্ট্যাটিসটিকস্ দিয়ে বলছি। স্যার, আজকে যে কথা আমরা শুনছি মন্ত্রী মহাশয়রা তাঁদের ভাষণে রাখছেন, বামফ্রন্টের সদস্যরা তাঁদের ভাষণে রাখছেন যে ত্রিপুরার মত রাজ্য হয় না এটা সত্যি কথাই। কেন না; সমস্ত ভারতে এক নম্বর হয়েছে ত্রিপুরা ক্রাইমে। ৩৭১ কোটি, ৩৭২ কোটি টাকা কেন, আজকে ৫৭২ কোটি টাকা খরচে করলেও ত্রিপুরার উন্নয়ন হবে না। ত্রিপুরার উন্নয়ন বামফ্রন্ট সরকার চায় না। উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে সর্ব প্রথম দরকার, রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা স্যার আজকে এখানে প্রজেক্ট করতে দিন দেখা যাবে আইন শৃঙ্খলার অভাবে প্রজেক্ট হবে না টাকাটাই নষ্ট হবে। রাস্তা-ঘাট করতে চাইলে হবে না বাধা আসে সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে যেমন ওদের কাছ থেকে (CPM দের দেখিবে) বাধা আসতো ১৯৫০ সনে। ১৯৫০ সনে মোটরষ্ট্যাণ্ড বি, ও, সি, এর বাইরে প্রশাসন ছিল না। নৃপেনবাবু, দশরথবাবু সেখানে প্রশাসন চালাতেন। তারা বিচার করতেন, জেল দিতেন, খুন করতেন, খাজনা আদায় করতেন। এখন তাঁরা করেন না. তাঁদের নাতী (উগ্রপন্থী) করে।

(ভয়েস ফ্রম মুখ্যমন্ত্রী :— আমাদের নাতী আপনার ভাই।)

স্যার, গত ৮ বছরের বাজেটে আইন শৃঙ্খলার জন্য যে ব্যয় করা হয়েছে সেটা আমি এখানে উপস্থিত করছি।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

(ভয়েস ফ্রম মুখ্যমন্ত্রী :— মিসিং)

পাওয়া যাবে। স্যার, আমার ভাষণ শেষ হওয়ার আগে আমি সেই রেকর্ড আপনার কাছে দেব। ১৯৭৭ সনে যে পুলিশ বাজেট সেখানে ছিল ২ কোটি কয়েক লাখ টাকা। আজকে সেই পুলিশ বাজেট দাঁড়িয়েছে ২১ কোটি ৬ লাখ ৯৯ হাজার টাকায়। আজকে ক্রাইম দমনের জন্য পয়সার কোন অভাব হচ্ছে না, অভাব হচ্ছে সদিচ্ছার। কারনটা হচ্ছে দলবাজী। অবজেকটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের সাহায্য নিয়ে যে কোন প্রকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা, তাই তাদের পোষা হচ্ছে। আপনারা কিছু দিন আগে শহরে দোকান ভাঙ্গা গড়ার অভিযান চালিয়েছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম শহর যদি সুন্দর হয় তাহলে শহরবাসীদের উপকার হবে এবং আমরা সেই অভিযানে সহায়তা করেছিলাম। উনাদের মত আমরা "জিন্দাবাদ, মুর্দাবাদ, "শ্লোগান" দেই নি। কিন্তু কংগ্রেসরা যদি এই কাজ করত তাহলে উনারা 'জিন্দাবাদ, মুর্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতেন। কিন্তু আমরা তা করিনি শহরবাসীদের যাতে সুবিধা হয়, একসিডেন্ট কম হয় সেগুলিই আমরা দেখেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিম্মত আছে আগরতলা শহরকে গুণ্ডামুক্ত করতে? মুখ্যমন্ত্রী পারবেন না। আমরা সহায়তা করলে, উনি রাজী আছেন কিনা শহরকে গুণ্ডামুক্ত করতে? করবেন না। কারন, উনারাইতো গুণ্ডা পোষেন। আজকে ক্রাইমের সংখ্যা কিভাবে বেড়ে গেছে সেটা আপনারা চিন্তা করে দেখুন। স্যার, আমি আইন শৃংখলার কথা বলতে গিয়ে ১৯৮৫ ইং সালে যে উগ্রপন্থী আক্রমন গুলি সংঘটিত হয়েছিল সেগুলি আমি আপনার সামনে পেশ করতে চাই। এই হিসাবগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ফাইলে ফটোষ্টেট করা কপি। ১৯৮৫ ইং সনে ৩ মাসের মধ্যে যে উগ্রপন্থী অপরাধগুলি সংঘটীত হয়েছিল সেগুলি বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, এগুলি সু-পরিকল্পিত ঘটনা একটা অর্গানাইজড বাহিনী এই কাজগুলি করে যাচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে আমরা বারবার শুনেছি যে ওরা বাংলাদেশ থেকে এসে আক্রমন করে আবার বাংলাদেশে চলে যায়, সুতরাং উনাদের পক্ষে বাংলাদেশের বর্ডার ক্রস করা সম্ভব নয়। এটা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু বর্ডার পেরিয়ে ওরা ভিতরে আসে এবং এসে কোথায় ওরা হাইড আউট করছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তো একটা গোয়েন্দা বাহিনী আছে, একটা প্রশাসন আছে, বি.ডি.ও. অফিস আছে, তহশিল অফিস আছে, ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনেষ্ট্রেশন আছে,

একটা সেক্রেটারিয়েট আছে, তাঁর দল আছে। কাজেই আমরা যে অভিযোগটা বার বার করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃত ভাবে এই রাজ্যে ইনসারজেন্সী জীইয়ে রাখছেন তাঁর দলকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এটা মিথ্যে নয় সেটাই আমি এখন পড়ছি ৩ ৫ ৮৫ ইং সনে নর্থ ত্রিপুরাতে উপ্টাছড়াতে একজনকে হত্যা করা হয়েছে ৪ ৬ ৮৫ ইং সনে সাউথ ত্রিপুরা অম্পি পি এস.-এ একজনকে হত্যা করা হয়েছে ৪ ৬ ৮৫ ইং তারিখে রাইপাশা আমবাসা পি এস., ৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে। ৬ ৬ ৮৫ ইং সনে শিকারী বাড়ীতে আক্রমন হয়েছে। ১১ ৬ ৮৫ ইং সনে একজনকে হত্যা করা হয়েছে অম্পি পি.এস এ ১৯ ৬ ৮৫ ইং সনে তেলিয়ামুড়া অম্পি পি এস. অমরপুর. দুইজনকে হত্যা করা হয়েছে। ৮.১ ৮৫ ইং সনে ৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। ১২.১ ৮৫ ইং সনে ৬ জন নন ট্রাইবেলকে এ্যাটাক করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ৪.১ ৮৫ ইং তারিখে বাতিরমারাবাড়ী. বিরগঞ্জ পি. এস সাউথ ত্রিপুরাতে ৬০০ টাকা রিষ্ট ওয়াচ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ২১.১.৮৫ তারিখে একজনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ৭০০ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯ ১ ৮৫ তারিখে কাঞ্চনপুর, নর্থ ত্রিপুরা. ৩০০ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ২২ ১ ৮৫ তারিখে একজনকে হত্যা করা হয়েছে, তিনি গাঁও সভার মেম্বার ছিলেন বাইগোরা বিলোনীয়া। ৫:২;৮৫ ইং তারিখে মান্দাইয়ের কাছে জিরানীয়ায় ২ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং বিধায়ক রশিরাম দেববর্মার বাড়ী রেড করা হয়েছে। এক তরফা হয়ে যাচ্ছে দেশে. হয়তো তিনি রশিরামবাবুর বাড়ী রেড করিয়ে নেন। তারপর. ৫;২;৮৫ ইং তারিখে জিরানীয়াতে প্রায় ১৫ হাজার টাকা লুঠ করা হয়েছে। ৭:২;৮৫ ইং তারিখে কাকো; পি.এস; বীরগঞ্জ একজন পলিশ পারসোন্যাল নিহত হয়েছেন এবং দুইজন সিভিলিয়ান মারা যান। ১৪;২;৮৪ এই তারিখে বড় কাঁঠালের নিকট সিধাইয়ে একজন সি; আর; পি; এফ ওনডেড হয়েছেন। ২০; ২; ৮৫ ইং তারিখে ফটিকরায়; কাঞ্চনপুর পি, এস; ২ জন সিভিলিয়ান মারা গেছেন। ২১/২২: ১; ৮৫ ইং তারিখে ২ জন ১ জন ডাক্তার এবং অপরজন নাস কে উগ্রপন্থীরা কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় ১. ৩; ৮৫ ইং তারিখে চালিতাছড়া পি; এস; মনু; ১ জন সিভিলিয়ানকে হত্যা করা হয়েছে। ৩. ৩ ৮৫ ইং তারিখে কাঞ্চনপুরে একজন সিভিলিয়ানকে হত্যা করা হয়েছে। ৭. ৩ ৮৫ ইং তারিখে লক্ষনদাসপাড়া টাকারজলা, একজন সাবেওারড এসটিমিষ্ট এর বাড়ী রেড করা হয়েছে। সৌভাগ্য বশতঃ তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

৭,৩,৮৫ ইং তারিখে টাকারজলায় ব্রজমোহন দেববর্মাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ৮,৩.৮৫ ইং তারিখে বেল বাড়ী, জিরানীয়া. একটা প্যাসেঞ্জার বাস ইন্টারসেপটেড হয়েছে এবং প্যাসেঞ্জারদের বেঁধে লুঠ-পাট করা হয়েছে. একজনকে প্রেগনেন্ট ওম্যান এবং একজন ১০ বছরের ছেলে আহত হয়েছে। এই হচ্ছে স্যার ৩ মাসের ঘটনা। বাকীটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই তিন মাসের (মার্চের) পর থেকে আজকে মাচ -এই একবছরের হিসাব সভায় উপস্থিত করেন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। নিহত লোকদের রেইট করা আছে ছাগল গরুর মত ৫০০০ টাকা, নিহত হলে. বামফ্রন্ট তাদের বলে বন্ধ ডাক, প্রতিবাদ কর বন্ধ ডেকে। সরকারটা তো আপনাদের হাতে বন্ধ ডাকতে হয় কেন ? বন্ধ না ডেকে উগ্রপন্থীদের ধরুন। আপনি মুখ্যমন্ত্রী আপনার জানা উচিত যে আমি অশোক ভট্টাচার্য্য আমি উগ্রপন্থীদের সহায়তা করি আমাকে গ্রেপ্তার করুন। আপনার মুখে প্রায়ই শুনি সহায়ক শক্তি. আপনার কাছে যদি কোন প্রমান থাকে তাহলে আপনি তাদের ধরবেন না কেন ? তার মানে হচ্ছে ইউ আর গিল্টি।

(মুখ্যমন্ত্রী—আপনার জন্য ধরতে পারছি না)

আমার জন্য ধরতে পারছেন না। আমাকে কি কোন দিন দেখেছেন কোন ক্রিমিন্যালের তরফ থেকে আপনার কাছে ফোন করেছি, থানায় ফোন করেছি? আপনি থানাতে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি কোন দিনও ফোন করি নি। টাকা পাচ্ছেন, পয়সা পাচ্ছেন আসলে আমাদের ইনটেনশ্যান নেই, তাই গুণ্ডারা গুণ্ডামি করে আমাদের রাজনৈতিক লোকদের হত্যা করে যাবে আপনাদের ফ্যাসিষ্ট কায়দায় সমর্থন করে আপনারা ক্ষমতায় আসতে চাইছেন. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনিও থাকবেন না, আমরাও থাকবো না কিন্তু আমাদের ওয়ার্ড থেকে যাবে এই ৮ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যকে আপনারা কোথায় নিয়ে গেছেন, আইন-শৃংখলা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আইন শৃংখলা সম্পর্কে আমি ২/১টা উদাহরণ দিচ্ছি।

Sir, the latest report will show the strength of the T.N.V. T.N.V. made a raid in Khowai Sub-division on 19th December, in

West Tripura District killing five non-Tribals and injuring 10 others. The T.N V. also distributed a large number of poster at Amarpur, Ganganagar, Jagobandhu para and also in the North and South Tripura District calling upon the Government to withdraw the employees of the Forest and Public Works Department from the areas.

বর্ডার এরিয়ায় এটা সত্যি কথা বাংলাদেশ থেকে ডাকাত আসে, ডাকাতি করে নির্বিঘ্নে চলে যায় থানার সামনে দিয়ে তাই এখানে তাদের ধরার সাধ্য মুখ্যমন্ত্রীর নেই মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশেরও সাধ্য নেই।

(মুখ্যমন্ত্রী—বি, এস, এফের নেই ?)

বি, এস, এফের নেই এটা আপনার উল্লাসের বিষয় নয় বি, এ, সেফ ইজ নট রেসপনসিবাল কর দি ইনটারন্যাল সিকিউরিটি, ইনটারন্যাল সিকিউরিটি এনটায়ারলি অব দি চীফ মিনিষ্টার অব দি ষ্টেট। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশ বর্ডার পেরিয়ে, ভারতবর্ষের সীমান্ত পেরিয়ে এসে ডাকাতি করে চলে যাবে, ষ্টেনগান চালিয়ে যাবে, হত্যা করে যাবে, খুন করে যাবে আপনি বলেছেন বি, এস এফের কথা. অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন না. আপনি কি করছেন সেটা আগে দেখুন। কারন আপনাকে জনসাধারন ৩৯টি আসন দিয়েছে তাদের রক্ষা করবার জন্য উগ্রপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য, টাউনের গুণ্ডা কমাবার জন্য, গ্রামের গুণ্ডা কমাবার জন্য সেই জনসাধারন আপনাকে ভোট দিয়েছে

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এক মিনিট সময় আছে, আপনি কি রিসেসের পরে বলবেন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য :—স্যার আমি রিসেসের পরে বলবো।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য আপনার অসমাপ্ত বক্তব্য এখন শুরু করুন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই ল অ্যাণ্ড

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

অর্ডারের সিচ্যুয়েশান সম্পর্কে বলছিলাম। এই ল অ্যাণ্ড অর্ডারের যে সিচ্যুয়েশান আজকে এই বাজেটে ২১ কোটি টাকার উপরে রাখা হয়েছে। এর পূর্ববর্ত্তী যে সরকার কংগ্রেস সরকার এই কংগ্রেস সরকারের আমলে ল অ্যাণ্ড অর্ডারের যে বাজেট ছিল সেটা আমি বলছি ১৯৭২ সনে পুলিশ খাতে রাখা হয়েছিল ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। ১৯৭৫-৭৬ সনে যেটা ইমারজেন্সীর সময় যখন এইখানে যারা বলেছেন পুলিশী রাজত্ব চলছিল, পুলিশী অত্যাচার, দমন পীড়ন চলছিল সেই ১৯৭৫ সনের কথা বলছি তখন সেই বাজেটে ছিল ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। ৭৬ সনে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। ৭৭ এ যখন ওরা কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট করেছিল পুলিশী খাতে হঠাৎ করে বেড়ে গেল কংগ্রেস বাজেট করেনি তখন ওরাই বাজেট করেছিলেন। ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। তারপর পুরোপুরিভাবে যখন ক্ষমতায় এল, সরকারে এল ১৯৭৮ সনে তখন ছিল ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। ৭৯তে কোটিতে তুলনা হয়ে গেল ১৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার। ৮৪ সনে ১৩ কোটিতে তুলনা বেড়ে হল ১৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। ৮৫-৮৬ সনে আপনার বেড়ে আবার ১৬ কোটি থেকে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। আর ১৯৮৬-৮৭ সনে ধরা হয়েছে ২১ কোটি ৬লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। স্যার, এইটা এইজন্য উপস্থিত করছি যে রাজ্যে শৃংখলা আইন, উগ্রপন্থী দমন তার জন্য টাকার অভাব হচ্ছেনা, অভাব হচ্ছে সদিচ্ছার। আজকে যদি বামফ্রন্ট সরকার উগ্রপন্থী দমন এবং আইন শৃংখলা রক্ষা, দেশের আভ্যন্তরীন যে নিরাপত্তা নাগরিকদের নিরাপত্তাবোধ সেগুলি যদি আজকে বামফ্রন্ট সরকার রক্ষা করতেন তবে আমরা বলতাম যে হ্যাঁ, এইটার একটা যৌক্তিকতা আছে: এই ২১ কোটি টাকা এইটা হয়ত আরও বাড়বে সাপ্লিমেন্টারী দিয়ে, আবার বাড়বে সাপ্লিমেন্টারী দিয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বিষয়ে উনাকে বাজেট বাহাদুর উপাধি দেওয়া যায় রায়বাহাদুর আছে, বীর বাহাদুর আছে উনাকে বাজেট বাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, হয়ত এইটাকে বাড়িয়ে ২৫ কোটি টাকা করতে পারেন। ৩৭১ কোটি টাকার বাজেট এনেছেন। সেই টাকাটা কিসের কাজে লাগবে। আজকে আইন শৃংখলা উগ্রপন্থীর যে হামলা চলছে জনগনের উপরে সেটা শুধু পাহাড়ে সীমাবদ্ধ নয়, আজকে ওরা নেমে এসেছে সমতলে। আজকে তবু যদি বলেন আইন শৃংখলার রক্ষায় নয়, আইন শৃংখলার অবস্থা এইখানে ১ নম্বরে সত্যি কথা। ভারতবর্ষের ১ নম্বর হচ্ছে ত্রিপুরা। তবে

আইন শৃংখলা রক্ষায় নয়, আইন শৃংখলার ব্যর্থতায়।' মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সেটার জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালাতে গেলে যে অ্যাফিশিয়েন্সি দরকার পুলিশকে গ্রেটার অ্যাফিশিয়েন্সির জন্য আজকে বামফ্রন্ট সরকার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন, কমাণ্ডোর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন উগ্রপন্থী দমন করার জন্য ত্রিপুরা পুলিশ থেকে। আমরা সবসময়ই শুনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে আমাদের এইখানে প্যারা মিলিটারী ফোর্স দেওয়া হয়না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনার হাতে যে পুলিশ আছে আপনার কাছে পুলিশ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সেই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে মোবাইল করে তোলার জন্য অ্যাফিশিয়েন্সি করার জন্য ৮ বৎসরে আপনারা কি করেছেন ? পুলিশ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে পলিটিক্স ঢুকিয়েছেন। পলিটিকিং করে আইন শৃংখলা শেষ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। একটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান নির্ভর করে ল অ্যাণ্ড অর্ডারের উপর, তাদের যে মরেল একটা তাদের চিন্তাধারা তারা যেভাবে কাজ করতে চায়, অ্যাফেক্টিভলি কাজ করতে চায় তাদের এইভাবে কাজ করতে দিতে হবে। পলিটিক্স ঢুকিয়ে দিলে হবেনা মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে সেটা চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আজকে এই সভার কাছে, এই মন্ত্রীসভার কাছে আমি বলব যে তারা যাতে ক্রাইমকে অ্যাফেক্টিভলি দমন করতে পারে, ক্রাইমকে গ্রাউণ্ড আপ করতে পারে উগ্রপন্থীদের দমন করতে পারে তার দিকে নজর দিন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আপনারা নিন। ওরা হচ্ছে আপনাদেরই লোক। ওরা আপনাদের সহায়তায় উগ্রপন্থী চালাচ্ছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আশা করব এখানকার যে স্থানীয় পুলিশ অফিসার বা যারা পুলিশ পারসনেল আছে তাদেরকে ফিলফুল করে তোলার জন্য উচ্চ ধরনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আজকে যদি বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা নিতেন তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে, না এর একটা স্বার্থকতা আছে

চেষ্টা তারা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই চেষ্টাটা হয়েছে উল্টো পুলিশ ফোর্সে যারা আছেন তাদেরকে ইনএফিসিয়েন্ট করে রাখা হয়েছে আর পুলিশ অফিসার যারা কর্তব্যরত ছিলেন তাদেরকেও ইনএফিসিয়েন্ট করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে সব চেয়ে বড় জিনিষ যেটা সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল লিডারশিপ এইটা যতক্ষন পর্য্যন্ত না ততক্ষন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কাজ হবে না। ১০০ কোটি টাকা আপনি ত্রিপুরার প্রতিটি পুলিশের বাজেটের জন্য প্রতি বছর রাখুন তাতে কিছু আসবে যাবে না। তারপর

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

যে বাজেট এখানে আনা হয়েছে তাতে সিভিল এডামিনষ্ট্রেটিভের দুইটা দিক আছে, একটা হচ্ছে সিভিল এডমিনিষ্ট্রেটিভ ফর ল অ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশান। আর একটা হচ্ছে সিভিল এডমিনিষ্ট্রেটিভ ফর ইকনমিক সিচুয়েশান আজকে এই আট বছরে বামফ্রন্ট সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এগ্রিকাল্চার প্রডিউস যা আছে তাকে কাজে লাগানোর জন্য, যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইনকামের একটা পথ। আজকে ত্রিপুরার যে রেপিড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্রোথ করবে তাতে আনএমপ্লয়েডকে এমপ্লয়েড করার যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থাটি করার জন্য আজকে ৮ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার কোন সিদ্ধান্ত নেননি। একটা ইণ্ডাষ্ট্রিকেও গ্রোথ করা হয় নি, কোন স্মল ইণ্ডাষ্ট্রির গ্রোথ হয়নি। আজকে ইকনমিক গ্রোথ যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সব চেয়ে আগে দরকার সেই ইকনমিক গ্রোথ সম্পর্কে আজকের বাজেটের মধ্যে কোন বক্তব্য নাই। আমি দুইটা হাঁস পাললাম দুইটা মুরগী পাললাম কিন্তু তাতেতো ইকনমিক গ্রোথ হয় না। যে অর্থ এই ত্রিপুরাকে দেওয়া হচ্ছে তা দিয়ে এই ছোট্ট ত্রিপুরাকে সুন্দর করে গড়া যায়, ত্রিপুরায় স্মল ইণ্ডাষ্ট্রী, রেপিট গ্রোথ অফ দা ইণ্ডাষ্ট্রী, প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট সুযোগ রাখা যেত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার-এর সদইচ্ছার অভাবে তারা এইটা করতে পারেননি এবং তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তারপর ত্রিপুরার ইকনমিক গ্রোথের জন্য যে ফরেষ্ট প্রডিউসের ব্যবস্থা আছে সেটাকেও যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করা যেত তাহলে সেখানেও আজকে ইকনমিক গ্রোথে যে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের পথে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত, এবং অনেক বেকারের সুযোগ করে দিতে পারত। কিন্তু সেটাও হচ্ছে না। যার জন্য সিভিল ল অ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশান থেকে আমি এখানে একটা রিপোর্ট পড়ছি, সেটা হচ্ছে :—The Forest produce theft is a highly lucrative operation. An organised gang of bardened criminals is operating there disturbing the Social fabric and giving rise to nurnerous vices and crimes. A get rich-quick culture has emerged and a temptation for easy life and cheap money andarogant disregard of moral values and defiance of the law are polluting social life

সেটা হচ্ছে স্যার, আজকে ফরেষ্ট প্রডাকশান সব বাংলা দেশে চলে যাচ্ছে: ফলে এই ফরেষ্ট প্রডিউসের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ইকনমিক গ্রোথ হওয়ার কথা; বা যেটা আসার জন্য আমরা চিন্তা করছি সেটা আসতে পারে না। যতক্ষন পর্যন্ত এই ক্রিমিনালদের

স্টপ করা না হয়, ততক্ষন পর্য্যন্ত কিছুই হবে না। জানি আপনারা বলবেন যে, এইটাতো বর্ডার সিকিউরিটির ব্যাপার. তারা যদি না ধরে তো আমরা কি করব. কিন্তু এইটা কোন কথা নয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোস কি করল বা করল না, তারা ধরল কি ধরল না সেটা দেশের জনগন দেখবে না: আপনি দেশের মুখ্যমন্ত্রী, দেশের জনগনের কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে. বর্ডার সিকিউরিটি ফোসে'র কাছে নয়: আজকে এই রাজ্যের যারা ইকনমিক প্ল্যানার আছে তারা ব্যর্থ হয়েছেন এই রাজ্যের মানুষের মিনিমাম যে নিড সেটাকে পূর্ণ করতে সরকারের সদইচ্ছা ও দলবাজী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হেনস্থা করার জন্য মানুষের মিনিমাম নিডকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আর একটা রিপোর্ট পড়ে শুনাচ্ছি।
There has been a mushroom growth of today shops and gambling dens not only in the capital city of Agartala and Suburbs, but also in sub-divisional headquarters and even in some important villages. Gambling and drinking are widespread and the increase in crimes is a direct result of these vices. There are any number of licensed bars and distillaies. The streets late at night are filled with revellers and are a veritable nightmare for pedestrians, who are teased by drunkards. A frightening aspect of the problem is most of the revellers are youngmen. School and ollege students of both sexes fall easy prey to gambling and drinking Which have becone fashionable even among housewives who see in them a sign of sophistication and modernity. Funds are aften collected for community worship such as Sani puja, Mangalchandi, Santoshi Ma and Kali puja, but they are used to indulge in drunken orgies

এই হচ্ছে ত্রিপুরার শহরের মানে আগরতলার চেহারা। কাজেই এই যে জিনিষটা এর যতক্ষন পর্যন্ত না পরিবর্তন হবে ততক্ষন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না বললে হবে না, কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিচ্ছে সেটা যেমন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ফাইলে আছে তেমনি আমার কাছেও আছে।

কত টাকা দিচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সেটা আমার এখানে আছে স্যার সেটা পড়ে আমি সময় নষ্ট করবনা আজকে সবচাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ইনসারজেন্সি ইন্টারনেল ল এণ্ড অর্ডার প্রব্লেম সেটা এখন আরও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা শুধুমাত্র বিরোধিতা করতে হবে বলে এখানে আসিনি. ত্রিপুরার মানুষ বাঁচুক, ত্রিপুরার বেকার চাকুরী পাক ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষরা অন্ন পাক এসব আমরা চাই কিন্তু সে সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ল এণ্ড অর্ডার সিচুয়েশানের প্রশ্নে। মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয়

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

সরকারের শুধু দোষ দিলে, কেন্দ্রের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে চলবেনা। আজকে আপনারা ক্ষমতায় আছেন তাই ভয়ে কেউ কিছু বলবেনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন আজকে জাতীয় পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হচ্ছে দিন দিন। চাল, গম, তেল প্রভৃতির দাম বাড়ছে এবং তারজন্য মানুষ আজ সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে। এবার যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হল তাতে নন-প্ল্যানে ৫০ হাজার কোটি, প্ল্যানে ২০ হাজার কোটি ধরা হয়েছে আর ট্যাকস্ ধরা হয়েছে সাড়ে পাঁচ শ কোটি টাকার কিছু বেশী অর্থাৎ কিনা মূল বাজেটের ১ পার্সেন্টও নয়। কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৮ বছরে যে রেইটে ট্যাকস্ বাড়ান হয়েছে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অংক কষে দেখতে বলছি। ৭০ হাজার কোটি টাকার বাজেটে সাড়ে পাঁচ শ কোটি টাকার ট্যাক্স বসালে জনসাধারণের কষ্ট হয় সত্য কিন্তু শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে দিলে চলবেনা, তাতে জনসাধারণ বুঝবেনা। এখানেও যে অবস্থা চলছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। এই বাজেটের মধ্যে বেকারদের সুনির্দিষ্ট কোন পথ নেই, তাদের এমপ্লয়মেণ্টের কোন সুযোগ নেই। ইণ্ডাষ্ট্রি গঠন করার কোন পরিকল্পনা নেই। বিভিন্নভাবে আজকে যারা কর্মচারী আছেন তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন সেটা দেওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাখেন নাই। কিন্তু বলার সময় বলবেন যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য যা করেছেন তা আর কেউ করেন নাই। একটা বাংলা প্রবাদ আছে এক কান কাটা গেলে গাঁয়ের বাইরে দিয়ে চলে আর দুই কান কাটা গেলে গাঁয়ের মাঝ রাস্তা দিয়ে চলে। এই বাজেট শ্রমিক, কৃষক গরীব মানুষের স্বার্থ রিফ্লেক্ট করছেনা। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা। তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :— অনারেবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বিধান সভার সামনে ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব রেখেছেন তার উপর যে সাধারণ আলোচনা শুরু হল তাতে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হল মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় খুব সঠিকভাবে কতগুলি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সেখানে তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, গোটা দেশের সংহতির সমস্যা, বাহিরের এবং ভিতরের অশুভ শক্তির যোগ সাজসে কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী যে অর্থনৈতিক দমন পীড়ন, বাজেটের আগে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যে দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের দাম বৃদ্ধি আমাদের রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য যে চক্রান্ত নিবিড়ভাবে চালাচ্ছে ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার সে অশুভ শক্তিকে মোকাবিলা করে দেশের এবং গোটা দেশের সংহতিকে রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। প্রথম থেকে বামফ্রণ্ট সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন। আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব উন্নতির পথে বাঁধা সৃষ্টি করছে। সেজন্য এই রাজ্যগুলির তরফ থেকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বিরোধিতা করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের যে অতি আবশ্যক অর্থনৈতিক দাবী সে দাবীগুলির প্রতি রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে সহানুভূতিশীল হতে বার বার বলেছেন।

শ্রী মানিক সরকার :—এই দিক দিয়ে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার একটি ইকনোমিক ব্লক্যাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে বর্তমান আর্থ সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অতি জরুরী যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেমন রেল পথ' সম্প্রসারণ, শিল্প স্থাপন এইগুলির সাথে রয়েছে বেকার সমস্যা কতজন তো এর আগে এই বেকারদের জন্য কত কুম্ভীরাশ্রু পাত করেছেন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় সুনিদিষ্টভাবে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের যে বাজেট সে বাজেটও মাননীয় অর্থমন্ত্রী কৃষি শিল্প গ্রামীন উন্নয়ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলেন সে লক্ষ্যমাত্রা রূপায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং সে সব বিষয়ও এই ১৯৮৬-৮৭ সনের বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এইসাথে এই বক্তৃতার মধ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটাও উল্লেখ করেছেন যে এই সকল প্রকল্পগুলি রূপায়নের জন্য আমাদের যে পরিমান অর্থ প্রয়োজন সে পরিমান অর্থ রাজ্য সরকারকে দেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নেতিবাচক মনোভাব নিয়েছেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে বামফ্রণ্ট সরকারের এই প্রকল্পগুলিকে যাতে বাস্তবে রূপায়িত না করা যায় তার জন্য বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকারের এই বাজেটকে রাজ্যবাসী সর্বোতভাবে সমর্থন করেছেন এই দিক দিয়ে আমি মনে করি যে এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটি একটি পূর্নাঙ্গ বাজেট। এবং এই সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সারা ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রকাঠামো এবং অর্থ কাঠামো তারমধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

থেকেও আজকে রাজ্যের চাহিদা পূরনের জন্য রাজ্য সরকারের যে সদিচ্ছা সেটা প্রতিফলন ঘটেছে এই বাজেটে। কাজেই এই দিক দিয়ে এই বাজেট ভাষণকে স্বাগত জানানো আমাদের অবশ্যই উচিত। যারা জ্ঞানী, বুদ্ধিভ্রষ্ট নন, যারা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিনিয়ে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষন করেন তারা নিঃশ্চয়ই এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, এর মধ্যে নতুন কিছু বুঝাবার চেষ্টা করলে ভুল হবে। কারন বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে ১৯৭৮ সালে যখন জনগণের আশীর্ব্বাদ নিয়ে ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতায় আসেন তখন তাদের যে নির্বাচনী ইস্তাহার যে ইস্তাহারে এই রাজ্যের জনগনের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারই রূপায়ন করে চলেছেন বামফ্রন্ট সরকার সেই ১৯৭৮ সাল থেকে। এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই ১৯৮৬-৮৭ সালের বাজেটে। এই বাজেটকে ত্রিপুরার সকল স্তরের মানুষ সমর্থন করেছেন। এবং তারই ফলে গত আট বছর ধরে যত নির্বাচন হয়ে গেছে যেমন পৌরসভার নির্বাচন, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন, এ, ডি, সি, নির্বাচন, প্রতিটি নির্বাচনেই বামফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বার বার আইন-শৃংখলা সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু আমরাও তো এই আইন শৃংখলা সম্পর্কে খুবই উদ্‌বিগ্ন। একটা রাজ্য সরকার তাঁর উন্নয়ন-মূলক যে সদিচ্ছা সেটাকে রূপদান করতে পারেন যদি সেখানে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সেখানে থাকে। এবং এই সুস্থ সামাজিক পরিবেশ আনা সম্ভব যদি সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে করে ঐক্যবদ্ধ করে সরকার তাঁর কর্ম্মসূচী রূপায়ন করতে পারেন। এইক্ষেত্রে যারা রাজনীতি করেন বিভিন্ন দলের হয়ে তারা হয়তো সকলেই সরকার পরিচালনায় সুযোগ পাননা। কিন্তু তারা যদি জনগনের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তাহলে তারা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিযে সরকারের বিভিন্ন কর্ম্মসূচী রূপায়নে কোথায় কি ভুল ভ্রান্তি রয়েছে সেটা তারা ধরিয়ে দেন এবং কি ভাবে সেই ক্রুটিগুলিকে দূর করা যায় তারজন্য প্রস্তাব দেন। তাছাড়া বিভিন্ন সমস্যাবলী কিভাবে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কেও তারা বিভিন্নভাবে প্রস্তাব রাখবেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের মধ্যে এই জিনিসটি পুরাপুরি অনুপস্থিত রয়েছে। সেই দিক থেকে বলা যায় যে, বিরোধী দলের থেকে কোন গঠনমূলক প্রস্তাব নেই

বরং প্রতিটি পদক্ষেপে তারা এই সরকারের জনকল্যানমূলক যে কর্ম্মসূচী সেগুলিকে রূপায়নে টুথ এণ্ড নেইল বাঁধা দিয়ে চলেছেন কি বিধানসভার ভেতরে কি বিধানসভার বাইরে। ফলে আমরা দেখি যে জনগনের কাছে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা বিধান-সভার ভিতরে কি বিধানসভার বাইরে সেটা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার জনগনের কাছে দেওয়া তাঁর যে প্রতিশ্রুতি সেটা তারা পালন করতে বদ্ধ পরিকর।

আজকে রাজ্যের আইন শৃংখলা বিনষ্ট করবার জন্য, জাতি-উপজাতির মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করবার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং যার ফলশ্রুতিতে বিগত ৮০-র দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল, আমি সে সম্পর্কে বেশী বলতে চাই না। তবে সাম্প্রতিক কালে কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যেগুলি উল্লেখ না করলেই নয়। এখানে টি, এন, ভি, এক্সট্রিমিস্টদের কথা আমরা বিরোধী দলের নেতাদের মুখ থেকে শুনে আসছি। কিন্তু এই সকল কথা বলে সারা দিনই বক্তৃতা করা যাবেন। তবে আমি এখানে কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করতে চাই, কিভাবে জনগনের মধ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতিকে বিঘ্ন করবার জন্য যে শক্তি এখানে সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। রাজ্যে টি, এন, ভি, বলে কোন দল বা শক্তি নেই। এরা রাজ্যে একটি জনবিচ্ছিন্ন শক্তি যাকে সৃষ্টি করেছে উপজাতি যুব সমিতি দল আমাদের কংগ্রেস (আই)-এর নির্বাচনী দোসর। এই টি, এন, ভি, কে ছাড়া উপজাতি যুব সমিতি কখনো চলতে পারে না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কিছু দিন আগে যখন উগ্রপন্থীদের আত্মীয়স্বজন অভিভাবক এবং বিভিন্ন দলের নেতাদের এক সম্মেলন হয় এই আগরতলায় টাউনহলে, সেই সম্মেলনের টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্থন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয় কিন্তু উগ্রপন্থীরা যাতে আত্মসমর্থন করতে না পারে তার জন্য তারা আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কমলপুর বলরামপাড়া গাঁওসভার চন্দ্ররিয়াং রোয়াজা পাড়ায় উপজাতি যুব সমিতির বাবু কুমার রিয়াং-এর বাড়িতে কার্ত্তিক কলই-এর সঙ্গে যুক্ত টি. এন. ভি. দের একটি সভা হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সকল উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করতে চাইবে তাদের আত্মসমর্পন করতে বাঁধা দেওয়া হবে। লংতরাই পাহাড়ে জাংতুং গাঁও সভার জনৈক হালাম তিনি টি. এন. ভি. সঙ্গে জড়িত সাইকার বাড়ি বা অন্যান্য স্থানে টি. এন, ভি. বা যত আক্রমন, লুন্ঠতরাজ খুন করেছে এই সব

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

ঘটনার পর তারা এই হালামের বাড়িতেই দিন যাপন করে রাত্রি যাপন করেন এবং তাদের খাবার দাবার সে বাড়িতেই হয়। তারপর যুব সমিতির গজেন্দ্র রিয়াং তিনি টি, এন, ভি, দের সঙ্গে নিয়ে কুলাই গাঁওসভার দয়ারাম পাড়া ও পরশুরাম পাড়ায় যারা সি, পি, এম, করেন তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের হুমকি দিয়েছেন যে, তারা যদি সি, পি, এম না ছাড়ে তবে তাদের সঙ্গে টি, এ, ভি, রয়েছে, তাদের সঙ্গে বন্দুক রয়েছে, তাদের খুন করে ফেলবে। ঠিক তেমনি কাঞ্চনছড়া গাঁওসভার ৮২ মাইলের সংলগ্ন বিশ্ব কুমার ত্রিপুরা, তিনি প্রাক্তন প্রধান ছিলেন এবং দেওপুলির প্রধান এবং চিন্তামনি দেওয়ান এরা সকলেই টি, এন, ভি, দের সঙ্গে যুক্ত, গত ১১ই মার্চ কাঞ্চনছড়ার প্রাক্তন প্রধান যুব সমিতির বিশ্ব কুমার ত্রিপুরার বাড়িতে পাঁচ জন টি, এন, ভি, এর গোপন বৈঠক হয়। এই বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, কাঞ্চনছড়ার গাঁওসভার প্রাক্তন প্রধান, সি, পি, এর প্রধানকে হত্যা করা হবে।

গজেন্দ্র ত্রিপুরা। তিনি সি, পি, এম-এর নেতা। তার বাড়ী আক্রমন হয়, তাকে হত্যার জন্য। তাকে পাওয়া যায় নি। তারপর বৃদ্ধ তার বাবা এবং তার স্ত্রীকে নির্যাতন করা হয় এবং টাকা পয়সা লুঠ করে নিয়ে যায়। টি, এন, ভি-এর দিলীপ কলই গোটা অমরপুর মহকুমার মধ্যে যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে। সেই মহকুমার অফিসের কাছাকাছি করবুকে খগেন্দ্র কলই-এর বাড়ীতে গত ৫ই জানুয়ারী একটি ভোজ সভায় উপস্থিত ছিল। গ্রামের মানুষ পুলিশে খবর দেন। কিন্তু পুলিশ অল্পের জন্য তাকে ধরতে পারল না। গত ২৬শে জানুয়ারী ছেচুয়াতে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে এক শিক্ষক নিহত হন টি, এন, ভি,-এর খুনী বাহিনীর হাতে। নৃসিংহ জমাতিয়া টি, ইউ, জে, এস, তাকে সাহায্য করেছেন। তার সংগে সম্পর্ক আছে। অমরপুরের হালুয়াবাড়ীতে রমেশ কলইকে টি, এন, ভি-এর খুনীরা হত্যা করেছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি টি, এন, ভি,-এর দিলীপ কলইকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুলিশকে ডেকে এনেছিল। বার বার খুনের ঘটনায় সেখানে একটা শান্তি মিটিং হচ্ছিল সমস্ত দলমতের লোককে নিয়ে যাতে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে, যাতে কোন অশুভ শক্তি তাদের ব্যবহার না করতে পারে। এ মিটিং এ টি, ইউ, জে, এস, এর-নেতা উপস্থিত ছিলেন। ঠিক সেই দিন বেশ্যমনি পাড়ার যে স্কুল আছে সেই মিটিং এ টি, ইউ, জে, এস,-এর

প্রধান তিনি এবং পঞ্চায়েত প্রধান দুই জনে বসে তারা গোপন মিটিং করেছেন এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে টি, এন, ভি-এর কথা পুলিশকে জানানো যাবে না। টি, এন, ভি, সেখানে থাকাটা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাসের গ্যারান্টি। একদিকে দিনের বেলায় এই মিটিং, আর রাতের বেলায় টি. এন, ভি. কে সাথে নিয়ে শান্তি বিঘ্নের জন্য টি, এন, ভি, কে উত্তেজিত করছেন। দাতারাম বাড়ীর হত্যাকাণ্ডের কিছুক্ষণ আগে পূর্ব মগ পুষ্করিনির দুইজন টি. ইউ, জে. এস. সদস্য ছিল। এর কিছুক্ষণ পূর্বে দুইজন, প্রধান সিপিএম-এর একজন সংখ্যালঘু এবং একজন উপজাতি সম্পদায়ের তাদের খোঁজা হয়। তাদের গাঁওসভার যারা সচিব তাদের খোঁজা হয়। তাদের পাওয়া যায়নি। তখন বাজার থেকে ফেরার পথে দুইজন ট্রাইবেলকে বলা হয়, তোমরা তাড়াতাড়ি চলে যাও, যেকোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এবং তার কিছুক্ষণ পরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এদেরকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তারপর দেখা যায় টি, ইউ. জে. এস -এর প্রাক্তন প্রধান রবীন্দ্র সিসিনের নেতৃত্বে চন্দ্রপুরের আর এক প্রধান যাদের খোঁজার জন্য বাজারে গিয়ে ছিল, তাদের হুমকী দেওয়া হয়েছে যদি এদেরকে অবিলম্বে পুলিশের হাত থেকে বের করে না আনা হয় তাহলে পরিণতি খারাপ হবে।

রাইয়া বাড়ীতে টি, ইউ, জে. এস এর প্রধান (প্রাক্তন) রজনীকান্ত জমাতিয়া প্রকাশ্যে টাকা তুলে বেড়াচ্ছেন টি. এন ভি এর জন্য এবং বিষেয় করে সংখালঘু সম্প্রাদায়কে ভয় দেখাচ্ছেন যে এখানে থাকতে গেলে টি এন, ভি. কে চাঁদা দিতে হবে। না হলে যারা টাকা দিচ্ছেন না তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে বাড়ীগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। টি. এন ভি, এর ১০/১২ জনের একটা দল ১০/৩/৮৬ ইং তারিখে গোলমুড়ার কান্তিবিলাস জমাতিয়ার বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে তারা শামুকছড়া হয়ে সোনামুড়া যায় এবং এ; টি; পি; এল; ও এর যারা আত্মসমপর্ণ করতে চাইছিল তাদের হত্যা করার জন্য খোঁজ করা হয়। তাদের সৌভগ্য তারা এলাকায় ছিল না তারা প্রাণে বেঁচে গেছেন। কিল্লা বাগমা কেন্দ্রে টি: ইউ; জে. এস-এর সদস্য টী; এন; ভি; এর লোকদের সাথে নিয়ে গত জানুয়ারী মাসে গোপনশলা পরামর্শ করেন কিভাবে তাদের শত্রুদের উৎখাত করা যায়। দক্ষিণ মহারাণীর টি; ইউ; জে; এস; প্রধান ভেবীচরণ জমাতিয়া এবং টি: ইউ; জে; এস;-এর সদস্যরা মিলে নির্বিবাদে

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

এ এলাকাতে টাকা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন। ১৯শে ডিসেম্বর। টি, ইউ; জে; এস-এর প্রার্থী অমৃত ত্রিপুরা সেই সময়ে তুইসামাতে. সেখানে তার সংগে টি. ইউ, জে. এস-এর লোকেরা গোপন সভা করে সেখানে উস্কানি সৃষ্টি করতে পরিকল্পনা রচনা করে। এ এলাকাতে টি, ইউ, জে, এস,-এর রামকান্ত চৌধুরী দক্ষিণ ভোরাতলী মধু ত্রিপুরা, এরা সবাই এ এলাকার মধ্যে টি. এন. ভি,-এর জন্য চাঁদা তুলত। সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে গ্রামবাসীরা টি, এন, ভি,-এর চাঁদার জুলুমে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রামকান্ত চৌধুরীর শরণাপন্ন হন যে আপনি আমাদের বাঁচান। এত টাকা দিতে পারবনা। এবং দেখা যায় সেই রামকান্ত চৌধুরী মিডলম্যানের ভূমিকা নিয়ে অবলীলাক্রমে এক হাজার টাকা চাইলে, ২/৩ শত টাকা দিয়ে তাদের টি. এন. ভি -এর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারতেন। সদরের বিনয়কোবরা গাঁওসভার অন্তর্গত পূরণ দেববর্মা টি. উই, জে, এস.-এর সক্রিয় কর্মী। তারা সবাই মিলে এই এলাকাটার মধ্যে নির্বিবাদে টি, ইউ, জে, এস-এর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন। সুরেন্দ্র দেববর্মা, মতাই গাঁওসভার প্রধান. তাকে এক হাজার টাকা দেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। না দিলে তাকে হত্যা করা হবে। তাকে বাড়ীতে পাওয়া যায়নি। তার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে ৫০০ টাকা জোর করে নিয়ে আসে টি এন. ভি-এর গ্রুপটা এখানে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে তারা আশ্রয় নিচ্ছে টি ইউ; জে; এস এর প্রাক্তন প্রধান পুষ্প দেববর্মার বাড়ীতে চাম্পা গাঁওসভাতে। এটা হচ্ছে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের স্থান। ভৃগুদাস গাঁওসভায় ওয়াক তুকুতে টি. এন, ভি, ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। তাদের রসদ যোগাচ্ছে টি; ইউ; জে; এস-এর নেতা দীনমনি রূপিনী তারা দুইজন হচ্ছে ছাত্র; টি এস এফ, এর নেতা। তারাই সমস্ত যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং ভৃগুদাস গাঁওসভার প্রধান তাকে দিয়ে চাল কিনে পাঠিয়েছে ভয় দেখিয়ে।

আজকে যারা এখানে শান্তি শৃংখলার কথা বলছেন এবং চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন তারা টি. এন. ভি-এর সঙ্গে কালবারশনে এবং কংগ্রেসের সংগে নির্বাচনে এলায়েন্স করছেন। তারা এখানে খুন খারাবি করে বাংলা দেশে পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; কিন্তু কিছুই হচ্ছেনা! কেন্দ্র বাংলাদেশ সরকারকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে বলছেনা। সার্ক

সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী গিয়েছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু ত্রিপুরার জন্য আমাদের ভারত সরকার তো বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন যে টি, এন, ভি, কে ধ্বংস করা হোক। আমরা দেখেছি কয়েকদিন আগে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা লিখেছেন যে, যদুমোহন ত্রিপুরা তাদের দলে ছিল, এখন বেরিয়ে গেছে। কংগ্রেসের সম্পাদক নাকি যেন হয়েছেন। তাকে কংগ্রেসে নিলে এটা বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এতে তাদের গায়ে লেগেছে। তাকে কংগ্রেসে নিলে পরে কংগ্রেস (আই)-এর সংগে নির্বাচনে এলায়েন্স নষ্ট হয়ে যাবে।

কাজেই এই ঘটনা আজকে পরিস্কার যে রাজ্যের অগ্রগতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন সেটা এই রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে এবং বিকল্প আর অন্য কোনভাবে তারা এটার মোকাবিলা করতে পারছেনা এই কারণে আইন শৃঙ্খলা নাই, এই চিৎকার তারা তুলছেন। এবং আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য জাতি-উপজাতির সম্পর্ককে নষ্ট করে আর একটা দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছেন। তারা রাজনীতিগত ভাবে বামফ্রন্ট সরকারের মোকাবিলা করতে চান না, অন্য ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে, একথা বলে রাজ্যের জনসাধারনের মধ্যে বামফ্রন্ট সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে ঘোলা জলে মাছ শিকার করতে চাইছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ১৯৮০ সালের দাঙ্গার স্মৃতি এখনও ভুলে যায়নি এবং ত্রিপুরাতে আবার যারা দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছে, চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনসাধারণ সব সময়ে সজাগ রয়েছেন এবং বামফ্রন্ট ত্রিপুরার মানুষের কল্যানের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন সেগুলি কার্য্যে রূপদানের জন্য সরকারের সংগে সহযোগিতা করে চলেছেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তিকামী মানুষ এবং গনতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই সরকারের কাজ-কর্মকে রূপদানের জন্য সর্ব প্রকারে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছেন এই বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখানে বিরোধীতা করুন অথবা যতই ষড়যন্ত্র করুন না কেন, তা বিফল হতে বাধ্য, তাই আমি বিশ্বাস করি যে, এই হাউস এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক কল্যান-এর জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহন করবেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক মানুষ, তাদের জীবনে যেসব সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধানের জন্য সংঘবদ্ধ

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

রয়েছেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। একথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই হাউসে ১৯৮৬-৮৭ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী মহোদয় পেশ করে যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলব। যে কোন গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাজেটটা হচ্ছে, একটা এসেন্সিয়েল পার্ট আবার এই বাজেটের বিরোধীতা করার মধ্যেও একটা মুখ্য ভূমিকা আছে যাতে সরকার বিপথে চালিত হতে না পারেন, সরকার যাতে জনগণের কল্যানে গৃহীত নানাবিধ কাজ সুষ্ঠভাবে রূপায়িত করতে পারেন, তার জন্যই বিরোধীরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন এবং অবশ্যই এটা বিরোধীদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কাজেই শুধু বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করতে হবে, এমন কোন কথা নেই, এটা হচ্ছে সরকারকে তার কাজ-কর্মে সাহায্য করারই একটা অঙ্গ। যা হউক, এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাতে নতুন কিছু করতে পারা যাবে না, এটা আগেও জানি। তবু এই বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয়বার ১৯৮২ সালে ক্ষমতায় আসার পর, এই প্রথম একটা পুর্নাঙ্গ বাজেট বিধানসভায় পেশ করতে পেরেছেন বলে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ এর আগে তারা কখনও একটা পুর্নাঙ্গ বাজেট পেশ করতে পারেন নি। কাজেই এই দিক থেকে এটা যে তাদের কৃতিত্ব বলা যায়। অন্যান্য রাজ্যে এটা স্বাভাবিক নিয়ম বৎসরের প্রথমে একটা পুর্নাঙ্গ বাজেট প্রত্যেকটি বিধান সভায় পেশ করা হয় এবার আমাদের এখানে এটা এ্যাক্সেপশানাল ঘটনা ঘটলো।

তবে সেই সংগে আমাদের এটাও ধরে নিতে হবে যে, এই পুর্নাঙ্গ বাজেট পেশই শেষ নয়, এরপরেও আরও অনেকগুলি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আসবে। গতবারেও আমরা এটা দেখছি যে ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য প্রথমে ২৮৯ কোটি টাকার একটা বাজেট পেশ করা হয়েছিল এবং তারপরেও এই মাস দুই আগে ঐ সালের জন্য ৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকার আর একটা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করে পাশ করিয়ে নিয়েছে। আবার এই সেখানেও দেখছি যে দ্বিতীয় বারের মত ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার আর একটা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে, মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে ঐ ১৯৮৫-৮৬ সালের

জন্য। কাজেই এই বছরের প্রথম দিকে এই যে বাজেটটা আনা হয়েছে, এটাই শেষ নয়, এরপর আরও অন্ততঃ দুইটি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আসবে এবং তাতে কম করে হলেও ৫০ কোটি টাকার মত ইনভল্বমেণ্ট থাকবে যা হউক নতুন বৎসরের জন্য যে বাজেট করা হয়েছে, তাতে দেখছি যে মোট বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ৩০০৩৭, ০৮ লক্ষ টাকা আর খরচ দেখানো হয়েছে ৩০৫৭২, ৭০ লক্ষ টাকা গতবার যখন বাজেট পেশ করেছিলেন তখন বলেছিলেন যে কোন রকম উদ্বৃত্ত থাকবে না, কিন্তু এখন এই বাজেটে কম দেখানো হয়েছে ৩৩৪'৬২ লক্ষ টাকা। বাজেটে কম বেশী দেখানোটা হচ্ছে মন্ত্রীদের ব্যাপার। গতবারে বলা হল আমাদের কম আয় হবে, কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখা গেল ২, ১. কোটি টাকা বেশী হয়ে গেছে। না, এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে রিকভারী হয়েছে, সেটা আদৌ দেখানো হয় নি, যেমন এ্যামপ্লয়িদের গ্রুপ ইন্সুরেন্স বাবত যে টাকা রিকভারী হয়েছিল, সেটা আদৌ দেখানো হয় নি। কিন্তু এই টাকাটা তো একেবারে কম নয়, এই টাকাটা উদ্বৃত্ত হয়ে গেল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনি এটা নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না যে, এই বাজেট সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বাজেটের বিষয়ে যতটা না বলেছেন, তার চেয়ে বাজেট বহির্ভুত অনেক কথা বলেছেন, যেমন সমাজতন্ত্রের কথা গণতন্ত্রের কথা, উগ্রপন্থীদের কথা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কথা ইত্যাদি এবং সেই সংগে তিনি সেই সব উগ্রপন্থি আর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আত্মসমর্পনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু সেই আত্মসমর্পনের আহ্বানের শরিক আমরা সবাই, আমরা টি, ইউ, জে, এসও। কিন্তু এই আহ্বানই বড় কথা নয়, আহ্বানই শেষ কথা নয় আমরা বলেছি, শুধু আহ্বানই নয়, তার সংগে আত্মসমর্পনের জন্য একটা সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া হউক এবং এই সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পন না করলে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একথা তিনি বল্লেন না, এটা আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বক্তব্য ছিল। আমরা একথা বলেছিলাম যে, তাদেরকে আত্মসমর্পনের জন্য একটা শেষ সুযোগ দেওয়া হউক যে এই সময়ের মধ্যে তাদের আত্মসমর্পন করতে হবে। তিনি কিন্তু সে কথাটা বল্লেন না, তার কারণ হল, টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী যারা আছে, তাদের কার্য্যকলাপ বন্ধ হউক, এটা মাননীয় সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী চান না। তারা এটাকে জিইয়ে রাখতে চান, যাতে করে

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

এই রাজ্যে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন, জাতি-উপজাতির মধ্যে যে সম্পর্কে সেটা বিনষ্ট করে দিয়ে তার মধ্য থেকে তাদের রাজনৈতিক মুনাফা তারা লুঠতে পারেন। এই প্রমানই রেখেছেন আজকে শাসক দল বা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এই যে টি, এন, ভি, এটা কেন হল? যেমন যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন, তার পিছনে নিশ্চয় একটা ইতিহাস আছে, তার পিছনে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক নিপীড়ন শোষণ, এই রকম অনেক কারন থাকতে পারে। আজকে টি, এন, ভি. এবং তাদের যে সমস্যা সেটাকে দূর করে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় না, এমন নয়, কিন্তু শাসক দল ঐ টি, এন, ভিরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক এটা তারা চান না। শাসক দল বলেছেন এই টি, এন-ভি নাকি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির এক নম্বর বন্ধু. মাননীয় সদস্য মানিক বাবু বলেছেন যে অমুক দেববর্মা, অমুক ঘটনার সংগে জড়িত, অমুক দেববর্মা অমুক ঘটনার সংগে জড়িত, ইত্যাদি এবং তাদের সংগে উপজাতি যুব সমিতি সহযোগিতা করছে। কাজেই; সব টি. ইউ. জে. এস করেছে। কিন্তু ঘটনা কি বলবে? টি ইউ. জে; এস; যদি টি; এন, ভি, সৃষ্টি করে থাকত তাহলে টি এন, ভি, ৫১০০/১৫০ জন লোক কি এ চট্টগ্রামে ঘুরে বেড়াত? টি; ইউ; জে; এস;র তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সমর্থক তাদেরতো উদের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে পারতাম। আমরা টি ইউ জে, এস, এ টি, এন, ভি.র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সংগে সহযোগিতা করতে সব সময় রাজী আছি। হয়ত টি, ইউ, জে, এস, সমর্থক কেউ এই সব উগ্রপন্থী টি, এন, ভি র সমর্থক থাকতে পারে না ঠিক তেমনি যারা সি, পি, এম, এর সমর্থক তাদের মধ্যেও কারও কারও টি এন,ভি, এর প্রতি দুর্বলতা থাকতে পারে, কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও থাকতে পারে. এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক'টি নাম দিয়েছেন আমিও তেমনি কয়েকটি নাম দিতে পারি। বগাফার ধনঞ্জয় রিয়াং সি পি, এম-এর কর্মী এবং সমর্থক লক্ষ্মীছড়ার মাষ্টার রমেশ রিয়াং তিনি সি, পি, এম, করেন। তাদের টি, এন, ভি,র লোক এসে তাদের বুকের সামনে বন্দুকের নল ধরে তোমাদের প্রত্যেকের এলাকার সব সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৩০ টাকা করে আমাদের জন্য টাকা কালেকশান করে দিতে হবে তারা

কেউ সেচ্ছায় এটা করে না প্রাণের মায়ায় বাধ্য হয়ে তাদের এই ভাবে টি. এন, ভি,র জন্য টাকা কালেকশান করে দিতে হচ্ছে। ঠিক তেমনি ভাবে অরুন মোহন ত্রিপুরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পূর্ণ বাবুর আত্মীয়, তার বাড়ীতে এসে উগ্রপন্থীরা আশ্রয় নেয়। সে তাদের ইচ্ছা করে আশ্রয় দেয় না। যদি টি. এন, ভি. র লোক এসে বন্দুক দেখিয়ে বলে যে, আমরা তোমার বাড়ীতে ভাত খাব তোমার বাড়ীতে ঘুমাব তাহলে তাকে বাধ্য হয়েই তাদের খাওয়া ও থাকার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। কোন উপায় নাই। এটা বাস্তব সত্য। শশী রোয়াজা সি, পি; এম; এর কর্মী তার উঠানে টি; এন, ভি; এসে আশ্রয় নিয়ে থাকে। মনু থানার সি; আই; জয়দেব দাস সেই শশী রোয়াজাকে ধমকায় যে; তুমি কেন টি, এন, ভি, কে আশ্রয় দাও

শশী কুমার রোয়াজা তিনি সি, পি এম, করেন, তাকে বাধ্য হয়ে তাদের জায়গা দিতে হয়েছে। এটা হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি তিনি সেচ্ছায় সেটা করেন না। গত ৩১শে জানুয়ারী খইরাম রোয়াজা সেখানকার উপপ্রধানের ছেলে তাকে উগ্রপন্থীরা ডেকে নিয়ে বলল যে, তোমাকে এই এরিয়ার কালেকশানের দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাকে বাধ্য হয়ে সেটা স্বীকার করতে হয়েছে সে এসে আমাকে জানাল, আমি তাকে বললাম যে তুমি এইভাবে দায়িত্ব নিও না এবং থানার দারোগাও বললেন সে কথা এটা বাস্তব চিত্র, তাদের বাধ্য হয়ে বন্দুকের মুখে এই সব করতে হচ্ছে। হয়ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাধারন মানুষ সমর্থক হিসাবে আছেন তারা সি, পি. এম ও হতে পারেন আবার টি, ইউ জে, এস ও হতে পারেন আবার কংগ্রেসও হতে পারেন। বীরচন্দ্র মনুর ঘটনায় যেখানে দুইজন বাঙ্গালী মারা যায় সেখানে আমি এবং আমাদের মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু গিয়েছিলাম, সেখানকার সবাই আমাদের জানাল যে. উগ্রপন্থী মাত্র ১০/১২ জন ছিল আর অন্য লোক ছিল প্রায় ৩০/৩৫ জন তারা কারা তারা সি, পি. এম, ও হতে পারেন টি, ইউ, জে, এস ও হতে পারেন আবার কংগ্রেসও হতে পারেন এটা বাস্তব, সর্বত্র একই চিত্র স্যার; আমরা বাস্তবে কিদেখি ? একটা বাজারে যখন আগুন লাগে তখন আগুন নিভানোর জন্য যত লোক থাকে তার চেয়ে বেশী লোক থাকে দোকান পাট লুঠ করার জন্য এটা বাস্তব পরিস্থিতি। কেন উগ্রপন্থী হয় আমি গত

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

-কাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সংগে আমার এমনিতেই একটা আলোচনা হয়। সুশান্ত মারাক ধুমাছড়ার নিকট করাতীছড়াতে তার বাড়ী মুখ্যমন্ত্রী ভালভাবেই জানেন। সে, বি; এস; এফ, এ চাকরী করত। তারপর সে চাকরী ছেড়ে চলে আসে, সে কারও সাতে পাঁচে থাকত না—সেখানে একটি লোক খুন হল; সেই লোকটা ডাকাতি করত; বাংলা দেশে গরু পাচার করত। আমার দুইটা গাই গরু সেই লোকটা চুরি করে নিয়ে যায়; লজ্জার কথা সেই লোকটার সংগে আমার প্রধান যুক্ত ছিল। পরে সে যখন জানতে পারে যে গরু দুইটি আমার তখন গরুগুলি ফেরত দেয়। সেই ডাকাতটি তাদের কনফন্টেশানে মারা যায় তখন পুলিশ এসে সুশান্তকে খুনী সন্দেহ ৩০২ ধারার আসামী করে। তারপর সুশান্ত বাধ্য হয়ে বিজয় রাংখলের দলে চলে যায় পরে অবশ্য সে আত্মসমর্পন করে। এখন সে খুবই অসুস্থ টি· বি; রোগে ভুগছে জি, বি; হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে; নইলে সে মারা যেত। তাকে পুনর্বাসন দেওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে। সে যদি উগ্রপন্থী না হত তাহলে তাকে ৩০২ ধারায় ট্রায়েল হত, সেজন্য পুলিশের অত্যাচারে বাধ্য মানুষকে উগ্রপন্থী হতে হচ্ছে। শ্রীমান রাখাল মুখ্যমন্ত্রী জানেন, তার এক ভাই বি এস-এফ এ চাকরী করে আর এক ভাই ডি·সি র অফিসে কেরানীর চাকরী করে। বেকার ছেলে একদিন আমবাসার একজিকিউটিভ ইনঞ্জিনীয়ার তাকে ডেকে বলল যে তুমি বেকার বসে আছ আমি তোমাকে কাজ দেব তুমি কাজ কর তখন সে ওয়ার্ক অর্ডার আনার জন্য আমবাসায় যায় তখন সেখানকার সি, আই, অপরিচিত মনে করে তাকে এরেষ্ট করে। কিন্তু সেই একজিকিউটিভ ইনঞ্জিনীয়ার তাকে সনাক্ত করা সত্বেও পুলিশ শুধু তাকে গ্রেপ্তারই করেন নাই, তার উপর নির্দয়ভাবে মারধোর করে। সেই ছেলেটি যদি এরপর উগ্রপন্থী হয় তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? অবশ্য সে উগ্রপন্থী হয়নি। কাজেই পুলিশের এই রকম অত্যাচারে অনেক সময় মানুষ উগ্রপন্থী হচ্ছে। কাজেই যে কথা বলছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮৪-৮৫ সনের বাজেট ভাষণে বলেছিলেন যে আমি আশা করছি যে আগামী বছর থেকে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে '৮৬ সাল, কই উগ্রপন্থী কার্যকলাপতো বন্ধ হয় নাই। তাহলে তিনি জানেন কেন সেটা শেষ

হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে— আমি বিশ্বাস করি আগামী বছরে এই সব নিস্ফল সন্ত্রাস কার্য্যকলাপ বন্ধ হবে। তিনি সেটা করলেন না, কাজেই বন্ধ হয় নাই। এতেই প্রমাণিত করতে হয় যে এই টি, এন, ভির সংগে সি. পি; এম, যুক্ত আছে উগ্রপন্থীর সংগে সি; পি; আই (এম) যুক্ত আছে। একটা ঘটনা ঘটল যেমন একটি উগ্রপন্থী দল একটা বাঙ্গালীকে খুন করল এবং সংগে সংগে প্রচার করে দেওয়া হল যে, উপজাতি যুব সমিতির হাতে খুন হয়েছে : এতে বাঙ্গালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে একটা অবিশ্বাস সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই ভাবে পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এটা তো ঠিক নয়। এইভাবে যে একটা সরকার ভিনডিকটিভ্ অ্যাটিচিউট নিয়ে কাজ করতে পারে এটাতো আগে জানা ছিল না। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করতে। উগ্রপন্থী কারা? নকশাল কারা? ওরা তো সি, পি, আই, (এম) থেকেই বেড়িয়ে গেছে। সি, সি, আই (এম) তো আগে সি, পি আই ছিল। ভাল লাগে না, তাই তারা বেরিয়ে এসে সি, পি, আই (এম) করছে। সি; পি; আই (এম) থেকে বেরিয়ে গিয়ে নকশাল করেছে। দে হ্যাভ গিভেন আপ, তাদের আগের যে বিশ্বাস সেটা পরিত্যাগ করেছে। নৃপেন বাবুও তো কংগ্রেসে ছিলেন। তিনি তো এখন আর কংগ্রেসী নন তাই উগ্রপন্থীতে সি; পি; আই (এম) যেতে পারে; এবং উপজাতি যুব সমিতির লোক যেতে পারে। যদি দৃষ্টিভংগীর পরিবর্ত্তন করেন তাহলে সমস্যার সমাধান সরল। যারা খুন করবে নিশ্চয়ই তাদেরকে এরেস্ট করতে হবে! আমারা কি দেখতে পাই। শুধু যুব সমিতির লোকদেরকে এরেস্ট করা হচ্ছে। কমবিং-এর নাম করে যুব সমিতির লোকদেরকে এরেস্ট করছে। এতে তো সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার; আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিতে হবে।

এখানে বলা হয়েছে যে ৮/৯টা ককবরক স্কুল আছে। এগুলি কোথায়? ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বলা হয়েছে ৫৪ হাজার শিক্ষক না কি ৯৬১ জন থেকে বেড়ে ১১১৬ জন হয়েছে এবং আরও ৩১০ জনকে অফার দেওয়া হয়েছে। এদের কোথায় পোসটিং হচ্ছে? অনেক স্কুলে ককবরক শিক্ষকই দেওয়া হয়নি। আমার ময়নামাতে সাতটা ককবরক

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

স্কুল আছে একটা হাই স্কুল আছে। সেখানে বাংগালী ছাত্র আছে। কিন্তু ট্রাইবেল ছাত্রদেরকে দুই বার করে পরীক্ষা দিতে হয়। একবার ককবরক ভাষায় আরেক বার বাংলা ভাষায়। তারা ট্রাইবেল এটাই তাদের অপরাধ। তাই দুই বার পরীক্ষা দিতে হবে। ১৯৭৮ সালে সুখময় বাবুর মন্ত্রীসভার আমলে ক্লাশটু পর্যন্ত ককবরক স্কুল হয়েছিল। পড়াশুনা তখনও হয়নি। এই বামফ্রন্ট সরকার তাদের আট বছরে দুই তিনটা বই করতে পারল না। নীতি থাকতে হবে তাদের তো কোন নীতি নেই বিষ্ণুপ্রিয়া ভায়া বলে তো আমরা কিছু জানি না। এ ভাষায় পড়াশুনা করার প্রশ্ন আসলো কোথা থেকে? আমাদের ভাষা ককবরক। মনিপুরীদের নিজস্ব ভাষা হল মৈতৈ। এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা কোথা থেকে এলো? তারপর আছে মৎস্য দপ্তর। এখানে বলা হয়েছে যে ১৯৮৪-৮৫ সালে ১;১৫০ হেক্টর জায়গা মৎস্য চাষের আওতায় আনা যায় নি। কেন আনা যায় নি? সেটা পরিস্কার করলেন না। ১৯৮২-৮৩ সালে ০'৯ টন মাছ উৎপাদন হয়েছিল। এর পরে সুযোগ সুবিধা তো বৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে না কেন? মাছের উৎপাদন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সব ব্ল্যাক মার্কেটে যাচ্ছে। সেটা সাদা বাজারে আসছে না। ডুম্বুর জলাধারে প্রচুর পরিমানে মাছ উৎপাদন হচ্ছে এবং সেই মাছ কিছু ব্যবসায়ী ও লুঠেরা অন্য পথে ঐ মাছ নিয়ে আসে। তার কারণ মৎস্য দপ্তরের হাতে মাত্র ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে তারা এই টাকা দিয়ে মাত্র সপ্তাহে দুই দিন মাছ কিনতে পারে। বাকী পাঁচ দিনের মাছ ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিছু দিন আগে গণ্ডাছড়া থেকে কালাজারির দিকে যাচ্ছিলাম। দেখলাম ২০/৩০ জন মাছ ধরছে। তাদেরকে এসকর্টের ভয় দেখিয়ে ধরে আনা হয়েছিল। সৎ প্রচেষ্টা থাকলে এটা প্রতিরোধ করা যেত মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব এখানে নেই। কিন্তু আগে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে তাদের যে সি, পি, আই (এম) সরকার সেই সরকার সেল টেক্স কমিয়েছে। এখানেও তো সি, পি আই (এম) সরকার। ওরা তো এই প্রস্তাবটাও রাখল না। কাজেই এই বাজেট এখানে আনা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। তাই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে এবং এখানে যে টাকাটা ধরা হয়েছে এটা ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নে খরচ করা হবে। আমাদের এলাকা ছোট। অন্যান্য প্রদেশে একটা ব্রীজের জন্য যে টাকা খরচ করা হয় আমাদের বাজেটেও সেই টাকা ধরা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার বাজেট করেছেন গরীব মানুষের স্বার্থে, সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে। কেন এই কথা বলতে চাই? আমরা জানি, মানুষ যেখানে বাস করে সেখানে গাছ-গাছড়ার সৃষ্টি করতে হয়। আর যেখানে মানুষ নাই সেখানে গাছও নাই। আমরা দেখছি, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য টাকা ধরা হয়েছে, ৮, ৮৩, ২০,০০০ টাকা। ১৯৮৪-৮৫'র শেষ পর্য্যন্ত ৯৪২৮৮০৫ হেক্টার এলাকায় বন সৃজন করা হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬তে ১০, ৮০০ হেক্টার জমিতে বনায়ন করা হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ পর্য্যন্ত সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে ৪.৭২৮ হেক্টর জমিতে বনায়ন হয়েছে এবং তা থেকে ১৮, ১ ৯১টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন। ১৯৮৫-৮৬ তে ১৫০০ হেক্টর জমি সামাজিক বনায়ণ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে এবং তাতে ৫. ০৬৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭তে আরও ১৫০০ হেক্টার জমি সামাজিক বনায়ণ প্রকল্পের আওতায় আসবে এবং ৫,০০০ পরিবার উপকৃত হবেন। এই ভাবে বন দপ্তর সৃষ্টি করে চলেছে। সাথে সাথে কৃষি দপ্তর থেকে নারিকেল, আনারস, কাজুবাদাম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ লাগাচ্ছেন। এরদ্বারা মানুষকে আমরা কাজ দিতে পারছি গাছ লাগানোর জন্য। ফল ধরতে আরম্ভ করলে মানুষের অর্থনৈতিক সংকটের কিছুটা সুরাহা হবে। কৃষি দপ্তর থেকে প্লাম গাছ লাগানো হচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এর খোঁজ রাখেন কিনা আমার জানা নেই। এই প্লাম গাছ দিয়ে কি হয় তা জানা আছে কি? আমরা আজকে যাকে ডালডা বলি তা এই গাছের তৈল থেকে হয় নাগিছড়াতে যা লাগানো হয়েছে তা বীজের জন্য লাগানো হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, বামফ্রন্ট সরকার দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর জন্য স্বাস্থ্য খাতে ১০,৭২. ০৬ ০০০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। সাব সেণ্টার. প্রাইমারী

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

হেলথ সেন্টার, ঘর বাড়ী তৈরীর সমস্ত কিছুর খরচই এরমধ্যে ধরা হয়েছে। আমরা আমরা জানি, শুধুমাত্র সম্পদ সৃষ্টি করলেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখতে হবে। আর জনসাধারণকে যদি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হয়, তাহলে শিক্ষার দিকে নজর রাখতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং শিক্ষা সঠিক ভাবে হতে হলে খেলা ধূলার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় পরে এই দিকে বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছেন। এর জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে খেলা-ধূলা প্রতিযোগিতা করার জন্য। আমরা দেখেছি; কিছুদিন আগে একটি শেষ হয়ে গেছে। আবার কিছুদিনের মধ্যেই আর একটি শুরু হবে। আগরতলা শহরের মধ্যে এই খেলা হয়েছিল, এবং বিভিন্ন সাব-ডিভিশন থেকে প্রতিযোগীরা এসেছিল। সে সময় আমরা দেখেছি আগরতলা শহরের চেয়ে গ্রামঅঞ্চলের ছেলেরা ভাল খেলেছে। এর দ্বারাই প্রমানিত হয়েছে; গ্রাম পিঁছিয়ে নেই। লেখাপড়ার দিকেও ঠিক তাই। মফঃস্বলের ছেলেরাই ভাল রেজাল্ট করছে. দেখতে পাই। মাননীয় স্পীকার স্যার; বিরোধী দলনেতা প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ যে বক্তৃতা রেখে গেলেন তার মধ্যে সব কিছুতেই বিরোধীতা করে গেলেন। তিনি বিভিন্ন কথা বলে গেছেন। তার মধ্যে সব কিছুতেই ছিল; রাজ্যে আইন-শৃংখলা অবনতির কথা। কেন তিনি এই কথা বলতে চেয়েছেন তা আমরা জানি আমরা এও জানি; এখন লড়াই কার সঙ্গে হচ্ছে। ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই! আমরা শ্রমিকের পক্ষে, তাঁরা ধনিক গোষ্ঠীর পক্ষে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শ্রমিক-মেহনতী মানুষের সংখ্যা বেশী। আপনারাও লক্ষ্য করে দেখুন. লড়াইয়ে কারা জয়ী হয়। সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ভিয়েতনামে কী ভীষণ লড়াই হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার মাত্র ৮ বছর যাবৎ ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করছেন এই ৮ বছর ধরেই অনবরত চেষ্টা চলছে এই সরকারকে ভাঙ্গার জন্য। এর জন্য ধনিক শ্রেণী, উগ্রপন্থী; কংগ্রেস (আই) ও টি; ইউ জে. এস, -এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার চেতনা সম্পন্ন মানুষ ১৯৮০ সালের কথা ভুলেনাই দেখছে, তারা কিভাবে বাড়ী-গাড়ী; টাকা পয়সা করেছে। কাজেই বিরোধী দল থেকে এই বাজেটের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছি

না। এই জন্যই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসের সামনে ১৯৮৬-৮৭ সনের বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন। এই বাজেট বরাদ্দকে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলেছেন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি দ্রুত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। জাতীয় পরিস্থিতিও দিন দিন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠছে। এটা এখন পরিস্কার যে ধনী এবং গরীবের মধ্যে ফারাক কমানোর ঘোষিত নীতি ও মূল্যাস্তর হ্রাসের প্রতিশ্রুতি এখন পুরোপুরি বর্জন করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি দেশের স্থিতিশীলতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে। পাঞ্জাবে যখন আবার আগুন জ্বলে উঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখন আদালতের দুইটি সাম্প্রতিক রায়কে কেন্দ্র করে অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ধনিক শ্রেনীর স্বার্থে কংগ্রেস কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে, বিশেষ করে ত্রিপুরায় ৩০ বৎসর শাসন করেছেন এবং জমিদার জোতদারদের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অসমতা অসন্তোষ দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলরা বিশেষ করে আমেরিকানরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে খৃষ্টান মিশনারী ইত্যাদির মাধ্যমে সম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। আজকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথাচারা দিয়ে উঠেছে স্বাধীনতার পর এমন দুর্দিন ভারবর্ষের আর কখনো আসেনি। আমরা লক্ষ্য করেছি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র একদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নাম করে হিন্দু ফাণ্ডামেণ্টালিজম্ এবং অপরদিকে মুসলিম ফাণ্ডামেণ্টালিজম্ সৃষ্টি করে ভারতবর্ষে অনবরত অস্থিরতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে সাহবানু কেসের উপর সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন যে বিবাহ বিচ্ছেদের পর মুসলমান মহিলাদের খরপোশ দিতে হবে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তথা ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী রাজীব গান্ধী পার্লামেণ্টে একটা বিল এনেছেন। যে বিল সংবিধানের ১৫ (১) ধারা, সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৪ ধারা এবং সি, আর, পি, সির, ১২৫

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

ধারা—এই মানবিক ধারাগুলিকে লংঘন করে, মুসলমান নারীদের অধিকার হরন করে। এই ভাবে একটা চক্রান্ত করে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ভোট আদায়ের পথ অবলম্বন করেছেন। অপরদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে আর, এস, এস; ভারতবর্ষে রামের জন্মভূমি খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং একটা দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। অযোধ্যাতে একটা মন্দির বা মসজিদ যাই বলা হোক, দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ ছিল, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের ফলে মসজিদ বা মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে হিন্দু মন্দির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এতে ভারতবর্ষকে যারা শুধু হিন্দু রাজত্বে পরিনত করতে চান তারা উৎসাহিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে উত্তর প্রদেশে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। আমরা দেখেছি পাঞ্জাব চুক্তি সম্পাদনের পর সেখানে একটা নির্বাচন হয়ে গেছে এবং আকালী দল সরকার গঠন করেছেন। কিন্তু রাজীব-লাঙ্গোয়াল যে চুক্তি হয়ে গেছে সেই চুক্তির ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সীমানা নির্দ্ধারণ এবং জলবন্টন ব্যবস্থা আজও সমাধান হয় নি। পরিনতিতে পাঞ্জাবে দাঙ্গা। সেখানে শিখরা হিন্দুদের উপর এবং হিন্দুরা শিখদের উপর ক্রমাগত আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। স্যার, আজকে বুর্জোয়া কংগ্রেস সরকার ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে শ্রমজীবি ঐক্যের উপর আঘাত হানার চেষ্টা করছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ সরকার যে কায়দায় ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল, আজকে রাজীব গান্ধী সেই পথ অবলম্বন করেছেন। কাশ্মীরে ডঃ ফারুক আবদুল্লা যতক্ষন পর্যন্ত ইন্দিরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন ততক্ষন তিনি ভাল ছিলেন। যেই মাত্র সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন তখনই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ফারুক আবদুল্লার সরকারকে ভেঙ্গে দিলেন এবং ফারুক আবদুল্লার দল থেকে গোলাম শাহ যাকে প্রো-পাকিস্তানী, এন্টি-ন্যাশানাল এবং কমিউনাল বলা হয় তাকে দিয়ে সরকার গঠন করালেন এবং ইন্দিরা কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন করলেন। যার ফলে আজকে সেখানে প্রো-পাকিস্তানী কার্য্য-কলাপ চলছে হানাহানি চলছে। ফলে গোলাম শাহর সরকার ভেংগে গেছে। এবং সেই সরকারের অপদার্থতার জন্য সেখানে একটা বিরাট দাঙ্গা হয়েছে। আমরা দেখেছি ইন্দিরা কংগ্রেস কিভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির সংগে হাত মেলাচ্ছে, কিভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির সংগে আপোষ করছে। কেন্দ্রীয়

সরকার আসাম চুক্তি করেছেন, ভাল কথা। কেননা সেখানে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানকে লংঘন করে, ইন্দিরা-মুজির চুক্তিকে লংঘন করে রাজীব গান্ধী গনপরিষদের সংগে চুক্তি করেছেন এবং সংখ্যালঘুদের সেখানে বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু সেখানে তাদের ভবিষৎ কি ? স্যার, গতকাল আমরা বিধানসভা থেকে রাজ্যসভার একজন প্রার্থী নির্বাচিত করেছি এবং আসামে দুইজন প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়েছে এবং দুইজনেই আসাম গন পরিষদের সদস্য। ইন্দিরা কংগ্রেস সেখানে কোন পাত্তা পায় নি। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে ৩৬৯০ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি পশ্চিবঙ্গ সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে ৫০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বাজেটে ৪৪৫ কোটি টাকা ট্যাক্স বসিয়েছেন যার জন্য আজকে জিনিষপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। সেইজন্য এই বাজেটকে বিভিন্ন দিক থেকে জনস্বার্থ-বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যে কাজ করেছেন তার ফলশ্রুতি হচ্ছে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট। এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অভিযোগ করে বলছেন বারবার সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনা হচ্ছে। আনবেই ত, কাজ করলে বাজেট আনতে হবে। আমরা দেখছি, কেরেলাতে কিভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উসকানি দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগের সংগে আঁতাত করে সেখানে একটা সরকার গঠন করেছেন এবং সেই কেরেলা সরকারের দুইজন মন্ত্রী এবং দুইজন এম, এল. এ. বিশ্ব মুসলিম ফাণ্ডামেণ্টালিষ্টের দুই নেতাকে আমন্ত্রণ করেছেন। একজন হচ্ছেন শেখ আল ইয়সুফ; লীডার অব দ্য মুসলীম মাইনরিটি অব দ্য ওয়ার্লড এবং অপরজন শেখ হাসিন আল; কোয়েতের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী। তারা ভারতবর্ষে এসে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছে। কাজেই আজকে আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্রয় দিয়ে ভারতবর্ষের ঐক্য-সংহতিকে নষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। তার ফলশ্রুতি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যেও আমারা দেখেছি ১৯৮০ সালে ভয়ংকর একটা ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। যারা নাকি আজকে উপজাতি যুব সমিতি করে, "আমরা বাঙ্গালী" করে এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

সমর্থকরা যারা তারা চান আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য যার চর্তুদিক প্রায় বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে উপজাতি এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি করে দেশের মধ্যে একটা অস্থির অবস্থা চলতে থাকুক, এটাই উনারা চান। কারন বামফ্রন্ট সরকার জনগণের জন্য যেসকল উন্নয়ন-মূলক কাজ করছেন সেই সকল কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই তাদের প্রধান কাজ হযে দাড়িয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১৭ই মার্চ এই হাউসে উপস্থিত করেছেন এই বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে পাহাড়ী-বাঙ্গালী বিভিন্ন অংশের গরীব মানুষ উপকৃত হবেন এবং আগামী দিনে ভারতবর্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সন্ধান দেবেন এই বিশ্বাস এবং আশা রেখে এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৭ই মার্চ এই বিধান সভায় ১৯৮৬-৮৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করার আগে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। কিছু দিন আগে আমাদের গ্রামে গরুর একটা রোগ সৃষ্টি হয়েছিল. তখন একজন ভদ্রলোক আমার নিকট এসেছিলেন এবং আমাকে বললেন যে আমার গরু তো. পাতলা পায়খানা আরম্ভ করেছে. কি করা যায়? তখন আমি বললাম, পশু হাসপাতালে যান সেখানে গিয়ে পশু ডাক্তারকে দেখান। তখন তিনি হাসপাতালে গেলেন এবং পশু ডাক্তারকে দেখালেন, তখন পশু ডাক্তার বললেন, গরুটার জ্বর হয়েছে, জ্বরের ইনজেকশ্যান দিলে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গরুটা মরেই গেল। তারপর কিছুদিন পর আমার পাশের বাড়ীতেও একটা গরুর এই রকম পাতলা পায়খানা হয়েছে, তখন আমি বললাম গরুটাকে মোহনপুর পশু হাসপাতালে নিযে দেখান। তখন সেই ভদ্রলোক গরুটাকে নিয়ে মোহনপুর হাসপাতালে গেলেন। ডাক্তার গরুটাকে দেখে বললেন, ডাইরিয়া হয়েছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কত বছর আপনি ডাক্তারি করছেন। তখন ডাক্তার বললেন ১৫/২০ বছর হয়েছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু দিন আগে যিনি

ছিলেন তিনি কত বছর ধরে ডাক্তারি করছেন, তখন তিনি বললেন ৫/৭ বছর হবে। তখন আমি বললাম বামফ্রন্ট সরকারের ট্রেনিং বোধ হয়। কারন পেটের অসুখ হলে যদি জ্বরের ঔষধ দেওয়া হয় তাহলে এ ছাড়া বলার আর কিছুই থাকে না। ঠিক তেমনি মাননীয় বামফ্রন্ট সদস্যরা বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে বাজেট আলোচনা না করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শুধু সমালোচনাই করেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সত্যিই আমাদের অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা সত্বেও এই বাজেটের বিরোধীতা করতে হচ্ছে এই কারনে যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ৩০ বছর কেন্দ্রীয় সরকার এই বাজেটের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে যে অর্থ দিয়েছিলেন আর এখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কি পরিমান অর্থ দিলেন তার নজীর আমি দিচ্ছি। আজকের বাজেট হচ্ছে ৩৭১ কোটি, ১৭ লক্ষ, ৫৯ হাজার টাকার। এগ্রিকালচার ডিপার্ট-মেন্টের জন্য ১৩ কোটি, ৫১ লক্ষ, ৭১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু বুঝলাম না স্যার, এই টাকাগুলি দিয়ে তারা কি করেন? কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা দেন কিন্তু মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দেন না, তার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, এক সাথে এই শ্লোগান দেন। কিন্তু সত্যিই বাস্তবে যদি এই টাকাগুলি কাজে লাগত তাহলে আমাদের বিরোধীতা করার কোন প্রয়োজন হতো না। মি স্পীকার স্যার, খরা হলে, বন্যা হলে এক কে. জি. ধানের বীজ দেওয়া হয়, ঔষধ দেওযা হয় কিন্তু এই ঔষধগুলি বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে এবং ভি. এল. ডবলিউ সাহেবরা কেরোসিন মিশিযে বিক্রি করছেন। তাই বলছি এগ্রিকালচারের তরফ থেকে কৃষকদের বাঁচাবার জন্য কোন সাহায্যই করা হয় না। কারন যারা ৭/৮ কানি জমির মালিক এখন তাদের ঘরে ধান নেই। কিন্তু মোহনপুরে আমাদের ইণ্ডিয়ার এই যে সোনাই নদীর জল সেই জল দিয়ে বাংলাদেশের হাজার হাজার জমি চাষ হচ্ছে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু তার জন্য টাকা নির্দিষ্ট আছে এবং তার জন্য কর্মসূচীও আছে।

বামফ্রন্ট সরকারের এই ২২ লক্ষ লোকের জন্য যদি চিন্তা থাকত তাহলে ত্রিপুরার

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

জল বাংলাদেশে ফসল ফলাতনা। আমাদের এই সোনাই নদীতে একটা ইরিগেশান স্কীম করলে ১০টা গাঁওসভার লোকের এর উপকার হত। কিন্তু তারা করছেন না। এই হচ্ছে বামফ্রণ্টের চরিত্র। সংগ্রামের হাতিয়ার এই শ্লোগান দিতে হবে তাহলে বীজ দেওয়া হবে। আজকে বামফ্রন্ট যদি কৃষকের কথা চিন্তা করতেন তাহলে ত্রিপুরার জল বাংলাদেশের কৃষক ব্যবহার করতনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটা কথা বলছি আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এখন এইখানে নেই। আজকে এইখানে কি ধরনের ইণ্ডাষ্ট্রি হচ্ছে? তার জন্য বাজেট ধরা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, আমি এইখানে একটা কথা বলছি, আমরা সাধারনতঃ শ্রাবন মাসে মনসা পূজা করি। এইযে পূজা তখন গ্রামে গ্রামে পদ্মপুরান পড়া হয় তাতে কি বলা হয়েছে একটা অংশে? মা পদ্মাদেবীর পূজা না করার জন্য চাঁদ সদাগরের বংশ নির্বংশ করে দিয়েছিল। এইযে চরিত্র চাঁদ সদাগরকে নির্বংশ করে দিয়েছিল। তারপর বেহুলার কল্যানে কাজ হয়ে গেল। সবকিছু আবার চাঁদ সদাগর ফিরে পেয়েছিল। যারা আজকে আমাদের মাননীয় সদস্যরা এখানে আছেন ভাল করে জানেন সবসময়ে যখন উগ্রপন্থী হামলা হয়, তখন বলা হয় কংগ্রেস করেছে, টি, ইড, জে. এস, করেছে। তাদের জ্বালায় কিছু করতে পারছেনা টি, ইউ, জে. এস, কংগ্রেসের জ্বালায় কিছু করতে পারছেনা আমি বলতে চাই, আপনার ব্রেইনটা একটু পরিস্কার করে আসুন। পরিস্কার করে এসে কংগ্রেসের যে আদের্শ সেটা বুঝতে চেষ্টা করুন। আমাদের কংগ্রেসের যে অহিংসার নীতি, অহিংসার আদর্শ সেটা বুঝতে চেষ্টা করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে যে বাজেট এসেছে, তারা এডুকেশানের জন্য চেয়েছেন ১৫ কোটি ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। অনেক খরচ করেছেন কিন্তু আমি বহু স্কুলে গিয়েছি, মিটিং করেছি ফটিকছড়া বাজারে। দিদিমনিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কজন আছেন এখানে শিক্ষক। দিদিমনি বললেন, আমরা ৭ জন। আমাদের চেয়ার দিন। আমরা মাষ্টারী বয়সে চেয়ারে বসে দেখিনি। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার বাজেট তৈরী হচ্ছে। তারা বলেন, কংগ্রেস আমলে কিছুই করেনি। কিন্তু বামফ্রণ্টের আমলে একটা চেয়ার দিয়ে দিদিমনিদের, শিক্ষকদের বসার জায়গা করার শক্তি নেই; ছেলেদের বসার সুযোগ করার শক্তি নেই। সুযোগটা তারা করেনি। টাকা আসে প্রচুর সেটা অস্বীকার করবার উপায় নাই। আপনাদের মধ্যে অনেক মাষ্টারবাবু আছেন, আপনারা যান. অবশ্য আপনারা

পাবেন, আপনাদের হাতেই ত এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট। সেটা আমার মুখের কথা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ঘর নেই, আজকে এই যে গোপালনগর জে, বি, স্কুল সেখানে ছাত্রসংখ্যা ৪৫০। সেখানে বেন্চ নাই, বেন্চ মানে টুমরি পাতা। তারা বলছেন; তারা অনেক কিছু করেছেন, অনেক হাই স্কুল করেছেন, সিনিয়ার বেসিক স্কুল করেছেন। কিন্তু শ্লোগান, একটা পদ্ধতি রচিত করেছেন, শ্লোগান দিলে কিছু বেতন টেতন পাওয়া যায়। শিক্ষার যে মেরুদণ্ড বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষক যারা, যারা প্রকৃত শিক্ষক, যারা শিক্ষা কাজে নিযুক্ত আছেন, তাদের শিক্ষার জন্য কি কি জিনিসের দরকার, সেই জিনিসগুলি ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা সেটা দেখতে হবে। সেদিকে বামফ্রণ্ট সরকারের নজর নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা বক্তব্য হল, পঞ্চায়েত দপ্তর সম্পর্কে। পঞ্চায়েত দপ্তরে নতুন রুলস তৈরী হয়েছে। কয়জন পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়েছেন ? এই নির্বাচনে বামফ্রণ্ট সরকার দেখেছে যে, আর পঞ্চায়েত রাখতে পারবনা। তারা আবার নতুন রুলস বের করেছে দল বিরোধী। তাদের এত ভয় কেন? কারন পঞ্চায়েত আপনাদের চাননি। আপনাদের কয়জন আছে মোহনপুরে ? একজন কালাছড়ার প্রধান আছেন। উনার ২টা বাড়ী। মোহনপুরের প্রধান আছেন। প্রধানদের কত ভাতা দেন ? টাকা কোথা থেকে আসে ? মিছিল করতে হবে, মিটিং করতে হবে। পঞ্চায়েতে এস, আর, ই, পি, এন আর, ই; পিতে দলবাজি। গ্রামের মানুষ আজকে অন্নের জন্য হাহাকার করছে। তারা আজ এক মুঠো অন্নের জন্য লালায়িত। এটা বামফ্রণ্ট সরকারের পূর্ত্তির বাজেট নয়। এই ত সেদিন ৮ বৎসরের পূর্ত্তি হয়ে গেল। ৯ বৎসরের পূর্ত্তি আসছে, ১০ বৎসরে পূর্ত্তি শেষ হয়ে যাবে। এই বাজেট পূর্ত্তির বাজেট নয়, ২২ লক্ষ সাধারন মানুষের জন্য বাজেট। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইখানে আর একটি কথা বলতে চাই পি, ডব্লিউ, ডি, সম্পর্কে পি, ডব্লিউ ডি, খাতে অনেক টাকা ধরা হয়েছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নাই আজকে এই ডিপার্টমেণ্টের কথা না বলে পারছিনা। কারন আজকে জল হচ্ছে মানুষের প্রান। সেই জিনিটার কথা আজকে বিধানসভায় না বললে হয় না। আমাদের জনসাধারন ভোট দিয়েছেন কিসের জন্য ? জনসাধারনের কথা কিছু বলার জন্য। আজকে খরা গ্রামে গঞ্জে জল নেই। আজকে গরুর খাওয়ার জল নেই মানুষের ত দূরের কথা। কিছুদিন আগে বি,ডিসি, মিটিং, এই বি, ডি, সিতে বলা হয়েছে ৩৩৪টা টিউবওয়েল আছে তারপর যখন বি, ডি, সির মিটিংএ জিজ্ঞাসা করা হল কয়টা আছে, বললেন মাত্র ৩৫টা। কারনটা কি ? কিছু মান্টু ফান্টু কন্ট্রাক্টরকে দিতে হয়। রিসিংকিং

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

করলে জল পাওয়া যায়না। তদন্ত করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ফিল্ড সুপারভাইজার তারা বলছেন ওভারশিয়ার বাবুকে, আমাদের কোন অনুমতি না নিয়ে বিলটা দিয়ে দিলেন? আমি হলাম ওভারশিয়ার, আর একজন বলেন; আমি হলাম ফিল্ড অফিসার। ২জনে ঝগড়া। অর্থাৎ সমস্ত বণ্টক ওভারশিয়ারের হাতে চলে গেছে। ফিল্ড সুপারভাইজার বণ্টক পায়নি। এইভাবে ভাগ হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট। ফলে একটার পর একটা বাজেট। জানুয়ারী মাসে বাজেট হয়ে গেল আবার মাঝে ফেব্রুয়ারী মাসে বাদ দিয়ে আবার সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এবং পূর্ণাঙ্গ বাজেট ৮৬-৮৭ সনের। এইযে কোটি কোটি টাকা দিয়ে মুনাফা লুটা হচ্ছে। এইত আপনাদের ৮ বৎসরের পূর্ত্তি গেল; ৯ বৎসর আরম্ভ হল; ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার খতম। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী তরনীমোহন সিনহা।

শ্রী তরনীমোহন সিনহা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭ই মার্চ ১৯৮৬ ইং এই বিধান সভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য ৩৭১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার যে হিসাব দেখানো হয়েছে, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে ত্রিপুরার জনগনের উন্নতির জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা খুবই যুক্তিযুক্ত। তার মধ্য থেকে আমি শুধু একটা জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তা হচ্ছে আমাদের জীবনদাতা কৃষকদের কথা, যারা আমাদের সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদক এবং যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের সব চেয়ে বড় সম্পদ। মানুষের জীবনদাতা এই কৃষকরা গত ৩০ বছরের সময় কি পেয়েছে? তখন তাদের জন্য রিলিফের যে ব্যবস্থা ছিল তার মজুরী হচ্ছে শিশুদের ক্ষেত্রে একটাকা চারআনা এক দিনে, মহিলাদের ক্ষেত্রে এক টাকা ছয় আনা আর পুরুষদের ক্ষেত্রে দেড় টাকা, তাও বছরের মধ্যে মাত্র ৫/৭ দিন কাজ পেত। এই বঞ্চিত কৃষকরা যখন তাদের কাজের জন্য দাবী করতে গেল তখন তখনকার শাসকগোষ্ঠির হাতে যাদের জন্য কি উঠেছিল, লাঠি আর টিয়ার গ্যাস। তাদের সামান্যতম ধানকে তারা রক্ষা করতে পারল না, যারা ধান ফলালো তারা হলো চোর, আর যারা সেই ধানকে জোর করে আদায় করল তারা হল মালিক তাদের জন্য তৈরী হল লেভি আইন এবং তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরন করল রবীন্দ্র মালাকার। সেই কৃষকদের উন্নতির জন্য এবং তাদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য

তাদেরকে কিভাবে সার বীজ দিতে হবে সেইগুলির জন্য তখনকার সরকারের কোন পরিকল্পনা ছিল না। এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে ২২৭০ মেট্রিক টন বীজ কৃষকদের স্বার্থের জন্য বিলি করেছেন। আবার ১৯৮৬-৮৭ সালে ১২১০ মেট্রিক টন উন্নত মানের বীজ কৃষকদের জন্য বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মানুষের জীবন রক্ষার জন্য যে কৃষকরা সর্বদা নিযুক্ত তাদের জন্য সরকার যা করেছেন। সেটা কে তো সমর্থন করা যায় না। ১৯৮৫ ৮৬ সালে ১২১০০ টন সার বিলি করা হয়েছে, আবার এইটাকে বাড়িয়ে ১২১৯০ টন সার বিলি করা হবে। তা আপনারা তো বক্তৃতা দেবার সময় শুধু বলেন যে কেডার পোষন করা হচ্ছে, তা এই সার ও বীজ যে দেওয়া হবে এইগুলি কি শুধু কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষকদেরকেই বাছাই করে দেওয়া হবে? কৃষকদের মধ্যে কি একজনও কংগ্রেস বা টি ইউ জে এস এর লোক নাই? আপনারা কার ভোটে তাহলে নির্বাচিত হয়েছেন? জনগন তো আপনাদের ভোট দিয়েছে না কি? ১৯৮৫-৮৬ সালে কৃষকদের উন্নতিকল্পে ২০টা পাওয়ার টেইলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আবার আজকে ১৯৮৬-৮৭ সালে আরও ৩০টা কেনা হবে। কাজেই কৃষকদের এই উন্নত হওয়ার জন্য সরকারে যে সাহায্য তাকে তা আপনারা কোন দিনই ভালো চোখে দেখতে পারবেন না, তারা গরীব থেকে আরও গরীব হোক, এইটাই হবে আপনাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা। আর আমাদের সরকার থেকে এস আর ই পি ও এন আর ই পির মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে ও জুম ফসলে নিবানীর ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা উন্নত মানের ফসল দেশকে উপহার দিতে পারে তার জন্য। এই ফসল যখন কৃষকদের হাতে আসবে এবং যখন বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মুকুব করে দিন, তখনই উগ্রপন্থীদের নাম করে টি ইউ জে এস-এর নেতারা সেখানে গিয়ে দশ টাকা করে চাঁদা চায়। আবার এদিকে তারা তার প্রতিবাদ করল যে না উগ্রপন্থী-দের ধরে আনতে হবে, তারপর যখন ধরতে পারল না তখন বলা হল যে, বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ বাহিনী অপদার্থ ও অকেজো, আর যখন ধরে আনা হল, তখন বলে টি ইউ জে এস ও কংগ্রেসের সমস্ত সদস্যকে ধরে নিয়ে আসল, আবার যখন ছেড়ে দেওয়া হল তখন বলল যে, এইতো ওরা সি পি এম। -না ধরলে উগ্রপন্থী, ধরলে টি ইউ জে এস ছাড়লে সি পি এম, এইটাতো কোন কথা নয়। ১১ই মার্চ কাঞ্চনছড়ার ৮২ মাইল-এ বিল্ল ত্রিপুরার বাড়ীতে ৫ জন উগ্রপন্থী গিয়ে মুরগী কেটে খাওয়া দাওয়া করে এবং তার পর সেখানে সিদ্ধান্ত নিল যেহেতু গজেন্দ্র ত্রিপুরার পরিচালনায় বিল্ল ত্রিপুরাকে প্রধান হইতে নামিয়ে দিয়ে সেখানে মিঃ ডালংকে প্রধান করা হয়েছে, সেহেতু তার প্রতিশোধে তাকে হত্যা করতে হবে। তারপর ১০ই মার্চ এন সি পাড়াতে গিয়ি মিটিং করেছিলেন উপজাতি যুব সমিতির লোকদের সঙ্গে টি এন ডি এবং

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986-87

সেখানে সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাবার বাগানকে কেটে ধ্বংস করতে হবে, পাড়ার লোকদের বলেছেন যে এখানে যদি রাবার বাগানকে করতে দেওয়া হয় তাহলে ট্রাইবেলরা আর থাকতে পারবে না। তাই যেমন করে হোক এইটাকে বন্ধ করতে হবে এবং এর কিছু দিন আগে পর পর তিন চার দিন ঐ বাগানে আগুন দেওয়া হল। ফলে ৭/৮ বৎসর আগের তৈরী বাগান যা থেকে এখন রাবার কালেকশান আরম্ভ হয়েছে সেই বাগানগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হলো এবং তার ফলে ত্রিপুরা সরকারের কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল। এখন সেখানে শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না, এইটাতো তারা চায় ট্রাইবেল গরীব ভায়েরা আরও গরীব হোক তাদের কোন উন্নতি না হোক, তাদের দুই বেলা দুই মুঠো অন্ন যাতে না তার জন্য তারা দারচয়. এন. সি, পাড়া দিয়ে কাঞ্চনছড়া যাতায়াত করে। তাই আজকে কৃষক ও শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য, উন্নতির জন্য ও তাদের উপকারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে টাকা খরচ করছেন তার প্রতিবাদে আপনারা আজ মুখর হয়ে উঠেছেন, কিন্তু কেন ?

রাবন মৃত্যুকালে যখন মৃত্যুবান দেখলেন তখন বানরকে পর্য্যন্ত রামাকারে দেখতে আরম্ভ করলেন : সে রকম কোন্ মৃত্যুবান আপনাদের সামনে ? আপনারা শুধু চীৎকার করছেন বামফ্রন্ট সরকার সব কেডারদের দিয়ে দিচ্ছে। কৃষকদের আজকে যে টাকা দেওয়া হল, কৃষকদের স্বার্থে হাওড়ে যে বাঁধ দেওয়া হল তাও কি কেডারদের জন্য ? এত বড় বাঁধ কংগ্রেস আমলে হয়নি। কংগ্রেস আমলে বাঁধ করে দেবে, দেবে বলে শুধু ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। আর বামফ্রন্ট সরকার আসার মাত্র ৮ বছরের মাথায় সে বাঁধ শেষ হতে চলেছে। সবচেয়ে বড় যে মাঠ হাওড় মাঠ সে মাঠে আজ সোনার ফসল ফলানোর ব্যবস্থা হয়েছে। হ্যাঁ, একটা জিনিষ এই সরকার করতে পারছে না, সেটা হল কৃষকদের থেকে জোর করে লেভি আদায় করতে পারছেনা। তাদের বিরুদ্ধে সি, আর, পি পুলিশ লেলিয়ে দিতে পারছেনা। তখনকার এই নির্যাতন ভোগী আমি নিজেও একজন। আমি ১৯৪৯-৫০ ইংরাজীত ১৫০ টাকা কৃষি ঋণ নিয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য সে বছরেই বন্যা হল, তথাপি সেই ১৫০ টাকা ঋণ শোধ করার জন্য আমাকে বলা হল, আমি পারিনি তাই আমার গরু ক্রোক করে নেওয়া হল। আমি বহু করে বলেছিলাম যে আমাকে ১ বছর সময় দিন কিন্তু দেওয়া হলনা। আমার গরুটা নিয়ে নিল। আমি হাতে ধরে বলেছিলাম যে ১০/২০ টাকা দিয়ে গরুটা ছুটিয়ে নেওয়ার মত আমার ক্ষমতা নাই তবুও নিল এবং শেষে গরুটা মারা গেল। এই ছিল সোদনের অবস্থা। আজকে আমরা দু মুঠো খেয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার পথ পেয়েছি এবং সেসব থেকে রেহাই

পেয়েছি বলে ওনাদের সহ্য হচ্ছেনা। এভাবে বাজেট করলে পরে ত্রিপুরার গরীব মানুষের উন্নতি হলে পরে ওনাদের সহ্য হয়না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা মিটিয়ে বাহিরে খাদ্য পাঠাবার চেষ্টা করছেন কারন আমরা পরনির্ভরশীল হয়ে থাকব কেন? তাই আজকে বন্যা নিরোধ করবার চেষ্টা হচ্ছে। এসব দেখেও আপনারা বলছেন কেন্দ্রার পোষণ হচ্ছে। এত উন্নতি মূলক কাজ থাকা সত্বেও আপনারা কিছু দেখতে পান না। আগে কতটা স্কুল ছিল, কতজন ছাত্র ছিল আর আজকে শিক্ষার মান কত বেড়েছে? যাই হউক সেদিকে এখন আমি যাচ্ছিনা। আমি কৃষকদের কথাই বলছি, কৃষকদের জন্য আজকে কি করা হয়েছে। আপনাদের সে সংকীর্ণতাবাদ ছেড়ে দিন। আপনারা দিল্লীর হুকুমে নির্বাচিত হননি। আপনারা ত্রিপুরার মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন তারা ত্রিপুরাতেই থাকবেন, দিল্লীতে গিয়ে থাকবেন না। আমরা ত্রিপুরাতে থাকব তাই ত্রিপুরার মানুষের জন্য কাজ করছি আরও করবই, তাই বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন এবং আরও করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে এই হাউজে গত ১৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৬-৮৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটকে বিরোধিতা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি। কেন বিরোধিতা করছি? তার কারণ হল এই বাজেটের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নাই বাস্তবের পরিপন্থি। আমরা দেখতে পাচ্ছি বামফ্রণ্ট সরকার তার শ্লোগান অনুযায়ী বাজেট পেশ করেছেন। শ্লোগান হচ্ছে পয়সা চাই কাম বাদ সেজন্য আমি এই বাজেটকে ধিক্‌কারের সহিত বিরোধিতা করছি। প্রতি বছর বাজেট আনা হয় এবং পাশ করা হয় কিন্তু বাস্তবে কোন উপকার উপজাতিদের বা যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে তাদের হয়না। তারা এই বাজেটের উপকার থেকে বঞ্চিত। আজকেও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দরিদ্র মানুষকে জঙ্গলের আলু খেতে হচ্ছে। জঙ্গলে গিয়ে তারা আলু খুঁজে। এই বাজেটে ত্রিপুরায় যে খাদ্যাভাব চলছে তার একটা কথাও নাই। অভাবে-অনাহারে ত্রিপুরার অনেক মানুষ যে মিজোরামে ও আসামে চলে যাচ্ছে তার একটা কথাও মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীর বাজেট ভাষণে নাই। সেজন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা পরিষদের এলাকাগুলিতে ট্রাইবেলদের রেশনের মাধ্যমে যে ১ টাকা ৮৫ পয়সায় চাল দেওয়ার কথা, তা আমি আমাদের কুমারঘাট এলাকায় দেখতে পাই নাই। এখন পর্যান্ত জেলা পরিষদ এলাকায় ১ টাকা ৮৫ পয়সায় রেশনের মাধ্যমে চাল দেওয়া হচ্ছেনা।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1986—87

এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভাষণে সে সম্পর্কে একটি কথাও নেই। শুধু তাই নয়, এইখানে যে ৩৭১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেছেন, কিন্তু রাজ্যের টি, আর, টি, সি, সম্পর্কে তো একটি কথাও বলা হয়নি। টি, আর, টি সি—তে প্রতি বছর যে লোকসানের বহর বেড়ে চলেছে সে সম্পর্কে তো মাননীয় অর্থমন্ত্রী কোন কথা বলেন নি। আমি বলতে চাই যে, এই টি, আর, টি, সি,—র গাড়ীতে করে মানুষ গাড়ীর ব্যইরে, ভিতরে ছাদে বসে ভ্রমন করেন কিন্তু তবু টি, আর, টি, সি, থেকে কোন আয় হয়না। তাহলে কি এত এত যে জনসাধারন টি, আর, টি, সি, র চড়েন তারা কি তাহলে গাড়ীতে চড়ে পয়সা দেন না, না তাদের রীতিমত টিকেট দেওয়া হয়না। কাজেই এই টি, আর, টি, সি,—তে যে দুর্নীতি রয়েছে সেসম্পর্কে তো কোন কথা নেই এই বাজেটে।

শুধু তাই নয়, আজকে সরকার জল সেচের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তেজল সেচের কোন ব্যবস্থা এখনো হয়নি। আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার উপজাতি কল্যান বিষয়ক একটি বিভাগ, এই বিভাগে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় কিন্তু ট্রাইবেলদের তো আর কোন উন্নতি আমরা দেখতে পাইনা। কাজেই এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বাজেট এবং এই বাজেটকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষনে উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে লুসাই, হালাম, কুকী যারা রয়েছেন তাদের ভাষাকেও সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা এই ভাষাগুলিকে সরকার স্বীকৃতি দেবার জন্য এত উদ্যোগী হলেন কেন? আজকে হালাম ভাষার বা কুকী ভাষার তো কোন হরফ এখন পর্য্যন্ত হয়নি বা কোন হরফে কোন বইও করা হয়নি। তা হলে এই ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। তাছাড়া লুসাই ভাষাতো অলরেডি মিজোরামে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এখানে কয়েক শত লুসাইদের জন্য এই ভাষাকে আবার স্বীকৃতি দেবার তো কোন কারন নেই। আর হালাম বা কুকীরা যেদিন তাদের ভাষার হরফ বের করে বই করতে পারবেন সেদিন সেই ভাষাকে স্বীকৃতি দেবার দায়িত্ব আসবে। কিন্তু তার আগে সেগুলিকে স্বীকৃতি দেবার পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে?

শিক্ষা দপ্তর : তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকার অযথা অর্থ খরচ করে চলেছেন। ছৈলেংটা আই, এস, মানিকপুরের সাইডে সেখানে নাইথক কুমার

রোয়াজা পাড়া জে, বি, স্কুল রয়েছে। অথচ দেখা যায় যে, এই গ্রামে মাত্র তিন টি পরিবার রয়েছে, এবং এই স্কুলে তিন জন ছাত্র এবং তাদের জন্য তিন জন মাস্টার রয়েছে। কাজেই এই গ্রামে স্কুল দেবার তো কোন প্রশ্নই উঠেনা। তারপর ককবরক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ম হলে প্রতি ৩৫ জন ছাত্রের জন্য একজন করে ককবরক শিক্ষক দেওয়া হবে। কিন্তু ধুমাছড়া হাই স্কুলে ৩৫ জনের উপর ছাত্র রয়েছে অথচ সেখানে ককবরক শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না। তারপর কাঁঠালছড়া, ডি, এম, সি, হাই স্কুলে ৩৫ জনের উপর ছাত্র রয়েছে অথচ সেখানে কোন ককবরক টিচার নেই। অথচ এখানে বলা হয়েছিল যে, সেই স্কুলে নাকি শিক্ষক রয়েছেন। কাজেই বামফ্রন্টের কথার সঙ্গে তাদের কাজের কোন মিল নেই। এই কারনে আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা। তারপর সমবায় দপ্তর সম্পর্কে বলতে হয় যে, এই দপ্তরের যে বিভিন্ন গ্রামে ল্যাম্পাস্ এবং প্যাক্স্ রয়েছে সেখানে দুর্নীতির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। এই সব ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে সেটা সময়মত পরিশোধ করছে না, ব্যাংকের নিকট ডিফলটার হয়ে যাচ্ছে। ফলে জন সাধারনকে দুর্দশায় ভোগতে হয়। জনগনের নিকট থেকে পাট কিনতে পারছেনা এই বামফ্রন্ট সরকার সেখানে দোষ দিচ্ছেন কেন্দ্রিয় সরকারের। কেন্দ্রিয় সরকার নাকি এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এর মাধ্যমে পাট কিনবার জন্য অর্থবরাদ্ধ করছেন না। তারপর দেখা যায় যে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচন উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস (আই)এর সঙ্গে সমঝোতা করায় তারা অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু তারা যে সেই পাঞ্জাবে আকালী দলের বিরোদ্ধে নির্বাচন লড়াই করবার জন্য কংগ্রেস (ই) দলের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন সে সম্পর্কে তো একটিও কথা বলছেন না। তারপর আমরা দেখি সেই ধুমাছড়া ল্যাম্পস্ থেকে ৯ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায় এবং এই চুরি কে করেছে বা সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত করা হয়নি। ফলে এই ধুমাছড়া ল্যাম্পস্ এর দরজায় এখন তালা ঝুলানো রয়েছে। এখনে মাননীয় সদস্য শ্রী তরনী মোহন সিনহা এবং মানিক সরকার বলেছেন যে, ৮২ মাইলের নিকটে কাঞ্চনছড়ার প্রাক্তন প্রধান উপজাতি যুব সমিতির শ্রী বিম্ব কুমার ত্রিপুরা এবং ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরার সঙ্গে নাকি টি, এন, ভি-দের যোগ রয়েছে এবং তাদের বাড়িতে নাকি টি, এন, ভি, আশ্রয় নেয়। এটা যদি মাননীয় সদস্যরা জানেন, তবে এই টি, এন ভি উগ্রপন্থীদের তারা সেখান থেকে গ্রেপ্তার করতে পারছেন না কেন ? আর বিনন্দ জমাতিয়ার লাইফের সিকিউরিটি কি দিতে পেরেছে বামফ্রন্ট ? দিতে পারে

নাই। যদি সত্যি সত্যি বামফ্রন্ট উগ্রপন্থীদের সমস্যার সমাধান করতে চায় তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন? সেই বিশ মাইলে বিস্তৃত ত্রিপুরার উপর যদি উগ্রপন্থীরা আক্রমণ করে থাকে, পাজেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ী হচ্ছে আরও ভিতরে। তারা যদি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মিটিং করে থাকে দেখেছেন কেউ? কাজেই এই সমস্ত কথা বলে লাভ নেই। বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে এসে রাশিয়া, চীন, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশের কথা বললে চলবে না। কাজেই এই যে বাজেট সেটা যেন ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে হয়। তা না হলে আমরা সমর্থন করতে পারব না। যোগাযোগ ব্যবস্থার কি হচ্ছে? ত্রিপুরা রাজ্যে স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ এর ইটভাটাগুলি প্রায় খতম। ঐ ইট লাসটিং করছে না। ঐ ইট দিয়ে যখন সলিং করা হয় তিন টনী গাড়ী এর উপর দিয়ে গেলেই ঐ ইটগুলি গুঁড়ো হয়ে যায়। কাজেই এই ইট দিয়ে যে রাস্তা তৈরী হয় সেগুলি কয়েকদিন পরে শেষ হয়ে যাবে। যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলি দুর্নীতির আখড়া। অর্থ হচ্ছে বামফ্রন্টই দুর্নীতির আখড়া এবং এই বাজেট দুর্নীতিই হবে। কাজেই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না।

আজকে হাজার হাজার পরিবার ত্রিপুরা থেকে চলে যেতে হচ্ছে। অমরপুর সাবডিভিশান থেকে কত ট্রাইবেল যাচ্ছে, এর খবর রাখেন? তারা দোষ দিচ্ছেন মিশনারীদের প্রচারের জন্য তারা চলে যেতে তারা বাধ্য হচ্ছেন। এটা অসত্য কথা। কাজেই বামফ্রন্ট আজকে দিশাহারা হয়ে এই সমস্ত ভাষণ রাখছেন। আমি যদি বলি গঙ্গাজল দোষণমুক্ত করার জন্য বামফ্রন্টের কেউ তো কথা বলেন না, তারা মার্কসবাদ, লেলিনবাদ এই সমস্ত কথা বলে দিল্লীর লাল কেল্লা দখলের স্বপ্ন দেখছেন। সেই স্বপ্ন না দেখাই ভাল। সেই স্বপ্ন সফল হবে না কোন দিনও। সুতরাং এই বাজেট ত্রিপুরার জনগণের কোন কাজে আসবে না। আজকে সোনামুড়া বিভাগে উদয়পুর থেকে বড় বড় ব্যবসায়ী গিয়ে গাছ কেটে নিয়ে আসছেন। এই বন দপ্তর দিয়ে তারা রাজনীতি করতে শুরু করেছেন। বিলোনীয়া থেকে ধর্মনগর, সারা ত্রিপুরায় একই অবস্থা। তহশীল অফিস-এর সঙ্গে যোগসাজস করে বনদপ্তরের কর্মী ও কন্ট্রাক্টারদের সঙ্গে এই সমস্ত কাজ করছে। কাজেই এই বাজেট ২২ লক্ষ মানুষের উন্নতির পরিপন্থী। এতে ট্রাইবেল বা নন্-ট্রাইবেল কারোরই উন্নতি হবে না। বরং আরও বেশী লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাবে। এই বলেই আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সরকারের, না কেন্দ্রীয় সরকারের ? কেন্দ্রীয় সরকার কি এই বর্ডারকে সীল করে দিতে পারেন না ? কাজেই গরীব মানুষের প্রতি যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য এই বাজেটের মধ্যে আছে, তাই ঐ বিরোধী দলের এত চিৎকার, এত হৈ চৈ। গরীব ট্রাইবেল মানুষ নিজেদের আর্থিক অবস্থা একটু উন্নতি করার জন্য, দুগ্ধবতী গাভী চায়, তাদেরকে ব্যাংক থেকে বলা হল, তাহলে আপনারা তালিকা তৈরী করুন, সে বললো, আমি তো এটা তৈরী করতে পারিনা। যেই বলা, অমনি তাদেরকে বলে দেওয়া হলো, তাহলে আপনারা টাকা পাবেন না। বি, ডি সির মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করা হল যে বিষ্ণুপুর গাঁও সভার মোট ৪১ জনকে ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হবে। কিন্তু সেখানেও দেখছি যিনি সবচেয়ে কম ঋণ পেয়েছেন, তিনি পেলেন ৫০০ টাকা, আর যিনি সবচেয়ে বেশীঋণ পেয়েছেন তিনি পেলেন ২ হাজার টাকা। অর্থাৎ কিনা, ঐ দুই হাজার টাকা নিয়ে সেই দারিদ্র সীমার উপরে উঠে গিয়েছে। এসব থেকে বুঝতে হবে যে তাদের রক্ত শোষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই আই আর ডি পি, সম্পর্কে যদি কেউ খোঁজ খবর নেন তো তাহলে পত্রিকাতে দেখতে পাবেন যে উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে এই আই, আর, ডি পি লোন নিয়ে কেউ টি, ভি, কিনছে, কেউ টেপ-রেকর্ডার কিনছে আবার কেউ বা স্কুটার কিনছে। সেইসব রাজ্যে আই, আর, ডি পি ঋণ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাম্প খোলা হচ্ছে, এক একদিন এক এক জায়গাতে ঋণ দেওয়া হবে। কাজেই ঐ যে সেখানে যারা ব্যাংক থেকে ঋণ পাচ্ছে, তারা কি সবাই গরীব মানুষ ? ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু অন্য রকম, অন্য জায়গায় যেটা চলছে সেটা কিন্তু এখানে নাই। এখানে ওদের মুখে জনক্যাবের অনেক বড় বড় কথা শুনতে পাচ্ছি, ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের উপর তাদের ভীষন আক্রোশ। কিন্তু কেন ? এই ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলি গরীব মানুষের সাহায্য করে বলে ? মহাজনেরা গরীব জুমিয়াদের রক্ত শুষতে পারছে না বলে, তাদের এত আক্রোশ ? কাজেই মহাজনদের যারা অনুচর তাদেরই আজকে গাত্রদাহ হচ্ছে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স গ্রামের গরীব মানুষদের ঋণ দিচ্ছে, কাজেই ল্যাম্পস এবং প্যাক্স থাকবে আর সেখানে যারা কায়েমী স্বার্থের লোক তারা সেখানে এসে হামলা চালাচ্ছে। উখানে বামফ্রন্ট সরকার আই আর ডি, পি র মাধ্যমে, নূতন নূতন পরিকল্পনা নিয়েছেন। এস, টি, ও এস, সি,র লোকদের শতকরা ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দিচ্ছেন এটা উনারা দেখতে পাচ্ছেন না। আমি ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের কথা আর বলব না। রাস্তা-ঘাটে কথা আগে যেখানে ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট ছিল না আজকে সেখানে রাস্তাঘাট কিছু কিছু হয়েছে সেটা উনারা দেখতে পাচ্ছেন না। হাঁ,

আছে, কিছু কিছু ত্রুটী আছে সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে কাজ একেবারে কিছুই হয়নি এই কথা ঠিক নয়। কাজেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায়ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী গত ১৭ই মার্চ এই হাউসে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করেছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত বছরের বাজেট থেকে এই বছরের বাজেটে প্রায় ২৬ কোটি টাকার মত বেশী ধরা হয়েছে। গত বাজেটে যা ছিল তাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে বলেছেন যে কৃষি, এডুকেশান, এই সব ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যেসব বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে তিনি খুব সাফল্যের কথাই বলেছিলেন। তবে এই যে বছরের পর বছর টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি হচ্ছে আর আজ এখানে ৩৭১ কোটি টাকার উপর বাজেট এনেছেন তাতে আমরা লক্ষ্য করছি যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের বাজেট করার সময় তিনি ২২ × ৩ —অর্থাৎ ৬৬ লক্ষ মানুষের বাজেট করেছেন বাহুরূপী করে যাতে টাকা আদায় করা যায়। তাছাড়া আর কোন উপায় নাই। কারন ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছেন না, ত্রিপুরা রাজ্যে বাস্তবে ৩টি সরকার কাজ করছেন। সেগুলি হল (১) বামফ্রন্ট সরকার (২) সমন্বয় কমিটির সরকার, আর (৩) উগ্রপন্থীর সরকার। এই তিন সরকারের জন্যই যাতে টাকা খরচা করা যায় সেজন্যই প্রতি বছর এই ভাবে টাকার পরিমান বাড়ান হচ্ছে। আসলে যেসব খাতের জন্য এই টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেই টাকাগুলি প্র্যাকটিক্যালী ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা সেই খবর উনারা রাখেন না। স্যার, আমরা দেখি, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট একটা বৃহৎ পার্সেন্টেজ টাকা বাজেট থেকে নিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে কাজের কাজ কতটুকু হচ্ছে? আমরা দেখেছি গত বছর বাজেটের ৪৬ কোটি টাকার উপর ছিল এবং এই বছরে ৫৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ১৫'১২ পার্সেন্ট টাকা এই খাতে দেওয়া হয়েছে। এর চেয়ে বেশী আর কোন ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়নি। আর বাস্তবে আমরা কি দেখতে পাই যদি আমরা স্কুল ঘরগুলির দিকে তাকাই? সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কুলের ছেলেমেয়েদের বসার জন্য কোন বেঞ্চ টেবিল নাই, স্কুলের অন্যান্য কোন সুবিধা নাই, স্কুলঘরগুলি, ভেঙ্গে পড়ে আছে এক বছরের উপর, সেগুলি মেরামতের কোন ব্যবস্থা নাই। আর এদিকে

আমরা দেখছি শুধু কাগজে কলমে কটি স্কুলকে আপগ্রেড করেছেন। আর এই দিকে ওনাদের কেডার দিয়ে তৈরী করা কোপারেটিভ দিয়ে যেভাবে ফার্নিচার সরবরাহ করার জন্য উইদাউট টেণ্ডার সাপ্লাই করার জন্য অর্ডার দিচ্ছেন, সেখানে উইদাউট টেণ্ডার ফার্নিচার সাপ্লাই করার ব্যবস্থাটা বন্ধ করা হবে এই রকম কোন কথা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। উনারা ঢালাও অর্ডার দিয়ে দিলেন যে, তাদের কেডারদের জন্য কোন রেইট ফিক্সড করতে হবে না, ওনারা যা বিল করে তাই তাদের দিয়ে দিতে হবে। সেই ভাবেই আজকে ফার্নিচার সাপ্লাই হচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ কোন ট্যাকনিকেলম্যান নাই, নাই কোন ট্যাকনিকেল ডিপার্টমেন্ট। আজকে এইভাবে আমাদের অর্থ অপব্যয় করা হচ্ছে। এডুকেশান মিনিষ্টার এখন হাউসে নাই। এইভাবেই আজ এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আজ এই কথাই বলতে চাইছি যে, এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের টাকাগুলি সম্পূর্ণ অপব্যয় করা হচ্ছে। এবং আগামী বছরে ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে যে টাকা ধরা হয়েছে তারজন্যও কোন নতুন পরিকল্পনা নাই, কোন পরিবর্তন নাই। সেখানে এই কথা লিখা নাই যে, উইদাউট টেণ্ডার কাউকে কোন কাজ দেওয়া হবেনা। কাজেই আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। স্যার, আর এখানে দশরথবাবু বলছেন যে, এডুকেশান ডিপার্ট-মেন্টে ত্রিপুরার বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরী দিচ্ছেন। কিভাবে দিচ্ছেন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গত '৭৮ সালে ক্ষমতায় এসে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমরা সিনিয়ার এবং নীডি ব্যক্তিদের চাকরী দেব। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে সেইসব সিনিয়ার এবং নীডি যারা ৭১ সালে পাশ করেছে তারাও আজকে চাকরী পাচ্ছে না। আর অন্য দিকে আমরা দেখছি যে, ওনাদের কেডারদের বউ তারা চাকরী পাচ্ছে, সেখানে সিনিয়ারিটির এবং নীডির প্রশ্ন থাকছে না। এটা গায়ের জোরের কথা নয়—ওনারা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন। আর এগ্রিকালচার সম্পর্কে আমাদের মাননীয় তরণীবাবু বলেছিলেন যে…… ……

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুণ।

শ্রী রসিক লাল রায় :— গত বছর বীজ বিলি করেছেন, সার বিলি করেছেন, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখেছি যে, এই সব বীজ ও সার বন্টনের ক্ষেত্রে শুধু দলবাজীই করা হয়েছে, সেজন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ ডিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২২শে মার্চ ১৯৮৬ইং বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID NO THE TABLE

(Question and Answer

Admitted starred question no. 1

Name of Member —Sri Subodh Ch, Das,

Will the Hon'ble Msnieter In—charge of Agricultur Department be Pleased to state—

১নং প্রশ্নঃ—উত্তর পদ্মবিল (ধর্মনগর) এর পাশ্ববর্তী মাঠে কৃষি ভূমির ক্ষয় রোধের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা ?

১নং উত্তরঃ—কৃষিজমির ভূমি ক্ষয় রোধের জন্য উত্তর ত্রিপুরার পদ্মবিল গ্রামে ডি, আর, ডি. এ কর্তৃক কাজ নেওয়া হয়েছে। সমস্ত নিয়ম মেনে শিঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে।

২নং প্রশ্নঃ—নিয়ে থাকলে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং

২নং উত্তরঃ—গালী কন্ট্রোল জাতীয় কাজ নেওয়া হচ্ছে এষ্টিমেইট প্রস্তুতির কাজ চলেছে।

৩নং প্রশ্নঃ —না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

৩নং উত্তর—প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred question No 27(2)

Name of the M,L,A. Sri Subodh Ch, Das,

Will the Minister—In—charge of the Animal Husbaandry Deptt, be pleased to State —

QUESTION	প্রশ্ন

১/ পানিসাগর ব্লকের বিলথৈ গাঁওসভার চাঁনপুর গ্রামে নুতন ভেটেনারী খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২/ রাজ্যের বর্ত্তমানে চালু ভেটেনারী কেন্দ্রগুলির কোন কোনটিতে ১৯৮৪-৮৫ ইং, ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে সরকারী উদ্যোগে গৃহ নির্মান করা হয়েছে, এবং

1984—85 and 1985—86

৩) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে আর কতটি কেন্দ্রের অন্য গৃহ নির্মান করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER MINISTER INCHARGE SHRI SAMAR CHOWDHURY

১) পানিসাগর ব্লকের বিলথৈ গাঁওসভার চাঁনপুরে একটি ষ্টকমেন সাব-সেন্টার চালু আছে। তাই নুতন কোন কেন্দ্র খোলার প্রয়োজন নাই।

২) ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে সরকারী উদ্যোগে যে সব কেন্দ্রগুলির গৃহ নির্মান করা হয়েছে সেইগুলির বিস্তৃত বিবরন নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

(১৯৮৪-৮৫)

১) ছৈইলেংটা পশু চিকিৎসালয়
২) বীরচন্দ্রমনু পশু চিকিৎসালয়
৩) দলোমা পশু চিকিৎসালয়
৪) মনকারাই বাড়ী ভেটি ইউনিট
৫) কমলপুর পশু চিকিৎসালয়
৬) কঞ্চনপুররড়ী পশু চিকিৎসালয়
৭) কববা খামার ষ্টকমেন সাব-সেন্টার
৮) সেকেরকোট ষ্টকমেন সাব-সেন্টার

(২)

(১৯৮৫-৮৬)

১) ঊষাবাজার পশু চিকিৎসালয়
২) সাক্রুম পশু চিকিৎসালয়
৩) মেলাঘর পশু চিকিৎসালয়
৪) অভয়নগর পশু হাসপাতাল
৫) আনন্দনগর ষ্টকমেন সাব-সেন্টার

pApERS TAID ON THE TABLE
(Question and Answers)

৩) ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে নুতন নির্মান, নির্মান কার্য্যের এবং পুরাতন মেরামতের জন্য বি, ডি, সি-র সহযোগিতায় তদন্তদ্বারা হিসেব সংগ্রহ করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় রাজ্যের সবগোলো গৃহেরই ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Admitted starred qUestion NO. 8/3

Name of the M, L. A : শ্রী সমীর দেব সরকার।

Will the Minister— In - charge of the A. H. Deptt be pleased to state :-

(১) ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্যে কতটি প্রাথমিক পশু হাসপাতাল ও ষ্টকমেন সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে এবং তন্মধ্যে কতটি খোলা হয়েছে,

(২) আগামী আর্থিক বৎসরে রাজ্যে আরও কতটি প্রাথমিক পশু হাসপাতাল ও ষ্টকমেন সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩) ইহা কি সত্য খোয়াই ব্লকের সোনাতলা গ্রামে প্রাথমিক পশু হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা থাকা সত্বেও এখনও খোলা হয় নি,

৪) সত্য হলে তার কারন ?

Answer ; MINISTER INCHARGE SRI SAMAR CHOWDHURY

১) ১৯৮৫-৮৬ সালে ১৫টি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, ২টি পশু চিকিৎসালয়, ১টি পশু চিকিৎসালয় কে পশু হাসপাতালে উন্নীত করবার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে এগুলিকে চালু করা হবে।

২) আগামী আর্থিক বৎসরে ১৫টি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ৪টি পশু চিকিৎসালয় ও ১টি পশু চিকিৎসালয়কে পশু হাসপাতালে উন্নীত করা হবে।

৩) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৪) শীঘ্র সোনাতলায় প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

Admitted starred Question NO- 5

Name of M. L, A :— SRI SAMIR DEB SARKAR

will the Hon'ble Minister —in—charge of the public works

Department be pleased to state :—

১) খোয়াই নদীর উপর পহনড়াতে পাকা সেতু নির্মানের জন্য সার্ভে ও এস্টিমেটের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা,

১) উত্তরঃ হ্যা ।

২) প্রশ্ন হয়ে থাকলে কতটাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরাহয়েছে এবং

২) উত্তরঃ মোট ৬৭, ৯০, ০০০। ০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ।

(৩) প্রশ্নঃ ঐ সেতুটির নির্মান কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে এবং কবে পর্যান্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

(৩) উত্তরঃ ঐ সেতুটির নির্মানকাজ ১৯৮৬—৮৬ আথিবর্ষে আরম্ভ হইবে । কবে শেষ হইবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নয় ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 6

Name of member :— Sri Subodh ch Das

will the Hon'ble Minister incharge of Agriculture Department be please to state.—

১) আগামী আর্থিক বছরে রাজ্যে রেগুলেটেড' মার্কেট, নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ,

২) থাকিলে কতটি মার্কেটকে রেগুলেটেড মার্কেট করা হবে বলে আশা করা যায়া এবং

৩) ঐ মার্কেট গুলির উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা হাতে নিবেন তার বিবরন ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১) হ্যাঁ

PAPERS LAID ON THE TABLE

Question and Answers)

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোট ১৭ (সতের)টি বাজারকে

২) Regulated market হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। এই বাজার গুলি অগ্রগতি পরীক্ষা নিরিক্ষার পর প্রয়োজন বোধে আরও কিছু বাজার নেওয়া হইতে পারে।

৩) প্রয়োজন ভিত্তিক বাজারগুলিকে যে সকল উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে তা এইরূপঃ-

ক) সেল হল তৈরী করা।

খ) ষ্টল নির্মান করা

গ) ইট বিছানো রাস্তা ও ড্রেন নির্মান করা।

ঘ) গোদাগার নির্মান করা।

ঙ) জমি ক্রয় করা (প্রয়োজন ভিত্তিক)

Admitted Starred Question NO--29.

Name of M L A :— SHRI NAGENDRA JAMATIA

will the Hon'ble Minister—in—Charge of the public works Department be pleased to state :—

১) প্রশ্নঃ- অমরপুর থেকে সরাসরি সাব্রুম ও ছামনু যাওয়ার জন্য পি, ডব্লিও, রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

১) উত্তর :- অমরপুর থেকে ঘোড়াকাপ্পা হয়ে সাব্রুম পর্যন্ত সরাসরি রাস্তা করার পরিকল্পনা আছে। তবে অমরপুর থেকে সরাসরি ছামনু যাওয়ার জন্য পি, ডব্লিও থেকে কোন রাস্তার পরিকল্পনা আপাতত নেই।

২) :- থাকিলে কবে নাগাদ এর কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং -

২) উত্তর :- অমরপুর থেকে ঘোড়াকাপ্পা পর্যান্ত রাস্তার মান উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে। ঘোড়াকাপ্পা থেকে বৈষ্ণবপুর পর্যান্ত রাস্তার জন্য প্রয়োনীয় জরিপ এবং এষ্টিমেট আগামী আর্থিক বৎসরে তৈরী করা হবে। আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়া গেলে আগামী আর্থিক বৎসরের শেষে ভাগে এই কাজটি আরম্ভ করা যেতে পারে। বৈষ্ণবপুর হইতে সাব্রুম পর্যন্ত সোলিং করা রাস্তা আছে।

৩) প্রশ্নঃ- না থাকিলে তার কারন ?

৩) উত্তর :- অ পু থে.ক অম্পি কেশ য়বাড়ী এবং ডাঙ্গাবাড়ী হইয়া খুমীধন পাড়া পর্যান্ত রাস্তা আছে । খুসীধ পাড় থেকে ছা মু পর্য ন্ত এক রাস্তার কাজ বি, আর, ডি বি, ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছ । এ জন্য অ পু থেকে স াসরি ছামনু যাওয়ার কোন রাস্তার প কল্পনা এখনো নেওয়া হয় নাই ।

Admitted Starred Question NO-35,

Name of M, L, A, — SHRI SHYAMA CHARAN TRIPURA.

will the Hon'ble Minister—in—charge of the Public Works Department be Pleased to state —

১) প্রশ্ন :—মনু ছাওমনু রোডটি পীচ্ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর :— হ্যাঁ ।

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— উক্ত রাস্তার উন্নয়ন এর প্রস্তাব এন, ই, সি, অনুমোদন করিয়াছে। উক্ত রাস্তায় কাজের দায়িত্ব বোর্ডার রোডস ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকে দেওয়া হইয়াছে ? ঐ সংস্থা মনু ছামনু রাস্তার পীচ্ করার এষ্টিমেট এন, ই, সি, র কাছে পাঠিয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার পর কাজটি আরম্ভ করা হইবে।

৩) প্রশ্ন :—না থাকিলে কারণ ?

উত্তর :—২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা ।

Admitted Starred Question no—38

Name of M L. A— SHRI SHYAMA CHARAN TRIPURA

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Public works Department, be pleased to state—

PAPERS LAID NO THE TABLE
(Question and Answers)

প্রশ্ন :— ১) ছৈলেংটা হইতে আনন্দ বাজার হয়ে সাবুয়াল পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে।

উত্তর :—১) ছৈলেংটা হইতে আনন্দ বাজার হয়ে সাবুয়াল পর্য্যন্ত সরাসরি কোন রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয় নাই।

প্রশ্ন :— ২) এই রাস্তাটি নির্মানের কাজ কোন সালে আরম্ভ করা হয়েছিল !

উত্তর :— ২) নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

প্রশ্ন :— ৩) রাস্তাটির কাজ এখনো সম্পুর্ণ না হওয়ার কারন কি ?

উত্তর :— ৩) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ASSEMBLY STARRED QUESPION NO -46.

Name of M,L.A-- SHRI SUNIL KUMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Ministor -in—charge of the public Works Department be pleased to State —

প্রশ্ন: (১) উদয়পুর সাব্রুম রাস্তায় মনু নদীর উপর পাকা সেতুর কাজ কবে আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং

উত্তর (১) কাজটি ১৯৭৯ইং সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন (২) উক্ত সেতুর কাজ কবে নাগাদ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর (২) উক্ত কাজের প্রথম ঠিকাদার কিছু কাজ করার পর কাজটি বন্ধ করে রাখে। নতুন ঠিকাদার নির্বাচন ব্যাপারে ব্যবস্থাদি নেওয়া হইতেছে। কাজটি পুনরায় আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কাজ কবে শেষ হইবে এখনই বলা যাইতেছেনা।

প্রশ্ন (৩) ঐ সেতুটির নির্ম্মানে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর (৩) পূর্বতন ঠিকাদার কর্তৃক উক্ত সেতুর কিছু কাজ করার পর কাজটি বন্ধ রাখে এবং বিষয়টি আরবিট্রেটর এর কাছে যায়। এই কারণে কাজটি বিলম্বিত হয়।

ASSEMBELY PROCEEDINGS 21st march, 1986

Admitted Starred Question NO—60

Nam of M, L. A :— SHRI DIBA CHANDRA HRANGKHWAL

wi'l the Hon' ble Minister— in — charge of the public works epartment be pleased to State —

১) প্রশ্ন :ইহা কি সত্য যে, কৈলাশহর থানার নবনির্মিত বিল্ডিংটি ‌ ‌বোধনের দিনই ভেঙ্গে পড়েছে ?এবং বৃষ্টি হলে উক্ত বিল্ডিংএর ভিতরে . য়ে পড়ে ?

(১) উত্তর : না। তবে প্রথমে ছাদ হইতে জলনিস্কাষনের পাইপ ন রবরাহকরন ছাদের উপর জল জমায় স্লেবের নীচের অংশ ভিজা থাকিত। জলনিস্কাশনী পাইপ দেওয়ার পর এখন আর ছাদের তলা ভিজা থাকে না।

(২) প্রশ্ন : যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে তার কারণ ?

(৩) উত্তর : ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred NO.—86,

Name of Member— Shri Buddha DebBarma

Will the Hon' ble Minister=in=charge of the p.W. (Electricity) Deptt, be pleased to State—

প্রশ্ন :

(১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত যুগল কিশোর নগর গাঁও সভার অধীনে ঋষি কলোনী হইতে রজনী সদ্দার পাড়া পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

(২) যদি না থাকে তার কারন ?

উত্তর :—

(১) না, সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনা নেই।

(২) কাজটি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভূক্ত। অথচ সম্প্রসারন খাতে কোন প্রকার ব্যয় বরাদ্দ নেই।

Admitted Starred Question No.*87

Name of M. L A :— Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত যুগল কিশোর নগর গাঁও সভার অধীনে তেলারবন স্কুলের সন্নিকটে সিনাই নদীর উপর ফুটব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) না। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

প্রশ্ন

২) যদি না থাকে তার কারণ ?

উত্তর

২) উপরোক্ত সেতুটি পূর্তদপ্তরের কোন রাস্তার উপর না হওয়ায় ঐরূপ কোন পরিকল্পনা করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 90

Name of member :— Maharani Bibhu Kumari Debi

Will the hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Deptt. be pleased to state :—

১। মগ পুষ্করিণী বাজারে শেড নির্মাণ করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কখন নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। বর্তমানে এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—116.

Name of M. L. A :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুরের চেলাগাং মুখ থেকে চেলাগাং সমতল বাঙ্গালী পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে কবে নাগাদ সলিং মেটেলিং করে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

উত্তর

১) ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বর্ষে উপরোক্ত রাস্তায় সলিং এবং এস. পি টি. ব্রীজ পুন: নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রশ্ন

২) উক্ত রাস্তাটি বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে ?

উত্তর

২) উক্ত রাস্তায় মাটির কাজ এবং এস. পি. টি. ব্রীজের কাজ পূবেই শেষ হইয়াছিল। গত বন্যায় ঐ মাটির কাজ ও এস, পি. টি. ব্রীজের কিছু অংশ নষ্ট হইয়াছিল। ঐ ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পুনঃ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No -- 117
Name of M. L. A. :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুর বাজার ফেরীঘাট ভায়া স্বংকৃষি খামার হয়ে কাছকো বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটির সলিং ও মেটেলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) উক্ত রাস্তাটির সলিংএর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। এই রাস্তায় মেটেলিং-এর কাজ করার আপাততঃ কোনও পরিকল্পনা নাই।

প্রশ্ন

২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটির সলিং এবং মেটেলিংএর কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২) ১৯৮৬-৮৭ইং সনেই রাস্তাটির সলিংএর কাজ শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No— 124
Name of M. L. A :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট ব্লকাধীন রাজকান্দি হইতে কালাটিলা পর্য্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের জন্য ১৯৮৫-৮৬ সনে মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল ?

উত্তর

১। মোট ১ (এক) লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল ।

প্রশ্ন

২। উক্ত রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে কি ?

উত্তর

২। হাঁ, (0 কি. মি. হইতে ৩·০৭৫ কি, মি. পর্য্যন্ত) ।

প্রশ্ন

৩। হয়ে থাকলে কবে পর্য্যন্ত এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

উত্তর

৩। উক্ত রাস্তায় ৩·০৭৫ কি.মি. পর্য্যন্ত কাজ ১৯৮৬-৮৭ইং সনের মধ্যেই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং বাকী অংশের কাজ প্রথম অংশের কাজ শেষ হওয়ার পর হাতে নেওয়া হইবে।

প্রশ্ন

৪। না হয়ে থাকলে তার কারণ ।

উত্তর

৪। ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question No—129
Name of M. L. A :— Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Deparment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কমলপুর-মরাছড়া-আমবাসা রাস্তায় ধলাই নদীর উপর গাড়ী চলাচলের উপযোগী একটি ব্রীজ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। কমলপুর শহরের নিকট কমলপুর-মরাছড়া-আমবাসা রাস্তায় ধলাই নদীর উপর পাকা একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন

২) পরিকল্পনা থাকিলে ঐ ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

২) এস্টিমেট তৈরী করার জন্য নদীর গতিপথ সংক্রান্ত জরীপের কাজ সহ অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বর্ষের বাজেটে এই কাজের জন্য অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব রাখা হইয়াছে।

Admitted Question No— : 138 (STARRED)

Name of Member : Sri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার গ্যাসকে রান্নার কাজে ব্যবহার করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

২। এর জন্য রাজ্য সরকার পৃথক কোন সংস্থা গঠনের কথা ভাবছেন কিনা।

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No— 140

Name of M. L. A : — Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার গণ্ডাছড়া হইতে রইশ্যাবাড়ী বাজার পর্য্যন্ত এবং গণ্ডাছড়া

হইতে কালাঝরী বাজার হয়ে অমরপুর পর্য্যন্ত রাস্তা মেরামত করে যান-বাহন চলাচলের উপযোগী করে তুলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। অমরপুর মহকুমার গণ্ডাছড়া হইতে রাইমাঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার মেরামত করার প্রস্তাব আছে এবং কাজ চলিতেছে। রাইমাঘাটে গাড়ী পারাপার করার কোন ব্যবস্থা এখনও করা যায় নি। গণ্ডাছড়া হইতে কালাঝরী বাজার পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। ক) গণ্ডাছড়া হইতে রাইমাঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ চলিতেছে ।

খ) গণ্ডাছড়া হইতে কালাঝরী বাজার পর্য্যন্ত রাস্তার একটি এস্টিমেট তৈরী করা হইয়াছে এবং ইহা বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে। যদি প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হয় তবে কাজটি ১৯৮৬-৮৭ইং সনে হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No :— 142
Name of M.L.A. :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ডম্বুর ব্লক এলাকার লক্ষ্মীপুর গ্রামে যাওয়ার পথে সরমা নদীর উপর ব্রীজ দেওয়ার রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। না থাকিলে তার কারণ ?.

উত্তর

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—146
Name of M. L. A :— শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।
Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state :—

QUESTION

১। অমরপুর মহকুমার কালাঝারী বাজারে প্রাথমিক পশুচিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Samar Choudhury)

উত্তর

১ এবং ২। কালাঝারী বাজারে এখনো কোন প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা সম্ভব হয় নাই। ১৯৮৬-৮৭ বৎসরে এ. ডি. সি.র সহযোগিতায় ঐ অঞ্চলে ১টি চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার বিষয় বিবেচনা করা হবে। প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্তগুলি দৃষ্টিতে রেখে বিবেচনা করতে হবে। সাধারণত পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি গবাদি পশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খোলা হয়।

Admitted Starred Question No.— 157
Name of M.L.A. : Shri Makhan Lal Chakravorty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরে খোয়াই নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের জন্য সার্ভে করা হইয়াছে।

১) উত্তর : না। এর জন্য কোন সার্ভের কাজ হয় নাই।

২) প্রশ্ন : যদি হইয়া থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইবে, এবং সেতু নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে ?

২) উত্তর : উপরোক্ত সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আপাতত: নেই কাজেই সার্ভে কাজের রিপোর্ট এর প্রশ্ন আসে না।

Admitted Question No. : 160 (Starred).
Name of Member : Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত খোয়াই চা বাগানটি কবে, কোন তারিখে কত টাকায় নিলাম করা হয়েছিল ;

২) ঐ বাগানের Total gross area কত acre এবং plantation এর area (এরিয়া) কত ?

উত্তর

১) খোয়াই চা বাগানের একটি অংশ (৮.৮০ একর) ২৪ | ১২ | ৮৫ ইং তারিখে নিলাম করা হয়েছিল এবং সর্ব্বোচ্চ সে নিলাম ডাক মং—২২,০০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছিল।

২) ঐ বাগানের gross area ৬৬৩ একর এবং plantation এর area—৩০৪.৬৭ একর।

Admitted Starred Question No. 170
Name of Member : Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :

১। রাজ্যে মোট চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ কত ?

২। তার মধ্যে এক ফসলা ও দু'ফসলা জমির পরিমাণ কত ; (পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। ঐ চাষ যোগ্য জমির কত অংশ চাষ করা হয় এবং কত অংশ বিভিন্ন কারণে অনাবাদী থাকে ; এবং

৪। রাজ্যের মোট চাহিদার কত অংশ ফসল ঐ জমি থেকে উৎপাদিত হয়ে থাকে ?

Answer

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। ১৯৮৪-৮৫ সনের হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক ২,৫৮,১০০ হেক্টর।

২। ঐ বৎসর এক ফসলা জমির পরিমাণ আনুমাণিক ১,০৮,০০০ হেক্টর এবং একাধিক ফসলা জমির পরিমাণ ১,৪১,০০০ হেক্টর ছিল।

৩। ১৯৮৪-৮৫ সনে মোট চাষ যোগ্য জমির আনুমানিক ৯৬ শতাংশ চাষ করা

হইয়াছিল এবং বাকী ৪ শতাংশ বিভিন্ন কারণে অনাবাদী ছিল।

৪। কোন কোন ফসল যেমন পাট, মেস্তা, আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী উৎপন্ন হয় আবার কোন কোন ফসল যেমন ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদির উৎপাদন চাহিদার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। তবে যে পরিমাণ চাউল ও গম রাজ্যে উৎপাদিত হয় তাহার দ্বারা মোট চাহিদার আনুমানিক প্রায় ৭৫ শতাংশ পূরণ করা যাইতে পারে।

Admitted Question No. : 172 (Starred)
Name of member : Sri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কতটি রেশম শিল্প কেন্দ্র আছে ;

২। ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে কত একর ভূমিতে তুঁত চাষ করে কি পরিমাণ রেশম উৎপাদন করা হয়েছে এবং তাহার আর্থিক মূল্য কত ? এবং

৩। এতে রাজ্যের কতজন তুঁত চাষী উপকৃত হয়েছেন ?

উত্তর

১। ২২ টি

২। ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে ১০৫'৫ একর ভূমিতে তুঁত চাষ করা হচ্ছে। তার মধ্যে প্রথম ৯ মাসে ৩০০০ কিলো. তুঁত গুটি উৎপন্ন হয়েছে যার ন্যূনতম মূল্য ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা।

৩। বর্তমানে রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত ৯১৯ জন তুঁত চাষী উপকৃত হয়েছেন।

Admitted starred Question No. 173
Name of member : Sri Tarani Mohan Sinha

Will the hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Deptt. be pleased to state :

১। রাজ্যের ৬০ বছর বয়সোর্দ্ধ কৃষকদের কৃষি পেনশন চালু করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা ;

২। যদি করে থাকেন তবে তা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

If so. when this may be expected to be implemented,

৩। না করে থাকলে তার কারণ ?

Answer

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

AQ No.—173

১। রাজ্যের কৃষি বিভাগ হইতে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি কাজে লিপ্ত কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক শ্রমিক যাহাদের বয়স ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে তাহাদের পেনশন দেবার এক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত প্রকল্পে আনুমানিক ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১০,০০০ (দশ হাজার) কৃষক ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিককে মাসিক ৬০৲ টাকা হারে পেনশন দেবার এক প্রস্তাব রাখা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের Working Group উক্ত প্রকল্পটি অনুমোদন করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No,—174
Name of member : Sri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :

১ নং প্রশ্ন : রাজ্যে মোট কয়টি সরকার পরিচালিত ফলের বাগান আছে ?

১ নং উত্তর : রাজ্যে মোট ৫২টি ফলের বাগান আছে। (সরকার পরিচালিত)

২ নং প্রশ্ন : ঐ সব বাগান থেকে সরকারের বার্ষিক আয় ও ব্যয় কত ? এবং

২ নং উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩ নং প্রশ্ন : ঐ সব বাগানে মোট কত জন স্থায়ী ও কত জন অস্থায়ী কর্মী আছেন ?

৩ নং উত্তর : স্থায়ী ও অস্থায়ী (ডি, আর, ডবলিও) কর্মীর (শ্রমিকের) সংখ্যা যথাক্রমে ২৩৮ ও ২৬৭ জন। ইহা ছাড়া যখন যেমন প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনিয়মিত (Casual) শ্রমিকও নিয়োগ করা হয়।

Admitted starred Question No. 175
Name of Member : Sri Samir Kr. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Deptt. be pleased to state :

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি গ্রাম সেবক কেন্দ্র ও সীড ষ্টোর আছে ?

২। ঐ সব গ্রাম সেবক কেন্দ্র ও সীড ষ্টোর রাজ্যের বর্তমান চাহিদার পরিপূরক কিনা?

৩। না হয়ে থাকলে?

Answer

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। ৫৫৬টি গ্রাম সেবক কেন্দ্র ও ৩৪০টি সীড ষ্টোর আছে।

২। না।

৩। প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ও বি, ডি, সির অনুমোদন সাপেক্ষে আরো ১৪৮টি গ্রাম সেবক কেন্দ্র ও ৩৬টি সীড ষ্টোর খোলার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Question No. : 180 (STARRED)

Name of Member : Smti Gouri Bhattacherjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের হস্ত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগমে তাঁত শিল্পী ও কারুশিল্পীদের নিকট থেকে কিসের ভিত্তিতে তাঁদের তৈরী দ্রব্য ক্রয় করে থাকে;

২। ইহা কি সত্য ঐ ক্রয় সম্পর্কে সঠিক নীতি অনুসরণ না করার জন্যই কর্পোরেশনে প্রচুর পরিমাণ কাপড় ও কারু শিল্প জাত দ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় রয়েছে;

৩। যদি সত্য হয় তাহলে তার আনুমানিক মূল্য কত?

উত্তর

১। অনুমোদিত নির্দিষ্টমান এবং উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের (Quality Control) পদ্ধতিতে বস্তুর মান পরীক্ষার ভিত্তিতে ত্রিপুরা হস্ত ও তাঁত কারু শিল্প নিগমে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট থেকে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র ও কারু শিল্প ইত্যাদি ক্রয় করা হয়।

২। এ কথা সত্য নয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No. : 181 (STARRED)

Name of Member : Smti. Gouri Bhattacherjee.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Iodustries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ১৯৮৬ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের দ্বারা

পরিচালিত কতগুলি সংস্থায় কি কি শিল্পের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? এবং
২। উক্ত শিল্প সংস্থাগুলিতে উক্ত সময়ের মধ্যে কত জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে?

উত্তর

১। ক্ষুদ্র শিল্প নিগম কর্তৃক পরিচালিত সংস্থাগুলিতে যে সমস্ত শিল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে গুলি নিম্নরূপ :—

ক)	ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র, শিল্প উপ-নগরী অরুন্ধুতি নগর—	১টি	(বর্তমানে চালু আছে)
খ)	গ্রামীণ খাদ্য সংরক্ষণ ও পুষ্টি সাধন কেন্দ্র কুমার ঘাট	১টি	(বর্তমানে চালু আছে)
গ)	কাঠ সিজনিং প্লান্ট শিল্প উপ-নগরী অরুন্ধুতি নগর	১টি	(বর্তমানে চালু আছে)
ঘ)	ঔষধের কারখানা শিল্প উপ-নগরী, বাধার ঘাট	১টি	,,
ঙ)	পাগ মিলের ইটের ভাঁটা	১০টি	,,
চ)	যান্ত্রিক ইটের ভাঁটা	১টি	,,
ছ)	কাঁচা মালের ডিপো	২টি	,,
জ)	মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ডিপো	১টি	,,
ঝ)	পাতোলানা সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র	১টি	চালু হওয়ার মুখে

২।	প্রত্যক্ষ	১৯১ জন
	পরোক্ষ	২২৫ জন
	অস্থায়ী ও সাময়ীক (Seasonal)	৩২০০ জন

Admitted Starred Question No. : - 192
Name of the Member :— Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যে Block Panchayat Samity এর আইন

কার্য্যকরী করা হচ্ছে না ?

উত্তর

১। এই বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন নেওয়া হয় নাই।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ ?

উত্তর

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted : 195 (STARRED) Question. No.

Name of the Member : Sri Kali Kr. Deb Barma

Smti. Gauri Bhattcherjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১. ইহা কি সত্য ত্রিপুরায় একটি সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে ;

২। সত্য হইলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। উক্ত সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা হলে দৈনিক কি পরিমাণ সিমেন্ট উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৮৬-৮৭) এর এপ্রিল মাসে পরীক্ষা মূলক ভাবে চালু করার পরিকল্পনা আছে।

৩। দৈনিক ১২ মেঃ টন (স্কীম অনুযায়ী)

Admitted Starred Question No. 223.

Name of Member :

Will the Hon'ble Minster-in-charge of the P.W. (Electrical) Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে মোহনপুর অধিনস্ত উত্তর দেবেন্দ্রনগর গাঁওসভায় দিয়ালিয়া হইতে মধু চৌধুরী বাজার পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের

ক) কাজ অনেকদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে।

খ) সত্য হলে উক্ত কাজ বন্ধ হয়ে থাকার কারণ কি। এবং

গ) কবে নাগাদ উক্ত কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। সত্য নয়।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—224
Name of Member :—Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. (Electricity) Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) বর্তমান আর্থিক বছরে মোহনপুর ব্লকের অধীনে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

খ) কবে নাগাদ উক্ত কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়,

গ) কোন পরিকল্পনা না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

ক) বৈদ্যুতিক লাইন "সম্প্রসারণের" কোন পরিকল্পনা নেই, তবে কিছু সংখ্যক "গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের" পরিকল্পনা রয়েছে।

খ) কাজ এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় বর্তমান আর্থিক বছরেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

গ) উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 233
Name of Member :—Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Electricity) Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জোলাইবাড়ী বাজার সংলগ্ন আশ্রমপাড়া এবং বাটান বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক লাইন সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। সম্প্রসারণের বিষয়ে আপাততঃ কোন প্রস্তাব নেই।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। "সম্প্রসারণ" খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায়।

Admitted Question No.—240 (STARRED)
Name of Member :—Sri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge for Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী তাঁত কেন্দ্র আছে, সেগুলিকে সরকারী Powerloom এ পরিণত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

২। থাকিলে ১৯৮৬—৮৭ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন স্থানে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। কোন ও পরিকল্পনা নেই ;

২। প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Question. No : 253 (STARRED).
Neme of Member : Sri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্ব-নির্ভর প্রকল্পের কার্য্যসূচী অনুযায়ী বেকারদের জন্য সর্ব্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকার ঋণকে পঞ্চাশ হাজার টাকায় পরিণত করার ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে কিনা ; এবং

২। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। স্ব-নির্ভর প্রকল্পের কর্মসূচী রূপায়ণে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত করার জন্য

গত ৬ই, ৭ই নভেম্বর দিল্লীতে শিল্প মন্ত্রীদের বৈঠকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন। জানা গেছে এ প্রস্তাব বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এখন পর্য্যন্ত কোন নির্দ্দেশ কেন্দ্রিয় সরকার থেকে আসেনি।

২। এখন পর্য্যন্ত করা হয়নি।

Admitted Question No. 254 (STARRED)
Name of Member : Sri Bidhu Bhusan Malaker, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে উৎপাদিত রাবার কাজে লাগানোর জন্য রাজ্যে একটি ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা।

২। উদ্যোগ নেওয়া হলে উক্ত রাবার ফ্যাক্টরি রাজ্যে কোন স্থানে স্থাপন করা হবে এবং এতে কত জন বেকারের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এবং ;

৩। উক্ত রাবার ফ্যাক্টরিটি চালু হলে প্রতি বছর কি পরিমাণ রাবার ব্যবহৃত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সরকারী উদ্যোগে ২টি রাবার ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগ তিনটি রাবার ভিত্তিক শিল্প সংস্থা স্থাপিত হয়েছে।

২। ক) সরকারী উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরায় একটি ক্রেমে রাবার কমপ্লেক্স এবং অন্যটি লেটেক্স সেন্ট্রিফিউগেল ফ্যাক্টরি ক্রেপ মিলে দক্ষিণ ত্রিপুরার তকমাছড়ায় স্থাপিত হবে এবং ঐ গুলিতে প্রায় ৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

খ) বেসরকারী উদ্যোগে :—

১] সুন্দরী রাবার ওয়ার্কস কুমারঘাট উ : ত্রিপুরা

২] মেসার্স নর্থ ইষ্টার্ণ রাবার ইণ্ডাষ্ট্রিস্ ডুকলি আগরতলা।

৩] মেসার্স বঙ্গশ্রী রাবার প্রডাক্টস্ ধ্বজনগর দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৩। আনুমানিক ১০৭১ মেট্রিকটন রাবার উৎপাদন হবে বলে অনুমিত হয়।

Admitted Question No. 257 (STARRED)
Name of Member : Sri Hari charan Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কি কি ধরণের Fruit processing Industry আছে এবং এইগুলি কোথায় অবস্থিত।

২। উক্ত প্রকল্পগুলি সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম পরিচালিত একটি ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র অরুন্ধুতিনগরে এবং কুমারঘাটে একটি গ্রামিন খাদ্য সংরক্ষণ ও পুষ্টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু আছে। এই সকল কেন্দ্রে আম, আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

২। হ্যাঁ।

Admitted Question No. 258 (STARRED).
Name of Member : Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে রুগ্ন চা বাগানের সংখ্যা কত ?

১। উক্ত রুগ্ন চা বাগানগুলিকে পুনরায় সংস্কার করে চালু করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করছেন ;

৩। বেসরকারী মালিকানায় রাজ্যে রাজ্যে যে সমস্ত রুগ্ন চা বাগানগুলি আছে সেই চা বাগানগুলিকে অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে ৭টি চা বাগান রুগ্ন।

২/৩। রুগ্ন চা বাগানগুলির পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার একটি বিল প্রস্তুত করে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করেছেন।

Admitted Starred Question No, 301
Subject :— Regarding Crop Insurance.
Name of member : Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য শস্য বীমা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২। সত্য হলে এই প্রকল্প অনুসারে কৃষকগণ কিরূপে উপকৃত হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। হ্যাঁ

২। যে সমস্ত কৃষক ঋণ দান সংস্থা হইতে ধান, গম, ডাল ও তৈল বীজ চাষের জন্য শস্য ঋণ নিবেন তাহাদের ঐ ফসলগুলি বীমার আওতায় আসিবে। ফসলের উৎপাদন যদি প্রাকৃতিক বিপর্যায় যথা খরা প্লাবন ইত্যাদিতে নির্দিষ্ট নিরিখের চেয়ে কম হয় তবে ক্ষতিগ্রস্থ চাষী ক্ষতি পূরণ পাইবেন। ক্ষতি পূরণের টাকা তাহাদের ব্যাংকে হিসাবের জমা পড়িবে।

মোট ঋণের ১৫০ শতাংশ টাকার বীমা হইবে। বীমাকৃত টাকার উপর ধান ও গমের জন্য ২ শতাংশ এবং ডাল ও তৈল বীজের জন্য ১ শতাংশ হারে প্রিমিয়াম দিতে হইবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্ষেত্রে মোট প্রিমিয়ামের শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকী সমান সমান হারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহন করবেন। বাকী ৫০ শতাংশ প্রিমিয়াম চাষীকে বহন করিতে হইবে যাহা তাঁহাদের ঋণের টাকার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

Admitted Starred Question No—302
Name of member :— Shri Jadav Mazumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কৃষকদের নিকট বিভিন্ন রকমের কি পরিমাণ বীজ সরবরাহ করেছেন ; এবং

২। এর মধ্যে কতজন কৃষককে বিনা পয়সায় বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে।

৩। রাজ্যে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Badal Chowdhury)

১। মোট ১৮০০'৯০৯ মে: টন।

২। যে হেতু একই কৃষক বিভিন্ন সময়ে একাধিক ফসলের বীজ পেয়ে থাকতে পারেন সেই হেতু প্রকৃত পক্ষে নীট কতজন কৃষক পারবার বিনামূল্যে বীজ বিতরণে উপকৃত হইয়াছেন সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বিধায় এই তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। তবে ইহার Gross সংখ্যা প্রায় ২'৭৭ লক্ষ।

৩। ক) সরকারী কৃষি খামারগুলিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে।

খ) নূতন বীজ খামার স্থাপন ও বর্তমান বীজ খামারগুলির যেখানে সম্ভব আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে।

গ) S. F. C. I র (স্টেট ফার্মিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া) মাধ্যমে রাজ্য খামার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

ঘ) রেজিষ্টার্ড গ্রোয়ারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে যতটা সম্ভব উচ্চমানের উচ্চ-ফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে।

ঙ) রেজিষ্টার গ্রোয়ারদের উৎসাহিত করার জন্য বীজের বাজার দরের উপর শতকরা ২৫ ভাগ বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রতি জিলাতে ২০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি করিয়া মোট De-humiolfied Stoves নির্মাণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No— 303
Name of member :— Shri Kali Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১ নং প্রশ্ন :—ত্রিপুরায় সরকারী উদ্যোগে সৃষ্ট ফলের বাগানের সংখ্যা কত ?

১ নং উত্তর :— ৫১ (একান্ন)টি

২ নং প্রশ্ন :— ঐ সমস্ত বাগানের ফল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

২ নং উত্তর := উৎপাদন ও চাহিদা অনুযায়ী বাগানের উৎপাদিত ফল, ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম কর্তৃক পরিচালিত আগরতলা ফল সংরক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহ করার বন্দোবস্ত আছে।

৩ নং প্রশ্ন :—ফলের চাষ বৃদ্ধির জন্য সরকার আর ও কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

৩ নং উত্তর :—ফলের বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি এইরূপ :—

ক) সরকারী ফল বাগানে উন্নত জাতের ফলের কলম ও চারা উৎপাদন এবং নায্য মূল্যে ফল চাষিদের মধ্যে ঐগুলি বিতরণ।

খ) সমাজের দুর্বল শ্রেণী যথা –তপশীলী জাতি ও উপজাতিও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে ফলের চারা বিতরণ।

গ) ভারতের প্রধান নারিকেল উৎপাদন কেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের কেরালা. তামিল নাড্ডু প্রভৃতি অঞ্চল হইতে নারিকেলের বীজ আনয়ন ক্রমে তাহা হইতে চারা উৎপাদন ও বিতরণ।

ঘ) ত্রিপুরায় ফলন্ত উচ্চফলনশীল ও চারার জন্য অন্যান্য গুণ সমন্বত নারিকেল গাছ বাছাই ক্রমে তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ. চারা উৎপাদন ও বিতরণ। এর মুক্ষ উদ্দেশ্য হল বাহিরের সরবরাহের নির্ভরশীলতা কমানো ও স্থানীয় উৎপাদকদের উৎসাহ দান।

ঙ) উন্নন প্রণালীতে ফল চাষের বিভিন্ন দিক নিয়ে ফল চাষীদের প্রশিক্ষণ দান।

চ) ত্রিপুরায় উৎপন্ন ফলের ত্রিপুরার বাহিরের বাজারে বাজার জাত করণের জন্য পরিবহন ভর্তুকী ব্যবস্থা।

ছ) নারিকেল চাষ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রিয় নারিকেল উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় নিম্নলিখিত প্রকল্পও বর্তমানে চালু আছে :

(১) বার্ষিক ১ লক্ষ চারা উৎপাদনগুলি একটি নারিকেল চারা উৎপাদন কেন্দ্র ; (২) ৮০০ হেক্টর খাস জমিতে নারিকেল বাগান সৃষ্টি (৩) নারিকেল চাষিদের চাষে উৎসাহিত করার জন্য প্রথম তিন বৎসরের চাষের খরচের ২৫ শতাংশ ভর্তুকী দান।

জ) আনারস ও কমলা চাষ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ।

ঝ) ফল চাষের প্রকল্পগুলি আরও সুষ্ঠভাবে রূপায়নের জন্য উদ্যানও ভূমি সংরক্ষণ অধিকার দানে একটি নূতন আবিষ্কারের সৃষ্টি।

ঞ) উৎপাদিত ফলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা ক্রমে ফল চাষ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দানের জন্য ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম পরিচালিত আগরতলা ও কুমারঘাট ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র দুটি ছাড়া উত্তর ত্রিপুরা জেলার নালকাটায় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কৃষি বিপণন নিগম কর্তৃক একটি ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে। আশা করা যায় উহা ১৯৮৭ সনের প্রথমার্দ্ধেই উৎপাদনক্ষম হইবে।

Admitted Starred Question No— 304

Name of members :— Sri Makhan Lal Chakraborty
Sri Rashiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্য সরকার ভর্তুকি দিয়ে কতজন কৃষককে পাওয়ার টিলার ক্রয়ের সুযোগ দিয়াছেন, এবং

২। উক্ত সময়ে রাজ্যের ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ গুলির জন্য পাওয়ার টিলার ক্রয় করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছিলেন কি না।

৩। করে থাকলে এখন পর্য্যন্ত কয়টি ক্রয় করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। বর্তমান আথিক বৎসরে-ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ১১ জন কৃষককে

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—307

Name of M. L A. :— Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার কিশোরগঞ্জ থেকে শালগড়া ভায়া গর্জনমুড়া এবং জামজুরী থেকে গঙ্গাছড়া ভায়া মগপুষ্করিণী যে এম. এন. পি. রাস্তা রয়েছে তাহা মেটেলিং কার্পেটিং ও ব্ল্যাক টপিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

উত্তর

১। কিশোরগঞ্জ হইতে শালগড়া ভায়া গর্জনমুড়া রাস্তাটির মেটেলিং এবং কার্পেটিং করার পরিকল্পনা আছে। অপর রাস্তাটিতে আপাততঃ সোলিং করার পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। কিশোরগঞ্জ থেকে শালগড়া ভায়া গর্জনমুড়া রাস্তাটির মেটেলিং ও কার্পেটিংএর কাজের জন্য ১৯৮৬-৮৭ইং সনের বাজেট সংস্থান রাখার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং জামজুরী থেকে গঙ্গাছড়া রাস্তাটির ৭'০০ কি .মি. এর মধ্যে ৫ কি.মি. রাস্তার ইট বিছানোর কাজ আরম্ভ করার জন্য ঠিকাদারকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনীয় জমির অভাবে শেষউক্ত ২ কি. মি. রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই। জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 308
Name of M. L A :— Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Miister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর শহরে টাউনহল সংলগ্ন মধ্যপাড়া থেকে সোনামুড়া পর্য্যন্ত রাস্তা এবং বদরমোকাম থেকে হরিয়ান্দ স্কুল ভায়া রবীন্দ্রপল্লী পর্য্যন্ত রাস্তাটি মেটেলিং কার্পেটিং ও ব্ল্যাকটপিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। আছে।

প্রশ্ন

২। থাকলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা ?

উত্তর

২। টাউনহল সংলগ্ন মধ্যপাড়া হইতে সোনামুড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটির মেটেলিং ও কার্পেটিং এর জন্য দরপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কাজটি শীঘ্রই আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বদর মোকাম হইতে রবীন্দ্র পল্লী রাস্তাটির মাটি কাটার কাজ সলিং মেটেলিং এবং কার্পেটিং এর জন্য সরকারী অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। কাজটি ১৯৮৬-৮৭ আর্থিকবর্ষে আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. : 312
Name of member : Sri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

১। ক) সোনামুড়া ও মেলাঘর বাজার সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার হাতে নিয়াছেন কিনা ?

খ) নিয়ে থাকলে সংস্কারের কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

গ) না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। ক) হ্যাঁ।

খ) ইতিমধ্যে মেলাঘর বাজারে একটি স্টল (Stall) ও দুইটি সেল হল এবং সোনামুড়া বাজারে চারটি স্টল ঘর ও একটি সেল হল (Sale hall) কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে। আগামীতে আরো কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা যাইবে বলে আশা করা যায়।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 313
Name of M.L.A. : — Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া গোমতী নদীর উপরে পাকা সেতু নির্মাণের কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে।

উত্তর

১। সোনামুড়া গোমতী নদীর উপর আর. সি. সি. ব্রীজের কাজের জন্য নদীর জলের গতিপথ সংক্রান্ত জরীপের এবং অন্যান্য অনুসন্ধানকৃত কাগজপত্র ভারত সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হইয়াছে। অনুমোদন পাওয়ার পর নক্সা ও এ্যাষ্টিমেট তৈরী করিয়া ভারত সরকারের মঞ্জুরীর জন্য পাঠান হইবে।

Admitted starred Question No. 317

Name of Member : Sri Bidya chandra Deb Barma

Will the hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :

১। চলতি আর্থিক বৎসরে কৃষি কাজের উন্নয়নের জন্য সরকার হইতে ট্রাক্টর কিনার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। থাকিলে উহা ল্যাম্পস ও প্যাক্স ইত্যাদি কো-অপারেটিভগুলিকে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কিনা ?

Answer

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 319

Name of M. L. A. : Sri Narayan Dass.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় অবস্থিত-বটতলি হইতে দুর্লভনারায়ণ পর্য্যন্ত পি ডব্লিউ. ডি রাস্তার সলিং এর কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। যদি করিয়া থাকেন তবে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হইলে কাজটি হাতে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted starred Question No,—324
Name of M.L.A. : Sri Kali Kumar Deb Barma.

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Deptt. be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ছাগল পালন খামারে বর্তমানে কতটি ছাগল আছে এবং এর জন্য এখন পর্যান্ত সরকার মোট কত টাকা খরচ করেছেন ?

২। ঐ খামার থেকে অদ্যাবধি কতটি ছাগল ছানা ছাগল পালকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge Sri Samar Choudhury

১। রাজ্যের ছাগল পালন খামারে বর্তমানে ৪০৫টি বিভিন্ন জাতের ছাগল আছে। ঐ ছাগল সংগ্রহের জন্য অদ্যাবধি ৬৪ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে।

২। ঐ খামার হইতে মোট ৮টি ছাগলছানা বিতরণ করা হইয়াছে ও ৫০টি বিতরণের জন্য প্রস্তুত আছে। ইহা ছাড়া ছাগল পালন খামারের আশে-পাশে ৬১২টি শংকর জাতীয় ছাগলছানা তৈরী করার সাহায্য করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No—326
Name of M. L. A :— শ্রী ভানু লাল সাহা।

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে অপারেশন ফ্লাড টু প্রকল্পে বর্তমানে দৈনিক কত দুধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে,

২। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের কয়টি বিভাগ ও কত পরিবারকে আনা সম্ভব হয়েছে, এবং

৩। উক্ত প্রকল্পের জন্য সরকার কি কি সাহায্য করে থাকেন ?

Answer

Minister-in-charge (Sri Samar Choudhury)

১। বর্তমানে ৬০০০ লিটার দুধ প্রতিদিন অপারেশন ফ্লাড টু প্রকল্পে সরবরাহ করা হয়।

২। পশ্চিম ত্রিপুরার সর্বত্র ও দক্ষিণ ত্রিপুরার কিয়দংশ (উদয়পুর মহকুমা) নিয়ে এই প্রকল্প গঠিত হয়েছে। সর্বমোট ৪১০০ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

৩। সরকার আগরতলা ডেয়ারিটিকে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড-এর নিকট পরিচালন ভিত্তিতে হস্তান্তর করিয়াছে। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে গো-খাদ্যের উপর ৫০ ভাগ ভর্তুকী, দুধ ও গো-খাদ্য পরিবহনের উপর ১০০ ভাগ ভর্তুকী। উপরন্তু দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গুলির জন্য মিল্ক ইউনিয়নের মাধ্যমে পরিচালন ভর্তুকি দেয়।

Bracketed Admitted Starred No :— 327

Name of Members : Sri Hari Charan Sarkar

&

Sri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Electricity) Dedtt. be pleased to State:—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

২। ঐ উৎপাদিত বিদ্যুৎ চাহিদার কত অংশ পূরণ করতে সক্ষম।

৩। অবশিষ্ট বিদ্যুৎ কোন্ কোন্ রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয় ?

৪। তার জন্য রাজ্য সরকারকে অতিরিক্তি কত টাকা খরচ করতে হয় ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে সর্বোচ্চ উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমান, ডিজেলসহ ৯.৫ মেগাওয়াট

২। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সর্বোচ্চ চাহিদার ৩১.৫১ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম।

৩। অবশিষ্ট বিদ্যুৎ আসাম রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়।

৪। এ জন্য রাজ্য সরকারকে বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ১.২০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়।

Admitted Starred Question No—351.
Name of M. L. A :— Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশালগড় কামথানা রোডে দুই কিলোমিটার রাস্তা কার্পেটিং করা হচ্ছে না ?

উত্তর

১। বর্ষা নামায় কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। বর্তমানে আবার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত রাস্তাটি কত দিনের মধ্যে কার্পেটিং করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

২। উক্ত রাস্তাটির কাজ এপ্রিল ১৯৮৬র মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No.— 367
Name of Member : Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Elect) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে "ব্রাদমা অপারেটার" পোষ্ট এর পে-স্কেল আগরতলার পৌরসভার অধীনস্ত "ব্রাদমা অপারেটার" এর পে-স্কেল এর চেয়ে কম ?

২। যদি তা সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ, এবং

৩। বিদ্যুৎ দপ্তরের "ব্রাদমা অপারেটার" এর পে-স্কেল পৌরসভার অধীনস্ত উক্ত পে-স্কেলের সমান করার বিষয় সরকার বিবেচেনা করবেন কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। উভয় সংস্থার "ব্রাদমা অপারেটার" পদের পদবাগত বিভিন্নতা।

৩। ৩য় পে কমিশনে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য পাঠান হবে।

Admitted Starred Question No. 373

Name of Member : Sri Jadab Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :

১। লেম্বুছড়ায় অবস্থিত আই, সি, এ, আর কেন্দ্রটকে Regeonal Centre হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সরকার কতৃক কোন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কি না; এবং

২। পাঠানো হয়ে থাকলে উক্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত কি ?

Answer

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১ ও ২। হ্যাঁ।

বিগত ১৯৮৪ইং সনের মার্চ মাসে ভারতীয় গবেষণা পরিষদের বার্ষিক সভায় রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী হিসাবে আমি লেম্বুছড়াস্থিত আই, সি, এ, আর কেন্দ্রটিকে Regional Centre হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ভাষণে দাবী করি। কিন্তু সেই ব্যাপারে পদক্ষেপের কোন খবর না পাওয়ায় পুনরায় ১৯৮৫ইং সনের মার্চ মাসের বার্ষিক সভায়ও এ ব্যাপারে আই সি, এ, আরকে কার্য্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

পরবর্ত্তী সময়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী মাননীয় বুটা সিং মহাশয়কে লেখা একটি চিঠিতেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায় যে ন্যাশানেল এগ্রিক্যালচারেল রিচার্চ কমিটি এই কেন্দ্রটিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই অনুযায়ী একটি প্রসঙ্গে রিপোর্ট তৈরী করা হয় এবং একটি রিভিউ কমিটিকে উক্ত প্রসঙ্গে রিপোর্টটিকে সরজমিনে তদন্তক্রমে তাদের মতামত জানাতে বলা হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে ভারতীয় গবেষণা

পরিষদের পরবর্ত্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৬ইং সনের ২৭শে মার্চ যে আই, সি, এ, আরের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য আবার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য রাজ্য সরকার আই, সি, এ, আরের নিকট প্রস্তাব রেখেছেন।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 8
Name of Member :— Shyama Charan Tripura

Will the hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের পরিবেশ নির্মল রাখার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরের পরিবেশ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব মূলতঃ আগরতলা পুরসভার। তবে ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরও এ ব্যাপারে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন

২। করা হলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

২। ক) আগরতলা শহরের সার্বিক পরিবেশ চিত্র কি রকম তার উপর একটি সমীক্ষার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

খ) পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নে আগরতলা পুরসভাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

গ) শব্দ দূষণ প্রতিরোধে আরক্ষা দপ্তরের সহযোগীতায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

ঘ) গাড়ীর নির্গত ধোয়ার মাণ নির্ণয় ও পরিমাণ কমানোর জন্য বিশেষ ধরনের Smoke Analyser আগরতলায় বসানো হইয়াছে।

ঙ) শহরে উদ্যান নির্মাণের বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইয়াছে।

চ) আগরতলায় পানীয় জল বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে একটি আধুনিক পরীক্ষাগার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

ছ) বিশেষ সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী রূপায়ণ করা হইতেছে।

প্রশ্ন

৩। না করা হ'লে তার কারণ ?

উত্তর

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 20

Name of M. L. A.: Sri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে; বিশালগড় ব্লক এলাকাধীন পশ্চিম গকুলনগর স্কুল ও ব্রজেন্দ্রনগর স্কুলে মধ্যবর্ত্তী রাস্তার ব্রীজের প্রায় সব কাঠ চুরি হয়ে গেছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ। উক্ত ব্রীজের বেশ কিছু কাঠ চুরি হয়েছে।

প্রশ্ন

২। সত্য হলে এই কাঠ চুরির জন্য থানায় কোন মামলা দায়ের করেছেন কিনা এবং

উত্তর

২। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

উক্ত কাঠ উদ্ধারের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

৩। বিশালগড় থানা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Question No. 28 (UN-STARRED).
Name of Member : Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকগুলিতে B. I. D. C. কিভাবে এবং কাদের নিয়ে গঠিত হয় ;
২। অমরপুর ব্লকের বর্ত্তমান B. I. D.C . কবে এবং কাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে (নাম ও পদবী সহ বিবরণ)
৩। উক্ত কমিটিগুলি কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সাহায্য প্রাপকদের তালিকা তৈরী করে থাকেন ?

উত্তর

১। বিভিন্ন ব্লকেব অধীনে সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে B. I. D. C. গঠন করা হয়। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে B. D. O এবং শিল্প সম্প্রাসারক উক্ত কমিটিতে থাকেন।
২। অমরপুর ব্লকের B. I. C. D ২০শে জুলাই ১৯৮৩ খৃ: নিম্নোক্ত দশ জন সদস্যকে নিয়ে পুর্ণগঠিত হয় :

১।	শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রী নরেন্দ্র দেববর্মা	সদস্য
৩।	শ্রী নেপাল দেবনাথ, প্রধান	সদস্য
৪।	শ্রী ব্রজেন্দ্র কলই "	"
৫।	শ্রী আনিজয় রিয়াং "	"
৬।	শ্রী শ্যামাপদ দেববর্মা "	"
৭।	শ্রী সমীর ধর "	"
৮।	শ্রী ফণী দেব "	"
৯।	B. D. O. অমরপুর	"
১০।	শিল্প সম্প্রসারক অমরপুর	" সম্পাদক

৩। সাহায্য প্রাপকদের তালিকা তৈরীর সুনির্দিষ্ট কোন মাপ কাঠি নেই। প্রার্থির

কারিগরীজ্ঞান, কর্মদক্ষতা, আর্থিক অবস্থা, অন্যান্য পারিপার্শিক বিষয় ইত্যাদি বিবেচনা ক্রমে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে প্রার্থী ঠিক করা হয়।

Admitted Uu-Starred Question No :—29
Name of Member :—Shri Jawhar Saha, Sri Diba chandra Hrangkhwal. and Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠন করার পর হইতে ১৯৮৬ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে স্বনির্ভর কর্মসূচী প্রকল্পের মাধ্যমে কতজন বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে (তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্যদের পৃথক পৃথক হিসাব)

২। ১৯৮৬-৮৭ সালে আর্থিক বছরে স্বনির্ভর কর্মসূচী প্রকল্প অনুসারে কতজন বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। উক্ত স্বনির্ভর প্রকল্পে আবেদনকারী বেকারদের নির্বাচনের জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয়েছে কি?

৪। করা হয়ে থাকলে উক্ত কমিটিতে বিধান সভার সদস্যদের সভ্য হিসাবে না রাখার কারণ কি?

উত্তর

১।

	রাজ্য প্রকল্প	কেন্দ্রীয় প্রকল্প
ক) তপশিলী জাতি—	৫২	৮৫
খ) তপশিলী উপজাতি—	৭	৮
গ) অন্যান্য—	২৮১	১১৮১
	৩৪০	১২৭৪

২। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরের কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর প্রকল্পের কোন নির্দেশ এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

রাজ্য সরকার ১৯৮৬-৮৭ইং সনের স্বনির্ভর প্রকল্পে অধিক সংখ্যক যুবক যুবতীগণকে কর্ম সংস্থান প্রদানের জন্য বর্তমান guide line পরিবর্তন করে প্রকল্প গুলি ১৬০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে রাজ্য খয়রাতি শতকরা ৩৩⅓ ভাগ

প্রদানের প্রস্তাব ও গ্রহণ করেছেন।

৩। হ্যাঁ

৪। উক্ত কমিটিতে নির্বাচিত বিধান সভার সদস্য প্রাক্তন সদস্য,, এবং নির্বাচিত প্রধান ও সরকারী অফিসারগণ নিয়ে গঠিত হয়েছে।

Admitted Question No. 36 (UNSTARRED)
Name of Member : Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন স্থানে কি কি শিল্পের জন্য কতগুলি শিল্প নগরী (Industrial Estate) আছে ?

২) উক্ত শিল্প নগরী গঠন ও স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে ? (শিল্প নগরী ভিত্তিক হিসাব)

৩) কত জন শ্রমিক উক্ত শিল্প নগরীর কারখানা গুলিতে বর্তমানে নিযুক্ত আছেন ?

৪) বর্তমানে উক্ত শিল্প নগরীগুলির মধ্যে কি কি শিল্পের কয়টি প্রতিষ্ঠান চালু আছে এবং কি কি শিল্পের কয়টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে ?

উত্তর

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৫ (পাঁচ) টি শিল্প নগরী আছে। এইগুলি অরুন্ধতি নগর, বাধারঘাট, ধ্বজনগর, কুমারঘাট ও ধর্মনগরে অবস্থিত। এতদ্ব্যতিত ডুকলিতে একটি শিল্প সম্প্রসারণ এলাকা আছে।

২) ডুকলি ছাড়া উপরোক্ত শিল্প নগরীগুলি নির্মাণে সরকারের অদ্যাবধি মং ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শিল্প নগরী ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

অরুন্ধতিনগর ··· ··· ···	২১	লক্ষ টাকা
বাধারঘাট ··· ··· ···	১২	”
কুমারঘাট ··· ··· ···	৭	”
উদয়পুর ··· ··· ···	৮	”
ধর্মনগর ··· ··· ···	১৩	”
মোট	৬১	লক্ষ টাকা

ডুকলির উন্নয়নে প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৩) ধ্বজনগর — প্লাইউড, রাবার শিল্প, কাঠের জিনিষ তৈরী, ফ্ল্যাকৃস্মিতি, গাড়ী মেরামত।

৪) কুমারঘাট — ইলেক্‌ট্রিকের তার তৈরী, রবারের দ্রব্য।

৫) ধর্মনগর — পি. সি. সি পোল, গরুর খাদ্য তৈরী, কাষ্ট আইরন-ফাউণ্ড্রি।

নিম্নলিখিত শিল্পের তিনটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে :—

ডুকলি ছাড়া শিল্প নগরীগুলিতে মোট ৫৮১ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

৪) শিল্প নগরীগুলির স্থাপি শিল্পের নাম নিম্নে দেওয়া হল :—

শিল্প নগরীর নাম	শিল্পের নাম
১) অরুন্ধুতিনগর —	এলোমিনিয়ামের বাসন পত্র তৈরী, ষ্টীলের ফার্নিচার তৈরী, ষ্টীলের ফেব্রিকেশন ও নন-ফেরাসকষ্টিং, পলিথিনের পাইপ তৈরী, ফল সংরক্ষণ, সাইজ টিম্বার, পাদুকা ও চর্মজাত দ্রব্য তৈরী, সিট মেটাল ওর্য়্যাকৃস্মিতি, চামড়া পাকাই, হাতে তৈরী কাগজ, কাষ্ঠশিল্প তৈরী, গাড়ী মেরামতি, এগ্রোসর্ভিস, প্যারেক তৈরী টিউবওয়েল ষ্ট্রেইনার
২) বাধারঘাট —	ষ্টীলের ফার্নিচার, কাঠের কাজ, সুতা তৈরীর কাজ, সরষের তেলের ঘানি, গাড়ীর বডি তৈরী, ষ্টীলের জিনিষ পত্র, মোজাইক, এস এসরডটাইল্‌স ঔষধের কারখানা।

বন্ধ শিল্পের নাম	শিল্প নগরীর নাম
১) সরষের তৈলের ঘানি	বাধারঘাট
২) সাবান তৈরীর কারখানা	শিল্পনগরী

৩। এলোমিনিয়ামের জিনিষ তৈরীর কারখানা — কুমারঘাট শিল্পনগরী ।

Admitted Question No— : 38 (UN-STARRED)
Name of Member : Sri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ক) ত্রিপুরায় কোন্ চা বাগানে কত বাড়তি জমি আছে (Exessland) (বাগান ভিত্তিক হিসাব)

খ) ঐ জমি সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না এবং

গ) না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। Tripura Land Revenue and land Reforms Act-এর ১৩৪, ১৩৫ এবং ১৩৬ নং ধারা অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার চা বাগানগুলিকে জমির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে অধিকাংশ বাগানকেই অতিরিক্ত জমি তাদের দখলে রাখার অনুমতি দিয়েছেন । ১৮টি চা বাগানকে অতিরিক্ত জমি রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি । বাগানগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হল :—

ক্রমিক নং	চা বাগানের নাম	বাড়তি জমির পরিমাণ (একর হিসাবে)
১ ।	মেখলিবন্ধ	১৮৭.৩০
২ ।	পিয়ারলেস	২৮৫.৮৯
৩ ।	হরিশনগর	৪৫০.২৪
৪ ।	কৃষ্ণপুর	১০৬.৯১
৫ ।	প্রতাপগড়	১৫২.৫২

৬।	রাজলক্ষী	১৩৫·১১
৭।	নিউদুর্গাবাড়ি	২১৪·৯১
৮।	ইন্টার নেসান্যাল টি এণ্ড ট্রেডিং কো:	৬৬·৪৪
৯।	যাদবনগর	৪৯·৩৫
১০।	ঈশানপুর	৯৬৯·৭১
১১।	খোয়াই	২৫০·৩৬
১২।	লুধুয়া	১৩৮৬·৩১
১৩।	দিলখোস	৫৪৬·৩৯
১৪।	কালিশাসন	২৮৩·১১
১৫।	সোনামুখী	২২১·০২
১৬।	জগন্নাথপুর	৪৯৯·৩৭
১৭।	পিয়ারাছড়া	১৬৫·৩৮
১৮।	বরমুর্মা	৫৮·২৫

২। নিউদুর্গা বাড়ী এবং লুধুয়া চা বাগানের বাড়তি জমিটি ওয়ার্কাস কো-অপারেটিভকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। প্রতাপগড় এবং রাজলক্ষী চা বাগানের বাড়তি জমি সরকারী কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যান্য চা বাগানগুলির বাড়তি জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 44
Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে ৭০৪টি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এলাকায় কয়টি গাঁও পঞ্চায়েত রয়েছে ? (গাঁও পঞ্চায়েতগুলির ব্লক ভিত্তিক নাম সহ আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। সারা রাজ্যে ৭০৪টি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এলাকায় মোট ৩৩০টি গাঁও পঞ্চায়েত রয়েছে। উক্ত পঞ্চায়েতগুলির ব্লক ভিত্তিক নাম নিম্নরূপ :—

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	গাঁও পঞ্চায়েতের নাম
১।	পানিসাগর	১। বালিধুম
		২। জুরী আর এফ.
২।	কাঞ্চনপুর	১। কাঞ্চনপুর
		২। ভুইছামা
		৩। মনু ছৈলেংটা
		৪। শান্তিপুর
		৫। দামনিপাড়া
		৬। করাইছড়া
		৭। গচীরাম পাড়া
		৮। খেদাছড়া
		৯। কালাপানি
		১০। ভাণ্ডারীমা
		১১। আনন্দসাগর
		১২। উত্তর লালজুরী
		১৩। দক্ষিণ লালজুরী
		১৪। সাবুয়াল
		১৫। কালাগাং
		১৬। ভাংমুন
		১৭। পশ্চিম সাতনালা
		১৮। পূর্ব সাতনালা
		১৯। ভাইনছড়া
		২০। দক্ষিণ দশদা

১	২	৩
২।	কাঞ্চনপুর	২১। উত্তর দাশদা
		২২। উজান মাছমারা
		২৩। জমারাইপাড়া
		২৪। কাঞ্চনছড়া
		২৫। চণ্ডীপুর
		২৬। শিবনগর
		২৭। পশ্চিম মন্পুই
		২৮। দামছড়া
		২৯। দামছড়া আর এক
		৩০। দক্ষিণ ধনীছড়া
		৩১। উত্তর ধনীছড়া
		৩২। পেচারথল
		৩৩। নালকাটা
		৩৪। বাগাইছড়া
		৩৫। নবীনছড়া
		৩৬। আন্ধারছড়া
		৩৭। তাল্ংসাং
		৩৮। কাছারীছড়া
		৩৯। উত্তর মাছমারা
		৪০। দক্ষিণ মাছমারা
		৪১। পিপ্লাছড়া
		৪২। রাহুমছড়া
৩।	কুমারঘাট	১। ডেম্ডুম
		২। সৈদাছড়া
		৩। রাজকান্দি
		৪। দক্ষিণ উনকোটি

১	২	৩
৩।	কুমারঘাট	৫। দেওরাছড়া আর. এফ
		৬। ঊনকোটি
		৭। গোলকপুর
৪।	ছাওমনু	১। কাঞ্চনছড়া
		২। নালকাটা
		৩। ওয়েষ্ট করমছড়া
		৪। ইষ্ট করমছড়া
		৫। ইষ্ট মাছলী
		৬। ওয়েষ্ট মাছলী
		৭। নর্থ ধুমছড়া
		৮। করাতী ছড়া
		৯। সাউথ ধুমছড়া :
		১০। জামিরছড়া
		১১ কাঠালছড়া
		১২। দামছড়া
		১৩। মনু
		১৪। ময়নামা
		১৫। লালছড়া
		১৬। গয়নামা
		১৭। ছৈলেংটা
		১৮। দুর্গাছড়া
		১৯। নর্থ লংথরাই
		২০। জয়চন্দ্র পাড়া
		২১। ওয়েষ্ট ছাওমনু
		২১। ওয়েষ্ট ছাওমনু
		২৲। ইষ্ট ছাওমনু

১	২	৩
৪।	ছাওমনু	২৩। মানিকপুর
		২৪। লবণছড়া
		২৫। ডলুছড়া
		২৬। রাজধরপুর
		২৭। মালীধর
		২৮। গোবিন্দবাড়ী
		২৯। নাতীনমনু
		৩০। দেও রিজার্ভ ফরেষ্ট
		৩১। সিন্ধুকুমার পাড়া
		৩২। লংথরাই রিজার্ভ ফরেষ্ট
৫।	কমলপুর	১। শ্রীরামপুর
		২। অপরেঙ্কর
		৩। মেন্দি
		৪। কচুছড়া
		৫। পশ্চিম নালীছড়া
		৬। লালছড়ি
		৭। বলরাম
		৮। কমলাছড়া
		৯। জগন্নাথপুর
		১০। হরিগঙ্গা পাড়া
		১১। শিকারী বাড়ী
		১২। কর্ণমনিপাড়া
		১৩। কুলাই আর. এফ. এক্সটেনশন
		১৪। রাধারামবাড়ী
		১৫। তেতুইয়া
		১৬। চাকমাপাড়া

১	২	৩
৫।	কমলপুর	১৭। সিদ্ধাপাড়া
		১৮। কর্মপাড়া
		১৯। গঙ্গানগর
		২০। কাটালুথ্মা
		২১। সেত্রাই
		২২। জামথুমবাড়ী
৬।	খোয়াই	১। আশারামবাড়ী
		২। বনবাজার
		৩। পশ্চিম করঙ্গীছড়া
		৪। বেহালাবাড়ী
		৫। পূর্ব চাম্পাছড়া
		৬। পশ্চিম চাম্পাছড়া
		৭। শিকারীবাড়ী
		৮। পূর্ব বাচাইবাড়ী
		৯। পূর্ব্বরাজনগর
		১০। উত্তর পদ্মবিল
		১১। পশ্চিম বাচাইবাড়ী
		১২। পশ্চিম রাজনগর
		১৩। দক্ষিণ পদ্মবিল
		১৪। বগাবিল
		১৫। রতনপুর
		১৬। বেলছড়া
		১৭। পশ্চিম লক্ষ্মীছড়া
		১৮। তাক্ছায়াবাড়ী
		১৯। সমতল পদ্মবিল

১	২	৩
৭।	তেলিয়ামুড়া	১। দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট
		২। গয়ামনিবাড়ী
		৩। উত্তর পুলিনপুর
		৪। দক্ষিণ মহারাণীপুর
		৫। সাউথ পুলিনপুর
		৬। রামদয়ালবাড়ী
		৭। পাগলাবাড়ী
		৮। শ্রীরামখরা
		৯। নোনাছড়া
		১০। রাদলাবাড়ী
		১১। কাকড়াছড়া
		১২। আঠারমুড়া
		১৩। সর্দ্দারকরী
		১৪। উত্তর ঘিলাতলী
		১৫। উত্তর গোকুলনগর
		১৬। দক্ষিণ গোকুলনগর
		১৭। তুইচিনগ্রামবাড়ী
৮।	মোহনপুর	১। বোধজংনগর
		২। উত্তর দেবেন্দ্রনগর
		৩। তামাকরী
		৪। ডুমরাকরীডাক্
		৫। সুরেন্দ্রনগর
		৬। চাঁদপুর
		৭। তুইছামনুকরই

১	২	৩
৮।	মোহনপুর	৮। কামুকছড়া
		৯। বালুরবন্ধ
		১০। ছনখোলা
		১১। মেঘলিবন্ধ
		১২। পূর্ব নিমনা
		১৩। পশ্চিম সিমনা
		১৪। শরৎ চৌধুরী
		১৫। বড়কাঠাল
৯।	জিরানীয়া	১। ভৃগুদাস বাড়ী
		২। পূর্ব্ব দেবেন্দ্রনগর
		৩। পাটনীপাড়া
		৪। কাথিরামবাড়ী
		৫। শিবনগর
		৬। রামচন্দ্রনগর
		৭। বোরাখা
		৮। বেলবাড়ী
		৯। শান্তিনগর
		১০: জন্মেজয়নগর
		১১। দীনবন্ধুনগর
		১২। রাধাপুর
		১৩। চম্পকনগর
		১৪। চাম্পাবাড়ী
		১৫। অসিগড়
		১৬। খেংরাই
		১৭। জিরানীয়া খোলা

১	২	৩
৯।	জিরানীয়া	১৮। ওয়াকিনগর
		১৯। হারবাং
		২০। দীনকাবরা
		২১। মান্দাইনগর
		২২। দুর্গানগর
		২৩। লক্ষ্মীপুর
		২৪। রাধামোহনপুর
		২৫। পশ্চিম বড়জলা
		২৬। রবিয়া সর্দার
১০।	বিশালগড়	১। যুগোল কিশোরনগর
		২। লাটিয়াছড়া
		৩। পদ্মনগর
		৪। বাঁশতলী
		৫। পাথালিয়াঘাট
		৬। গুলিরাইবাড়ী
		৭। আমতলী
		৮। রামনগর
		৯। প্রমোদ নগর
		১০। সূতারমুড়া
১১।	জম্পুইজলা	১। সাংকুমাবাড়ী
	টাকারজলা	২। জম্পুইজলা
		৩। কেন্দরাইছড়া
		৪। টাকারজলা
		৫। মধ্য ঘনিয়ামারা
		৬। রতনপুর
		৭। প্রতাপুর

১	২	৩
১১।	জম্পুইজলা টাকারজলা	৮। পেকুয়ারজলা
		৯। মোহনপুর
		১০। উজানপাথালিয়াঘাট
		১১। অমরেন্দ্রনগর
১২।	মেলাঘর	১। মনাইপাথার
		২। জগতরামপুর
		৩। চণ্ডুল
		৪। তৈবান্দল
		৫। বিজয়নগর
১২।	উদয়পুর	১। তৈনানি
		২। দক্ষিণ মহারাণী
		৩। কাচিগাং
		৪। রাইয়াবাড়ী
		৫। পূর্ব কুপিলং
		৬। পশ্চিম কুপিলং
		৭। কিল্লা
		৮। দক্ষিণ বড়মুড়া
		৯। দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর
		১০। উত্তর বড়মুড়া
		১১। উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর
		১২। ছয়ঘরিয়া
		১৩। আঠারভোলা
		১৪। বাগমা
		১৫। ধূপতলী
		১৬। শামুকছড়া
		১৭। পূর্ব্ব মগপুষ্করিনি
		১৮। গর্জ্জি
		১৯। কলাবন

১	২	৩
১৪ ।	অমরপুর	১। পত্তিছড়ি
		২। ইচাছড়ি
		৩। ইষ্ট করবুক্
		৪। ওয়েষ্ট করবুক্
		৫। সাউথ করবুক
		৬। লেবুছড়া
		৭। রামভদ্র
		৮। পূর্বমাণিক্য দেওয়ান
		৯। পশ্চিম মাণিক্য দেওয়ান
		১০। নুতন বাজার
		১১। পশ্চিম ছলুমা
		১২। উত্তর চেলাগাং
		১৩। দক্ষিণ চেলাগাং
		১৪। লাউগাং
		১৫। উত্তর একছড়ি
		১৬। একছড়ি
		১৭। ডালাক
		১৮। পাহাড়পুর
		১৯। পূর্ব্ব ছলুমা
		২০। মালবাসা
		২১। পশ্চিম মালবাসা
		২২। রাঙ্গকাং
		২৩। কুরমাছড়া
		২৪। একজানছড়া
		২৫। পশ্চিম সরবং
		২৬। পূর্ব্ব সরবং
		২৭। সোনাছড়া

১	২	৩
১৪।	অমরপুর	২৮। উত্তর সংগং
		২৯। সাউথ সংগং
		৩০। মেলছি
		৩১। চেচুয়া
		৩২। পূর্ব্ব তৈছলং
		৩৩। পশ্চিম তৈছলং
		৩৪। অম্পিনগর
		৩৫। গামাইছড়া
		৩৬। বৈশ্যামনি পাড়া
		৩৭। করিপুর
		৩৮। অম্পিছড়া
		৩৯। তৈদু
		৪০। ধনলেখা
		৪১। দক্ষিণ তৈদু
		৪২। তৈদুটেপা
		৪৩। জাম্বুকছড়া
		৪৪। পালক
		৪৫। উত্তর তৈদু
১৫।	ডুম্বুরনগর	১। জগবন্ধু পাড়া
		২। গণ্ডাছড়া
		৩। সরমা
		৪। ভগীরথ
		৫। লক্ষীপুর
		৬। দলপতি
		৭। রতননগর
		৮। তৈচাকমা

১	২	৩
১৫।	ডম্বুরনগর	৯। পোতাছড়া
		১০। রাইমা
		১১। রামনগর
১৬।	বগাফা	১। তাকমাছড়া
		২। দেবীপুর
		৩। কনিষামপুর
		৪। বীরেন্দ্রনগর
		৫। লক্ষ্মীছড়া
		৬। পতিছড়ি
		৭। রতনপুর
		৮। কলসী
		৯। ইষ্ট পিলাক
		১০। বীরচন্দ্র নগর
		১১। কাঠালিয়াছড়া
		১২। দক্ষিণ হিচাছড়া
১৭।	রাজনগর	১। কাসারী আর. এফ.
		২। কৈলাসনগর
		৩। মোহিনীনগর
১৮।	সাতচাঁদ	১। তৈছামা
		২। গরিফা
		৩। হারবাতলী
		৪। ঘোরকাপ্পা
		৫। শুকনাছড়ি
		৬। বিষ্ণুপুর
		৭। উত্তর বিজয়পুর

১	২	৩
১৮।	সাতচাঁদ	৮। কাঠালছড়ি
		৯। বৈষ্ণবপুর
		১০। সিন্ধুকপাথর
		১১। পূর্ব্ব সাক্রুম
		১২। পশ্চিম লুধুয়া
		২৩। পূর্ব্ব লুধুয়া
		২৪। মাগ্‌রুন
		১৫। বগাচতল
		১৬। কাপতলী
		১৭। চালিতাছড়ি
		১৮। বেতাগা
		১৯। চাতকছড়ি
		২০। সোনাইছড়ি
		২১। রূপাইছড়ি
		২২। শিলাছড়ি
		২৩। বরবিল
		২৪। চালিতা বন্‌কুল
		২৫। বাগমারা
		২৬। দক্ষিণ মনু বনকুল
		২৭। নর্থ মনু বনকুল
		২৮। গারদাং
		২৯। ফুলছড়ি
		৩০। শাকবাড়ী
		৩১। টাক্‌কা তুলসী আর.এফ.

Admitted Starred Question No— 45

Name of member :— Sri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। রাজ্য সরকার বর্ত্তমানে সারের জন্য কোন ভর্ত্তুকী দিয়ে থাকেন কি ? এবং

২। দিয়ে থাকলে কোন সার কে,জি, প্রতি কত ভর্ত্তুকীতে দেওয়া হয় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। হ্যাঁ।

২। শতকরা ১০০ ভাগ পরিবহণ ভর্ত্তুকী ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সারে ক্রয়মূল্যের উপর প্রতি কেজিতে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ ভর্ত্তুকি দেওয়া হয় তাহা এইরূপ :—

সারের নাম	প্রতি কেজিতে যত ভর্ত্তুকী দেওয়া হয়
১। ইউরিয়া	০·৫৮ পয়সা
২। সুফলা ১৫:১৫:১৫	০·৫২ ,,
৩। সুফলা ২০:২০:২০	০·৬০ ,,
৪। মিউরেট অব পটাশ	০·৩২ ,,
৫। সুপার ফসফেট	০·২৩ ,,
৬। ডাই এমোনিয়াম ফসফেট	০·৯০ ,,
৭। রক ফসফেট	০·২৭ ,,

Admitted Starred Question No, 52

Name of M.L.A. : Sri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের প্রধান প্রধান সড়ক, যথা আসাম আগরতলা রোড, আগরতলা সাব্রুম রোড, আগরতলা খোয়াই, শান্তির বাজার বিলোনীয়া, আমবাসা কমলপুর রোডে মোট কয়টি সেতু আছে,

উত্তর

১। আসাম আগরতলা রাস্তা ব্যতীত বাকী রাস্তাগুলিতে মোট ১২৬টি সেতু আছে, আসাম আগরতলা রাস্তাটি বর্ডার রোড ডেভেল্যাপমেন্ট অথরিটির অধিনে এ সম্পর্কে পূর্ত দপ্তরের কিছু বলা সম্ভব নহে।

প্রশ্ন

২। ঐ সেতুগুলির মধ্যে বর্তমানে কয়টি-পাকা করা হইয়াছে এবং বাকিগুলি কবে পর্য্যন্ত পাকা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। আসাম আগরতলা রোড ব্যতীত বাকি রাস্তাগুলিতে মোট ৭টি পাকা সেতু আছে। ৫টি পাকা সেতুর কাজ চলিতেছে। আরও ৬টি সেতু পাকা করার জন্য মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। বাকী সেতুগুলি আর্থিক সংস্থানের উপর ভিত্তি করিয়া ক্রমান্বয়ে পাকা করার ব্যবস্থা করা হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Saturday, the 22nd March, 1986 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, In the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 7 (Seven) Ministers, Deputy Speaker and 33 members.

REFERENCE PERIOD.

মিঃ স্পীকার :— প্রথমে রেফারেন্স পিরিয়ড আরম্ভ হচ্ছে। আমি একটা উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটীশ মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদারের কাছে থেকে পেয়েছি। মাননীয় সদস্যকে আমি আহ্বান করছি উনার নোটীশটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য। উনি উপস্থিত নেই। কাজেই নোটীশটি হাউসে উত্থাপন করা হল না।

আরেকটি উল্লেখ্য বিষয়ের নোটীশ মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। কিন্তু উনি দেখছি হাউসে উপস্থিত নেই। কাজেই নোটীশটি উত্থাপন করা সম্ভব হল না।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসের নিকট থেকে পেয়েছি। উনি হাউসে উপস্থিত নেই। নোটিশ হাউসে উত্থাপন হল না।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। উনি উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "১২ই মার্চ, ১৯৮৬ইং অম্পিতে রমেশ কলই-এর চোখে এসিড নিক্ষেপ করে চোখ নষ্ট

করা সম্পর্কে'' নোটীশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটীশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ না পারেন তবে কবে দিতে পারবেন তারিখটা জানিয়ে দিন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৪শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৪শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নোটীশটি উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ না পারেন তারিখ বলতে পারেন। নোটীশটির বিষয়বস্তু হল— "সম্প্রতি রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তীব্র খাদ্য সংকট সম্পর্কে "।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৮শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৮শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নোটিশটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— ''গত ৮-৩-৮৬ইং রাত্রি আনুমানিক ৭-৩০ মিঃ দুষ্কৃতকারী কর্তৃক মোহনপুর থানাধীন তালতলা অঙ্গনাদী সেণ্টার পুড়িয়ে দেয়া সম্পর্কে।" আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি না দিতে পারেন তবে পরবর্ত্তী তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি আগামী ২৮শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৮শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উত্থাপন করেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল— "১৯৮৬ সনের জানুয়ারী মাস থেকে মার্চ মাস পর্য্যন্ত বিশালগড় ও আমতলী থানাধীন বিভিন্ন গ্রামে ঘন ঘন ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— বিগত ১৯৮৬ইং সালের ১লা জানুয়ারী হতে ২০শে মার্চ ১৯৮৬ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিশালগড় থানা এলাকায় তিনটি এবং আমতলী থানা এলাকায় একটি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়। বিশালগড় থানা এলাকায় ঘটিত ৩টি ডাকাতির ঘটনা নিম্নরূপ:— (১) গত ৭-১-৮৬ইং রাত অনুমান ১১টার সময় বিশালগড় থানা হতে ৭ কিমি দক্ষিণে ব্রজপুর গ্রামের শ্রীধীরেন্দ্র দেব, পিতা মৃত রামমুনি দেব-এর বাড়িতে ২০/২৫ জন অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী ডাকাতি করে প্রায় ২০,০০০ টাকার মূল্যের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতিকালীন দুষ্কৃতকারীগণ ৩ জনকে সামান্য আঘাত করে। ঘটনাটি শ্রীধীরেন্দ্র দেব-এর অভিযোগমূলে বিশালগড় থানায় গত ৮-১-৮৬ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬/৩৯৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫(১)৮৬ নথিভুক্ত করা হয়। এবং তদন্ত চালনা করা হয়। তদন্তকালীন পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। বর্তমানে ধৃত সকলেই জামিনে মুক্ত আছে। (২) গত ১২-২-৮৬ইং তারিখ রাত ১২-৩০ মি-এর সময় বিশালগড় থানাধীন উত্তর ব্রজপুর গ্রামের শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ২৫/৩০ জনের একটি অজ্ঞাতনামা ডাকাত দল ডাকাতি করে নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০,০০০ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতিকালীন ডাকাতগণ ৩ জনকে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা মারাত্মক ভাবে আহত করে এবং আহত ৩ জনের মধ্যে ২ জন মারা যান। ঘটনাটি শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যের অভিযোগ মূলে গত ১৩-২-৮৬ ইং তারিখ সকাল ৭টার সময় বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭/৩৯৬ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০ (২) ৮৬ নথিভুক্ত করে তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। বর্তমানে গ্রেপ্তার কৃত সকল ব্যক্তিই কোর্ট হতে জামিনে মুক্ত আছে। (৩) গত ৪-৩-৮৬ইং তারিখ রাত ১২-৩০ মি-এর সময় বিশালগড় থানাধীন গগন সর্দার পাড়ার শ্রীসুরেশ দেববর্মার বাড়ীতে ১০/১২ জন অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী দল ডাকাতি করে প্রায় ৪০০০ টাকার মূল্যের জিনিষ-পত্র লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি গত ৪-৩-৮৬ইং তারিখ সকাল ৯টার সময় শ্রীমতি আগুনতি দেববর্মা স্বামী শ্রীসুরেশ দেববর্মার অভিযোগমূলে

বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৬ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ক ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(৩)৮৬ নথিভুক্ত করে তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়। তদন্তকালীন পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। বর্তমানে ধৃত ব্যক্তিরা কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত আছে। আমতলী থানা এলাকায় সংঘটিত ডাকাতির ঘটনা নিম্নরূপ— গত ১৫-৩-৮৬ইং তারিখ রাত প্রায় ১২-৩০ মি এর সময় আমতলী থানা এলাকাধীন সূর্য্যমনিনগর গ্রামের শ্রীকালী কুমার ভৌমিক, পিতা মৃত ললিত মোহন ভৌমিকের বাড়িতে ২০/২৫ জনের একটি অজ্ঞাত-নামা দুষ্কৃতকারী ডাকাতি করে প্রায় ৬০০০ টাকার মূল্যের মালাদি লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতি করে ডাকাত দল পালাবার সময় হরিপুর গ্রামের নিকট টহলরত আমতলী থানার পুলিশ তাদের দেখতে পেয়ে গুলি ছুড়ে তখন ডাকাতগণ লুণ্ঠিত মালামালের কিছু যাহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০০০ টাকা ফেলে পালিয়ে যায়।

ডাকাতির সময় ডাকাতগণের অস্ত্রের আঘাতে ১ ব্যক্তি আহত হন। তাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন আছেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

উপরোক্ত ডাকাতির ঘটনাগুলি বাংলাদেশী ডাকাতগণ ভারতীয় ডাকাতগণের যোগ সাজসে সংঘটিত করেছে বলে পুলিশ মনে করে।

উপরোক্ত এলাকাসমূহে ডাকাতি বন্ধের জন্য গ্রামরক্ষী বাহিনী ও পুলিশ ক্যাম্প গুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ টহলও বাড়ানো হয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ডাকাতির অভি-যোগে ধৃত ২৬ জন তাদের মধ্যে একাধিকবার এরেষ্ট হয়েছেন এমন লোকও রয়েছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে ডাকাতির সন্দেহে তাদের নাম বলছি। শ্রীমতিউর রহমান-দুর্গানগর, শ্রীসহিদ মিঞা-রতননগর, শ্রীছিদ্দিকর রহমান দুর্গানগর, শ্রীফজলু মিঞা-উত্তর চড়িলাম, শ্রীআলী আজগর-দুর্গানগর, শ্রীতারা মিঞা কৈয়াডেপা, শ্রীরাফিক মিঞা-নবীনগর, শ্রীখুরসিদ আলম-কৈয়াডেপা, শ্রীহরিলাল দত্ত পুরাতন রাজনগর, শ্রীবিভূতি দাস-পুরাতন রাজনগর, শ্রীমোহন মিঞা-কৈয়াডেপা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি, হরিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে ডাকাতির সময় ষ্টেনগান ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং এলাকাবাসীর ধারণা পুলিশের কাছ থেকে ছিনতাই করা ষ্টেনগানটি বিশালগড় অঞ্চলে এনে সেটি ব্যবহার করা হয়েছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তাতে ২ (দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছে এই তথ্য আমি দিয়েছি। তবে আগ্নেয়াস্ত্রটি ষ্টেনগান ছিল কিনা, না অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল তা পোষ্ট মর্টমের রিপোর্টে থাকতে পারে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— হরিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ডাকাতি করে ডাকাত দল ফেরার সময় এলাকার স্থানীয় লোকের দ্বারা তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তখন ব্রজপুর ক্যাম্পে পুলিশ ছিল। তারা ইচ্ছা করলেই তাদের হাতের অস্ত্র দিয়ে ফায়ার করে ডাকাত-দের ধরতে পারত এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ডাকাতির ঘটনা থেকে পুলিশ ক্যাম্প বেশী দূরে নয়। কাজেই এই ডাকাতির যারা তদন্ত কার্য চালাচ্ছেন তারা এটাও দেখবেন, কি কারণে পুলিশ যথাসময়ে ডাকাতদের ধরতে অগ্রসর হতে পারলেন না।

শ্রীভানুলাল সাহা :— ডাকাতি হয়ে যাবার পর পুলিশ বলে থাকেন, বাংলাদেশী ডাকাত বলে ধরতে পারছেন না। কিন্তু এলাকাবাসীর মনে এই প্রশ্ন জাগছে যে, ডাকাত ধরার ক্ষেত্রে পুলিশের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এটা ঠিক নয় যে, পুলিশের আন্তরিকতা নেই। তবে, কি কি কারণে তারা তড়িৎ গতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সীমান্ত এলাকায় বিশেষ করে আমতলী থানা এলাকায় মাধবপুরে একটি বি, এস, এফ, ক্যাম্প আছে। রাই-মুড়াতেও একটি বি, এস, এফ, ক্যাম্প আছে। এই ক্যাম্প দু'টির দূরত্ব দুই থেকে আড়াই কি, মি,। এর মধ্যে যে মাঠ আছে তা ধানের ক্ষেত। এই ধান ক্ষেতের মধ্য

দিয়েই ডাকাত দল উঠে সূর্যমনিনগর কিংবা আরো দূরে ডাকাতি করে এই পথ দিয়েই ফিরে যায়। একই পথ দিয়ে তারা উঠে এবং নামে। কাজে কাজেই এই ক্যাম্প দুটিকে আরো সক্রিয় করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই সীমান্ত পাহারা দেওয়ার কাজ আরো কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সেটা দেখা হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— কোনাবন, কৈয়াডেপা, মধুপুর, দেবীপুর, কমলাসাগর ইত্যাদি এলাকায় ঘন ঘন ডাকাতি হয়, এবং এই রাস্তাটিতে কালোবাজারীদের ও বেশ ঝোঁড় ঝাপ আছে। এলাকাটি বিশালগড় থানা থেকে অনেক দূরে সেজন্য, দেবীপুরের কাছে একটি পুলিশ আউট— পোষ্ট করা যায় কিনা সেজন্য রাজ্য সরকার কোন চেষ্টা করবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইখানে কাছাকাছি বি, এস, এফ, ক্যাম্প আছে বলে এক্ষুনি এখানে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে নেই।

মি: স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

বিগত ১২, ২, ৮৬ইং তারিখ বিশালগড় থানা এলাকায় শ্রী হরিপদ ভট্টাচার্য্য, জিতেন্দ্র চৌধুরী ও অন্যান্যদের বাড়ীতে ডাকাতি, নিহত, আহত ও লুণ্ঠন সম্পূর্কে। আমার মনে হচ্ছে, ঐটার সঙ্গে লিংক আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যখন এনেছেন তখন আমি বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ১২ তারিখ রাত অনুমান ১২-৩০মিঃ-এর সময় ২৫/৩০ জনের একটি ডাকাতদল আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশালগড় থানাধীন উত্তর ব্রজপুর নিবাসী শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য, পিতা মৃত রমনীকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহার বুকে ষ্টেনগান ধরে

নগদ ১১,০০০ টাকা, কাপড় চোপড়, সোনার গহণা, ঘড়ি, টু ইন-ওয়ান ইত্যাদি নিয়ে যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত যে, আমার আগের বিবৃতিতে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছি তাতে ষ্টেনগানটি সন্দেহজনক রেখেছিলাম। বলেছিলাম, হতেও পারে। কিন্তু এইখানে আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে পরিষ্কার লিখা আছে, ডাকাতরা ষ্টেনগান দিয়েই গুলি করে। আগেরটায় বলেছি, ষ্টেনগান হতে পারে। কিন্তু পুলিশের পরবর্ত্তী রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, পুলিশরা মনে করেন যে, ষ্টেনগানই ডাকাতরা নিয়ে আসে। ডাকাতদল তিনজনকে গুলি করে। তারা হলেন, (১) শ্রীহারাধন দেব, পিতা শ্রীসুরেশ দেব-সাং রঘুনাথপুর, (২) শ্রীস্নেহাংশু চৌধুরী, পিতা মৃত সত্যেন্দ্র চৌধুরী-কৃষ্ণকিশোরনগর, (৩) শ্রীনির্মল দেবনাথ, পিতা শ্রীদেবেন্দ্র দেবনাথ-উত্তর ব্রজপুর

উপরোক্ত আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য বিশালগড় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শ্রীহারাধন দেব গত ১৩-২ ৮৬ইং তারিখেই বিশালগড় হাসপাতালে মারা যান। শ্রীস্নেহাংশু চৌধুরী ও শ্রীনির্মল দেবনাথকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। শ্রীস্নেহাংশু চৌধুরী গত ১৩ ২ ৮৬ইং তারিখেই মারা যান এবং শ্রীনির্মল দেবনাথ ঐ দিন চিকিৎসান্তে বাড়ী ফিরে যান।

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যের অভিযোগমূলে বিশালগড় থানায় গত ১৩/২/৮৬ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৮(২)৮৬ নথিভুক্ত করে তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়।

তদন্তকালে পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করে তাদের নাম আমি উল্লেখ করছি।

তদন্তকালে পুলিশ নিম্ন লিখিত ১১ জনকে উক্ত ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে মাননীয় সদর আদালতে প্রেরণ করা হয়!

১) শ্রীমতিউর রহমান সাং— দুর্গানগর।
২) ,, সহিদ মিঞা সাং— রতন নগর।
৩) ,, ছিদ্দিকুর রহমান সাং— দুর্গানগর।
৪) ,, ফজলু মিঞা সাং— উত্তর চড়িলাম।
৫) ,, আলী আজগর সাং— দুর্গানগর।
৬) ,, তারা মিঞা সাং— কৈয়াডেপা।
৭) ,, রফিক মিঞা সাং— নবীন নগর।
৮) ,, খুরসিদ আলম সাং— কৈয়াডেপা।
৯) ,, হরিলাল দত্ত সাং— পুরাথল রাজনগর।

১০) শ্রীবিভূতি দাস সাং— পুরাথল রাজনগর।

১১) „ মোহন মিঞা সাং— বৈয়াডেপা।

ধৃত উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ মাননীয় আদালত হতে গত ১৩-৩-৮৬ইং তারিখ জামিনে মুক্ত আছে।

প্রকাশ থাকে যে ঘটনার দিন শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ডাকাতির পর নিম্নে বর্ণিত ৬ জনের বাড়ীতেও ডাকাতি ও লুটপাট হয়।

১) শ্রীসুনীল দেবনাথ সাং— উত্তর ব্রজপুর।

২) „ বিমল দেবনাথ সাং— ঐ।

৩) „ ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী সাং— কৃষ্ণ কিশোর নগর।

৪) „ প্রমোদ চৌধুরী সাং— কৃষ্ণ কিশোর নগর।

৫) „ দ্বিগেন্দ্র চৌধুরী সাং— কৃষ্ণ কিশোর নগর।

৬) „ প্রাণতোষ চৌধুরী সাং— কৃষ্ণ কিশোর নগর।

স্যার, মাননীয় সদস্য যে নাম বলেছেন শ্রীক্ষিতেন্দ্র চৌধুরী তার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে বলে পুলিশের জানা নেই।

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য এবং উপরে বর্ণিত ৬ ব্যক্তির বাড়ী হতে ডাকাতরা নগদ অর্থ অন্যান্য মালামাল যাহার আনুমানিক মূল্য ৩০,০০০ টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়।

নিম্নোক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

১) শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য মং ২০০০ টাকা

২) „ সুনীল দেবনাথ মং ২০০০ টাকা

৩) „ ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী মং ২৫০০ টাকা

৪) „ দ্বিগেন্দ্র চৌধুরী মং ১০০০ টাকা

৫) „ প্রমোদ চৌধুরী মং ৩০০০ টাকা

শ্রীমতিলাল সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা ঐ দিনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন তাঁদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

শ্রীমতিলাল সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, হারাধন দেব তিনি

একজন সজী ব্যবসায়ী এবং উনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমানে উনার পরিবারটি ধ্বংসের মুখে। সুতরাং উনার পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ রকম ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে, সুতরাং এ ক্ষেত্রগুলিতেও আমরা আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

মিঃ স্পীকার :— একটি ঘোষণা, Regarding motion for election to Assembly Committees.

Hon'ble Members, as indicated in Rule 201 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly the term of office of the Committee on public Accounts. Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of Scheduled Tribes and Committee on the welfare of Scheduled Castes will expire on the 31st March, 1986. As per 200 (1) of the rules of procedusc members of the aforesaid Committees are to be elected by the Hou.e before 31st March, 1986. Now any member may move a motion in this regard to obtain consent of the House.

Shri Keshab Majumder :— Mr. Speaker Sir, as required under rule 200 (1) of the rules of procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that the House do proceed to elect nine members in each of the Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of Scheduled Tribes and Committee on the Welfare of Scheduled Castes according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for tht financial year 1986-87.

Mr. Speaker :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—

"That the House do proceed to elect nine members in each of the Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of Scheduled Tribes and Committee on the Welfare of Scheduled Castes according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the financial year. 1986-87.

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি ঘোষণা এসেম্বলী প্রসিডিংস অব দ্য ফিফ্‌থ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ এসেম্বলী এগুলি ছাপা হয়ে এসেছে। সিরিজ ৪ ভলিউম ২,৩, সিরিজ ৫ ভলিউম ১, ৩, ৪, সিরিজ ৮ ভলিউম ২। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন নোটিশ অফিস থেকে তাঁদের কপিগুলি সংগ্রহ করে নেন।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1986-87

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ১৯৮৬ ৮৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। এর জন্য যে সময় এলট করা হয়েছিল তা থেকে গতকাল বিভিন্ন দল যে সময় নিয়েছেন তা আমি এখানে উল্লেখ করছি।

কংগ্রেস (আই)	৮৪ মিনিট।
টি, ইউ, জে, এস	৪৬ মিনিট।
ট্রেজারী বেঞ্চ	৮২ মিনিট।
নির্দল	আলোচনা করেন নি।

সুতরাং তাদের আর কতটুকু সময় আছে সেটা বুঝে যেন তাঁরা তাঁদের আলোচনা

সীমাবদ্ধ রাখেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় মহোদয়কে গতকালের অসমাপ্ত আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।' মাননীয় সদস্য ৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীরসিক লাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল আমি শেষ মুহূর্তে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম তাই শেষ করতে পারি নি। আমি এডুকেশান বাজেট সম্পর্কে বক্তব্য রাখছিলাম। চাকুরী ক্ষেত্রে যে দলবাজী চলছে সেটা আমি গতকাল উত্থাপন করেছিলাম। আজকে আরেকটু বলছি। স্যার, সুভাষ ১৯৭০ ইং সালে পাশ করে বেকার বসে আছে, তাকে চাকুরী দিচ্ছে না এই বামফ্রন্ট সরকার। তার এস, সি সার্টিফিকেট আছে। সূত্রধরের এস, সি, সার্টিফিকেট হয় না এই ব্যাপারে আমিও একমত। কিন্তু উনারা যে চিৎকার করে বলছেন সূত্রধর এস, সি, হতে পারে না, এটা ঠিক না। কারণ, ১৯৭২ইং সনে এই ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা চিৎকার করে বলেছিলেন যে সূত্রধরকে এস, সি, করতে হবে। সেই সার্টিফিকেট মূলে কংগ্রেস আমলে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল। যখন বিধায়করা রিকমানডেশ্যান করলেন তখন এটা কংগ্রেস সরকারের আমলে সূত্রধর সিডিউল্যাড্ কাষ্ট হিসাবে গণ্য হয় নাই। ১৯৭৮ইং সনে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন তারপর ১৯৭৯ ইংরাজীতে এই সার্টিফিকেট মূলে সিডিউল্যাড্ কাষ্ট হিসাবে গণ্য করা হলো। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা? আমার কাছে এই সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি এটেষ্টেড করা আছে, যদি বলেন তাহলে দেখাতে পারি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সার্টিফিকেট ১৯৭৯ ইংরাজীতে এই সূত্রধর সার্টিফিকেট তাকে দেওয়া হয়েছে এবং সে ১৯৭০ সালে পাশ করে বসে আছে। জেনারেল হিসাবে নয় সিডিউল্যাড্ কাষ্ট হিসাবে আজ পর্য্যন্ত কেন সে সুযোগ পাচ্ছে না? তাই তাকে অনাহার অনিদ্রায় দিন কাটাতে হচ্ছে। তাই আমি আশা করবো এই দুর্নীতি বন্ধ করে ঐ পরিবারের ছেলেটিকে যাতে বামফ্রন্ট সরকার সহায়তা দেখান, অবশ্য কী সহায়তা দেখাবেন সেটা আমরা জানি। কংগ্রেস আমলে হয়নি এটা আপনাদের আমলে হয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এই সার্টিফিকেট উপস্থিত করা হোক এবং সরকারী অফিসার যদি দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা দেখা হোক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। আপনার

বক্তব্যে আপনি আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এডুকেশ্যান সম্পর্কে যেটা আমি বলছি, আমাদের এডুকেশ্যান ত্রিপুরা রাজ্যে যে অধঃপতন হয়েছে সেই বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের বিরাট একটা অংশের অর্থ এই এডুকেশ্যান খাতে নেওয়া হয়েছে, গতবারও এই ধরণের বাজেট নেওয়া হয়েছিল। এই অর্থ দ্বারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হচ্ছে না। কারণ গ্রামেগঞ্জে বিদ্যালয় গৃহগুলি না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে বসে ক্লাশ করা বর্ষার সময় কোন অবস্থাতেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া এমন অনেক স্কুল আছে যে সব স্কুলে ফার্নিচার বলতে কিছুই নেই। ফার্নিচার কিনতে হলে কোপারেটিভের নামে টেণ্ডার কল দিয়ে তারপর ফার্নিচার আনা হয়, কিন্তু ২/৪ বছর পর এই ফার্নিচার আর পাওয়া যায় না। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি যদি তার হিসাব চান তাহলে দিতে পারি। তাই এডুকেশ্যান খাতে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। দ্বিতীয়ত: এগ্রিকালচার সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন, গত বছর স্যার, বীজ যে বিলি বন্টন করেছেন তখন অনেক উন্নত ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু আমি বলবো গত বছর যে স্যার, বীজ বিলি বন্টন করা হয়েছে এটাতে সম্পূর্ণভাবে কারচুপি করা হয়েছে, কারণ প্রকৃত পক্ষে যারা গরীব চাষী তারা কিছুই পায় নি। এমনকি আমরা ধরিয়ে দিয়েছি যে অফিসের লোকেরা পাচার করে বিক্রি করে দিচ্ছে, কিন্তু তা সত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। ইলেকট্রিসিটিতে ২১ কোটি টাকার বেশী চেয়েছেন। আমাদের ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজন আছে সত্যি কথা কিন্তু আমরা যখন বলি যে এই গ্রামে বিদ্যুতের আরও প্রয়োজন আছে এবং পোষ্ট-এর প্রয়োজন কিন্তু তখন তার জন্য পোষ্ট-এর জন্য খরচ করা হয় না। কিন্তু নিজেদের লোক হলে ৩টি বাড়ীর জন্য ৩০টি পোষ্টও আপনারা বসাতে পারেন কিন্তু ১১শত বাড়ীর জন্য ৩টি পোষ্ট খরচ করতে এই সরকার রাজী নয়।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এবার শেষ করুন।

রসিকলাল রায় :— আমাকে স্যার আর দু'মিনিট সময় দিন।

একজন সজী ব্যবসায়ী এবং উনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমানে উনার পরিবারটি ধ্বংসের মুখে। সুতরাং উনার পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :-- স্যার, এ রকম ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে, সুতরাং এ ক্ষেত্রগুলিতেও আমরা আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

মিঃ স্পীকার :— একটি ঘোষণা, Regarding motion for election to Assembly Committees.

Hon'ble Members, as indicated in Rule 201 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly the term of office of the Committee on public Accounts. Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of Scheduled Tribes and Committee on the welfare of Scheduled Castes will expire on the 31st March, 1986. As per 200 (1) of the rules of proceduse members of the aforesaid Committees are to be elected by the Hou.e before 31st March, 1986. Now any member may move a motion in this regard to obtain consent of the House.

Shri Keshab Majumder :— Mr. Speaker Sir, as required under rule 200 (1) of the rules of procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that the House do proceed to elect nine members in each of the Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of Scheduled Tribes and Committee on the Welfare of Scheduled Castes according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for tht financial year 1986-87.

Mr. Speaker :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—

"That the House do proceed to elect nine members in each of the Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on the Welfare of Scheduled Tribes and Committee on the Welfare of Scheduled Castes according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the financial year. 1986-87.

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি ঘোষণা এসেম্বলী প্রসিডিংস অব দ্য ফিফ্থ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ এসেম্বলী এগুলি ছাপা হয়ে এসেছে। সিরিজ ৪ ভলিউম ২,৩, সিরিজ ৫ ভলিউম ১, ৩, ৪, সিরিজ ৮ ভলিউম ২। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন নোটিশ অফিস থেকে তাঁদের কপিগুলি সংগ্রহ করে নেন।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1986-87

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দেব উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। এর জন্য যে সময় এলট করা হয়েছিল তা থেকে গতকাল বিভিন্ন দল যে সময় নিয়েছেন তা আমি এখানে উল্লেখ করছি।

কংগ্রেস (আই)	৮৪ মিনিট।
টি, ইউ, জে, এস	৪৬ মিনিট।
ট্রেজারী বেঞ্চ	৮২ মিনিট।
নির্দল	আলোচনা করেন নি।

সুতরাং তাদের আর কতটুকু সময় আছে সেটা বুঝে যেন তাঁরা তাঁদের আলোচনা

সীমাবদ্ধ রাখেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় মহোদয়কে গতকালের অসমাপ্ত আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য ৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীরসিক লাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল আমি শেষ মুহূর্তে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম তাই শেষ করতে পারি নি। আমি এডুকেশান বাজেট সম্পর্কে বক্তব্য রাখছিলাম। চাকুরী ক্ষেত্রে যে দলবাজী চলছে সেটা আমি গতকাল উত্থাপন করেছিলাম। আজকে আরেকটু বলছি। স্যার, সুভাষ ১৯৭০ ইং সালে পাশ করে বেকার বসে আছে, তাকে চাকুরী দিচ্ছে না এই বামফ্রন্ট সরকার। তার এস, সি সার্টিফিকেট আছে। সূত্রধরের এস. সি, সার্টিফিকেট হয় না এই ব্যাপারে আমিও একমত। কিন্তু উনারা যে চিৎকার করে বলছেন সূত্রধর এস, সি, হতে পারে না, এটা ঠিক না। কারণ, ১৯৭২ইং সনে এই ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা চিৎকার করে বলেছিলেন যে সূত্রধরকে এস, সি, করতে হবে। সেই সার্টিফিকেট মূলে কংগ্রেস আমলে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল। যখন বিধায়করা রিকমানডেশ্যান করলেন তখন এটা কংগ্রেস সরকারের আমলে সূত্রধর সিডিউল্যড কাষ্ট হিসাবে গণ্য হয় নাই। ১৯৭৮ইং সনে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন তারপর ১৯৭৯ ইংরাজীতে এই সার্টিফিকেট মূলে সিডিউল্যড্ কাষ্ট হিসাবে গণ্য করা হলো। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা? আমার কাছে এই সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি এটেষ্টেড করা আছে, যদি বলেন তাহলে দেখাতে পারি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সার্টিফিকেট ১৯৭৯ ইংরাজীতে এই সূত্রধর সার্টিফিকেট তাকে দেওয়া হয়েছে এবং সে ১৯৭০ সালে পাশ করে বসে আছে। জেনারেল হিসাবে নয় সিডিউল্যড্ কাষ্ট হিসাবে আজ পর্য্যন্ত কেন সে সুযোগ পাচ্ছে না? তাই তাকে অনাহার অনিদ্রায় দিন কাটাতে হচ্ছে। তাই আমি আশা করবো এই দুর্নীতি বন্ধ করে ঐ পরিবারের ছেলেটিকে যাতে বামফ্রন্ট সরকার সহায়তা দেখান, অবশ্য কী সহায়তা দেখাবেন সেটা আমরা জানি। কংগ্রেস আমলে হয়নি এটা আপনাদের আমলে হয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এই সার্টিফিকেট উপস্থিত করা হোক এবং সরকারী অফিসার যদি দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা দেখা হোক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। আপনার

বক্তব্যে আপনি আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এডুকেশ্যান সম্পর্কে যেটা আমি বলছি, আমাদের এডুকেশ্যান ত্রিপুরা রাজ্যে যে অধঃপতন হয়েছে সেই বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের বিরাট একটা অংশের অর্থ এই এডুকেশ্যান খাতে নেওয়া হয়েছে, গতবারও এই ধরণের বাজেট নেওয়া হয়েছিল। এই অর্থ দ্বারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হচ্ছে না। কারণ গ্রামেগঞ্জে বিদ্যালয় গৃহগুলি না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে বসে ক্লাশ করা বর্ষার সময় কোন অবস্থাতেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া এমন অনেক স্কুল আছে যে সব স্কুলে ফার্নিচার বলতে কিছুই নেই। ফার্নিচার কিনতে হলে কোপারেটিভের নামে টেণ্ডার কল দিয়ে তারপর ফার্নিচার আনা হয়, কিন্তু ২/৪ বছর পর এই ফার্নিচার আর পাওয়া যায় না। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি যদি তার হিসাব চান তাহলে দিতে পারি। তাই এডুকেশ্যান খাতে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ এগ্রিকালচার সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন, গত বছর স্যার, বীজ যে বিলি বণ্টন করেছেন তখন অনেক উন্নত ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু আমি বলবো গত বছর যে স্যার, বীজ বিলি বণ্টন করা হয়েছে এটাতে সম্পূর্ণভাবে কারচুপি করা হয়েছে, কারণ প্রকৃত পক্ষে যারা গরীব চাষী তারা কিছুই পায় নি। এমনকি আমরা ধরিয়ে দিয়েছি যে অফিসের লোকেরা পাচার করে বিক্রি করে দিচ্ছে, কিন্তু তা সত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। ইলেকট্রিসিটিতে ২১ কোটি টাকার বেশী চেয়েছেন। আমাদের ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজন আছে সত্যি কথা কিন্তু আমরা যখন বলি যে এই গ্রামে বিদ্যুতের আরও প্রয়োজন আছে এবং পোষ্ট-এর প্রয়োজন কিন্তু তখন তার জন্য পোষ্ট-এর জন্য খরচ করা হয় না। কিন্তু নিজেদের লোক হলে ৩টি বাড়ীর জন্য ৩০টি পোষ্টও আপনারা বসাতে পারেন কিন্তু ১১শত বাড়ীর জন্য ৩টি পোষ্ট খরচ করতে এই সরকার রাজী নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এবার শেষ করুন।

রসিকলাল রায় :— আমাকে স্যার আর দু'মিনিট সময় দিন।

এই ভাবে দুর্নীতি করে সরকারের অর্থ অপচয় করা হয় এবং দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। আমার ত্রিপুরা রাজ্যের এই ২২ লক্ষ মানুষের কথা এই বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা করছেন না। আজকে বাজেট করতে গিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার স্বপ্ন দেখছেন। কারণ বাজেটের যখন কলম ধরা হয়েছে তখন ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে ৩ গুণ করে ৬৬ লক্ষ হিসাব করেন। কারণ দেখা যাচ্ছে বছরের পর বছর বাজেটের অংকের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। তাই বলছি এই অর্থ কি প্রকৃতভাবে গরীব মেহনতি কৃষকদের উন্নতির জন্য খরচ করা হয়? খরচ করা হয় না, কারণ যদি খরচ করতেন তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি নির্ভরশীল ত্রিপুরার আজকে এই অবস্থা হতো না। আমাদের মাননীয় কো-অপারেটিভ মিনিষ্টার তার ভাষণে বলেছিলেন গত পরশু কি কালকে যে, আমি বলেছিলাম রবীন্দ্রনগর উদ্বাস্তু সর্বার্থক সমিতির যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তির কথা বলেছিলাম তখন তাঁর ভাষণে উত্তর দিয়েছেন এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের অনুদান। সত্যিই এটা ১৯৫৬ ইংরাজীতে হয়েছে এবং এই কো-অপারেটিভের পরিচালনায় যারা ছিলেন তাঁরা মারা গেছেন তার জন্য সরকার এটা হস্তক্ষেপ করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো এই শহরের উপরে কো-অপারেটিভ-এর যে বাড়ী খরিদ করা হয়েছে সেই বাড়ীটার কি হলো?

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— সেটা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তাই এই বাজেটকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৭-৩-৮৬ইং তারিখে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৬-৮৭ সালের যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী এখানে উত্থাপন করেছেন সেই ব্যয়-বরাদ্দের দাবীকে পুরাপুরি সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব সঠিক ভাবে গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজ্যের অবস্থা এবং গোটা বিশ্ব জুড়ে যে উন্মাদনা চলছে তার প্রেক্ষাপট এখানে সঠিক-ভাবে উত্থাপন করেছেন এবং এই বক্তব্যগুলির সঙ্গে আমিও একমত পোষণ করছি।

স্যার, যে বাজেট এখানে উত্থাপিত হলো বিরোধী দলের নেতা থেকে আরম্ভ করে ছোট, বড়, মাঝারী গোছের সব বিরোধী নেতাই এর বিরোধীতা করলেন, এটা অবশ্য স্বাভাবিক এটা আমরা জানি। বাজেট হচ্ছে একটা সরকারের শ্রেণী চরিত্রের দলিল। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন এমন একটা সরকার আছেন যারা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের কথা ভাবছেন, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীর কথা ভাবেন, কৃষকের কথা ভাবেন, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শুধু ত্রিপুরা নয় গোটা বিশ্বের লড়াইয়ের সাথী হচ্ছেন। সেই ক্ষেত্রে এই রকম একটা যখন এমন সরকার যখন রাজ্যে আছেন তারা আজকে যে বাজেট তৈরী করেছেন, এটাকে যারা কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ, যারা ভারতবর্ষের মাল্টি ন্যাশনালের আমদানীদাতা, যারা ভারতবর্ষের ইকনমিক্স পলিসি বলে ভারতবর্ষকে শেষ করে দেওয়ার প্রবক্তা, যারা ভারতের সবনাশের রাস্তা তৈরী করছেন তাদের যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা ত আজকে বাজেটকে সমর্থন করতে পারবেন না। আজকে তারাই ত চীৎকার করছেন! তাদের অশোক বাবু থেকে আরম্ভ করে সবাই বাজেটকে বিরোধীতা করেছেন, উপজাতি যুব সমিতির লোক যারা আছে তারা বিরোধীতা করছে। স্যার, এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই, এখানে যে বাজেটকে উপস্থিত করা হল এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। এই কারণে এইটা গরীব মানুষের প্রতি একটা দরদী সরকারের দরদ মনের প্রতিচ্ছবি এতে ফুটে উঠেছে। স্যার, গোটা ভারতবর্ষে এবং বিভিন্ন রাজ্যে স্বাধীনতার পর একটানা ৩০ বৎসর কংগ্রেসী রাজত্বে মানুষের যে নাভিশ্বাস উঠেছে, নামে বেনামে স্বনামে বিভিন্ন রকমভাবে ট্যাক্স বসাতে বসাতে মানুষকে শ্মশানের রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে গোটা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এই কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে কং দরদী সরকার হলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর ৪টি পয়সার কর না চাপিয়ে সেখানে একটা বাজেট উপস্থাপন করতে পারেন। যে রাজ্যে নিজস্ব আয়ের রাস্তা খুবই সীমিত, নিজেদের আয়ের কোন রাস্তা নেই, যেখানে স্বাধীনতার ৩৮ বৎসরে এখনও রেল এলো না, একটি শিল্প গড়ে উঠল না, সেই রকম একটি জায়গা কতখানি দরদ মানুষের প্রতি থাকলে একটা করহীন বাজেট উপস্থিত করতে পারেন। তার জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। স্যার, সমর্থন করার আরও কয়েকটি কারণ আছে। আমরা যদি গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকাই, ত্রিপুরা ত ভারতবর্ষের বাইরে নয়, ভারতবর্ষের বাজেটে যা হয় গোটা ভারতবর্ষের টাকা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে যা নিয়মে আছে সেই নিয়মে কেন্দ্র থেকে সেখান থেকে টাকা পয়সা ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যে যেমন যেমন যায় তেমন ভাবে সেই রাজ্যগুলিকে বাজেট তৈরী

করতে হয়। ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল এই স্বাধীনতার আমল থেকে কংগ্রেস রাজত্ব চলছে। কংগ্রেস রাজত্বে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের বলব, একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। অর্থনীতিটা একটু কঠিন, বাজেট আরও কঠিন। কিভাবে হয় সেটা একটু বোঝা দরকার। কোথায় আয় হয়, কোথা থেকে টাকা আসে সেগুলি বোঝা দরকার। বাজেটকে আমরা কয়ভাগে বিচার করব। বাজেটর মূলতঃ দুইটি দিক আছে, একটা হচ্ছে রেভেনিউর দিক, রেভেনিউ অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটেল অ্যাকাউন্ট। রেভেনিউ অ্যাকাউন্টে যা আসে এইযে কারেন্ট ইনকাম, কারেন্ট অ্যাক্সপেনডিচার, রেভেনিউ ইনকাম, রেভেনিউ অ্যাক্সপেনডিচার এইগুলি যায়। রেভেনিউ যে হেড গোটা ভারতবর্ষের কি পজিশান ছিল ? ১৯৪৭ সন থেকে রেভেনিউ যা আসে রেভেনিউ যা হয় তার অতিরিক্ত যা থাকে সেটা হল ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত ব্যবস্থা। এইটা ক্যাপিটেল অ্যাকউন্টে কনভার্টেড হয়ে সেখানে গিয়ে লোন টোন ইত্যাদি নিয়ে সেখানে ক্যাপিটেল অ্যাকস্পেনডিচার স্থিরীকৃত হয়। চেহারাটা ভারতবর্ষের অবস্থা কি ছিল কংগ্রেস রাজত্বে ? ১৯৭৯-৮০ সন পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই যে রেভেনিউ এইটাকে অ্যাকসেস্ দেখানো হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সন পর্যন্ত এই রেভেনিউ অ্যাকস্পেনডিচার হেডে অ্যাক্সেস ছিল, ১৯৭৯-৮০ সন থেকে ডেফিসিট হতে শুরু করেছে। ১৯৭৯-৮০ সনে যেখানে ৬৯৪ কোটি টাকা ছিল সেটা বাড়তে বাড়তে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে যে বাজেট পেশ করা হল, জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা, সেখানে রেভেনিউ হেডে ডেফিসিট দেখানো হয়েছে ৭ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা। এই কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৭৯ সনে ৬৯৪ থেকে ৮৬-৮৭ সনে ৭ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা যেটা শুধু রেভেনিউ ডেফিসিট দেখানো হয়েছে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের অবস্থা। ১৯৪৭ সনের আগে সেখানে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ছিল। যারা আমাদের দেশের সম্পদকে নিয়ে যেতে চাইছিল, আমাদের টাকা পয়সাও আয় সব নিয়ে গেছে তারাও তাদের আমলে, গরীব মানুষের উপর এইরকম ট্যাক্স বসানো হয়নি। গরীব মানুষের চামড়া তুলে নেয়নি। আর ১৯৪৭ সন থেকে ত কংগ্রেস রাজত্ব তারা ত গরীব মানুষের উপর কর চাপিয়ে তাদের অবস্থা দিন দিন দুর্বলতর করে তুলছেন। ব্রিটিশ রাজত্বে বড় লোকদের কর দিতে হত তাদের উপর প্রায় ট্যাক্সেনান ছিল ৮০ পারসেন্টের মত। তার রেভিনিউ রিসিপ্ট যেটা সেটা বাড়ানো হত। আর কংগ্রেসী রাজত্বে দেশী ইংরেজ যারা, দেশী আমেরিকান যারা, দেশী জার্মান যারা, দেশী জাপানী কংগ্রেসীরা ক্ষমতায় আসার পর ৮০ পারসেন্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ভারতবর্ষের গরীব মানুষের প্রতিনিয়ত দিতে হয়েছে এবং দিতে হয়।

আগে ৮০ পারসেন্ট বড়লোকরা দিত। বড়লোকদের গোলামী করতে করতে তাদের কাছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স হিসাবে ২০ পারসেন্ট দেয়। ১৯৮৬ ইংরাজীতে বড়লোকদের জন্য ২০ পারসেন্ট ট্যাক্স। অদ্ভুত যুক্তি! নেহেরুও অদ্ভুত যুক্তি দেখাতেন। সব ব্ল্যাকমানি হয়ে যায়। ব্ল্যাক মানির অবস্থাটা কি? ব্ল্যাক মানি কি রকম হয়? স্যার, ডাইরেক্ট ট্যাক্স ওরা যদি না দেন ওদের স্পর্শ করা যাবে না। ওদের পদসেবা করতে করতেই ত তারা রাজত্ব চালাচ্ছেন। তারাই ইলেক্শান চালান, পোষ্টার দেন, মুখের ছবি তুলে দড়ি লাগিয়ে ঝুলান। এই ধরণের লোক যারা ইলেকশানের জন্য খরচ করে কোটি কোটি টাকা তাদের ত অসন্তুষ্ট করা যায় না। এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স কমিয়ে দিলে ব্ল্যাক মানি হবে না। কালো টাকা সৃষ্টি হবে না। ১৯৫৩-৫৪ ইংরাজীতে তখন আপনারা হয়ত রাজনীতিতে আসেননি বা তার খবরাখবর রাখতেন না, ইংলণ্ড থেকে কালডোর সাহেবকে আনিয়েছিলেন। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ, ক্যাপিটেলিষ্ট ইকনমিষ্ট যাকে বলা হয়। উনাকে আনিয়ে দেখানো হয়েছে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি? সেই সময় তিনি হিসাব করে দেখেছেন মাত্র ৫টা কোম্পানী ব্ল্যাকমানি দেয়, ৫৩-৫৪ সালে ব্ল্যাকমানির সৃষ্টি হয়েছে, ভারতবর্ষে ৬০০ কোটি টাকার তখন ডাইরেক্ট টেক্স ছিল। কংগ্রেস থেকে তখন বললেন যে, না এই ডাইরেক্ট টেক্সটাকে কমাতে হবে না, হলে মালিকরা দুই নাম্বারী খাতা তৈরী করবে এবং টাকা ফাঁকি দেবে। কাজেই এই ডাইরেক্ট টেক্সটা কমিয়ে ইনডাইরেক্ট টেক্সটা বাড়ানো হোল, গরীবের রক্ত চুষে ধনীদের সেবা করা হোক, ফলে তখন থেকেই ডাইরেক্ট টেক্স কমিয়ে ইনডাইরেক্ট টেক্সকে বাড়ানো হল যে ডাইরেক্ট টেক্স ছিল ৮০ পারসেন্ট, সেটাকে করা হল ২০ পারসেন্ট। আর যে ইনডাইরেক্ট টেক্স ছিল ২০ পারসেন্ট, তাকে বাড়িয়ে করা হল ৮০ পারসেন্ট। ১৯৮৬ সালের ব্ল্যাক মানির হিসাবটা কি, সেখানে সম্প্রতি একটা আন্তর্জাতিক সমীক্ষা হয় এবং তাতে বলা হয় ভারতবর্ষে ব্ল্যাকমানির পরিমাণ হচ্ছে ৭২ হাজার কোটি টাকা, যে টাকার হিসাব রাজীব গান্ধীরা জানেন না, যার হিসাব কিছু কিছু পাওয়া যায় ইলেকশানের সময়, তখন দেখা যায় কিভাবে তারা হাজার হাজার টাকা ইলেকশানের জন্য খরচ করছে, ঘন ঘন গাড়ী চলছে নির্বাচনের সময় নির্বাচনের কাজে, সেই সময় বুঝা যায় কালোটাকা কোথায় কিভাবে খরচ হচ্ছে। তখন ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী হবেন টি, টি, কৃষ্ণমাচারী, মাননীয় সদস্যরা জানেন তাকে টেক্স টেক্স কৃষ্ণমাচারী বলা হত। কারণ সেই সময় থেকে এই টেক্সের পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের উপর তা বাড়ানো শুরু হয়েছে। এইভাবে তখন যে অর্থনীতির সৃষ্টি করা হয়েছে সেই অর্থনীতি উন্নত সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত

করতে পারে না, এই অর্থনীতি গরীব মানুষের শোষণের অর্থনীতি এই অর্থনীতি কখনও বড় হতে পারে না। এই অর্থনীতিতে আজ পচন ধরেছে এবং তাকে ভেঙ্গে শোষণবিহীন সমাজ গড়ার জন্য নূতন অর্থনীতি আমদানী করেছে। আমরা অবাক হয়ে দেখি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যার উৎপাদনের কোন রাস্তা নাই সেখানে আমেরিকান রেগন সাহেবের কিছু প্রতিনিধি ও ইংলণ্ডের মারগারেটের কিছু প্রতিনিধিদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন যে আমেরিকায় সব শেষ হয়ে যাচ্ছে, গোটা পৃথিবীটা শেষ হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষ নাকি সেই রাস্তায় তাই আজকে নূতন কায়দা গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নূতন সরকার এসেছে, এখন নয়া সরকারের কল্যাণে অনেক কিছু এখানে হবে, নূতন সরকারের অনেক নূতন প্রতিনিধিদের আমরা দেখতে পাই এবং পার্লামেণ্টে যারা বলে যে আমরা সিংহনাদে বলি যে, ভারতবর্ষকে আমরা পাল্টে দেব। কিন্তু এখন দেখছি যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, না আমরা এখনই কিছু করতে পারছি না, এইটাতো লং টারমস ইকনমিক পলিসি, এখন যা চলছে তাতো চলবেই. একটু অসুবিধা হবে, মানে এখন যে অবস্থাটা চলছে তাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের মধ্যে দেখলাম যে, রেভেনিউর ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু গরীব মানুষের উপকারের জন্য কিছু করা হয়নি। সেখানে কি হচ্ছে, সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে। সেখানে যা দিচ্ছে তা হচ্ছে ডিফেন্সের জন্য কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে। ইণ্টারেষ্ট শোধ করার জন্য রেভেনিওর মাধ্যমে যে আয় হচ্ছে কর বসিয়ে; টেক্স বসিয়ে এবং মানুষের চামড়া বিক্রি করে যখন তা আয় করতে পারল না, তখন কেন্দ্রীয় সরকার আই, বি, আই থেকে কিছু ঋণ নেয়, রিজার্ভ ব্যাংক থেকে কিছু ঋণ নেওয়া হয়. বাজার থেকে কিছু ঋণ নেওয়া হয়, সেই ঋণকে শোধ করতে গিয়ে তাদেরকে আবার ঋণ করতে হয়। এবার পার্লামেণ্টে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে আমরা দেখি, যখন সিংহলে এসে আমেরিকা ঘাঁটি করেছে, যখন আমেরিকা এসে পাকিস্তানে ঘাটি করেছে এবং যখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীরা বাংলাদেশে গিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে, মানে সব দিক দিয়ে যখন ভারতকে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচেষ্টা যুদ্ধ পরিস্থিতি লাগানোর এবং বিশেষ করে ভারতের ঐক্যকে নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। যখন তাদের চক্রান্ত ভারতবর্ষের মধ্যে চলছে সেখানে ডিফেন্সের জন্য যে টাকা দরকার সেটা আমরা সবাই সমর্থন করি। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ১৯৮৫-৮৬-এর যে বাজেট ছিল তা থেকে ডিফেন্সের জন্য টাকা বাড়ানো হয়েছে ৫ কোটি টাকা, আর ইণ্টারেষ্টের জন্য তার চেয়েও বেশী ধরা হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা। যেখানে তার

আগেই জিনিষ-পত্রের উপর দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে আবার বাজেটে তার জন্য যেভাবে টাকা বাড়ানো হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে বছরের শেষ দিকে এইটা ১০ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। তার জন্য বলা হচ্ছে যে এইটাকে রিভাইজ করতে হয় এবং তার জন্য পলিসি শুরু হয়েছে, নিউ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি নেওয়া হয়েছে, তারপর নিউ কমপিউটার পজিশান এখানে দেখা যাচ্ছে। মানে একই মাসের মধ্যে টেক্স-টাইল পলিসি করা হল, ইন্টার টেক্সটাইল পলিসি করা হল, লং টার্মস অফ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি করা হল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসিগুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষকে দেউলিয়া করে ছাড়বে। তার জন্য এখানে যে পলিসি নেওয়া হয়েছে তাকে মনোপলি রপ্তানি বলা হয়। এইভাবে এখানে কী হচ্ছে তা আপনাদের বুঝার প্রয়োজন নাই ঐ রাজীব গান্ধী কী বলেছেন, ঐ কংগ্রেস থেকে কী বলেছেন, ঐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা বলে তাই ঠিক, সেটাই শিরধার্য। ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই এইটা ছিল, এখানে ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট যারা আছে তাদের যারা ২০ কোটি টাকা ইনভেষ্ট করল বিজনেস পারপাসে তাদের মনোপলি কাটা যাবে না এবং তাদের কোন লাইসেন্স লাগবে না। পরে তারা আবার ইন্দিরা গন্ধীর কাছে দাবী করছে যে এই ২০ কোটি টাকায় আমাদের কিছুই হয় না, এইটাকে বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকা করে দেওয়া হোক, নিউ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল পলিসিতে ৫০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ইনভেষ্ট করলে মনোপলি বলা যাবে না। এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলছেন যে, না ৫০ কোটি কি আমি এটাকে ১০০ কোটি টাকা করে দিলাম। তিনি বললেন যে, যেসব ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট ১০০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ইনভেষ্ট করবেন তাদেরকে মনোপলি বলা যাবে না, এই ১০০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত তাদেরকে ফ্রী দেওয়া হল। রেশনের চাল, রেশনের ডাল, রেশনের গম প্রভৃতিতে যে সাবসিডি দেওয়া হত সে সাবসিডির খবরটা কী? কেন চালের দাম বাড়ছে রেশনে, কেন গমের দাম বাড়ছে রেশনে, কেন এসেনসিয়েল কমোডিটির দাম বাড়ছে দিন দিন? তার কারণ হচ্ছে সাবসিডি প্রত্যাহার করা হয়েছে। অনেকে বললেন কোথায় প্রত্যাহার করা হয়েছে? বজেটেত ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এই সাবসিডির জন্য। যেভাবে জিনিষের দাম বাড়ছে তাতে সাবসিডি দিতে গেলে ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার দরকার ছিল কিন্তু সেখানে ধরা হয়েছে মাত্র ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। তাহলে বাকী ৫ হাজার কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে? সেটা আসবে গরীব মানুষের থেকে। তাদের ঘাড় ধরে আনা হবে। নিউ ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল পলিসি যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা হল এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড পলিসি, তাতে এক্সপোর্ট অরিয়েন্ট করতে হবে, এক্সপোর্ট বাড়াতে হবে। আর এই এক্সপোর্ট বাড়ানোর

নামে সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হওয়ার পথে। ফরেইন এক্সচেইঞ্জ মজুত করতে গিয়ে যে চেহারা দাঁড়িয়েছে গত ৩ মাসে তাতে দেখা যায় ডিসেম্বর মাসে যে চেহারা ছিল এবং তারপরে জানুয়ারী মাসে যে চেহারা হয়েছে তাতে দেখা যায় ৩০ পার্সেন্ট ইম্পোর্ট বেড়েছে আর এক্সপোর্ট বেড়েছে অনলি হাফ পার্সেন্ট। এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড করতে গিয়ে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিগুলিতে, সমস্ত ট্রেডগুলিতে যেভাবে ইম্পোর্ট বাড়ছে তাতে ফরেইন এক্সচেইঞ্জ আর্ন করা যাবে না বরং এতে ইণ্ডাষ্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি এই ট্রেণ্ড চলতে থাকে তাহলে ১৯৮৬-৮৭ সালের পরে ট্রেড ডেফিসিট দাঁড়াবে মোর দেন ১০ থাউজেণ্ড ক্রোর্স অব রুপিজ। বড়লোকদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই নিউ ফিস্ক্যাল পলিসি। এতে মালটিনেশনালদের আমদানি করা হচ্ছে। ত্রিপুরার ট্রেজারী বেঞ্চে যারা বসেন তাদের গায়ে আতরের গন্ধ পাওয়া যায় না কিন্তু শুনেছি কারণ দেখার সৌভাগ্য হয়নি, দিল্লীতে পার্লামেন্টে যখন মন্ত্রীরা ঢুকেন তখন নাকি আতরের সুগন্ধে মোহিত করে তোলে। এই কসমেটিকের জন্য আমাদের ১০ হাজার কোটি টাকা গুণে দিতে হচ্ছে। সম্পদ করে ছাড় দেওয়া হল। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮৩ জন হচ্ছে দারিদ্র সীমার নীচের মানুষ। গোটা ভারতবর্ষে ৬০ শতাংশ লোক হচ্ছে দরিদ্র এবং মোর দেন ৩০ টু ৩৫ পার্সেন্ট লোক হচ্ছে দিনে এনে দিনে খান আর যারা চাকুরী করেন তাদের সম্পদ বলতে কিছুই নেই। ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র ৫ পার্সেন্ট লোককে সম্পদ কর দিতে হয়। কিন্তু এই লং টার্ম ফিসক্যাল পলিসিতে সম্পদ করে ছাড় দেওয়া হয়েছে, এস্টেট ডিউটি আগে যেটা ছিল সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। এগুলি কার স্বার্থে তুলে দেওয়া হয়েছে? আর আমরা দেখছি অন্যভাবে জিনিষপত্রের দাম বাড়ান হয়েছে। এভাবে গরীব মানুষের সর্বনাশ করা হচ্ছে। এখন আবার মডার্ণাইজেশনের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। আজ ভারতবর্ষের ১ লক্ষের মত ছোট বড় ইণ্ডাষ্ট্রী হয়ে গেছে। যেভাবে মনোপলিতে ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে ১০০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত লাইসেন্স ফ্রী করে দেওয়া হয়েছে তাতে ১ কোটি বা ২ কোটি টাকা নিয়ে যারা ব্যবসা করছেন, যাদের এখানে ৪০০/৫০০ করে কর্মচারী আছে তারা আজ কি করে টিকে থাকবেন, তারা টিকে থাকতে পারছেন না। তাই তাদের শ্রমিক ছাটাই করতে হচ্ছে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার :— আরেকটু সময় দিন স্যার।

মি: স্পীকার :— আচ্ছা, ২ মিনিট সময় দেওয়া হল।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মি: স্পীকার স্যার, যে নিউ ইণ্ডাস্ট্রী পলিসি নেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, আফটার ৫ (ফাইভ) ইয়াস চাকুরীতে ৩৪ লক্ষ লোককে নেওয়া হবে। যেখানে যেখানে গভার্ণমেণ্ট সেক্টর আছে সেখানে প্রাইভেটাইজেশন চাওয়া হয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরের কোন উদ্যোগের তোয়াক্কা তারা রাখছেন না। বলা হচ্ছে যে মালিকদের হাতে তুলে দিলে তারা নাকি মুনাফা করতে পারবেন, তাই পাবলিক সেক্টারে আর কোন ইণ্ডাষ্ট্রি রাখা হবে না। প্রাইভেটাইজেশন যেখানে রয়েছে সেখানে কম্পিউটারাইজেশন রয়েছে। কারণ ওরা মুনাফা ছাড়া আর কিছুই বুঝেন না। যেখানে শ্রমিক বেশী সেখানে মুনাফা কম হচ্ছে। কারণ অন্য কোন ফেক্টরে প্রাইভেট সেক্টরে মুনাফা সৃষ্টি করা যায় না। মজুর ছাড়া কেউ প্রফিট সৃষ্টি করতে পারেন না। তাই প্রাইভেটাইজেশনে যদি যেতে হয় তাহলে মজুর ছাটাই করতে হবে। শ্রমিক যদি না কমান হয় তাহলে মুনাফা বাড়তে পারে না। এটাই অর্থনীতির নিয়ম। এই নিয়মের বাহিরে পৃথিবীর কোন দেশ চলতে পারে না। ১টা কম্পিউটার ১০০ লোকের কাজ করতে পারে। আমরা কম্পিউটার বিরোধী নই, কিন্তু যেখানে এই কম্পিউটার ব্যবহার করে শ্রমিক ছাটাই করা হয়, যেখানে চাকুরীর সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় সেখানে এই কম্পিউটার ব্যবস্থা আমরা মানতে পারি না। যে-সকল সোস্যালিষ্ট কাণ্ট্রি আছে সে-সকল কাণ্ট্রিতে ত বেকার সমস্যা নাই, কর্মচারী সমস্যা নাই, সেখানে ত কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায় না। সেখানে ত আরও নূতন নূতন কল-কারখানা গড়ে উঠেছে। আজকে রাজীব গান্ধী সরকার নিউ কম্পিউটারাইজেশন-এর নামে নিউ ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালের নামে, নিউ ফিসক্যাল পলিসির নামে গোটা ভারতবর্ষকে শ্মশানে পরিণত করতে চাইছেন। আজকে সারা ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা বাড়ছে এখানে নেই কোন গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। উপরন্তু যে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতবর্ষের যে সামগ্রিক উন্নতি সে রাজ্যগুলি তাদের উন্নয়নের জন্য টাকা চাইলে সে টাকা পাওয়া যায় না। আজকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সে বাজেটে নতুন কোন করের প্রস্তাব নেই, বাজেট ডেফিসিট অত্যন্ত কম, সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পৌছে দেবার জন্যই এই বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে।

কাজেই এই বাজেটে যে-সকল জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তার সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। যেমন এডুকেশন, শিক্ষা খাতে কেন্দ্রিয় বাজেটে আমরা

দেখি কেন্দ্রিয় সরকার দেশের গরীব মানুষের শিক্ষার জন্য মোট বাজেটের শতকরা ১ ভাগেরও কম অংশ ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের শিক্ষার জন্য মোট বাজেটের ১৫·১২ পারসেন্ট বরাদ্দ করেছেন। এছাড়া একজন গরীব মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য একটু খাবার, একটু ফিসিকালচার, একটু সেরিকালচার-এর প্রয়োজন রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তারপর মানুষের বাঁচার জন্য যে, একটু খাবার, একটু বাসস্থান, শিক্ষা স্বাস্থ্যের প্রয়োজন সে চারটি জিনিসের উপর ভিত্তি করেই বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটে প্রভিশন রেখেছেন টোট্যাল বাজেটের ৫৬·২৪ পারসেন্ট বরাদ্দ। আজকে বিরোধী দলের সদস্যদের বলছি, আপনারা এই বাজেট সমর্থন করুন। কারণ আপনারা চিন্তা করে দেখুন এই ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয় সরকার তাদের বাজেট পাশ হবার পূর্বেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে যেভাবে গোটা ভারতবর্ষকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছেন সে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য আজকে এই বাজেটে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। এই গোটা ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতিটি আপনারা একবার বুঝুন যে, কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার এই ভারতবর্ষকে আজকে কোথায় নিয়ে চলেছে ? আজকে আপনারা শুধু যে ধনিক শ্রেণীর ভোট পেয়ে এই বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তা নয়, আপনাদের গরীব মানুষেরাও ভোট দিয়েছে। কাজেই আপনারা এই গরীব মানুষদের প্রতি বেইমানী করবেন না। কাজেই আমি আশা করব যে, এই বাজেটকে সকলেই সমর্থন করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মি: স্পীকার স্যার, গত ১৭-৩-৮৬ইং তারিখে এই বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটটিকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য এখানে রাখছি।

আমরা আজকে যখন এই বিধানসভায় এই বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক তখনই ভারতবর্ষের পার্লামেন্টেও বাজেটের উপর আলোচনা চলছে। তবে এইখানে দুটো দৃষ্টি-ভঙ্গির মাধ্যমে বাজেট পেশ করা হয়েছে। সেখানে বাজেট পেশ যখন করা হয় তখন সারা দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ, বিরোধী দলগুলি এই বাজেটের বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলন, প্রতিবাদ মিছিল ইত্যাদি সংঘটিত হচ্ছে। আজকে কেন্দ্রের এই বাজেটের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের গরীব জনসাধারণ আজকে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমাদের

এই রাজ্যে যখন বাজেট পেশ হয় তখন কেবলমাত্র বিরোধী দলের সদস্যরা এই বিধানসভার ভেতরে প্রতিবাদ করছেন কিন্তু বাইরে সাধারণ মানুষ তাদের সেই প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন না। তারা এই বামফ্রন্ট সরকারকে দু'হাত তোলে আশীর্ব্বাদ করছেন। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর যেভাবে আক্রমণ করেছেন সেই আক্রমণ থেকে গরীব রাজ্যবাসীকে রক্ষা করবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেট পেশ করেছেন।

এটা স্বাভাবিক, এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার একটা সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে এবং জনগণের কাছে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি রূপায়ন করতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তারই ভিত্তিতে এই বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক এই ভারতবর্ষে বিরোধী শাসক শ্রেণীর যে দৃষ্টিভঙ্গী যে অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষকে শোষণ করছেন, বড়লোকদের সহায়তা করছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালিত নয়। বামফ্রন্ট সরকার তার জনকল্যাণমূলক কর্ম্মসূচীকে বাস্তবে রূপদানের জন্য এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রকাশ করেছেন। তবে সর্বাংশে যে একটু বেশী কিছু করা যাবে সেটা সম্ভব নয়। এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার তার বাজেটে শিক্ষার ক্ষেত্রে। শতকরা ১৫ ভাগ অর্থ ব্যয় করছেন যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতবর্ষের শিক্ষার জন্য বাজেটে মোট বাজেটের শতকরা ১ পারসেণ্ট-এর চেয়েও কম ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে শতকরা ১০ ভাগ বরাদ্দ করেছেন সেখানে রাজ্য সরকার শতকরা ৫৬ শতাংশ বরাদ্দ করেছেন। এই সব বিষয়ে যারা সমালোচনা করেছেন তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না। তারা সমালোচনা শুরু করছেন যে, সরকার নাকি পুলিশ খাতে আগের বারের বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু ১৯৮৫-৮৬ সনের বাজেটে পুলিশ খাতে বরাদ্দ ছিল প্রায় ১৮ কোটি টাকা। আর এবার ১৯৮৬-৮৭ সালের বাজেটে সেটা ধরা হয়েছে ২১ কোটি টাকা। কাজেই এখানে পুলিশ খাতে ১০ গুণ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা ঠিক নয়। কাজেই একটা তাদের চোখে ধরা পড়ে আরেকটা তাদের চোখে ধরা পড়ে না। আজকে তারা বলছেন যে, গোটা ভারতবর্ষের নিরাপত্তা কেন্দ্রের কংগ্রেস (ই) সরকারের উপর নির্ভরশীল। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, গোটা ভারতবর্ষের নিরাপত্তা এই কংগ্রেস (ই) সরকার বিনষ্ট করেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে তাদেরই দলের প্রধানমন্ত্রী নিজের নিরাপত্তা কর্মীর হাতে খুন হন। সুতরাং এই অবস্থার

ভারতবর্ষের মানুষ কী করে তাদের নিরাপত্তা এই কংগ্রেস (ই) সরকারের নিকট থেকে আশা করে ? তারপর একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। ধরা পড়লো বিরাট চর-চক্র। কেন্দ্রের বড় বড় অফিসার, মন্ত্রীরা এরা সকলেই এই চর-চক্রের সাথে যুক্ত রয়েছেন। সেই চর-চক্রের প্রধান রামস্বরূপ তার জবানবন্দীতে কেন্দ্রীয়সরকারের দু'জন মন্ত্রীর নাম করেছেন এবং একজন সর্ব্বভারতীয় সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক এর নামও উল্লেখ করেছেন। আজকে এই কুখ্যাত চর-চক্রের প্রধান রামস্বরূপ এবং কুমার নারায়ণ-এর পাল্লায় পড়ে কেন্দ্রের মন্ত্রীরা, বড় বড় অফিসাররা বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এই চরদের দৌলতে। একটা ক্লাবে সামান্য একটি মদের বোতলের বিনিময়ে, একটি ডিনারের বিনিময়ে তারা সারা ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য সমস্ত গোপন কাগজপত্র চরদের হাতে তোলে দিয়েছেন। তারা এই চরদের দৌলতে তাইওয়ান গিয়েছে এই চরদেরই ভাড়ায়, বাইরের অন্যান্য রাষ্ট্রেও তারা গিয়েছেন। পি, টি, আই-এর একজন সাংবাদিকও রয়েছেন তাদের দলে। এদের জন্যই একটি বিদেশী গোয়েন্দা বাহিনী আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে। আজকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভপান্টিয়ার হিসেবে তারা কাজ করছেন। সেই শক্তির বলেই আজকে একজন সাংবাদিক সর্ব্বভারতীয় সংবাদ সংস্থার একজন সাংবাদিক একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে সাহস পেয়েছেন। আজকে চর-চক্রের প্রধান রামস্বরূপের ডাইরীতে নাম থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দু'জন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। সেই রামস্বরূপের ডাইরীতে নাম রয়েছে কংগ্রেসের (আই) একজন এম, পি, খুশবন্ত সিং-এর। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এই চর-চক্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। কারণ এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলে তাদের গদী চলে যাবে। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য কংগ্রেস (ই) সরকার এই গোয়েন্দাদের হয়ে কাজ করছে। কিন্তু তাদের এই দুর্নীতি তো আর সাধারণ মানুষ বা ন্যায় আদালত সহ্য করতে পারেন না। তাই আমরা দেখছি সেই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী নিলেঙ্গাকরকে হাইকোর্ট কান ধরে তার গদী থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার মেয়ের ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্য এবং অবৈধভাবে খাতায় পাশ নম্বর বসানোর কেলেংকারীর সঙ্গে যুক্ত। তারপর কেরালার একজন মন্ত্রীকে হাইকোর্ট কান ধরে তার মন্ত্রীত্ব থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, আজকে সারা দেশে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। শুধু যারা উগ্রপন্থী, বন্দুক কাঁধে নিয়ে স্বাধীন খালিস্তান বা স্বাধীন ত্রিপুরা, বা স্বাধীন মিজোরামের জন্য ডাক দেয় তারাই যে শুধু বিপদজনক তা নয় যারা ভারতের শাসন ক্ষমতায় বসে রয়েছে এবং গোপনে

গোপনে সামান্য অর্থের বা একটি ডিনারের বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বিদেশীদের গোয়েন্দাদের হাতে তোলে দিচ্ছে তারা দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। সেই সমস্ত দলের প্রতিনিধি যারা কেন্দ্র থেকে দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছেন তাদের প্রতিনিধিরা যখন এইখানে বসে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন— ১০ তারিখের 'হিন্দু' পত্রিকাতে বেরিয়েছে কংগ্রেস (আই)-এর একজন নেতা অন্ধ্রপ্রদেশের প্রদেশ কংগ্রেসের কমিটির অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী রাজেন্দ্র প্রসাদ রাজ্য সভার নির্বাচনে যাতে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে একজন কংগ্রেস (আই)-এর এম, এল, এ, যেতে পারে তার জন্য একজন তেলেগু দেশমের এম, এল, এ, কে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন। আমরা ময়লী টেপ কেলেঙ্কারীর কথা জানি। আপনারা জানেন যে ১৯টি রাজ্য সভার আসনে নির্বাচন হয়েছে। সেখানে ১৪টা তে তারা হেরে গেছে। তাই কোনরকমে ধরে রাখা যায় কিনা তার জন্য এম, এল, এ,-কে টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েছিলেন। ধরা পড়েছেন। দুর্নীতির আরও অনেক অভিযোগ আছে। সবগুলি বলার সময় নেই। আমি শুধু বলতে চাই যে, তাঁরা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন. তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলে গিয়েছেন। আমরা আশা করব পরবর্তী সময়ে তিনি ভারতবর্ষে যাবেন। উনি তথ্য দিয়েছেন সিকিম, মেঘালয়, মনিপুর ইত্যাদির। আমি বলতে চাই, উত্তর প্রদেশে চুরির ঘটনা এই বৎসরে ৪৮,৭৩১, ডাকাতি ২,৮২৯, খুন ৬,২০৬টি। মধ্যপ্রদেশ—চুরি ৩৯,০১৯টি, ডাকাতি ২,০১৩টি, খুন ২৭৫৮। বিহারে চুরি ১২,৭৩২ ডাকাতি ২,১০৩ এবং খুন ২,২৮৩, দিল্লীতে চুরি ১৩৭৭০, ডাকাতি ৮০ এবং খুন ৩১২টি। সবগুলি তাদের দলের দ্বারা পরিচালিত সরকার। সেখানে কোন ইনসার্জেন্সী নেই। সেখানে রামরাজত্ব। কংগ্রেসী রামরাজত্বের এই অবস্থা। অরুণ নেহেরু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী. তিনি ২৮টি রাজ্যের অপরাধের তথ্য দিয়েছিলেন। সেখানে এই ৪টা শীর্ষে আছে।

দেশে যদি একতা থাকে তাহলে আমার রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। কিন্তু এখন এই দেশটা এক না থাকার পেছনে যে সমস্ত শক্তি ক্রিয়া করছে, রাজনৈতিক মুনাফা কিভাবে লুঠা যায় তাই আমরা দেখছি। সদিচ্ছার যদি অভাব থাকে, উনাদের প্রশ্ন করছি, এখন যে দেশের অবস্থা, তাতে কি করা যায়? উনি বলছেন, আমি এইগুলি চিন্তা করছি না। রাজীব গান্ধী বলছেন যে, আমি ২০০১ সালের কথা চিন্তা করছি। ১৯৮৬-৮৭ সালের চিন্তা নাই। তাই আমরা দেখি সাধারণ মানুষের জন্য যখন বাজেটে কোন কিছু থাকে না এবং ভারতবর্ষের মানুষ তার বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ জানাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের রাজ্যে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে টাকা পয়সা

পাওয়া গেছে, সেটা দিয়ে গরীব অংশের মানুষ যাতে রিলিফ পেতে পারে তার চেষ্টাই আমরা করবো। আমরা দেখেছি যখনি কোন দুর্নীতির কথা বলা হয় তখনি তারস্বরে চীৎকার করা শুরু হয় যেন দুনিয়াটা রসাতলে গেল। তারপর দেখা যায় যে তদন্ত করে যে কোন প্যাক্সের কোন একজন কর্মচারী হয়ত কোন কিছু করেছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে। আমাদের বামফ্রন্টের কোন মন্ত্রী বা এম, এল এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কথা বলার মত কোন সাহস নেই। কিন্তু তাদের মন্ত্রী এম, এল, এদের সম্বন্ধে শুধু পলিটিক্যাল ক্রাইম, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা, নারী নির্যাতন করা, ক্ষমতার অপব্যবহার করা ইত্যাদি। এই সমস্ত অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আছে। নাগাল্যাণ্ডে একজন এম, এল, এ, নারী নির্যাতন করতে গিয়েছিলেন। ধরা পড়ে গিয়েছেন। তারা যখন এই ক্রাইমগুলি করেন তখন যুবশক্তি প্রতিবাদ করে। স্যার, দিল্লীতে ৬০০ কোটি গাঁজা গিয়েছিল। আমরা দেখি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুব শক্তিকে এই সমস্ত মাদক দ্রব্যের মাধ্যমে ডুবিয়ে রাখতে চায়। আজকে বৃটেন, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গেলে দেখা যাবে এই যুবশক্তি শুধু গাঁজা টানছে। রাষ্ট্রশক্তি পরোক্ষ মদত দিচ্ছে। তাই আমাদের দিল্লী গাঁজা পাচারের কেন্দ্র। এই গাঁজা যাবে লণ্ডনে, এই গাঁজা যাবে আমেরিকায়। কারণ দেশের নিরাপত্তা যারা বিঘ্নিত করছে তাদের বিরুদ্ধে যেন যুবশক্তি কিছু না করতে পারে। দেশের মানুষকে যারা শোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে যাতে কথা না বলতে পারে। কোন তিথি নক্ষত্র লাগে না স্যার, কালীপূজা হয়, শনিবার লাগে না, শনিপূজা হয়। আমরা এগুলি দেখছি এবং এগুলি করার জন্য তাদের অনেক ক্লাব আছে। স্যার হিন্দু শাস্ত্র মতে কালীপূজার দিন নাকি একটু কারণ বারি পান করতে হয়, শাস্ত্রে নাকি ঐ একটা দিন ঠিক করা আছে, যে দিন কালীপূজা হবে, সেই দিনই কারন বারি পান করতে হবে। তাই আমরা দেখছি যখন তখন কালীপূজা ঘটা করে হচ্ছে, আর ছেলেরা মদাসক্ত হচ্ছে। বোধকরি এই বাজেট সম্পর্কে আমাদের বিরোধীদেরও ঐ মদাসক্ত অবস্থা যে বাজেটে ভাল কিছু থাকলেও তারা সেটা স্বীকার করবেন না। কাজেই এখানে আমাদের বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, তার মাধ্যমে ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণ হবে, এই আশা ব্যক্ত করে আমি এই বাজেটকেসমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Maharani Bhibu Kumari Devi :— Mr. Speaker, Sir, to-day I like to comment on the treasury bench that they have done nothing but to try to blame the Congress and the Centre for all it's problems. I, therefore, remember, my good friend Late Jyotirmoy Bose who once said in the Lok Sabha that "better individuals who united only in anger and frustration". I have had very good common friends and we have never had to avoid it to-day, the ideas of ideologists. We respected each other's views. Mr. Speaker, Sir, before I proceed to discuss the budget for the year 1986-87, I would like to point out that with all fairness, the government should have submitted to the members of the House, the pre-budget review and also the reports of the Financial Committees which are vitally important for all of us to study with the budget. Secondly, the plan and programme of the year under review along with the amount ear-marked for each Department for each heads should have been placed so that the discussion could be made specific and systematic. Lastly, the administration report of the Government is also missing. All these prove that the Government is inefficient and ineffective. This is, what is important should be borne in mind by the Government for working of successful partiamentary democracy. I would quote, Shri Chakraborty, when he was in the oposition and when he described the budget, "This budget is the budget of the frustration of the weakers". Definitely, I agree with him. At that time we received 16 to 20 crores of rupees and the maximum of 55 crores of rupees, while the present Government in power is receiving 350 crores of rupees. Therefore, the Government's propaganda to-day is nothing but to weaken the moral fibre of the people so that it can come

again in power very dishonestly and for political gain.

Regarding the education and the tribal department they are commensurate budget itself. In the last Assembly I was surprised to hear that my opposition colleagues brand our 'Reang' as primitive tribal community. What is the meaning of the word 'primitive ?' Why has this special category of primitiveness has been assigned only to this community and not the entire Halam community and other poor and backward tribes ? Firstly, I can only say that the present Government's sanctions are malafidies. It is to create dissention amongst the people and to use the 'Reang' community justly for their political purposes. Lastly, I condemn the additional title 'primitive' as it is already called the backward tribes. Regarding the tribal education, where the Government has always blamed that nothing had been done by former rulers for education and other I like to present here the census report from 1907 to 1940 and I am sure, my colleague Shri Dasarath Deb and others who are benefitted and would be in a better position to enlighten the House his party colleagues who have come very late to the State of Tripura.

You know that the tribal custom is a pased dome and how the school students could be taught in the jhumia system besides the teachers were Bengalees for our different social cultures. To-day, I therefore, present to you the census figures from 1907-1908 A.D. to 1937-1940 A.D. During Radhakishore Manikya Bahadur regime : het population was 1,73,325, Revenue from State Rs. 7,85,510 and from Zamindari

Rs. 8,53,177.

Expenditune on education :	1316 T.E.	1317 T.E.
	Rs. 46,175/-	Rs. 52,244/-

The Umakanta Academy which was the only High School in the State had 349 students on the rollls at the end of the year. The hill people was not interested in study and they were on adverse to sending their children to school. Fifteen special scholarships, each of Rs. 5/- a month are annually allowed to hill boys by way of attraction. The total number of schools of all classes during the year were 143 with 4636 students, and the girls students were 248 only. Manipuris 755 though they were only 5% of the entire population of that class in this State. Tripuris came up next with 361 pupils and Kuki 38 pupils only. Then come to Birendra Kishore Manikya Bahadur regime : Population was 2,29,613. Gross revenue from the State Rs. 10,52,873 and from Zamindari Rs. 9,53,894/- Total students—6,321. There were altogether 114 stipends and scholarships of different kinds enjoyed by stiudents of different classes. The comparative statement of stipends will show the number of non-Bengalee students receving instruction in the different schools of the State. There were besides 5 non-Bengalee stueents who went abroad as stipendaries of the State including one in America. Total expenditure incurred Rs. 64,488/- for Thakurs—187, Manipuris —880, Tripuris—547, Reangs—12, Kukis—32 and others—62; total 1720 students.

Then come to 1937 A.D. to 1940 A.D. The population was 5,13,952 and the revenue was Rs. 37,14,331/- only. The

total number of schools during the year under review were 138, 132 and 141 with an aggregate numerical strength of 7,176; 7,786 and 8,955 sfudents respectively. In the years 1347 T.E. and 1348 T.E. there were 6 permanently affiliated H.E. school and one branch for boys and in 1349 T.E. 7 permanently affiliated H.E. school for boys. The total number of pupils in these institutions were 1832, 1923 and 1947 respectively. There were 3 other H.E. schools for girls besides Maharani Tulsibati Girls' School which is the only lady school in Agartala founded by the late uneducated Maharani and that free education late Maharaja founded the M.B.B. College —thank you Sir.

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১৭ই মার্চ ১৯৮৬-৮৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। অসমর্থন করতে গিয়ে (ইন্টারাপশান) স্যার, আমরা দেখলাম কিছুদিন আগে একটা চমক দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে নির্দেশ পেয়ে ১৭ শত কোটি দান বাড়িয়ে একটা ফতোয়া জারী করা হল। তার প্রতিক্রিয়া শুধু সমগ্র ভারতবর্ষের গরীব জনসাধারণকেই নয় তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার গরীব মেহনতী মানুষের উপরও একটা প্রচণ্ড চাপ এসে পড়ল। পার্লামেন্টে দাম বৃদ্ধি করার পর কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করলেন সেই বাজেটে দেখা গেল যে ৩৬৫০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট আর তার মধ্যে আছে ৪৬০ কোটি টাকার ট্যাক্স। কি পরিস্থিতির মধ্যে আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেট পেশ করছেন সেই সম্পর্কে আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এক দিকে আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার বড়লোকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাজেট পেশ করেছেন আর তার পাশাপাশি আমরা দেখলাম ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে করহীন বাজেট পেশ করলেন। এবং যদিও আমাদের আর্থিক সংগতি কম

তথাপি সেখানে আমরা ৫০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করেছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে গরীব মানুষের জন্য করের ছাড় দেওয়া হয়েছে। যেখানে আমরা দেখছি দেশের সাধারন মানুষের উপর বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন সেখানে আমরা দেখছি ত্রিপুরায় এবং পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে করের ছাড় দেওয়া হয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা আজকে এই পার্থক্যটাই দেখতে পাচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি আজকে এই কথাই বলতে চাই যে একটা দেশের সামাজিক নীতিকে ভিত্তি করে সেই দেশের শিক্ষানীতি কি হবে সেটা ঠিক করা হয়। আমরা দেখেছি এই ভারতবর্ষে যখন সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালু ছিল সেই ১৯১৬ সালে তখন বৃটিশ সরকার তার শাসন কায়েম রাখার জন্য একটা সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু করা প্রয়োজন মনে করলেন। কারণ তারা দেখেছেন যে, এই দেশের মধ্যে শোষণ করার জন্য প্রশাসনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা ন্যূনতম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রয়োজন। আর আজকে আমরা ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ৭০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। তার পাশাপাশি ত্রিপুরাতে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে— যখন ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে তখন ত্রিপুরাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৫ শত, আর আজকে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ হাজারের উপর। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল '৭৭-৭৮ সালে ১.৯৮ হাজার' আর ৮৪-৮৫ সালে তার সংখ্যা হয়েছে ৩,৬৯,২৮০ জন। এর কারন কি? এর একমাত্র কারণ হল এখানে একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটা সরকার প্রশাসন চালাচ্ছেন। স্যার, আমরা যদি সারা ভারতবর্ষের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাটা দেখি তাহলে আমরা দেখব ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা হল ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ৫ লাখ। তার অর্থ প্রতি ২ হাজার গ্রামের জন্য একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ত্রিপুরায় রেভিনিউ ভিলেজ হচ্ছে ৭০৪ আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুই হাজারের উপর। কাজেই আমরা সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে গড় হিসাব করলে দেখতে পাচ্ছি (ইন্টারাপশান) শিক্ষা-নীতি নামে ২১শ শতাব্দীতে রাজীব গান্ধী জাতীয় শিক্ষানীতির নামে যা তিনি করার জন্য চেষ্টা করছেন। সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু তলিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাই যে ভারতবর্ষে এমন কোন রাজ্য সরকার নাই যারা শতকরা ১২ পার্সেন্টের উপরে

খরচ করেন। তার মধ্যে ত্রিপুরা শীর্ষে আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ১৫ পার্সেন্টের বেশী শিক্ষার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে চান না। তার বাজেটের মধ্যে এই জিনিষ ধরা পড়ে যায়। মি: স্পীকার স্যার, এখানে একটু আগে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা বলেছেন যে আমাদের উচিত রাশিয়ার দিকে তাকানো। সেখানে রুশ বিপ্লবের আগে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১০ জন কিন্তু সেই বিপ্লবের পর. ১৭ বছর পর তারা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। এদিকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ৩৮ বছর হল সেখানে এখনও শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর রয়েছে। কিংবা একটা ছোট্ট দেশ, তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সত্বেও সে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে বলেই। আর ভারতবর্ষ আজ সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিজের লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করছে। ভারতের সংবিধানে একটা নির্দেশক নীতি ছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা করেন নি। ১৯৫০ সালে যখন সংবিধান রচনা হয় তখন এই নির্দেশাত্মক নীতি রচিত হয়, সেটা হল— Arical No. 45, "The state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen year" ১৯৬০ সালে কোটারী কমিশন দেখলেন যে ১০ বছর পরেও কম্পালসারি হল না, তাই লিখলেন— "An effort should be made for early fulfilment of the directive principles of free and compulsory education for all children upto the age of 14. কোটারী কমিশন আগের কলজটাকে একটু ঘুরিয়ে লিখলেন। শ্যাল এর জায়গায় শুড এবং এনডিউভারের জায়গায় এফোর্ট। তাহলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৫০ সালে যে নির্দেশক নীতি ছিল সেটাকে ফলো করা হয় নি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমাদের কি অবস্থা হবে দেখা হোক। তখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা হবে ৫৫০ কোটি আর ভারতে নিরক্ষর থাকবে ৫৫ কোটি। মানে পৃথিবীর লোক সংখ্যার ৫৪,৮ ভাগ থাকবে নিরক্ষর। বিংশ শতাব্দীর ভারতে অর্ধেক লোক নিরক্ষর থাকবে। শেষদিকে একবিংশ শতাব্দীতে ভারত হবে মূর্খের দেশ। এই হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষানীতি। এখন ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা দেখি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র ২২ পারসেন্ট মাধ্যমিক পাশ করে আর বাকী ৭৮

পারসেন্ট ফিরে যাচ্ছে শিক্ষা জগত থেকে। তার মধ্যে আমরা দেখি বামফ্রন্ট সরকার এই অবস্থা থেকে ত্রিপুরাবাসীকে মুক্তি দেবার জন্য মিড ডে মিল, সাপ্লাই করছেন, ড্রেস, বই, এল, আই, জি, স্টাইপেণ্ড দিচ্ছেন, অ্যাটেণ্ডেন্স স্কোলারশিপ চালু করছেন, বুক গ্রান্টস দিচ্ছেন শিক্ষার দিকে ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য। কেন্দ্রীয় ৭ম পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে ধরেছেন ১৫.৩০ কোটি টাকা। সার্বজনীন শিক্ষা দিবেন। অথচ ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ধরেছেন ১,২৫ কোটি টাকা এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষার জন্য খসরা নীতি প্রণয়ন করেছেন সেটা হল অপ্রথাগত শিক্ষা। বিদ্যালয় লাগবে না, শিক্ষক লাগবে না, ভিডিও, টিভি, স্কুল এর মেরামতি লাগবে না। নূতন স্কুলের প্রয়োজন নেই। চাকুরীও বন্ধ ৯ তাই বলছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা সংকোচন নীতি চালু করছেন। মোডেল স্কুল করে, মুষ্টিমেয় কিছু লোককে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। সেই ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতি ঘরে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প শিক্ষা নীতি চালু করেছেন। সেই জন্য বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত সভার কার্য মুলতুবি রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ১৭ই মার্চে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেটের সবটাই আমি দেখেছি বলেই আমি বলতে পারছি, এটা ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটের অনুকরণ। এটা ট্রু কপি। কিছুটা হেরফের করে একই বাজেট পেশ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেট নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা লুকোচুরি খেলা খেলছেন। এর অনেক প্রমাণই আমি এখানে দিতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮৫-৮৬ সালে তিনি যখন অরিজিন্যাল বাজেট পেশ করেছিলেন তখন, রেভিনিউ রিসিট যা দেখিয়েছিলেন তা ছিল ৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। পরে রিভাইড বাজেটে ৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকায় এনেছিলেন। এইভাবে দেখা যাচ্ছে,

প্রতিটি রেভিনিউ সাইডে কম দেখিয়েছিলেন। এই ব্যবধানের ছুইটি কারণ থাকতে পারে। এক নাম্বার কারণ হচ্ছে, কম টাকা দেখিয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে বেশী টাকা আনা। নতুবা, ভাল করে না দেখেই বাজেট প্লেস করা হয়েছিল। অরিজিন্যাল বাজেট ঠিক ঠিক ভাবে বিচার করা হয়নি বলেই বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই জন্যই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনতে হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এছাড়া বাজেটে কিছু ত্রুটিও রয়ে গেছে। ৯৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, শেলো টিউব-ওয়ালস। স্যার, আমরা কুয়ো চাই, ওয়ালস চাই না। ওয়ালস দিয়ে আমরা কি করব? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেট গতানুগতিক। এই বাজেটের মধ্যে সম্পদ সৃষ্টি করার কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে, রেভিনিউ রিসিট আমাদের খুব বেশী একটা বাড়েনি। মাত্র এক কোটি টাকা বেড়েছে। তাছাড়া, আমাদের রিসিট বাড়ার যে সোর্সগুলি আছে তাতে ক্ষতির পাহাড়ই জমেছে। টি, আর, টি, সি, তে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, জুট মিলে ক্ষতির পাহাড় জমিয়ে চলছে, খাদেশ্বরী মিলেও ক্ষতির পাহাড় জমছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ৩০৫ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে, তারমধ্যে ষ্টেটের আয় ধরা হয়েছে, ৩৯,০০,৬৯,০০০ টাকা। ২৬৫,৯১,৩১,০০০ টাকার জন্যই আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। আর ষ্টেটকে যদি তাদের নিজস্ব আয় হতে বাজেট করতে হত, তাহলে বাজেট ৩৯ কোটি ৬৯ হাজার টাকার উপরই করতে হত,। স্যার, এত আয় কেন কমছে সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে, সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না বলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি ট্রেজারী বেঞ্চের দিকে আকৃষ্ট করছি। সেখানে মাত্র একজন মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত আছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিতে আগেই এসেছে এবং আমি খবর পাঠিয়েছি ব্যাপারটা দেখার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, একটা অ্যানুয়াল বাজেটের উপর আলোচনা চলছে তখন হাউসে একজন মাত্র মন্ত্রী উপস্থিত আছেন। এতেই বুঝা যাচ্ছে, উনারা এই বাজেটের গুরুত্ব কতখানি দিচ্ছেন। যারা এই বাজেট কার্য্যকরী করবেন, তাঁরা এই বাজেট তর্কে উপস্থিত থাকবেন না এটা খুবই দুঃখজনক। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটের

কয়েকটি খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে আবার কয়েকটি খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে বাড়ান হয়েছে পুলিশ বাজেট। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব সময়ই বলে থাকেন, "উগ্রপন্থী আমরা পুলিশ দিয়ে দমন করব না, আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব"। রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করুন তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আপত্তি হচ্ছে, তাহলে পুলিশ বাজেট বাড়ানর কি দরকার থাকতে পারে? স্যার, রাজ্যের পুলিশের কার্য্যধারায় কোন উন্নতিই হচ্ছে না। আমরা দেখছি, রাজ্যে খুন হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ তাদের কিছু করছে না। আমাদের মাননীয় বামফ্রন্ট সরকারের অভিমত, পুলিশ দিয়ে কিছু হবে না। তাদেরকে দলের মধ্যে এনে দলীয় কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা এই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে পুলিশ দিয়ে কিছু হবে না। কাজেই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করার কি কারণ থাকতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেটের আর একদিকে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। সেদিকটি হচ্ছে, এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই পি, আই, আর, ডি, পি। স্যার, এর দ্বারা গ্রামের নীচু অংশের মানুষের কাজ হয়। স্যার, গতবার এস, আর, ই, পি-তে টাকা ছিল, ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। আর এবার ধরা হয়েছে, ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা। গতবার আই, আর, ডি, পি-তে ছিল ২ কোটি ৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এবার আনা হয়েছে, ৮৩ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, কৃষি খাতে উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে বেশী। গতবার আমাদের খাদ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল, ৩২ কোটি টাকার মত। আর এ বছর ফুডগ্রেইনের জন্য ৩৬ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। কৃষি খাতে যদি উন্নতি হতো, তাহলে আমরা এই ব্যয় কমাতে পারতাম অন্তত ১০ লাখ টাকা। এবং সেটা অন্য খাতে খরচ করতে পারতাম। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, জল সেচ করে কিংবা জমিতে যে বালি পড়েছে তা সরিয়ে আমরা কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পারতাম। কিন্তু সেই উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিচ্ছেন না। মি: স্পীকার স্যার, ট্রাইবেল উন্নয়নের জন্য আমরা দেখেছি এমবেংকমেন্ট তৈরী করার জন্য বাজেটে কোন রকম বরাদ্দ রাখা হয় নি ট্রাইবেল সাবপ্ল্যানের মধ্যে। মারজিন্যাল ফারমার্স স্কীম ফর এসিস্ট্যান্স ফর স্মল এ্যাণ্ড মারজিন্যাল ফারমার্স ফর ইনক্রিজিং এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টস—এখানে আমরা দেখেছি টাকার বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। গত বাজেটে এই খাতে যেখানে ছিল ৯৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, এবার সেখানে রাখা হয়েছে ৮৫ লক্ষ টাকা। এই ভাবে সম্পদ সৃষ্টি কমানো হচ্ছে। স্যার, আজকে কো-অপারেটিভগুলি দুর্নীতির আখরায় পরিণত হয়েছে। সমস্ত ল্যাম্প, পকেটসগুলিকে পুড়িয়ে দিয়ে হিসাব পত্র নষ্ট করা হচ্ছে, সমস্ত টাকা পয়সা লুঠ-পাট করা হচ্ছে এই সমস্ত অবস্থা আজকে

চলছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাকে কোথায় সম্প্রসারিত করা হচ্ছে? আজকে গ্রামাঞ্চলে যে স্কুলগুলি তাতে শিক্ষক নেই। শিক্ষক দাবী করলে উনারা বলেন আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। কাজেই শিক্ষক সেখানে দেওয়া যাবে না। স্কুলগুলিতে ফার্নিচার নেই, বই নেই, কোথাও বা স্কুল ঘরই নেই। তাহলে টাকা কার জন্য? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা দিতে পারবেন? গত ৮০ইং সন থেকে আমরা দেখছি এই অবস্থা চলে আসছে। টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হচ্ছে কিন্তু সেগুলি জনসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। স্যার, এইবার বুক কেয়ার করা হয়েছে। সরকারী অর্থ সেখানে র্ভতুকি দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে দেখা গেছে কেউ ৮০ হাজার টাকা কেউ ১ লক্ষ টাকা, কেউ বা ৯০ হাজার টাকার বই কিনেছে। পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের কথাই বলছি সেখানে যে বই কিনা হয়েছে, সেই বইগুলি গ্রামাঞ্চলে যায় না, পঞ্চায়েত বা সাবসেন্টারগুলিতে যায় না, সেগুলি ডিপার্টমেন্টেই পড়ে থাকে। অনেক ডিপার্টমেন্টই অনেক বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায় না। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইনকোয়ারী কমিটি বসাতে রাজী আছেন কিনা? এই ভাবে টাকা লুট-পাট হয়ে যাচ্ছে। তারপর স্যার, ট্রাইবেলদের কালচারকে ডেভালাপমেন্টের জন্য কোনরকম টাকা বরাদ্দ করা হয় নি। অথচ ট্রাইবেলদের এই কালচারনৃত্য, গানগুলিকে একটা ফরমূলার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য একটা ইনষ্টিটিউশান গড়ে তোলার সুযোগ ছিল। আমি মিউজিক কলেজের প্রিন্সি-পালের সঙ্গে আলাপ করছি। তিনি বলেছেন, আদিবাসীদের এই কালচারগুলিকে একটা ফরমূলার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য, আরও ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য একটা ইনষ্টিটিউট গড়ে তোলা যায়, তা না হলে এগুলিকে সারভাইভ করা যাবে না। কিন্তু এতদিন পরেও এগুলিকে ফরমূলার মধ্যে নিয়ে আসা হয় নি, অথচ এটার জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল। বাজেটের এই অর্থ বরাদ্দগুলিকে যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে কাজে লাগানো না হয়, তাহলে বাজেটে অর্থের সংস্থার বরে লাভ কি? স্যার, আজকে গ্রামাঞ্চলে পানীয়জলের ভীষণ সংকট চলছে। কিছু কিছু জায়গায় রিংওয়েল, টিউবওয়েল আছে, কিন্তু সেগুলি থেকে জনসাধারণ এক কোঁটা জল খেতে পায় না। আজকে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে সমতল-গুলিতে শেষ করতে হবে। ট্রাইবেল এরিয়াতে দাবী করা হলে বলা হয় আগে সমতলগুলি শেষ করতে হবে, তারপর ট্রাইবেল এলাকায় যাওয়া হবে। স্যার, এখানে বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলি যদি খয়রাতির মত খরচ করা হয়, দলীয় কাজে ব্যবহার

করা হয়, এমনকি বাজেট নিয়ে লুকোচুরি খেলা পর্যন্ত খেলা হয় তাহলে এটা আমরা কি করে সমর্থন করব? রেভেনিউ রিসিট কত, রিকভারী কত এগুলি নিয়ে গোপনীয়তা পালন করা হয়। এই যদি করা হয় তাহলে আমি বলব এই বাজেট সঠিক নয়। হয়তো সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আসলে বা আগামী বাজেট আসলে আমরা এটা তুলনা করে বুঝতে পারব, কিন্তু একথা আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে, এই বাজেট রেভেনিউ রিসিট নিয়ে, রিকভারী নিয়ে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে, রাজনীতি করা হচ্ছে। এই কারণে সামগ্রিকভাবে বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রী নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মি: স্পীকার স্যার, গত ১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৬-৮৭ইং সালের যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। একটা রাজ্যের বাজেটকে যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে আমাদের দেশের ষ্ট্রাকচার সেটাকে বাদ দিয়ে কোন রাজ্যের বাজেট আলোচনা করা যায় না। সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশ কি পরিস্থিতির মধ্যে চলছে আমি সংক্ষেপে সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই। একটার পর একটা কেন্দ্রীয় বাজেট যখন হয়, তখন দেখেছি বাজেট ছাড়িয়ে সবচেয়ে বেশী করারোপ করা হয়। এবারও দেখেছি ১৭০০ কোটি টাকার মত নূতন কর বসানো হয়েছে এবং বাজেটের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা কর বসানো হয়েছে, মোট ২২০০ কোটি টাকার মত কর বসানো হয়েছে। এই করের মধ্যে ৮০ পারসেণ্ট হচ্ছে পরোক্ষ কর, যা সরাসরি সাধারণ মানুষকে আঘাত করবে। এটা আমাদের নিত্য সঙ্গী, মুদ্রাস্ফীতিও আমাদের নিত্য সঙ্গী, এবং মুদ্রামূল্য হ্রাসও আমাদের নিত্য সঙ্গী। বলা যায় বিগত ৩৭-৩৮ বছরের মধ্যে ৮০০ পারসেন্ট মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে আমাদের দেশে। অন্যদিকে একটা ১নং গভর্নমেন্ট আছে যেটা আমরা চোখে দেখি, আর ২নং গভর্নমেন্ট, যা এই দেশের কোটি কোটি মানুষকে সর্বশান্ত করছে। অপরদিকে সমস্ত অর্থকরী ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে নোট—ছাপা, বিদেশ থেকে ঋণ আনা, বা আদায় করা বা ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সমস্ত কিছুই কেন্দ্রের হাতে। এই অবস্থায় রাজ্যগুলি কিভাবে কাজ করবে? রাজ্যগুলিতে ৩টা বিষয়ে টাকা পায়। একটা হচ্ছে— গ্র্যাণ্টস ইন্ এড্, সে টাকা নিয়ে আমরা দেখি রাজ্য সরকারের সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের টাগ অব ওয়ারে যেতে হচ্ছে, ৮ম অর্থকমিশন এবং প্ল্যানিং কমিশনের সংগে টাগ অব ওয়ারে

যেতে হয়েছে। সেই কংগ্রেসী রাজ্যগুলিকে পর্য্যন্ত যেতে হচ্ছে। রাজ্যের নিজস্ব যে ইনকাম সেটা বলা চলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে লিমিটেড আছে কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা সে দিকটা দিয়ে দুর্বল, কারণ আমরা এর জন্য কিছুই ব্যবস্থা করতে পারি না। কারণ আমাদের এমনকি সোর্স আছে যে সোর্স থেকে আমাদের রাজস্ব আদায় করতে পারবো? গরীব কৃষক, গরীব মানুষ যেখানে শতকরা ৮২ ভাগ দরিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে যারা এই বিরোধী দলের বন্ধুরা যে বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা কি কেউ বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ট্যাক্স বসাবেন না, কারণ এ রাজ্যের লোক দরিদ্র কিন্তু না, তা তো বলেন নি। এই রাজ্যে যদি কেন্দ্রের মতো ট্যাক্স বসানো হয় তাহলে কার মাথার উপর ট্যাক্স বসাবেন নূতন করে? এমনি জায়গা ত্রিপুরা রাজ্য যার নিজস্ব আয় নেই। কাজেই এমন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে ভারতবর্ষের সব জায়গায়ই দোষ দেওয়া হচ্ছে ঠিক একই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকেও দোষ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আমরা অর্থ পাই তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বাজেটগুলি তৈরী করতে হয়। কাজেই এই বাজেট যে খুব একটা সাংঘাতিক বাজেট হবে, নূতনত্ব থাকবে এটা আশা করা ঠিক হবে না। কারণ কেন্দ্র সমস্ত টাকা পয়সাগুলি দেন সেগুলিকে একটু এদিক সেদিক করে বাজেট তৈরী করতে হয়। তার মধ্যে আমরা আজকে দেখি টোটাল যে কেন্দ্রীয় বাজেট সেই বাজেটের যে দৃষ্টিভঙ্গি আর আমাদের রাজ্যের বাজেটের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখছি কোন খাতে আমরা সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে, যেখানে কেন্দ্র শিক্ষাকে শেষ করে দিতে যাচ্ছে সেদিক থেকে শিক্ষা খাতে আমরা সবচেয়ে বেশী জোর দিচ্ছি। আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই যে সিডিউল্যড কাষ্ট, সিডিউল্যড ট্রাইবস্, ৩৭/৩৮ বছর হয়েছে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল এই ৩৮ বছর পরও সিডিউল্যড কাষ্ট এবং সিডিউল্যড ট্রাইবসদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি কি, পলিসি কি আমরা জানি কী, কেউ বলতে পারি কি তাদের নীতি কী? সেই নাগাল্যাণ্ডে আমরা দেখি ৩৭/৩৮ বছর স্বাধীনতার পরও ইনসারজেন্সির পথে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে আমরা মেঘালয়ে কী দেখি? মেঘালয় বলছে যে এটা আমাদের সম্পত্তি, এখানে কেউ ঢুকতে পারবে না, ওরা স্পর্শকাতর করে তুলেছে, সেই ট্রাইবেল জীবনকে আজকে স্পর্শকাতর করে তুলেছে। সেই অরুণাচলের জীবনটা কী? সেখানে দেখি রাস্তা নেই, ঘাট নেই, হেলিকাপ্টারে করে মানুষ চলা ফেরা করে যাদের টাকা আছে তারা চলতে পারে কিন্তু

যারা গরীব মানুষ যাদের টাকা পয়সা নেই তারা কী করবে ? বিরাট জায়গা সেই জায়গাগুলির মধ্যে মাটির নীচে যে সম্পদ আছে, মাটির উপরে যে সম্পদ আছে সেই সম্পদকে পর্য্যন্ত গরীব মানুষের স্বার্থে সুষ্ঠ ভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা হয় না. সেটা না করে সেখানকার মানুষকে আজকে স্পর্শকাতর অবস্থার মধ্যে নিয়ে গেছে। সেই জায়গার মানুষকে আজকে চারপাশ থেকে বলা হচ্ছে, তোমরা বিদেশী, চলে যাও। আজকে সেখানে বিদেশী বিতাড়ণের আন্দোলন হচ্ছে। আজকে আসামের মধ্যে বিদেশী বিতাড়ণের আন্দোলন হচ্ছে। আজকে হিমাচল প্রদেশে সমস্ত ট্রাইবেলরা শুধু মদের ব্যবসা করে, মদের উপর নির্ভর করে তারা ব্যবসা করে. এমনকি মেয়েদের জীবিকা পসারিণী করে জীবন কাটাতে হয়, এই হচ্ছে আজকে হিমাচল প্রদেশের একটা বিরাট জায়গার অবস্থা। মধ্য প্রদেশ যেখানে ১ কোটির বেশী ট্রাইবেল পপুলেশ্যান। ওরা আজকে পাথর ভেঙ্গে খাচ্ছে। সেই মহারাষ্ট্রে কিছু দিন আগে সারা মহারাষ্ট্রের বিধান-সভায় সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যদের ওয়াক-আউট করে বেড়িয়ে আসতে হয়েছে একটা ঘটনার প্রতিবাদে। দু'জনকে খুন করা হয়েছে, পুলিশ অত্যাচার করেছে, বাজারে একটা জিনিষ নিয়ে গিয়েছিল একজন ট্রাইবেল মহিলা, সেই ট্রাইবেল মহিলাকে চুল ধরে টেনে বের করে আনা হয়েছে। সেই জিনিষটা মাপে কম করে রেখেছিল তখন সেই ট্রাইবেল মহিলা বলেছে যে, না আমি বেশী জিনিষ এনেছি, আমাকে সঠিক পয়সা দাও সেই অপরাধে। যখন প্রতিবাদ করল তখন সেই অপরাধে সি, আর. পি পুলিশ দিয়ে পেটানো হয়. গুলি চালানো হয়. তারই প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রের সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াক-আউট করলেন। রাজস্থানের মধ্যে এখানে বিশেষ করে স্বাধীনতার ইতিহাস নয়, এ আরও পুরানো দিনের ইতিহাস। ট্রাইবেল সম্প্রদায়ের লোক সেখানে অধিকাংশ লোক, তাদের জীবিকার জন্য কী করে ? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ট্রাইবেলদের সম্পর্কে, সিডিউল্‌ড কাষ্টদের সম্পর্কে কোন পলিসি, কোন নীতি আছে ? ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের সংবিধানের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ছিল ১০ বছরের মধ্যে এই সমস্ত মানুষকে শিক্ষা, চাকুরী, অর্থনীতি, রাজনীতি সমস্ত দিক থেকে অগ্রসর করে আনা হবে। আজকে শিক্ষার কথা যদি বলি তাহলে দেখা যাবে এখানে শতকরা ৮ পারসেণ্ট সিডিউল্যুড্ কাষ্ট এবং সিডিউল্যুড্ ট্রাইবস্ তারা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ পারসেণ্ট সিডিউল্যুড কাষ্ট এবং সিডিউল্যুড ট্রাইবস্, তারা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। বিহারে ৬/৭ পারসেণ্ট সিডিউল্যুড কাষ্ট, সিডিউল্যুড্ ট্রাইবস্, তারাও লেখাপড়ার সুযোগ পায় না উত্তর প্রদেশে লেখাপড়ার সুযোগ পায় না সেই ১০ পারসেনট সিডিউল্যুড কাষ্ট এবং সিডিউল্যুড

ট্রাইবসকে পর্যন্ত শিক্ষার আলোতে আনা সম্ভব হয় নি। কিন্তু যেখানে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৪০ জন সিডিউল্ড কাষ্ট আজকে শিক্ষিত হয়েছে এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্ শতকরা ৩৫ জন শিক্ষিত হয়েছে। এটা ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যের মধ্যে আছে ? আমাদের এখানে ৫ম শ্রেণী থেকে বুকগ্র্যান্ট দেওয়া হতো। এই বছর থেকে অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকে ৫ম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী, ৭ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী যাদের নাকি আগে বুকগ্র্যান্টের উপর নির্ভর করতে হতো, সেখানে আজকে মাসে ২০ টাকা করে অর্থাৎ বছরে ২৪০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। এটা ভারত-বর্ষের কোন রাজ্যের মধ্যে আছে যাতে করে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্-এর লোকেরা সেখানে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে ? ভারতবর্ষের একটা রাজ্যের মধ্যেও নেই। আজকে চাকুরীর কথা যদি বলি একমাত্র প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরীর ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের সব কোটা পূরণ করা যায় নি কারণ এই সমস্ত টেকনিক্যাল পোষ্টে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের লোক পাওয়া যায় নি এবং অন্যান্য সমস্ত জায়গায় আজকে চাকুরীর কোটা পূরণ করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কথা যদি বলি, এক হাজার পুনর্বাসন থেকে সাড়ে ৬ হাজার টাকার পুনর্বাসন ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে, জুমিয়া প্ল্যানটেশ্যান রিহেবিটেলেশ্যান, এমনিভাবে পুনর্বাসন ব্যবস্থা আজকে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে করা হয়েছে। আজকে সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল, ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হয়েছে। ৬ষ্ঠ তপশীল কই মহারাষ্ট্রে তো হলো না, সেখানে ট্রাইবেলদের সংখ্যা তো অনেক বেশী। কিন্তু তবুও সেখানে ৬ষ্ঠ তপশীল হলো না। এই রাজ্যের মধ্যে কি ৬ষ্ঠ তপশীল কোন দিন হতো ? আজকে যারা নাকি বসে বসে টিকা-টিপ্পনি কাটছেন আপনারা তো কেন্দ্রের রাজনীতির দাসত্ব করছেন, তাঁরা তো ৬ষ্ঠ তপশীলকে সমর্থন করেন না, কাজেই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আজকে যদি ক্ষমতায় না আসতো এখানে ৬ষ্ঠ তপশীল হতে পারতো না। আজকে সিডিউল্যড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের যেখানে মর্য্যাদার প্রশ্ন সেখানে গড়ে ৩ জন করে হরিজন সারা ভারতবর্ষে খুন হচ্ছে। হরিজন রমণীদের আজকে ধর্ষণ করা হয়। আজকে বোম্বের বন্দর দিয়ে, মাদ্রাজের বন্দর দিয়ে পণ্য হিসাবে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হয়। আজকে মাদ্রাজে গলায় ঘন্টা বেঁধে হরিজনদের হাঁটতে হয়, এই হচ্ছে ভারতবর্ষের অবস্থা। তাহলে আজকে কোন্ ভারতবর্ষে আমরা বাস করছি ? ট্রাইবেলদের সম্পর্কে হোক, সিডিউল্ড

কাষ্টদের সম্পর্কে হোক একমাত্র তাদেরকে দিয়ে দাসত্ব করানো, মজুরী খাটানো, মহাজন-জোতদারদের স্বার্থে তাদের উপর নির্যাতন করা এছাড়া অন্য কোন পলিসি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে নেই। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ চলছে। এর মধ্যে আমরা দেখি, গুজরাটে রিজার্ভেশান মানছিনা মানবনা এই নিয়ে দাঙ্গা বেঁধে গেল। একদল বলছে রিজার্ভেশান দেওয়া হবে। আর একদল বলছে যে এখন চুপ করে থাক, ইলেক্‌শানটা হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে। ইলেক্‌শান হয়ে যাওয়ার পর বলছে রিজার্ভেশান দেওয়া হবেনা। রিজার্ভেশান দিচ্ছিনা দেবনা, গুজরাটে এই নিয়ে দাঙ্গা বেঁধে গেল। পুলিশ দিয়ে, মিলিটারী দিয়ে দাঙ্গা দমন করা যায়না। ত্রিপুরার "দৈনিক সংবাদের" মত একটি পত্রিকায় রিজার্ভেশান মানছিনা বলে একটা কলাম খুলেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই শ্লোগান তুলতে হবে। তার জন্য এই পত্রিকা কাজ করছে। এই সমস্যার সমাধান এইখানে না। বেশী করে চাকরী দিতে হবে, তাদের সুযোগ দিতে হবে, সিডুল কাষ্টদের চাকরী দিতে হবে, সিডুল ট্রাইবসদের চাকরী দিতে হবে, অন্যান্য মানুষেরও দিতে হবে। আজকে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এইটাকে সঠিক পথে চালু করতে হবে। গুজরাটের পথ, পথ নয়। সমস্ত মানুষের ঐক্যকে এক করে তপশিলী জাতি-উপজাতির যে ঐক্য সেই ঐক্যের মধ্য দিয়েই ৬ষ্ঠ তপশীল এসেছে, সিডুল কাষ্টের যে অধিকার, সিডুল ট্রাইবদের যে অধিকার তাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। সমস্ত মানুষের সঙ্গে সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবসদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। এইটাই হচ্ছে সমাধানের রাস্তা। বামফ্রন্ট সরকার তার বাজেটের মধ্যে সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন, তার জন্য এখানে কর্পোরেশান খোলা হয়েছে। তার মধ্যে ১ কোটির বেশী অলরেডী সিডুল কাষ্টদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে, সিডুল ট্রাইবদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। বামফ্রন্ট সরকারের এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, এই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগণের স্বার্থেই করা হয়েছে, তার জন্য এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আচ্ছা স্যার, রুলস সম্পর্কে আমার একটি কথা আছে। আজকে যে কোয়েশ্চান আওয়ার হবে না হাউসের পারমিশান নেওয়া হয়েছে কিনা?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, নেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী গত ১৭ই মার্চ বিধানসভাতে ১৯৮৬-৮৭ সনের যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে যে জিনিষটা বলতে হয় ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের সংবিধানকে মেনে, সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে রেখে, বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই বাজেট সামগ্রিক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা সরকার এই বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট পেশ করতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী সংক্ষিপ্ত আকারে ভাষণ রেখেছেন। এই বাজেট ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগণের স্বার্থে, ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করে চলেছে এবং আগামী দিনেও চলবে। আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতবর্ষের ৩৮ বৎসরের ভারতবর্ষের যে শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস, সেটাকে ছেড়ে দিলেও সেই দীর্ঘ দিনের কথা বাদ দিলেও এই যে কয়েক মাসের কথা তরুণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব আমলের যে কয়েক মাসের ইতিহাস, তিনি যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করতে যাচ্ছেন, নতুন কথা বলছেন তার বাইরে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটকে করা যায় না। নয়া অর্থনীতি, নয়া শিল্পনীতি, নয়া বস্ত্রনীতি এই নয়া নীতিকে যদি আমরা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করি, এইটাকে যদি বুঝতে না পারি রাজীব গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নতুন উপহারের মাধ্যমে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। দেশের ৭০-৭২ কোটি মানুষের কথা চিন্তা না করে একচেটিয়া পুঁজিপতি, মিলমালিক, কলমালিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ভারতবর্ষের মানুষের শোষণ বঞ্চনা ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। সেই জিনিষটা যদি বুঝতে চেষ্টা না করি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ৮৬-৮৭ সনের যে বাজেট সেটাকে বুঝা যাবে না। আমরা যদি লক্ষ্য করি রাজীব গান্ধীর নয়া অর্থনীতির মধ্যে, বস্ত্রনীতির মধ্যে বস্ত্রনীতির কথাই যদি বলি তাহলে দেখব ভারতের ক্রমান্বয়ে ইদানীংকালের মধ্যে, বিশেষ করে যে সমস্ত বস্ত্রের কলকারখানা আছে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। কারণটা কি? কারণ বললে শোনা যায় ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কাপড় উৎপাদন হচ্ছে বিক্রির জন্য বাজার পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই কাপড়ের কারখানা বন্ধ করে দাও। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে সেখানে কাপড়ের কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। আজকে যদি ১টা বস্ত্র কারখানার শ্রমিকের ন্যাংটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যদি তার পরিবারকে জিজ্ঞাসা করা হয় ছেলেটার পরনের কাপড় নেই কেন? উত্তর হচ্ছে তার বাবা ছাঁটাই হয়ে গেছে কাপড়ের কারখানা থেকে। আজকে ভারতবর্ষের গরীব মানুষের খাবার জুটছে না, কাপড় জুটছে না কারণ কল শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। পুঁজিপতিদের স্বার্থ নিয়ে তারা ব্যস্ত। আজকে পাঞ্জাবে সেখানে প্রচুর ফসল উৎপাদন হচ্ছে, যাতে প্রচুর পরিমাণ ফসল নষ্ট হচ্ছে। একটা আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি করে দীর্ঘদিন যাবৎ পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চিত করছে। গত ৩৮ বৎসর যাবৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বঞ্চিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ভারতের বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে পেশ করেছেন তা প্রশংসনীয়। সেগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করেছেন।

এইটা ত্রিপুরার জনগণকে বুঝতে হবে। আমরা যখন বাঁচার চেষ্টা করছি এবং ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে বাজেট রচনা হচ্ছে তার সাথে, ১ লক্ষ বেকার যুবকদের সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কর্মসূচী নিয়েছেন। ১৯৮৫ইং আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে, জানি না ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এই রকম কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে কিনা। তারা এক অংশের বেকার যুবকদের, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এক অংশের যুবকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে যেভাবে অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যেভাবে তাদের কিছু অংশের ছেলেকে খুনী বাহিনী তৈরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে ত্রিপুরার এক অংশের যুবকদের সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট চট্টগ্রামে রাইফেল ট্রেনিং দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠাচ্ছে এবং তারা নিজেরা তাদের সঙ্গে আঁতাত করে যুবকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। সেখানে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার বেকার যুবকদের সুষ্ঠু সংস্কৃতির দিকে যাতে আনা যায় তার জন্য যুববর্ষ পালন করে তাদের যথাযথ পথে আনার চেষ্টা করছে। ত্রিপুরার ক্রীড়ামোদীদের জন্য পঞ্চায়েত ভিত্তিক ব্যবস্থা করেছে। ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত যদি ৭০৪টা হয় তার মধ্যে ৫০ জন করে যুবক যুবতী যদি অংশ গ্রহণ করে, ১০০ মিটার দৌড়ের যদি হিসাব করি প্রতিটা পঞ্চায়েতে ৫০ জনও অংশ গ্রহণ করে তার জন্য ৩৫ হাজার যুবক যুবতী অংশ গ্রহণ করতে পারে। যেখানে ১২ শত যুবক যুবতী একই দিনে আগরতলার উমাকান্ত ময়দানে আন্তর্জাতিক যুববর্ষে ক্রীড়ায় যোগ দিয়েছে, আমরা লক্ষ্য করেছি সেই দিন হাজার হাজার ছাত্র-যুবক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছে। তাই আজ এখানে যারা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যারা আবার জমিদারদের রাজত্বকে এখানে ফিরিয়ে আনতে চায় এবং তার জন্য এই বিধানসভায় চিৎকার করেন তারা বামফ্রন্ট সরকারের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে কর্মসূচী তাকে সমর্থন করতে পারবেন না। তাদের ভয় হয়েছে এই ভেবে যে ত্রিপুরা যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে তারা এই ত্রিপুরায় আর ফিরে আসতে পারবে না এবং বামফ্রন্ট সরকারের এই ৮ বছরের কার্য্যকলাপ জনগণের সামনে তাদের গত দিনের রাজ্য চালনাকে খুব হেয় করে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তারা আর এখানে ফিরে আসতে পারবে না। কারণ এই ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিকল্প পথ। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার যুবকদের স্বার্থে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাতে রাজ্যের বেকাররা খুব আনন্দিত হয়েছে এবং এই কর্মসূচী ভারতবর্ষের সমস্ত বেকার যুবকদের মনে উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। সারা ভারতে যেভাবে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের নামে পিষ্ট হচ্ছে বলেই সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব-বাহিনীর নেতৃত্বে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী বেকারী বিরোধী দিবস শুরু হবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত কি করে করা যায় এবং কিভাবে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিতে নিয়োগ বন্ধ থাকার বিরুদ্ধে কিভাবে সোচ্চার করা যায়, তার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে সেখানে। আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের দাবী, শিল্পায়নের দাবী ও রেলপথ সম্প্রসারণের দাবীতে আরও বেশী করে তাদেরকে সংগঠিত করা দরকার। তার জন্য আমরা গত বছর আন্দোলন সংগঠিত করেছিলাম, আইন অমান্য করেছি, এই বছরও বেকার যুবক সংগঠনকে নিয়ে আগামী মে মাসে আমরা

পার্লামেন্ট অভিযানে যাব। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা জানেন, আমরা দশটা ছাত্র যুব সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারণ, কাগজকল ও বিভিন্ন শিল্পের সৃষ্টি ও বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের দাবীতে আমরা আন্দোলন করব এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার এই দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে তার আট বছরের যে নীতি আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরার বেকার যুবকরা লক্ষ্য করেছে এবং ত্রিপুরার সমস্ত অংশের মানুষ লক্ষ্য করেছে যে, এই নীতি তার আন্দোলনের স্বার্থে সেখানে পরিচালিত হচ্ছে। তাই বেকার যুবকদের আরও বেশী করে সংগঠিত করতে হবে সুষ্ঠু সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে এবং তার জন্য এই সরকার যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। আগামী দিনে এই বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এই সরকার আরও বেশী করে সাহায্য করতে পারবে। বিরোধী শক্তিগুলি বেকার যুবকদের যাতে বিভ্রান্ত করতে না পারে তার জন্য সুষ্ঠ সংস্কৃতি গড়তে হবে এবং এই বামফ্রন্ট সরকার সুষ্ঠ সংস্কৃতিকে গড়ার জন্য প্রতিটি গ্রামে লোকরঞ্জন শাখা করেছে. সেই লোকরঞ্জন শাখাগুলি বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে, তারা ক্যালচারেল অনুষ্ঠান, গীত গাজন প্রভৃতি করছে, সুষ্ঠ সংস্কৃতির দিকে ত্রিপুরার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেখানে, সেখানে অপসংস্কৃতিকে সৃষ্টি করার জন্য এবং এই অপসংস্কৃতির মাধ্যমে ত্রিপুরার জনগণকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য বিরোধী শক্তিগুলি সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। কিছু দিন আগে একটা পত্রিকায় দেখেছি অপসংস্কৃতিতে সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছে লেখা আছে। আসলে রাজ্যে সুষ্ঠ সংস্কৃতি হচ্ছে, মানুষের চেতনার বিকাশ হচ্ছে, রাজ্যের মূল্য বাড়ছে এইটা তাদের ভাল লাগছে না, তারা উলঙ্গ সংস্কৃতির দিকে মানুষকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং তার জন্য চেষ্টা করছে। সেদিনও বামফ্রন্ট সরকারের ৮ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আগরতলায় সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, বই মেলা হয়েছে এবং এইগুলির মধ্য দিয়ে যে মানুষ সুষ্ঠ সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এইটা তাদের শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, তারা সহ্য করতে পারছে না। কিছুদিন আগে এই বিধানসভায় ও পার্লামেন্টে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে, আর আজ বামফ্রন্ট সরকার বইমেলার মাধ্যমে সেই রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা বইতে বিশেষ ছাড় দিয়েছে। আগে দেখা গেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর ও কাপড়ের উপর ছাড় দেওয়া হত, আর আজ বইয়ের উপর এই সরকার ছাড় দিয়েছেন সুষ্ঠ ত্রিপুরাকে গড়ার জন্য। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের এই সুষ্ঠ সংস্কৃতির দিকে উদ্যোগকে বিরোধী সদস্যগণ কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না। তারা এই সুষ্ঠ সংস্কৃতিকে লুপ্ত করে দিতে চায়। কিছু দিন আগে দেখা গেছে উপজাতি বোনদেরকে শাড়ী পড়তে দেওয়া হবে বলে একটা কথা উঠেছে এবং তাদের শরীর থেকে শাড়ী খুলে নেওয়া হয়েছে। এই ভাবে অপসংস্কৃতির অন্ধকারকে যে আর মানুষের সামনে নিয়ে আনা যাবে না সেটা তাদের জানা দরকার।

সুষ্ঠ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা আছে বলেই তারা বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত সুষ্ঠ সংস্কৃতি ও কর্মসূচীর বিরোধীতা করছে এবং এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন। কিন্তু আমি মনে করি, এই বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটের মধ্য দিয়ে বেকার যুবকদের স্বার্থে ও সমস্ত মানুষের স্বার্থে ও সুষ্ঠ সংস্কৃতি গড়ার জন্য যে অর্থ চেয়েছেন তাকে এই সভা সমর্থন জানাবে এবং আমিও সমর্থন জানাচ্ছি, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ।

শ্রীঅঞ্জু মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৭ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের সমালোচনার জন্য আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। দেখা যায় আগে কংগ্রেস আমলে বাজেটে ৩০ বছরে ৩০ কোটি টাকা ছিল। আর এখন দেখা যায় ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য ৩৭১ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। কাজেই এখানে এই টাকাটা কিসে ব্যয় করা হবে তা খতিয়ে দেখার জন্য মাননীয় স্পীকারের কাছে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এখানে দেখা যায় শিক্ষা খাতে ৫০ কোটি টাকা ধরা আছে এবং এইটা গত বছরের বাজেটের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু এই যে শিক্ষা, এইটা হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যের শহরের মধ্যে যারা আছেন মানে থাকেন, আপনরা জানেন না, গ্রামের ত্রিপুরাকে একবার দেখুন তাহলেই দেখবেন এই শিক্ষা খাতে ধরা টাকা শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা ব্যয় করা হচ্ছে। যেমন আমাদের এখানে আগে মাত্র তিনটা হাইস্কুল ছিল আর এখন সেখানে ১৩টা। এখন না হয় ১৩ টা হাইস্কুল মঞ্জুর করা হয়েছে, মাষ্টার কিন্তু দেওয়া হয়েছে, তবু দেখা যায় মাষ্টার আছে চেয়ার নাই, আবার ঘর আছে চেয়ার নাই, হয়ত বা স্কুল আছে ছাত্র নাই। ককবরক স্কুল ১০০০ (হাজারের) উপর আছে কিন্তু সেখানে কি ভাষায় আপনারা শিখাবেন তা একটু খতিয়ে দেখবেন। তারপর হাইস্কুল সম্বন্ধে আমি নাম করে বলতে পারি যে এ রকম ১২টি হাই-স্কুল রয়েছে আমাদের সাব্রুমে সেখানে চেয়ার আছে কিনা দেখুন। কিন্তু কংগ্রেস আমলে যখন মঞ্জুর হত তখন এক সঙ্গে চেয়ার টেবিল মঞ্জুর হত। কিন্তু এখন আপনারা দিতে পারছেন না। তাহলে তার মানে কি? আমার আরেকটা প্রস্তাব হল কৃষি সম্বন্ধে। কৃষির সঙ্গে আমরা সকলেই কম বেশী জড়িত। এম, আই, এফ, সি, অর্থাৎ মাইনর ইরিগেশন যেটা সেটার সঙ্গে কৃষির যোগ আছে কিন্তু তারজন্য কি করলেন? ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের জন্য যদি আপনারা

বাজেট করতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম, কিন্তু আপনারা দলীয় স্বার্থে করেছেন। তার কয়েকটা উপমা আমি দিতে পারি। আমি আন্তর্জাতিক কথা বলতে চাইনা, কারণ আমি ত্রিপুরায় থাকি ত্রিপুরার কথাই আমি বলব। আপনারা যেখানে যা দিয়েছেন সেখানে তা দলীয় স্বার্থেই দিয়েছেন। আপনারা ত সব সময় শ্রমিক-কৃষকের কথাই বলেন কিন্তু আজকে আমরা দেখছি, সে শ্রমিক-কৃষক বলতে কাদের বুঝায়। যারা বাগানে কাজ করে, যারা লাল ঝাণ্ডা ধরে তারা হল আপনাদের শ্রমিক, আর যদি ইনক্লাব বলে তাহলে তারা শ্রমিক। আর যদি না বলে তাহলে তারা শ্রমিক হতে পারে না। আপনারা ডাইরেক্ট না গিয়ে ইনডাইরেক্ট যাচ্ছেন। এখানে হয়ত কতগুলি সেরিকালচার ফার্ম আছে, হয়ত কিছু কৃষি ফার্ম আছে যেগুলিতে ভাল হবে কিন্তু শুধু তারজন্য আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। ১৯৮৩ ৮৪, ১৯৮৪ ৮৫, আর এখন ত ১৯৮৬ ৮৭ যে যে জায়গাতে আপনারা ডিপ টিউব-ওয়েল দিয়েছেন বললেন, তাহলে জলের অভাব কোথায় এবং কৃষি করতে জলের অভাব কোথায়? কৃষির ত নিশ্চয়ই উন্নতি হয়েছে। তাহলে এখানে এই ডিমাণ্ড চাইছেন কেন? জলের ত আর কোন দরকার নাই। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি, সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের উপকারে এই বাজেট আসছে না, যদি আসত তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কথাটা বলতে চাই সেটা হল পঞ্চায়েত রাজ। ত্রিপুরায় ৭০৪টি পঞ্চায়েত আছে কিন্তু সে পঞ্চায়েতের অবস্থা কি? এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি–র মাধ্যমে পঞ্চায়েতের জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে সেখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে আজকে পঞ্চায়েতগুলি কিভাবে চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এবার শেষ করুন।

শ্রীঅশু মগ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটু। তারপরে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের বিধায়করা যা বলে গেলেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। এখানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক ল্যাম্পস পাট কিনছে, কিন্তু এটা কি সত্যি? আমাদের বংকুল, শিলাছড়ি প্রভৃতি ল্যাম্পসে ১ লক্ষ টাকার মত ডিউ হয়েছে। আবার অনেক খানে শুনেছি ৫৬ হাজার টাকার মত ডিউ হয়ে রয়েছে। অন্য জায়গার মত যদি পুড়িয়ে দিত তাহলে কি হত? কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটকে পুরোপুরি বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭-৩-৮৬ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরের জন্য বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি সেটিকে পুরাপুরি সমর্থন করছি।

সমর্থন করছি এই কারণে যে, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে জনগণের কাছে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করেছেন। এই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই অর্থ দ্বারা গ্রামাঞ্চলে, শহরাঞ্চলে, পাহাড় অঞ্চলে, সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে। এই জন্য আমি এই বাজেটটিকে সমর্থন করছি এবং এই হাউসে টি, ইউ, জে, এস বলেন, কংগ্রেস (আই) সদস্য বলেন তাদের যারাই বক্তৃতা রাখছেন তারাই বলেছেন যে, এই বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। কারণ এই বাজেট নাকি জনগণের কল্যাণের জন্য কার্যকরী হয়না। কিন্তু উনারা তো ক্ষমতায় ছিলেন দীর্ঘ ৩০ বছর, কিন্তু এই ধরনের জনকল্যাণমুখী বাজেট বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে আর কখনো এই বিধান সভায় পেশ করা হয় নি। এটা যে শুধু আমি বলছি তা নয় ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ সেকথা বলছেন।

আমি এখন পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলতে চাই। কংগ্রেস আমলে এই পঞ্চায়েত বলতে কি ছিল? কংগ্রেস আমলে সমস্ত পঞ্চায়েত ছিল মৃতবৎ। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই পঞ্চায়েতগুলিকে জীবিত করেছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন -এর মাধ্যমে। কিন্তু কংগ্রেস আমলে কারা পঞ্চায়েত প্রধান হতেন? ঠিকাদার, জোতদার, বাটপার, মহাজন সুদখোর এই সকল শ্রেণীর লোকেরা প্রধান হতেন। আর এই সকল প্রধানরা পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গরীব জনসাধারণের উপর চালাত অত্যাচার শোষণ, জোর করে পুলিশ নিয়ে গিয়ে লেভির ধান আদায় করত আর সরকারী অর্থে তারা দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, এই সকল জায়গায় ভ্রমণ করে আসত। আর যে সমস্ত কংগ্রেস প্রধানরা এই ভাবে জোর জুলুম চালিয়ে জনসাধারণকে শোষণ করতে পারত তাদের উপহার স্বরূপ চাদর, সোনার আংটি ইত্যাদি উপহার দেওয়া হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কংগ্রেস বা টি, ইউ, জে, এস,-এর কোন সদস্য এই ধরণের কোন দুর্নীতির প্রমাণ দিতে পারবেন না।

স্যার, এই বাজেটে পঞ্চায়েতের জন্য ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ধরা

হয়েছে। এই পঞ্চায়েতগুলিকে আজকে বামফ্রন্ট সরকার হিসেবে গণ্য করেছেন। এই পঞ্চায়েত প্রধানদের এক একটি সই দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকার লেন দেন, খরচ করা সম্ভব হচ্ছে। আর আজকে এই পঞ্চায়েতের প্রধান কারা হচ্ছেন? রিক্সাওয়ালা, শ্রমিক, দিন মজুর, কৃষক চাষী, এই সকল গরীব অংশের মানুষরাই প্রধান হচ্ছেন। তারাই আজকে গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে রূপায়ণ করছেন। কিন্তু আমরা আজকে কি দেখছি? এই যারা ঠিকাদার, জোতদার, মহাজন সুদখোর বাটপার যারা আর প্রধান হয়ে গরীব জনসাধারণকে শোষণ করতে পারছে না, তারাই আজকে এই বাজেটের বিরোধীতা করছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর বাবু যিনি অনেক বয়স্ক, আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আপনাদের আমলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশী নির্য্যাতিত হয়েছিল। কমলপুর, ধর্মনগর, উদয়পুর, সাব্রুম প্রভৃতি জায়গায় আপনারা মুসলমানদের উপর রুলার চালিয়ে দিয়েছিলেন। এই মুসলমানদের উপর আপনারা পুলিশ দিয়ে গুণ্ডা দিয়ে অত্যাচার করেছিলেন। তাদের যে সম্পত্তি ছিল তাদের সে সম্পত্তি আপনারা জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, লুট-পাট করেছিলেন। আর আজকে আপনারা বলছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার নাকি দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কাজেই ভূতের মুখে রাম নাম যেন শোনা যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার যে, দুর্নীতি করে তার কোন প্রমাণ আপনারা এই বিধানসভায় দিতে পারবেন?

কংগ্রেসের আমলে ৩০ বছরে যেখানে মাত্র ২৯ কি ৩০ টি গ্রামে বিদ্যুৎ গিয়েছিল সেখানে বামফ্রন্টের আট বছরে ৫৫০ টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে আলো জ্বলছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই গ্র্যান্টস-ইন-এইডের রুল চালু করা হয়। এই রুলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা শিক্ষা বিভাগের প্রাইমারী শিক্ষকদের সমান মর্যাদা এবং বেতন পাচ্ছেন এইটা কি তারা কংগ্রেস আমলে কখনো ভাবতে পেরেছিলেন? তারা তো তখন খাঁচার মোরগ বলে নিজেদের মনে করতেন।

আজকে এখানে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে, এখানে সৈয়দ বাসিত আলি কংগ্রেসের সদস্য আছেন। এই "সৈয়দ" শব্দটি নামের আগে বসান যারা হজরত মোহম্মদ-এর বংশধর। হজরত মোহম্মদের বংশধর যারা তাদেরই "সৈয়দ" বলা হয়। কিন্তু পার্লামেন্টে মুসলমান মহিলাদের স্বার্থ বিরোধী যে বিল আনা হলো তিনি তো তার বিরুদ্ধে একটি কথা বলেন নি। বীরত্বের কাজ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরিফ

মোহম্মদ খান। তিনি এই বিলের প্রতিবাদ করে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। আমি মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসিত আলী মহোদয়কেও অনুরোধ করব মুসলমান মহিলাদের স্বার্থ বিরোধী এই বিলটির বিরুদ্ধে আপনিও প্রতিবাদ করুন, লজ্জা করবেন না, আপনিও আপনার পদ থেকে পদত্যাগ করে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করুন না।

স্যার, আজকে ওয়াকফ সম্পর্কে আমি দুটি কথা বলতে চাই। কংগ্রেস আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে ওয়াকফ ছিল। কিন্তু কোথায় এটি ছিল, এর সম্পত্তিই বা কোথায় ছিল সেটা কেউ জানত না। এই ওয়াকফের কর্মকর্তারা হতেন যারা কংগ্রেস করতেন। আগরতলার মসজিদ পট্টীর মধ্যে একটি রেষ্টুরেন্টে এই ওয়াকফের অফিস ছিল এবং এই ওয়াকফের যে সম্পত্তি তারও কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় তা কেউ বলতে পারতেন না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই ওয়াকফের সম্পত্তি গেজেটে নোটিফিকেশন দিয়ে তার যে কি পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে, কোথায় রয়েছে সেটা আয়নার মত পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তারপর বিভিন্ন মসজিদের সম্পত্তি, যেমন কৈলাসহরে, ধর্ম্মনগরে, কমলপুরে এই সকল মসজিদের কোন চিহ্নও ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই ওয়াকফের মাধ্যমে এই মসজিদের সম্পত্তি বের করে সেগুলি পরিচালনার জন্য ওয়াকফের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করেছেন। কাজেই জনগণের কাছে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করেছেন। এই সমস্ত কাজকর্ম দেখে এরা ঘাবড়ে গেছেন। আজকে এরাই গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বসতে পারেন না। এই যে বাজেটের বিরোধিতা আপনারা করছেন, নিশ্চয়ই এটা এই হাউসের বাইরে যাবে। মানুষ আপনাদের কি বলবে? লজ্জা তো থাকা চাই। তাই আমি মনে করি আপনাদের এই বাজেটকে সমর্থন করা উচিত এবং বিশেষ করে বাসিত আলী সাহেব এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এবং মুসলীম মহিলা বিলের উপর আলোচনা করবেন এবং আরিফ মহম্মদের মত নজীর রাখবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— বিগত কয়েক বৎসর আমরা দেখেছি যে এই সরকার একটা করহীন ঘাটতি বাজেট আনেন। এবারও তাই করেছেন। কিন্তু আসলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে করবিহীন বাজেট নাম দিয়ে ঠিক মাঝামাঝি সময়ে নূতন করে কর বসিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কাটার একটা ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বলছেন যে কেন্দ্র বঞ্চনা করছে। এই কথাটা অত্যন্ত জোরের সংগে বলা হয়। কিন্তু আসলে কথাটা কি

সেটা কেউ তলিয়ে দেখতে চান না। কেন্দ্র এই রাজ্যকে কিভাবে টাকা দিচ্ছে আমি তার একটা হিসাব দিচ্ছি গত কয়েক বছরের। তা থেকেই ব্যাপারটা বুঝা যাবে। ১৯৮৪-৮৫ সালে কেন্দ্র দিয়েছেন ১৬৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা গ্র্যান্ট-ইন-এড-এ। তার পরের বছর ১৯৮৫-৮৬ সালে দেওয়া হয়েছে ২২১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পরের বৎসরে ৬৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বেশী দেওয়া হয়েছে। তার পরের বছর ১৯৮৬-৮৭ সালে ২৩৯ কোটি ২৫ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা পাবেন বলে বলা হয়েছে। যদিও আমরা জানি তার চেয়ে অনেক বেশী দেওয়া হয়। যেমন বিগত কয়েক বৎসরে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দে আমরা দেখি ১৯৮৪-৮৫ সনে ৭১ কোটি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ধার্য্য করা হয়েছে এবং ১৯৮৫-৮৬ সনে ৮৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং তার পরেও আবার ১০ কোটি অর্থাৎ ৯৬ কোটি ৯৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৮৬-৮৭ সনে ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আমরা নিশ্চিতভাবে যে শেষ পর্যন্ত আরও বেশী টাকা পাওয়া যাবে যেমন বিগত বৎসরগুলিতে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কেন্দ্র এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছে এটা সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না। অতএব এই ভ্রান্ত আলোচনা থেকে আপনারা সরে দাঁড়ান। আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তখন প্রায়শঃই বলতেন যে একটা অংকের বাজেট করা হয়, কিন্তু পারফরমেন্স বাজেট নেই। তাহলে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি যে ১৯৭৮-এর নির্বাচনের পর থেকে এই পর্যন্ত উনার পারফরমেন্স বাজেটটা কি উনি যদি সভায় প্রকাশ করেন তাহলে আমরা খুশী হই। তবে যতটুকু জেনেছি ১৯৭৮-এ ক্ষমতায় আসার পরে বলেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৮২ শতাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে আছে। আর আজকে এত টাকা ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু একটা হাফ পারসেন্ট ও দারিদ্রসীমার নীচে থেকে উঠে আসে নি। কোথায়ও বলা হয় নি। কাজেই উনি একটা পারফরমেন্স বাজেট দেবেন আমি এটা বিশ্বাস করি। কেন্দ্রের বরাদ্দের ব্যাপারে বলা হয়েছে বঞ্চনার কথা। এটাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস যা পেয়েছে এই বামফ্রন্ট সরকার গত ৮ বছরে তার পাঁচগুণ বেশী পেয়েছে। সুতরাং এই কথাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ব্যাপারটা হচ্ছে নিজেদের ব্যর্থতার কথা বলতে গেলেই এইসব বলতে হয়। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা যদি না থাকে তাহলে কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। এই প্রশাসনিক বিশৃঙ্খল অবস্থায় ১৯৭৮ সনে ৩৬ জন খুন হয়েছে, ১৯৭৯ সনে ৭৪ জন, অর্থাৎ ক্ষমতায় আসার পরের বৎসরে এই খুনটা ডাবল হয়ে গেছে। ১৯৮০ সনে দাঙ্গা হয়েছে। তাতে মরেছে হাজার

দুই-এক-লোক। সেটা বাদই দিলাম। ১৯৮১তে ১০২টি খুন, ১৯৮২তে ১০৩টি খুন, ১৯৮৩তে ১৪৮টি খুন, ১৯৮৪ সনে ১৭৪টি খুন। মোট হিসাব করলে দেখা যায় যে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত প্রায় ছয় গুণ খুন ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী হয়েছে। সুতরাং এখানে যে আইন শৃঙ্খলা আছে এটা বলা যেতে পারে না।

এই গণ্ডাছড়া, ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চল। তবুও তুলনামূলকভাবে কম খুন হচ্ছে সেখানে। সেখানে গত বছর হয়েছে ২টা খুন, এবার হয়েছে ২টা খুন। তাও পলিটিক্যাল ডেথ এইগুলি নয়। স্বাভাবিক যেমন হয় তাই। অথচ দেখা যায় সেখান থেকে ৮১টা পরিবার ত্রিপুরা ছেড়ে চলে গেছে। কত বড় লজ্জার কথা! মানুষ না খেয়ে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চলে যাচ্ছে। এই যে কথাটা সেটা আমাদের সরকার বলছেন না। শুধু টি, ইউ, জে, এস,-এর উপর দোষ দিয়ে মূল কথাটাকে এরা চেপে দিতে চাইছেন। যদি টি, ইউ, জে, এস, উস্কানি দিয়েই থাকে তাহলে পুলিশ কোথায়, সরকার কোথায়? ওরা কি করছে? আর টি, এন, ভি, যদি হয়ে থাকে তাহলে তো সেটাকে ডিস্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করা হত। কিন্তু তা তো করা হয়নি। করা হয়েছে ডিস্ট্রেসড এরিয়া। এই তো সেদিনও আমরা দেখেছি গণ্ডাছড়া ব্লকে আনস্পেন্ট মানি রয়েছে। প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা। স্বভাবতই বুঝতে পারি যে, ঘটনাটা কী। যেখানে মানুষ খেতে পারে না সেখানে যদি ২৭ লক্ষ টাকা আনস্পেন্ট মানি থাকে সেখান থেকে মানুষ চলে যাবে এটা বলতেও সংকোচ লাগে। কত বড় প্রশাসনিক দুর্নীতি এটা হতে পারে? কিন্তু অন্যদিকে দেখুন, অম্পিতে গত ২৬শে জানুয়ারীতে ১০টা খুন হয়েছে। কই, সেখান থেকে তো একটা লোকও চলে যাচ্ছে না? তাহলে গণ্ডাছড়া থেকে কেন যাচ্ছে? মূল ব্যাপারটা কোথায়? সুতরাং আসলে ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণের জন্য বাজেট নয়। উপরন্তু উনাদের সমস্ত উক্তি যে ওরা কেবল গণতন্ত্রের কথা বলছেন যে, টি, এন, ভি, জংগলে থাকবে কেন, ওরা এখানে আসুক, গণতান্ত্রিকভাবে আসুক। স্বাধীন ত্রিপুরার পতাকা নিয়ে আসুক। এর চেয়ে উস্কানিমূলক কি হতে পারে, আমার জানা নেই। ওরা কোন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হয়ে বলছেন যে, টি, এন, ভি-রা জঙ্গলে থাকবে কেন? ওরা এখানে গণতান্ত্রিকভাবে আসুক, ওরা স্বাধীন ত্রিপুরার পতাকা নিয়ে আসুক, এর থেকে উস্কানির কথা আর কি হতে পারে? আমি বুঝতে পারছি না। ভারতের মানুষ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, এটা কোনদিন হতে দিতে পারে না, তারা যে গণতন্ত্রের স্বাদ ভোগ করছে, এটাকে তারা কোন দিন মুছে দিতে পারে না, তাদের দেশের সার্বভৌমিকতাকে এভাবে কেউ এভাবে জলাঞ্জলি দিতে চাইলে, তা দিতে পারে না। তাই আমি আপনাদের কাছে এই আহ্বান জানাচ্ছি

যে, এই সর্বনাশা উস্কানি দেওয়া থেকে আপনারা বিরত হউন। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় থাকলে ভাল হত, তাহলে আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারতাম যে, ১৯৬৯ সালের আপনাদের পার্টির দলিলে 'স্টেণ্ড অন আডিওলজিক্যাল ইস্যু' একথা আপনারা প্রচার করেন নি ? 'থিসিস অন লিবারেটেড এরিয়াস' এটা কি আপনারা প্রচার করেন নি ? এটা হয়তো অনেকের জানা না থাকতে পারে, কিন্তু এই ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিগন্ধ লোক আছেন, তাদের নিশ্চয় জানা আছে। আর আপনাদের এটার নাম কি সমাজবাদ ? এটার নাম কি আপনাদের প্রগতিবাদ ? যেখানে হাজার হাজার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, দেশের জন্য নিজেদের রক্ত দিয়েছেন, আজকে দেশের পতাকাকে যারা ভুলুণ্ঠিত করার জন্য যাদেরকে মদত দিচ্ছেন, তাদেরকে কি দেশপ্রেমনিষ্ঠ বলবো না, বলব ঐ কংগ্রেসকে ? মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আপনার মারফতে আমি জানাচ্ছি যে মানুষের প্রতি বেদনাহত হয়ে এই কংগ্রেসেরই এক নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি স্বর্গত লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যখন রেল মন্ত্রী ছিলেন, তখন সামান্য একটা রেল দুর্ঘটনায়, যে কয়জন লোকের প্রাণহানি হয়েছিল, তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে মন্ত্রীর পদত্যাগ করেছিলেন, সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন ? তাই আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একজন মানুষ হয়ে মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, সেই রকম একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনিও পদত্যাগ করুন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও দাবী রাখছি যে, অবিলম্বে টি, এন, ভি-কে ব্যাণ্ড করুন, যে দল আমাদের সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, যে দল বাইরে থেকে আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে নষ্ট করতে চায়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যারা বিশ্বশান্তিকে কেড়ে নিতে চায়, সেই যে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, সেখানকার মায়েরাও আজকে রাস্তায় নেমে পড়ছে এবং বলছে যে, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তি চাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সেখানেও একটা অবক্ষয় চলছে, আবার আমাদের এই দেশেও অবক্ষয় চলছে। তবে এই অবক্ষয়ের নমুনার দেশে দেশে ব্যতিক্রম আছে, এই যা। তাই আপনাদের দলের যদি অবক্ষয় না হয়, তাহলে স্কুল কলেজগুলিতে নির্বাচন হচ্ছে না কেন, প্যাক্স এবং ল্যাম্পসগুলিতে নির্বাচন বন্ধ রাখা হচ্ছে কেন ? এটা কোন ধরণের প্রগতিবাদ, এটা কোন ধরণের মার্কসবাদ ? তাই আমি আবেদন রাখছি

যে, আপনারা এই চিন্তা থেকে বিরত থাকুন, ত্রিপুরা রাজ্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করুন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে নিয়ে এভাবে আর ছিনিমিনি খেলবেন না, এটা বন্ধ করুন। আপনাদের এই বাম রাজত্বে যে উগ্রপন্থী মানুষ মারবে, অর্থাৎ মরবে সে পাবে অনুদান, আর যে উগ্রপন্থী মারবে সে পাবে স্টেট রিওয়ার্ড, এটাকে কি দিয়ে অভিনন্দন জানাব, আমি বুঝতে পারছি না। তাই মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি বলতে চাই যে, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের তথা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য এখানে পেশ করা হয় নি বা এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কোন সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে আসে নি, এটা এসেছে মানুষের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে, সেজন্যই আমি এই বাজেটকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমীর কুমার নাথ :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, গত ১৭ই মার্চ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই সভার সামনে ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, সেটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। এই যে বাজেট এসেছে, এই বাজেট বরাদ্দের প্রতিটি টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হবে, এতে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাই এই বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এই রাজ্যের পানীয় জলের ব্যাপারে কয়েকটা কথা, এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমাদের এই রাজ্যে মোট ১৮টি ব্লক আছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই ১৮টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় এসে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করে দিয়েছে, সেগুলিতে টিউবওয়েল, রিং-ওয়েল অথবা মার্ক-টু যেটা যেখানে প্রয়োজন, সেটা করে পানীয় জলের যে অভাব ছিল, সেই অভাব পূরণ করতে যথাসাধ্য করে চলেছে। আর যেখানে এগুলি করা সম্ভব নয়, সেখানে ওয়াটার রিজার্ভ করে, লোকেরা যাতে পানীয় জল পেতে পারে, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমাদের উল্টো দিকে বিরোধী দলের যে সব ট্রাইবেল বন্ধুরা রয়েছেন তারা ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায় কোথায় পানীয় জলের ব্যবস্থা সরকার করতে পেরেছেন, সেগুলি দেখে আসতে পারেন। আমি অন্তত: আমার ধর্মনগর এলাকার জায়গার নাম বলতে পারি, যেমন ধরুন ধর্মনগরের কুর্তি, বালীধুম এবং দামছড়া, এছাড়া পানিসাগর এলাকায় বিভিন্ন জায়গাতে আগে যেখানে পানীয় জলের সামান্যতম ব্যবস্থাও ছিল না, সেই সব জায়গাতে সরকার পানীয় জলের সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা এই বাজেটের বিরোধীতা করে চলেছেন।

জানি না, তাদের এই বিরোধীতা সরকারের বিরোধীতার নামান্তর কিনা। হয়তো বিরোধী দলে বসেছেন বলে বিরোধী বক্তব্য পালন করছেন। আর বাজেট সম্পর্কে আরও যে অনেক কিছু আলোচনা করার আছে, সেগুলি সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। আমি আপনাদের চেলেঞ্জ দিয়ে আহ্বান করতে পারি যে, আপনারা আমার যে গাঁওসভা বালাধুম সেখানে গিয়ে আপনারা দেখে আসতে পারেন, সরকার সেখানকার পানীয় জলের জন্য কি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেখানে টিউব-ওয়েল, রিং ওয়েল অথবা মার্ক-টু বসিয়ে যে জল পাওয়া যেতো না, সরকার রিজার্ভার করে দিয়ে সেই এলাকার মানুষের জলে প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঐ রিজার্ভারের জল দিয়ে চাষী, তাদের মাঠে ফসল ফলাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন। তবু বিরোধী দলের ট্রাইবেল বন্ধুরা, সেই সব কথা এখানে বলবেন না, কারণ তাদের কাজই হচ্ছে সরকার যা কিছু ভাল করেন, তারও বিরোধীতা করা। কাজেই এই সমস্ত কাজের কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। আজকে আমাদের ত্রিপুরায় এই যে ১৮টি ব্লক আছে সেই ব্লকগুলি পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের অর্থের দরকার আছে। এবং আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারি যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যেখানে টিউব-ওয়েলের সংখ্যা ছিল ৩/৪ শত আজকে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিউব-ওয়েলের সংখ্যা হয়েছে দুই থেকে তিন হাজার। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি বামফ্রন্ট সরকার গ্রাম ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু করার পরেও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বামফ্রন্ট সরকারের উপর নানাভাবে দোষারূপ করছেন। উনারা এটা স্বীকার করতে পারছেন না যে, পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে আমি এই কথা বলছি না যে, বামফ্রন্ট ত্রিপুরায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করে ফেলেছে, সেই কথা আমি বলছি না। কাজেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গত ১৭ই মার্চ এই হাউসে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৭ই মার্চ এই হাউসে যে, ৩৭১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেছেন এবং এই

বাজেট পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতে শুরু করলেন যে, এই বাজেট এমন একটা সময়ে পেশ করতে হয়েছে যখন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি দ্রুত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ক্রমাগত যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা সমগ্র পৃথিবীকে আনবিক যুদ্ধে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে তা সমস্ত শান্তিকামী মানুষের কাছেই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। হ্যাঁ, এই কথাটা ঠিক যে, শান্তিকামী মানুষের কাছে এটা উদ্বেগজনক। কারণ তিনি আগে থেকেই আমাদের জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন—আমরা জানি যে. চঞ্চলমতি শিশুদের বাবা ও মায়েরা তাদের ভয় দেখায় যে. "তোমরা বাইরে যেও না কারণ বাইরে ভূত আছে", এইভাবে ভয় দেখিয়ে থাকে. ঠিক তেমনি ভাবে বামফ্রন্ট সরকারও আমাদের এইভাবে ভয় দেখাচ্ছেন বিরোধী পক্ষ থেকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে না। এই হল তাদের ঘোষণা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়, ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।. কিন্তু এর কোন গ্যারেন্টি এই বাজেটে নেই। এখানে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। প্রতিনিয়ত মানুষ খুন হচ্ছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নাই। যেখানে আজ আমরা দেখছি মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, ঐ আমেরিকার মানুষ। কিন্তু তার উল্টো চেষ্টা চলছে। এখানে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখা হয়েছে। মানুষ খেতে না পেয়ে হা অন্ন হা অন্ন করে ঘুরছে। ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে এবং তাদের কর্মসূচীর সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা বাস্তবকে স্বীকার করতে পারছে না। এখানে লেখা হয়েছে যে শতকরা ৩০ জনকে মাতৃভাষায় মানে "ককবরক ভাষায়" শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানবেন না, মাননীয় সদস্য গোপাল বাবু ও কেশব বাবু জানেন। কেশব বাবু বি, ডি, সি'র চেয়ারম্যান। যে সমস্ত এলাকাতে উদয়পুরে ১০০ পার্সেন্ট ককবরক ভাষাভাষী অথচ সেখানে ককবরক শিক্ষা দেওয়া হয় না। যেমন খুপিলং এস, বি, স্কুল; পদ্মরাম জে, বি, স্কুল; রাইয়াবাড়ী জে, বি, স্কুল; শুংক্রুংবাড়ী জে. বি, স্কুল; তুইহরুচুং বাড়ী জে. বি, স্কুল। পক্ষান্তরে যেগুলি ককবরক ভাষাভাষী এলাকার স্কুল নয় সেখানে ককবরক শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন কাশামাধুম জে, বি, স্কুল; মনিয়াং জে, বি, স্কুল; বাগমা তাম্পুইহাং জে, বি, স্কুল। মাননীয় স্পীকার স্যার, বন দপ্তর। রাবার বাগান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ১৯৮৬-৮৭ সনে ৭০০ হেক্টর জমি প্রস্তুত। মনে পড়ে ১৯৬৯ সালে শচীন্দ্রলাল সিংহের আমলে গর্জির কাছে প্যারাভিয়াতে রাবার বাগান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যজ্ঞেশ্বর ত্রিপুরাকে খুন করা হয়েছিল। কারা করেছিল? আজ যে পার্টি এই ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় বসে আছে, মুখে বলছে রাবার বাগান করবে তারা। ওরা যদি রাবার বাগান প্রেমী হত তাহলে মোহিনী ত্রিপুরাকে মরতে হত না। এখানে বড় বড় বুলি দিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা লুটছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীকে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন এই কথা বলে অপমান করতে চাই না। এটাকে বিকলাঙ্গ বাজেট বলাই শ্রেয়। কর বিহীন বাজেট। রাতের অন্ধকারে ত্রিপুরার মানুষের উপর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার কর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার নাকি পতিতালয় করবে মোহনপুরে। কিন্তু এই বাজেটে নির্দিষ্ট কোন গ্যারেন্টি আছে? এই বাবতে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। সবচেয়ে আমি বিস্মিত হই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেট

পেশ করে বললেন যে ২ × ০·৫ মেগাওয়াট সম্পন্ন টিউবুলার টারবাইন ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রকল্প হবে। নূতন প্রকৌশল। প্রস্তাব আছে। এই কথা বলেছিলেন উনি ১৯৮৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে। এই পরে বক্তব্য রাখলেন যে এই বৎসর মার্চ মাসে ২ × ০·৫ মেগাওয়াট জল বিদ্যুৎ চালু হবে। ১৯৮৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী চালু হবেই এই কথা বলেছেন। আর এই মার্চ মাসে এসে বলছেন, প্রস্তাব আছে। স্যার, কোনটাই ঠিক নয়। এই যে তারতম্য, এই যে ব্যবধান সেটা কি? স্যার, আর একটি মজার ব্যাপার হলো, বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্য্যাবলী দ্বারা বিদ্যুৎ দপ্তরকে অসহায় প্রতিপন্ন করছে। বলা হয়েছে, ১৯৮৬-৮৭ সালে ১৬২টি গ্রামে বিদ্যুৎ যাবে এবং ৬০০টি পাম্প বৈদ্যুতিকরণ দেওয়া হবেই। এটা স্যার, জানুয়ারী মাসের সেসানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন। আর আজকে ১৭ই তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ১৯৮৬-৮৭ সালে ৯৮৫টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। আর দু'মাস পরে আজকে এই কথা বলছেন। এই যে বক্তব্যের মধ্যে তারতম্য এটা আমরা কিসের কারণে বিশ্বাস করব? কাজে কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এইখানে আইন তৈরী করা হয়, পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। কিন্তু সেই আইন বলবৎ করা হয় না, পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হয় না। এই হচ্ছে, সরকারের অবস্থা।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নির্লজ্জভাবে বক্তব্য রাখছেন। উনার বক্তব্য মিথ্যা। অসত্যে ভরা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, নির্লজ্জ কথাটি আন-পার্লামেন্টরী। কথাটা মাননীয় সদস্যকে তুলে নিতে বলুন।

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমি এখানে প্রমাণ দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— ১৩ মাথারে কি লেখা আছে আপনারা দেখুন।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে পুরোপুরি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮৬-৮৭ সালের যে বাজেট এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন আমি আর. এস, পি,-র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই বলতে হয় বিগত ৮ বছর ধরে এই সরকার যে বাজেট পেশ করে আসছেন তাতে একটি জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে, এই বাজেটগুলি হলো করহীন বাজেট, যা ভারতবর্ষের একমাত্র পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন রাজ্যে দেখা যাবে না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যখন আজকে বাজেট অধিবেশন চলছে তখন লক্ষ্য করছি, পাশাপাশি কেন্দ্রের যে বাজেট পেশ হয়েছে সেই বাজেটে কি আছে। সেই বাজেটের সঙ্গে যদি আমাদের বাজেটের তুলনা করি, তাহলে পার্থক্য কোন জায়গায় আছে তা দেখতে পাব দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমাদের এই বাজেট, তাহলেও আমরা বলতে পারি, এটা অভিনন্দনযোগ্য বাজেট। আমাদের যা সম্পদ এই সম্পদের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের যে সমস্যা রয়েছে তা সম্পূর্ণ সমাধান করার মত সচ্ছলতা এই ত্রিপুরা রাজ্যের নেই। কাজেই এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসাবে, ত্রিপুরার পশ্চাৎপদ অর্থনীতি চাঙ্গা করে তুলতে আরো অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য করার। কিন্তু তা না করে পিছিয়ে দেওয়ার যে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি সেই নীতির দ্বারা রাজ্য বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে দীর্ঘ দিন ধরে দাবী করা সত্বেও তা হচ্ছে না। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর, অনেক দাবী দাওয়ার পর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে অনেক লড়াই করার পর আমরা শেষ পর্য্যন্ত জানতে পারলাম, আগামী ২৮শে মার্চ পেচারথল পর্য্যন্ত রেল আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগরতলা পর্য্যন্ত কবে ত্রিপুরার মানুষের সহিত রেলের নাড়ীর যোগাযোগ ঘটবে এখনও আমরা তা জানতে পারি নি। আমাদের মাননীয় পূর্তমন্ত্রী ৭ম ফিন্যান্স কমিশনের কাছে আমাদের দাবীর কথা উত্থাপন করেছিলেন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। কিন্তু সে ব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, আমরা যা বলে থাকি, উত্তর পূর্বাঞ্চলকে পিছিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রের যে চক্রান্ত চলছে তা সত্যে প্রমাণিত হয়। দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে উপেক্ষিত হয়ে আসছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই করহীন বাজেটে আমরা দেখছি যে, ৩০৫ কোটি টাকার বাজেট সেখানে কিছুটা ঘাটতি থাকবে। কারণ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন, আমাদের সহায় সম্পদের অভাব বলেই

এই ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। কিন্তু, আমরা যদি পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট দেখি, তাহলে দেখতে পাব, কি বিরাট পরিমাণ ঘাটতি সেখানে রয়েছে। এই ঘাটতি মেটাতে পরোক্ষ কর যা বসানো হবে তা এই ত্রিপুরা রাজ্যেও বর্তাবে। কারণ, ৬৫০ কোটি টাকার দরকার। এর আগেও কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছিলেন, তার যে ঘাটতি ছিল তা মেটাতে করের বোঝা থেমে থাকে নি। কাজে কাজেই এইখানেই যে এই ঘাটতির সীমাবদ্ধ থাকবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। এবং তার গ্যারান্টিও মাননীয় অর্থমন্ত্রী দিতে পারেন নি। এর জন্য অতিরিক্ত কর বসানো হবে বিভিন্ন জিনিসের উপর। বিশেষ করে পরোক্ষ করের দায় দায়িত্ব সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমরা দেখছি, শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের ধনবাদী সরকার তাঁর সংসদীয় নীতির উপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না। আর এটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, বাজেট পেশ করার আগেই তাঁরা যেভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতার মাধ্যমে পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়িয়েছেন তার একটি চিত্র আমি আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই, তাঁরা কিভাবে প্রতি বৎসর বাজেট অধিবেশনের আগে করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। কারণ তাঁরা জানেন, বাজেট অধিবেশনে এই প্রস্তাব যদি আসে, তাহলে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, বিরোধীরা চেপে ধরবে, তাঁদের প্রশ্নের জবাব তাঁরা দিতে পারবেন না। তার জন্যই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে নীতি গ্রহণ করতেন ঠিক একই কায়দায় তাঁরাও তা করছেন। আমরা দেখছি, পেট্রোলিয়ামজাত জিনিসের দাম কিভাবে বাড়িয়ে চলেছেন। ৮/৬/৮০ সালে পেট্রোল-এর দাম বেড়েছিল ৫.১৪ টাকা, ১৩/১/৮১তে ৫.৫৪ টাকা। ১৩/৭/৮১তে ৬.১৩ টাকা ১/৪/৮৪ তারিখে ৬.২৪ টাকা মার্চ ১৯৮৫তে ৭ টাকা। আর সবশেষ হয়েছে, ১/২/৮৬তে ৭.৫৪ টাকা। শুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে ডিজেলের দামও বেড়ে গেছে। ১৯৮০ ইং সালে ডিজেলের দাম ছিল ২.৩৪ টাকা, ৮১ইং সালে ২.৬৬ টাকা, ১৩/৭/৮১ ইং সালে ৩.০১ টাকা, ১/৫/৮৪ইং সালে ৩.৩০ টাকা, মার্চ ৮৫ ইং সালে ৩.৩৯ টাকা, ১/৩/৮৬ ইং তারিখে ৩.৫৮ টাকা। অনুরূপভাবে কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৮০ ইং সালে কেরোসিনের দাম ছিল ১.৫৬ টাকা, ১৩/১/৮১ সালে ১.৬০ টাকা, ১৩/১/৮১ সালে ১.৭৫ টাকা, ১/৪/৮৪ইং সালে ১.৯৬ পয়সা, মার্চ ৮৫ইং সালে ২.১১ পয়সা এবং ১/২/৮৬ ইং সালে ৩.৩৪ পয়সা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তাল পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে তিল পরিমাণ দাম কমানো, ৩, ৪, ৮, পয়সা দাম কমিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটা প্রহসন করছেন। কেরোসিনের দাম ৯ পয়সা, ডিজেলের দাম ৮ পয়সা পেট্রোলের দাম ১১ পয়সা কমিয়ে কেন্দ্রের ধনবাদী সরকার ধনিক শ্রেণীদের মুনাফা লুঠার

একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। তারা এই মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়েছেন, যেহেতু পেট্রোলজাত জিনিষের ব্যবহার বেড়েছে, এই দাম বৃদ্ধির ফলে এর ব্যবহার কমে আসবে এবং এক সময় সঞ্চয় হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলজাত জিনিষের দাম কমে গেছে, অথচ ভারতবর্ষে পেট্রোলজাত জিনিষের দাম বাড়ানো হয়েছে। এখানে তাদের যুক্তি হচ্ছে আগামী দিনে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলজাত জিনিষের দাম বাড়বে তখন ভারতবর্ষে দাম বাড়ানো হবে না। কিন্তু আমি এখানে যে স্টেটিসটিকস এখানে দিয়েছি, ১৯৮০-৮৬ ইং সন পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধিরোধ হয় নি, ক্রমাগত উর্দ্ধমুখী হয়েছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার দাম বাড়াবেন না এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। তারপর স্যার, কেন্দ্রীয় বাজেটে ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করে গরীব মারার একটা ব্যবস্থা করেছেন। একদিকে তারা সাধারণের ব্যবহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের উপর করারোপ করছেন, অপরদিকে শিল্পপতিদের দেয় সারচার্জ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত কর থেকে যে আয় হবে, তাতে কেন্দ্রের ভাগে পড়বে ৪৩১ কোটি টাকা, আর রাজ্যগুলির ভাগে পড়বে ৩৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। এই ভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট রচনা করেছেন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে, আর পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকার বাজেট প্রণয়ন করেছেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫৬ কোটি ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। আমাদের মূল বাজেটের ১৫.১২ পার্সেণ্ট বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষার উপর এবং এটাই সবচেয়ে বেশী। তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে বরাদ্দ রেখেছেন শতকরা এক ভাগেরও কম। দৃষ্টিভংগীর এইখানেই পার্থক্য। কেন্দ্রীয় বাজেট এবং রাজ্য বাজেটের মধ্যে এই হচ্ছে গুণগত পার্থক্য। এখানে অনেক সদস্যই আলোচনা করেছেন, মহারানী বিভু দেবীও আলোচনা করেছেন। উনি যে ভাবে আলোচনা করেছিলেন, মনে হচ্ছিল উনি একটা স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে সামন্ততান্ত্রিক যুগে, রাজা মহারাজার আমলে মানুষ নাকি সুখে শান্তিতে বসবাস করত। উনি ইতিহাসের চাকাটাকে পিছনে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছেন। যদি মানুষ সেদিন সুখেই থাকত তাহলে এখানে রিয়াং বিদ্রোহ হয়েছিল কেন? কুকী, হালামরা বিদ্রোহ করেছিল কেন? উনি উনার ভাষণে সে কথা বলেন নি, শুধু রাজা মহারাজাদের গুণগান করে গেছেন, নিপিড়ীত মানুষের কথা বলেন নি। তারপর মাননীয় সদস্য শ্যামা বাবু বলেছেন যে, কংগ্রেস আমলে নাকি কক-বরককে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাসের কোন জায়গায় লেখা আছে শ্যামাবাবু বলতে পারেন যে কংগ্রেস আমলে কক-বরক ভাষা

স্বীকৃতি পেয়েছিল ? বামফ্রন্ট সরকার এসে প্রথম কক-বরক ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করেছিল। শ্যামা বাবু ইতিহাসকে বিকৃত করে দেখানোর চেষ্টা করছেন। বামফ্রন্ট সরকার এসে ৬ষ্ঠ তপশীল নিয়ে লড়াই করেছেন, সুখময় বাবুর আমলে ৬ষ্ঠ তপশীল হয়নি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই ৬ষ্ঠ তপশীল হয়েছে। ইতিহাস আপনারা ভুলে যাবেন না। তারপর মাননীয় সদস্য রতিবাবু বলেছেন গর্জিতে ফরেষ্ট বাগান কেটে শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু রতিবাবু নিশ্চয় জানেন যে, যে ট্রাইবেল অধিবাসীরা সেখানে ছিলেন, সেই গণেশ জমাতিয়া, মানিক জমাতিয়া, সরলপদ জমাতিয়া, কান্ত নোয়াতিয়া, অনন্ত নোয়াতিয়া তাদের বাড়ীর উঠানের উপর গাছ লাগানো হয়েছিল, চীফ কনজারভেটর অব ফরেষ্ট নরেশ ভট্টাচার্য্য সেদিন গাছ লাগানোর নামে ট্রাইবেলদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছিল, সে কথাতো উনি বলেন নি। স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেট ত্রিপুরাবাসীর সার্বিক মঙ্গল সাধন করবে, কিন্তু রাজ্যের মানুষের মৌল সমস্যার সমাধান করতে পারে না যতদিন না এই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৬-৮৭ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই বাজেটের বিরোধীতা করে যে সব বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি শুনলে সত্যি অবাক লাগে এই কারণে যে, উনারা বলছেন দেশের উন্নতি হচ্ছে না, বামফ্রন্ট সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কিছুই করছেন না। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সব সময়ই বাইরে এই সমস্ত কথা বলে থাকেন তাই এই বিধানসভার মধ্যে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে যখন কোন বাজেট রচনা করা হয় তখন তাঁরা সেই বাজেটের বিরোধীতা করেন। তাদের আলোচনা শুনলে মনে হয় বিরোধীতা করতে হবে তাই বিরোধীতা করেন। তাঁদের আসল কথা হলো, কেন বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ট্যাক্স বসালেন না, স্কুলের বেতন দিয়ে ছাত্রদের পড়তে হবে এই ব্যবস্থা করলেন না কেন, মিড-ডে-মিল বন্ধ করে দিয়ে গরীব ছাত্রদের কেন মারার বন্দোবস্ত হলো না, কেন তাঁতীদের বিনা পয়সার সূতা দেওয়া হচ্ছে এবং গরীব

অংশের মানুষকে কর রেহাই দিয়ে কেন সাহায্য করা হচ্ছে, এই হচ্ছে বিরোধী দলের ভূমিকা! তাই আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, কংগ্রেস সরকার তো ৩০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে রাজত্ব করেছেন কিন্তু আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কি করেছেন, বলতে পারেন কি? ত্রিপুরা রাজ্যে জলের অভাব সব সময়ই ছিল বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে জলাভাব এটা নূতন ঘটনা নয়। যারা ত্রিপুরা রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁরা দেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জলের এই করুণ অবস্থা। মাঘ মাস থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে জলাভাব দেখা দিত এবং বৈশাখ মাস পর্যান্ত চলতো, তাই সেই সময় এক বালতি জল দিয়ে ৩/৪ জনকে স্নান করতে হতো। কিন্তু সে সময় কংগ্রেস সরকার সেই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে একটিও টিউব-ওয়েল বসান নি। এই জল নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারী হয়েছে, মারামারি হয়েছে। শুধু পানীয় জল খাওয়ার জন্য নয় সমস্ত কাজেই জলের প্রয়োজন হয়। সেই ১৯৪৭ সালে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের চাষের মাঠের কি অবস্থা, সেই সমস্ত মাঠগুলিতে কি তাঁরা কখনও জল দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন? মাননীয় সদস্যরা বলতে পারবেন কি? তাই বলছি কংগ্রেস আমলে জলের অভাবে অনেক মাঠ পতিত পড়ে থাকতো, কারণ জল না থাকলে চাষ হবে কি দিয়ে? তাই তখন চাষীদের ঘরে খাদ্যের অভাব থাকতো। এই সমস্ত জিনিষ বামপন্থী লোকেরা সব সময় অনুভব করতেন তাই ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে আমরা করতে পারি নি, কারণ তখন বর্ষা এসে গিয়েছিল। তাই ১৯৭৯ সালে গজারিয়াতে হাওয়রের উপর একটা বাঁধ দিয়ে আমরা জলের বন্দোবস্ত করেছি ফলে ১০ হাজার লোক সেখানে উপকৃত হয়েছেন। এখন সেখানকার কৃষকরা বলছেন, আমরা খুব উপকৃত হয়েছি। কারণ আমাদের জমি এখন আর জলের অভাবে পতিত পড়ে থাকে না। শুধু এটাই নয় বামফ্রন্ট সরকার গরীব, মেহনতী মানুষের জন্য অনেক কিছু করেছেন, জল সেচের ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যুতের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামের মানুষ কি কখনও ভাবতে পেরেছেন যে গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইট যাবে? ভাবতে পারেন নি। তাই বলছি বামফ্রন্ট সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এই ৮ বছরে অনেক কিছু করেছেন যা কংগ্রেস সরকার তাঁর ৩০ বছর শাসনের মধ্যেও কিছু করতে পারেন নি। বিদ্যুৎ দিয়ে শুধু আমাদের ঘরের চাহিদাই পূরণ হয় না বিশেষ করে ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে এই বিদ্যুৎ বিশেষ প্রয়োজন। টিউব-ওয়েল বসাতে গেলে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ডিপ টিউব-ওয়েল বসাতে গেলে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, তাছাড়া, ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ একান্ত

প্রয়োজন। কারণ ছোট, বড়, মাঝারি সব রকম ইণ্ডাষ্ট্রির জন্যই বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অনেকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিকল্পে কিছুই করেন নি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পদ বলতে কিছুই গড়ে উঠে নি। আপনারা সম্পদের কথা বলছেন? কী সম্পদের কথা বলছেন? এই বামফ্রন্ট সরকার মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন এটা কি একটা সম্পদ নয়? ত্রিপুরার চা বাগান করেছেন এটা কি সম্পদ নয়, রাবার বাগান করেছেন এটা কি সম্পদ নয়? সম্পদটা কী সেটা তো বলতে হবে। প্রতি বছর অনেক ছেলে ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে এবং ডাক্তার হয়ে আসছে এটা কি আমাদের সম্পদ নয়? কোনটা আমাদের সম্পদ? কত ছেলে ডাক্তারী পড়ার জন্য প্রতি বৎসর বাইরে যাচ্ছেন। শিক্ষিতের হার যদি বেড়ে থাকে তবে সেটা সম্পদ না ওদের কাছে। আজকে টি, আর, টি, সি যদি না থাকত আজকে যদি টি, আর, টি, সি বন্ধ হয়ে যায় আজকে আগরতলা থেকে ধর্মনগর যেতে যে ভাড়া তার ৩ গুণ বেড়ে যাবে। জুট মিলের কথা বলেছেন। অনেকেই জানেন ১ ঘণ্টার বেশী যদি লোডশেডিং হয় তাহলে ১০ হাজার টাকার মত ক্ষতি হয়। কাজেই জুট মিল চালাতে গেলে টাকার প্রয়োজন আছে। এগুলি তাদের কাছে এসেট না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে বাজেট এসেছে তা জনকল্যাণমুখী, তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসিত আলী।

সৈয়দ বাসিত আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সদস্য এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন ট্রেজারী বেঞ্চের পক্ষ থেকে, বিরোধী বেঞ্চের পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্য আমি শুনেছি। কিন্তু আমি এইখানে দুঃখ প্রকাশ করছি এই কারণে যে এখানে মাননীয় সদস্য যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা যারা দরিদ্রতম ভাবে জীবন যাপন করছেন যারা অনাহারক্লিষ্ট মানুষ তাদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। যারা মনে করেছিল, যাদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে এই বাজেটের দ্বারা উপকার হবে, এই বাজেটের উপর অনেক গরীব

লোকের জীবন নির্ভর করে তা আমরা বাজেটের মধ্যে দেখতে পাইনি। শুধু এইখানে চলছে গ্রামের একটি প্রবাদ আছে যে, "পাটা পোতায় ঘষাঘষি, মরিচের জান যায়।" এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা ত বাঁচতে চাই, মোটা ভাত, মোটা কাপড় পড়ে আমরা বাঁচতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যখন রাস্তা দিয়ে যাই তখন দেখি এম, এল. এ হোষ্টেল, আগে ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন। সেই বাসভবনে এখন এম, এল, এ-রা থাকেন। তাদের জন্য গদীঅলা বিছানা। তারা কি করে অনুভব করবেন গ্রামের মানুষের কথা? তারা কি করে অনুভব করবেন যারা অনাহারক্লিষ্ট হয়ে ছেড়া কাথায় দিন যাপন করছে তার অনুভূতি? তাদের কথা ভাববার মত কেউ নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুদিন যাবৎ আমাকে কিছু লোক জিজ্ঞাসা করছে, আপনার ভাষণগুলি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে চলে যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারিনা, আজকে যারা গ্রামে আছে দরিদ্র অবস্থায় তাদের বাঁচার কথা বললে ওরা চীৎকার দিয়ে উঠবেন। দারিদ্র সীমার নীচে যারা বাস করে তাদের কথা বললেই বলেন, আপনি ত কমরেড হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আমি খাঁটি কমরেড। যারা দরিদ্র ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ তার মধ্যে বেশীভাগ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে তাদের কাছে আমি কমরেড, তাদের জন্য আমি কমরেড। আমি মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ করব, তিনি যেন ৫ মিনিটের জন্য হলেও তার গ্রামের মানুষের খবর নেন। তাদের অবস্থাটা কি? কতটুকু পারা যাবে না যাবে, তা পরে দেখা হবে। অনেকে বলে থাকেন যে, মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী দলবাজি করে থাকেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রীর কাছে বন্যা কবলিত এলাকায় যারা দুর্বিসহ অবস্থায় দিনযাপন করেন তাদের কথা আমি তুলে ধরছি। যে কথা মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী জ্ঞাত আছেন। যাদের চাকরীর দরকার, চাকরী পেলে পরে জীবন বাঁচতে পারে তার কেন চাকরী হবে না? যারা মনে করে চাকরী পেলে পরে বাঁচতে পারে তাহলে সরকার কেন তাদের চাকরী দেবেন না? আমি আরও বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাদের চাকরীর দরকার তাদের চাকরী যদি না দেন তাহলে আমি অনাহারে মৃত্যু বরণ করব না হয় আপনি দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি রাস্তাঘাট-এর কথা। অনেকে আছেন যারা রিক্সা চালিয়ে দিনযাপন করে, যারা ঠেলা চালিয়ে দিনযাপন করে। তাদের কথা চিন্তা করে রাস্তাঘাট ঠিক করা দরকার। মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী, তিনি সেখানে গিয়ে সরেজমিনে দেখেন এবং রাস্তার কাজ করছেন তার জন্য আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমি আরও দাবী

জানাচ্ছি কৈলাশহরের বন্যা কবলিত মানুষের যে অবস্থা হয় সেটা উপলব্ধি করে তিনি সেখানে যাবেন এবং তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আর একটি কথা বলতে হয়। পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বাজেটের মধ্যে যা ধরা হয়েছে আমরা বিরোধী দলের সদস্যরা কেন বিরোধীতা করছি? তার নিশ্চয়ই কারণ আছে। এইটা বুঝতে হবে। ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের তা বুঝতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে টাকা বার বার আসছে, হয়তো আরও বেশী টাকা আসবে, কিন্তু রাজ্যের অশুভ শক্তি জনগণের এই টাকাকে গ্রাস করছে। সেটা আমরা দেখেছি কয়েকটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, যেমন পঞ্চায়েতগুলির হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা এই সরকার দিচ্ছে দরিদ্র মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য, কিন্তু দরিদ্র মানুষ তার কিছুই পান না, সব টাকা চলে যায় অশুভ শক্তির কবলে, ফলে গ্রামের দরিদ্র জনগণ হয় শোষিত ও বঞ্চিত। বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের জন্য যে জিনিষগুলি করা দরকার এবং তার জন্য বন্ধু সরকার যে টাকা দিচ্ছে সে টাকা গ্রামের জনগণ পাচ্ছে না। এই সরকার যে টাকা দিচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পে দরিদ্র মানুষের জন্য বি ডি সি গুলিকে তা যাতে সাধারণ জনগণ পায় তার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা সরকারকে নেবার জন্য আমি আবেদন রাখছি। আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছি যে, কিছুদিন আগে পঞ্চায়েতগুলির জন্য যে বীজ স্যার দেওয়া হয়েছে সেগুলি গ্রামের জনগণ পায় নি। তিনি বলেন যে, সমস্ত পঞ্চায়েতের মধ্যেই সার ও বীজ দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি সমস্ত জনগণ পেয়েছে। আমি বললাম যে, আমাদের কাছেতো মানুষ বলেছে যে, আমরা কিছুই পাইনি। এই অবস্থায় বন্যাপীড়িত এলাকাগুলির জন্য অনেক সময় যে সাহায্য করা হয়, যেমন সার বীজ দেওয়া হয়, আমি নিজে গ্রামে গিয়ে দেখেছি যে, সেগুলিও মানুষ পায় না। সবই অশুভ শক্তির কবলে চলে যায়। এই যে অবস্থা, এই অবস্থায় আমাদেরই নিরাপত্তার অভাব, গ্রামের সাধারণ মানুষ তো অভাবই

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

সৈয়দ বাসিত আলী :— স্যার, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা, আপনাকে দুই মিনিট সময় দিলাম।

শ্রীসৈয়দ বাসিত আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটের

মধ্যে এখানে কুটির শিল্প-এর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন, তা অবশ্যই আশাপ্রদ। কিন্তু একটা কথা এখানে বলতে হয় যে, আজকে বার বার বিধানসভায় জুট মিলে এক কোটি টাকার লোকসান হয়েছে এবং সেখানে কোন উন্নতি হয়নি বলতে শোনা যায়। তখন গ্রামের মানুষ আমাকে বলল যে এর ব্যাপারটা কি, আমি নিজেও জানি না যে, আসল ব্যাপারটা কি, তখন আমি খোঁজ নিলাম এবং খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, ব্যাংক থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে এই জুটমিল করেছে এবং এর মধ্যেই সেই ঋণের ৪ কোটি টাকা শোধ করা হয়েছে, এমতাবস্থায় বার বার বলা হচ্ছে যে লোকসান হচ্ছে। আমি দেখেছি উদয়পুরের একজন বেকার ১৯৮২তে ব্যাংক থেকে ১৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটা রাইস মিল করেছে এবং গত তিন বছরে সে ৫ হাজার টাকা সুদ দিয়েছে, আর আড়াই হাজার টাকা দিয়েছে কারেন্টের বিল। এই বন্যা পীড়িত এলাকায় তার লাভ লোকসান যাই হোক, মিল চলুক আর না চলুক সাড়ে সাত হাজার টাকা তাকে দিতে হয়েছে। সুতরাং আমরা আজকে এখানে এই অবস্থায় যে বাজেট দেখছি সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং এই সাধারণ মানুষের উন্নয়নকল্পে যে অর্থ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার তা আমরা মানে আমাদের সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না। এমন কি রাজ্য সরকারও পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে যা দেবার চেষ্টা করছে তাও আমরা পাচ্ছি না অশুভ শক্তি ও সুবিধাবাদীদের জন্য, ওরা সবকিছু ছিনিয়ে নিচ্ছে। - মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, তাতে সরকার ভেবেছেন যে তার মাধ্যমে তারা বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে না, এই ঋণের মাধ্যমে গরীব ও বেকার যুবকদের শোষণ করা হচ্ছে। কর্মসংস্থানের নাম করে এবং পরোক্ষে ধনীদের ধন আরও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে বাজেট এনেছেন, তাতে আমি মনে করি এইটা সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাতে চেতনা বৃদ্ধি করতে পারে বা সাধারণ মানুষ যাতে চেতনা সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য সরকার আরও প্রচেষ্টা নেবেন। এখানে মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার এই ৮ বছরে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন, তার জন্য আমিও এই সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু মাননীয় চেয়ারম্যান ও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যকে আমি বলতে চাই যে, আগরতলার পরেই রাস্তার কিছু দূরে গিয়ে দেখুন যে, রাস্তার পাশে যে মসজিদগুলি আছে সেগুলি কি জীর্ণ ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে মানুষ যা খুশী তা করছে, তার কোন পবিত্রতা রক্ষা হচ্ছে না এবং তার জন্য কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। এইটা দিয়েই বুঝা যায় যে বামফ্রন্ট সরকার

এর জন্য কিছুই করেন নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সে সম্পর্কে আমার মত হল, আমি আশা করি যে, এই বাজেট যাতে গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষার কাজে লাগে তার জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই বিধানসভায় পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। প্রসঙ্গত বলতে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এবং গরীব মানুষের উন্নয়নকল্পে ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে এই ধরণের বাজেট প্রতি বৎসর এই বিধানসভায় পেশ করা হচ্ছে বলেই আজকে বিরোধী সদস্যদের কলিজায় আঘাত লেগেছে, তারা ক্ষুন্ন হয়েছেন। কারণ আজ পর্য্যন্ত এমন দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখাতে পারবেন কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে এই ধরণের বাজেট তৈরী করতে, শুধু মাত্র বামফ্রন্ট সরকারগুলিই পারে এই ধরণের বাজেট তৈরী করতে। তারা ভেবেছিলেন আগে তারা যে দুর্নীতিপূর্ণ বাজেট ও প্রশাসন এই ত্রিপুরা রাজ্যে চালিয়েছিল, এই বামফ্রন্ট সরকারও বুঝি তাই করবে। প্রথমেই বলতে হয় যে, কেন্দ্র থেকে সমীক্ষক দলও এসেছিল ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে কী কাজ করছে তা দেখার জন্য এবং এসে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের রূপায়ণ দেখে তারা অবাক হয়ে গেছেন। রাস্তার পাশে এখানে বনায়ন করা হচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের ৮২ ভাগ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যারা লাকড়ী বিক্রী করে ও মানুষের বাড়ীতে কাজ করে সংসার চালায়, ত তাদের জন্য এই বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এবং বামফ্রন্ট সরকারের এই গরীব মানুষের স্বার্থে রচিত বাজেট ও কর্মসূচী আজ তাদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছে। যেমন এখানে আমি একটা সমীক্ষা দিতে পারি, যে ১৯৭১ ইং-তে এস. টি, যারা শিক্ষিত ছিল তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১৫.০৭, আর, এস. সি যারা শিক্ষিত ছিল তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২০.৫ শতাংশ, আদার্স তারা ছিল ৩০.৯২ শতাংশ। সে জায়গায় ১৯৮১ ইংরাজীতে বামফ্রন্টের ৩ বছর পূর্তীর সময় সমীক্ষায় দেখা গেছে এস, টি, ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩.৭ শতাংশ, এস, সি ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৩.৮৯ শতাংশ এবং আদার্স ৪১.৪২ শতাংশ হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির জন্য। এখানকার বিভিন্ন ভাষাভাষি

মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করেন তারজন্য তারা যাতে নিজস্ব মাতৃ ভাষায় শিক্ষার সুবিধা পান তার ব্যবস্থা বামফ্রন্ট করছে। মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল লুসাই ভাষাতে কেন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তারজন্য বিরোধীতা করেছেন। কত বড় লজ্জাহীন হলে পরে এ কথা বলতে পারেন। এটা বড় আশ্চর্যের কথা! এই ত্রিপুরা রাজ্য পিছিয়ে পড়া রাজ্য অর্থ-নৈতিক দিক থেকে, সংস্কৃতির দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে জ্ঞানের দিক থেকে। তাই উপজাতিদেরকে ককবরকের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল বলে তাদের ক্ষোভ। তাই আমরা দেখছি যে, বড়কাঁঠাল স্কুলকে কয়েকবার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কলকলিয়া স্কুল কেন সিনিয়র বেসিক করা হল? কেন সেটাকে দালান করা হল না? তালতলার মানুষরা নিজেদের থেকে চাঁদা তুলে সেখানে ঘর করেছে। কি কষ্টে স্কুল হয় তারা তা দেখিয়েছে। আমি সে ব্যাপারে কলিং এটেনশন এনেছি আপনারা শুনতে পাবেন। আজকে যে জায়গায় রাশিয়া ও ইউরোপ দেশ সমূহ মহাশূন্যের বিভিন্ন রহস্য উৎঘাটনের জন্য, হ্যালির ধুমকেতুর রহস্য উৎঘাটনের জন্য রকেট পাঠাচ্ছেন সেখানে ভারত গাধায় চড়ে উল্টো দিকে যাচ্ছে। ভারতের এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও এই বামফ্রন্ট সরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্নীতি মুক্ত একটা প্রশাসন দিতে পেরেছেন। একমাত্র ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গই দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন দিতে পেরেছে। সত্যি কথা বলতে ও বাস্তবের কথা স্বীকার করতে তাদের অপারগ। আজকে পঞ্চায়েতে আমরা কি দেখি? আমরা প্রথমে বলেছি যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের বেশীরভাগ করব। গ্রামের দরিদ্র কৃষক যারা তারা অনেক সময় বীজের অভাবে, সারের অভাবে ফসল করতে পারেন না। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার তাদের বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছেন। কংগ্রেস আমলে সেটা যেত না তবে যেটা যেত সেটা প্রধানদের পেটে যেত। এখনও যাচ্ছে সে সব পঞ্চায়েতে যে সব পঞ্চায়েত কংগ্রেস শাসিত। এরকম একজন প্রধানের নাম আমি করতে পারি, তিনি হলেন ঠাকুর চাঁদ দাস তিনি ৪০ কে জি বাদাম তাঁর একজন মেম্বারকে দিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা দেখি এখনও তারা সেই দুর্নীতি করার জন্য চেষ্টা করছে। আমাদের সেখানে পি ডাব্লিউর একটা রাস্তা ফটিকছড়া থেকে কলকলিয়া হয়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত গিয়েছে। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ নাই উনি রাস্তার পাশে একটা পুকুর কেটে রেখেছেন যার জন্য রাস্তাটা হচ্ছে না। এই হচ্ছে তাদের নীতি। কাজেই এই করমুক্ত বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সে বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে বলতে হয় বামফ্রন্ট সরকারের মূল নীতি হচ্ছে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা। বিধানসভার ভিতরে এবং বাহিরে যে কারণে আমরা আন্দোলন করি, যে নীতি নিয়ে আমরা লড়াই করি, আন্দোলন করি তার প্রতিচ্ছবি এই বাজেটে আছে। আমি মনে করি মানুষের মূল সমস্যা হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা এবং এই তিন সমস্যার যাতে সমাধান হয় তারজন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছে। আমরা দেখেছি গরীব মানুষদের না আছে থাকার ঘর-বাড়ী, না আছে জমি-জমা। আজকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধানের জন্য এই বাজেটের মধ্যে সেটা বিশেষভাবে বলা আছে। আজকে আমরা দেখি ৯৫ শতাংশ উপজাতি, ৫০ শতাংশ অ-উপজাতি পরিবারকে সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারজন্য তারা এই সমবায়ের উপর এত, চটা। এই ত্রিপুরা রাজ্য একটি কৃষি প্রধান রাজ্য। এখানে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কংগ্রেস আমলে এই কৃষকরা নানাভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত হয়েছেন। তারা যে ফসল ফলাতেন সে ফসলের শতকরা ৮০ ভাগই চলে যেত মহাজনদের ঘরে। গরীব কৃষকরা এই মহাজনদের নিকট থেকে টাকা সুদে ধার করে আনতেন। মহাজনরা তাদের যে টাকা ধার দিত সেটা তারা চড়া সুদে আদায় করত প্রতি ১০০ টাকায় কোন সময় ১০০ টাকাই সুদ দিতে হত এবং এই সুদ ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গেই মহাজনরা সুদ বাবদ ফসল নিয়ে যেত। ফলে অবশিষ্ট যে পরিমাণ ফসল তাদের হাতে থাকত সে ফসল দ্বারা তাদের সারা বৎসর যেত না, তাই তারা আবার মহাজনদের নিকট থেকে আবার চড়া সুদে টাকা ধার নিত। এই ছিল তাদের অবস্থা।

তারপর পাট চাষীদের কি অবস্থা ছিল ? গ্রামের গরীব জুমিয়া উপজাতিরা বা কৃষকরা লেখাপড়া জানত না। তারা মহাজনদের কাছে যে পাট বিক্রি করত সে পাটের দাম মহাজনরাতো ন্যায্য দামে কখনো কিনত না উপরন্তু তারা ওজনেও কারচুপি করত। কত পাটে যে এক মন হত সেটা পাট চাষীরা জানত না। ফড়িয়াদের ওজনে দেখা যেত এখন যে পাটে এক মন হয় তখন এইরূপ দুই মন পাটের সমান পাট-এর ওজন এক মন হত। আর যারা ওজন করত তাদের মহাজন বা ফড়িয়ারা পরে ওজনের কারচুপির জন্য টাকা বকশিশ দিতেন। তারপর এই মহাজনরা বা ফড়িয়ারা পাট চাষী উপজাতিদের ছেলে বাপ চৌদ্দগোষ্ঠীকেই ডাকত মামা বলে। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার

পর এই ভাগিনাদের বংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন আর পাট চাষীদের মহাজনদের হাতে শিকার হতে হয় না। আজকে শতকরা ৯৫ জন চাষী সমবায়ের মাধ্যমে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারছেন। সমবায়ের মাধ্যমে ল্যাম্পস প্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে তারা তাদের উৎপাদিত পাট ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের এই জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ দেখে মাননীয় সুধীর বাবুদের মধ্যে ভয় ঢুকেছে যে, তারা আর এই গরীব চাষীদের শোষণ করতে পারবেন না। এক ধরনের জীব আছে যারা সর্ব্বদা অন্ধকারে থাকতে ভাল পায়। বাইরে সূর্য্যের আলোয় এলে তারা কিছুই দেখতে পায়না। এই মাননীয় সুধীরবাবুরা হচ্ছেন সে ধরণের জীব। এতদিন তারা অন্ধকারে ছিলেন। কাজেই আজকে বামফ্রন্টের সূর্য্য উদিত হওয়ায় তারা আজকে আর চোখে পথ দেখছেন না। কাজেই আজকে তাঁরা আবোল তাবোল বলে চলেছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তার বাজেটে কোন্ জায়গায় গুরুত্ব দিয়েছেন? সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে আহার, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের কাজের মধ্যে বিরোধী দলের সদস্যরা কোন ফাঁক না পেয়ে শুধু গেল গেল রব করছেন, তারা শুধু বলছেন রাজ্যে আইন-শৃংখলা নেই। অথচ দেখা যায় যে মাননীয় শ্যামাচরণ বাবুরা এই কংগ্রেসের জয়গান করছেন। খলের তো আর ছলের অভাব হয় না। এই কংগ্রেসই বামফ্রন্ট সরকার যখন ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য লড়াই করেছিলেন, এই বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করেছিলেন এবং ৭ম তপশিল মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ স্থাপন করে তখন তার বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু আজকে দেখা যায় যে শ্যামাচরণ বাবুরা এই কংগ্রেসের সঙ্গে তারা নির্বাচনী মিতালী করছেন। এই কংগ্রেস(ই)কেই তাদের প্রধান দোসর বলে মনে করছেন। আর হবে না কেন? কারণ এই শ্যামাচরণ বাবুই তো কংগ্রেসের সহায়তা নিয়ে ৬ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করলেও যখন দেখলেন যে, তার টি, ইউ, জে, এস, এবং কংগ্রেস (আই) আঁতাত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি তখন তিনি দেখলেন যে, তিনি যে উদ্দেশ্যে সেখানে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, যে তিনি চিফ্ একজিকিউটিভ মেমবার হবেন সেটা আর হলো না—তখন তিনি বিচার করে দেখলেন যে অটোনোমাসে গিয়ে তো কোন লাভ নেই, বরং এই বিধানসভার সদস্য থাকলে অনেক লাভ, এই লাভের জন্য তিনি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের পদ গ্রহণ করেন নি। আজকে কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে মিতালী করছে সর্ব ভারতীয় দল হয়েও এর কারণ

হচ্ছে এই উপজাতি যুব সমিতির কল্যাণেই তারা বিধানসভায় এবং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে কয়েকটি সিট পেয়েছে। এই উপজাতি যুব সমিতি যদি তাদের পাশে না থাকে তাহলে তারা আর ত্রিপুরার বুকে রাজনীতি করতে পারবেন না। আজকে আমরা কি দেখি ? কেন্দ্রে কংগ্রেস (ই) এর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। আজকে কংগ্রেস রাজ্য সভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। ভারতবর্ষের সংসদের দুটি অংশ রয়েছে, একটি হচ্ছে লোকসভা এবং আরেকটি হচ্ছে রাজ্যসভা। এই রাজ্য সভায় কংগ্রেস(ই) এখন মাইনরিটিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এই কংগ্রেস(ই) এর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১৫৯ জন। যেখানে ১৬২ জন সদস্য না হলে সভায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ হয় না। আর আগামী মে জুলাইয়ে এই সংখ্যা কমে আসবে ১৪৩ জনে। আর এখানে আরেকটা কথা বলতে হয় যে, এই কংগ্রেস (ই) সদস্যরা আমাদের বলছেন যে, আমরা নাকি ভারতের সংবিধান মানি না। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই সংবিধান তারা কতবার নিজেদের প্রয়োজনে সংশোধন করছেন ? তারপর এই কংগ্রেসের মধ্যেই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চলেছে দলাদলী মারামারি কামড়া-কামড়ী। প্রশাসনে চলেছে এক অরাজকতা। যার ফলে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাধ্য হয়েই দেশে জরুরী অবস্থা জারী করতে হয়েছিল নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। আর আজকে এই কংগ্রেস(ই) হাছায়, মিছায় মিলিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নানা কথা বলছেন।

কাজেই আজকে বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেট ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্যই পেশ করেছেন এবং এই জন্য আমি এই বাজেটকে পুরুপুরি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৪শে মার্চ, ৮৬ইং সোমবার, বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।